শ্রীমদ্ভাগবত

(সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)

গুণদাচরণ সেন

শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্ম-মহাসভা
অবন্তীপুর, ২৪-পরগণা

SRIMAD BHAGAVAT
(Samkshipta Akhyanbhag)
By GUNADA CHARAN SEN

প্রথম সংস্করণ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ—রথযাত্রা, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্ম-মহাসভার পক্ষে
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

প্রচ্ছদ-চিত্র : শিল্পী শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য অঙ্কিত চিত্রের আলোক-চিত্র।
প্রচ্ছদ-নাম : শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য

পরিবেশক
জি জ্ঞা সা
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর
শ্রীএককড়ি ভড়
নি উ শ ক্তি প্রে স
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

অশ্বিনীকুমার দত্ত

ও

সরলাবালা দত্ত

স্মরণে

নিবেদন

ভক্তিসাহিত্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত অ-দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার বর্ণিত বিষয় তিন শ্রেণীর—তত্ত্ব, স্তব ও আখ্যান। আখ্যান—কথা ও কাহিনী। কথা—ঘটনার বিবৃতি, কাহিনী—ভক্তচরিত্র কথন। দেশকালের অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এই আখ্যানভাগটিকে বাঙ্গলা গদ্যে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। মূলের স্কন্ধ ও অধ্যায় অনুসারে বিষয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে; সময় সময় একাধিক অধ্যায় একসঙ্গে লইয়াছি। ভক্তিমূলক বহু শ্লোক আখ্যানের অংশরূপে সানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে; তথাপি অতি-বিস্তারভয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে অনেক শ্লোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তত্ত্ব ও স্তব অংশ প্রয়োজনমত অতি যৎকিঞ্চিৎ লইতে পারিয়াছি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্তবসমূহ সাধনরাজ্যের অমূল্য সম্পদ, ইহার একটি স্বতন্ত্র সঙ্কলন বাঞ্ছনীয়।

'বঙ্গবাসী' ও 'বসুমতী' সংস্করণ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি উভয়ের নিকট ঋণী। শ্লোকের অঙ্ক 'বসুমতী' সংস্করণ হইতে নিয়াছি। অপর সংস্করণের সহিত কোন কোন স্থানে ইহার অতি সামান্য অমিল আছে।

এই গ্রন্থের প্রণয়নকাল কখন ও প্রণেতা কে, তাহা লইয়া সুধীগণ নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং কিছু কিছু গবেষণাও করিয়াছেন। আমি সেসকল কঠিন সমস্যার আলোচনা করিতে সাহস করিলাম না। এই সঙ্কলনকার্যে যে সুহৃদ্‌গণ আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া এক্ষণে মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। আমার সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

গ্রন্থের বিভাগ

গ্রন্থের প্রথম নয় স্কন্ধে প্রধানতঃ শ্রীবিষ্ণুলীলা ও শ্রীকৃষ্ণপূর্ব বিষ্ণুভক্তগণের চরিতকাহিনী, দশমে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা, একাদশে তাঁহার অন্তিমবাণী ও

মহাপ্রয়াণ, দ্বাদশে গ্রন্থের কথাভাগের পরিসমাপ্তি। প্রথম নয়ে শান্ত ও দাস্য, দশমে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, একাদশে সকল রসের তাত্ত্বিক সমাবেশ। গ্রন্থের দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট—(ক) ১ হইতে ৯ স্কন্ধ, ও (খ) ১০ হইতে ১২ স্কন্ধ। এই দুই ভাগেই সমগ্র আখ্যানটির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিব :—

ক. ১—৯ স্কন্ধ

বিবৃতির ক্রম : স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রথমে ভাগবত বলেন। ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, বেদব্যাস নিজ পুত্র শুকদেবকে, উহা শিক্ষা দেন। শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনসভায় ঐ ভাগবত-কথা বিবৃত করেন। রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শোনেন। সূত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির যজ্ঞক্ষেত্রে উহা তাঁহাদের নিকট কীর্তন করেন। প্রথম পাঁচটি শ্লোক ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ সূত-মুখে ঐ বিবৃতি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে দ্বাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের ভাগবত-কথন। ইহার মধ্যে আবার ৩ স্কঃ ১ অঃ হইতে ৪ অঃ ২৬ শ্লোঃ পর্যন্ত অংশ যমুনাতীরে উদ্ধববিদুরসংবাদরূপে, ৩ স্কঃ ৫ অঃ হইতে ৪ স্কঃ শেষ পর্যন্ত অংশ গঙ্গাদ্বারে মৈত্রেয়বিদুরসংবাদরূপে এবং ৭ স্কঃ সম্পূর্ণ হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়সভায় নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদরূপে, শুকমুখেই কথিত।

কাহিনীগুলির সম্বন্ধ : কাহিনীগুলি প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন সূত্রে পরস্পরসম্বদ্ধ। তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয়-বর্ণিত প্রথম মানবমিথুন স্বায়ম্ভুব-মনু ও শতরূপা হইতে তৎপরবর্তী এই ৯ স্কন্ধের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তেরই সূত্রপাত। ঐ তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতি কপিল, চতুর্থে সতী ধ্রুব, পঞ্চমে ঋষভ ভরত, ষষ্ঠে দ্বিতীয় দক্ষ ত্বষ্টা বিশ্বরূপ বৃত্র, সপ্তমে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ, ঐ মনু-শতরূপারই পুত্র বা কন্যার বংশ। অষ্টমে চতুর্থ মনু তামসের, পঞ্চম মনু রৈবতের ও সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়ের ঘটনা। নবমের অম্বরীষ খট্বাঙ্গ ঐ সপ্তম মনু বৈবস্বতের বংশীয়। এই সমস্ত মনুই প্রথম বা স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর। বৈবস্বত মনুর নাম হইতে তাঁহার বংশধরগণ 'সূর্য' বংশ। মনুদের নাম, কার্য ও কার্যকালের পরিচয় ৮ স্কঃ ১৩-১৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। নবমের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ঐ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত 'চন্দ্র'বংশীয় ভক্তরাজগণের বৃত্তান্ত। ইহাদের

আদিপুরুষ ব্রহ্মার মানসজাত পুত্র অত্রি; তৎপুত্র সোম, অর্থাৎ চন্দ্র। সোমবংশীয় নহুষপুত্র যযাতি, তৎপুত্র যদু হইতে যদুবংশ; অপর এক পুত্র পুরু, তদ্‌বংশীয় কুরু হইতে কুরু-পাণ্ডব। চন্দ্রবংশে কোন মনু নাই। এইসকল স্কন্ধে বর্ণিত ১৬ জন প্রধান ভক্তের মধ্যে ১০ জন সূর্য ও চন্দ্রবংশীয়, ৪ জন অসুর ও গন্ধর্ব, ১ জন অজামিল কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ও ১ জন মুনিশাপে গজজন্মপ্রাপ্ত বিখ্যাত রাজা।

শ্রীনারদ ঃ। এইসকল ভক্তচরিতকাহিনীতে শ্রীবিষ্ণু ও ব্রহ্মার পর শ্রীনারদের অবদানই প্রধান। শ্রীনারদ শ্রীভাগবতকথিত ভক্তিধর্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাঁহার তিনটি জন্মের পরিচয় পাই। প্রথম, উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব; দ্বিতীয়, ঋষি-আশ্রমে দাসীপুত্র; শেষ, স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব-জন্মে দুরাচরণের ফলে দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় জন্মের সাধনবলে শেষ জন্ম। দ্বিতীয় জীবনের বর্ণনায় সাধনের যে তত্ত্ব ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকল যুগের সকল সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধককে এক নিশ্চিত পন্থার সন্ধান দেয়— 'সকৃদ্‌ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।' শেষ জন্মে, মনুসৃষ্টির পূর্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান পর্যন্ত নারদের বহুযুগব্যাপী কর্মজীবন লিপিবদ্ধ। পিতা দ্বারাই তিনি ভক্তিধর্মে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইলেন, দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গাহিয়া আকাশ, ভূমি ও 'সুতল' মাতাইয়া তুলিলেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-কুঞ্জে, মথুরার কংস-পুরীতে, দ্বারকার মহিষী-ভবনে, বনে, পর্বতে, জলে, স্থলে, তাঁহার অব্যাহত গতি। দেব গন্ধর্ব অসুর মানব—যেখানে যখন যে সমস্যা উঠিয়াছে, শ্রীনারদ তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং ঘটনার স্রোতকে নিয়ত নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তির মুখে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। কালের ক্রম হিসাবে এই নয় স্কন্ধে নারদের প্রথম আবির্ভাব কর্দম-দেবহূতির বিবাহ-প্রস্তাবে; দ্বিতীয়, শিবকে সতীর দেহত্যাগ-সংবাদদানে; তৃতীয়, গভীর অরণ্যগর্ভে শ্রীহরির অন্বেষণনিরত বালক ধ্রুবের সন্নিধানে। আখ্যানভাগে প্রথম দুইটি ঘটনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে; কিন্তু শেষটি এই গ্রন্থের এই অংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম ভক্তের জীবননিয়ন্ত্রণে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ধ্রুবকে তিনি প্রথমে পরীক্ষা করিলেন, পরে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, হরিসাধনের স্থান ও উপায় বলিয়া দিলেন, ধ্রুব মধুপুরীতে গিয়া হরিলাভ করিলেন। এদিকে অনুতপ্ত পিতা পাছে শিশুকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, সেজন্য পিতার নিকট আসিয়া

পুত্রের কুশলসংবাদদানে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিলেন। তারপর, শ্রীনারদকে দেখি রাজা বর্হিষৎ বা প্রাচীনবর্হির রাজসভায়। প্রাচীনবর্হি রাজর্ষিকুলতিলক পৃথুর সুযোগ্য বংশধর। কিন্তু তিনি বহুকুশাস্তীর্ণ যজ্ঞভূমিতে বহু পশু হত্যা করিতেছেন। দেবর্ষি আসিয়া নির্ভীককণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন —"রাজন্, এই তীক্ষ্ণ কুশাগ্র ও বহু পশুহত্যাপূর্ণ কাম্যকর্মের দ্বারা তোমার কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? ঐ দেখ, তোমার নিহত ক্রুদ্ধ পশুগণ তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে, লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিবে।" রাজা ভীত হইয়া জ্ঞান যাচ্ঞা করিলেন, নারদ প্রসিদ্ধ পুরঞ্জনের আখ্যান ব্যাখ্যা করিলেন, রাজা পুত্রগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্কাম হইয়া কপিলাশ্রমে চলিয়া গেলেন। এইরূপে এই অকিঞ্চন অনিকেত ভক্তরাজ বর্হিষতের রাজসভার কুট্টিমতলে ভক্তিহীন কাম্যপূজার বিরুদ্ধে শুদ্ধ নিষ্কাম-ভক্তির জয়স্তম্ভ সুদৃঢ়রূপে নিখাত করিলেন।

তারপর শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হির প্রচেতা নামক অনুতপ্ত পুত্রগণকেও ঐ উপদেশ দিলেন। সিন্ধুনদের সাগরসঙ্গমে পুত্রকাম দ্বিতীয় দক্ষের পুত্র দ্বিতীয় প্রচেতাগণের নিকটআসিয়া বলিলেন—"এ যে সকাম তপস্যা, ইহা অসৎ কর্ম।" তাহারা নিবৃত্ত হইল। পুনঃ, দ্বিতীয় দক্ষের অপর পুত্রগণকেও ঐরূপে নিবৃত্ত করিলেন। দ্বিতীয় দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—"ত্রিভুবনে তুমি কোথাও বাসভূমি পাইবে না।" নারদ ঐ অভিশাপ মাথায় তুলিয়া লইলেন। —পুত্রশোকাতুর গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতুর মৃত পুত্রকে মন্ত্রবলে উজ্জীবিত করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই পুনর্জীবন অঙ্গীকার করিল না। নারদের এই শিক্ষায় গন্ধর্বরাজ নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ অনিমিত্তা ভক্তির অতুলনীয় প্রতীক। আকাশপথে দেবরাজ ইন্দ্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীনারদ যখন তাঁহার জননীকে নিজ আশ্রমে নিয়া গেলেন, প্রহ্লাদ তখন সেই মায়ের গর্ভে। নারদের বরে মন্দারপর্বতে ধ্যাননিরত পিতার প্রত্যাগমন পর্যন্ত বহুকাল তিনি মাতৃজঠরেই রহিলেন। শ্রীনারদ প্রতিদিন গর্ভমধ্যেই তাঁহাকে ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন, গর্ভমধ্যেই পরমা ভক্তি লাভ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। শ্রীনারদের উপদিষ্ট ভক্তিযোগই প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বয়স্যগণকে শিক্ষা দেন। বহুযুগ পরে শ্রীনারদই যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রহ্লাদচরিত বিবৃত করেন। যতি, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ-ধর্ম

সম্বন্ধে নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দেন, তাহাতে তিনি **আধুনিক সমাজ-তান্ত্রিক সাম্যবাদের মূল তত্ত্বটি** কি দৃঢ়ভাবে ঘোষিত করিলেন!

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ ৭।১৪।৮

ইন্দ্র-বলি যুদ্ধে দৈত্যধ্বংস-বারণ প্রথম নয় স্কন্ধে নারদের শেষ কার্য।

সর্বশেষ, সরস্বতীতীরে ক্ষুব্ধচিত্তে উপবিষ্ট লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদের বিভাগ করিয়াছেন, বেদান্তের সূত্র লিখিয়াছেন, পঞ্চমবেদ মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি চিত্ত অ-শান্ত। শ্রীনারদ আসিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—তোমার ব্রহ্মসূত্র যুক্তিবাদী, মহাভারত কাম্যকর্মবাদী; শ্রীহরির লীলা ও গুণ কথন ব্যতীত আর সকল কথাই 'বাতাহতনৌরিব' বুদ্ধিকে সতত চঞ্চল করে। তখনই সেই পরম ঋষি স্থির আস্পদের সন্ধান পাইলেন, শম্যাপ্রাসের পুণ্য আশ্রম হইতে এই মহাগ্রন্থের উদ্ভব হইল।

খ. ১০—১২ স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভক্তিধর্মের মেরুদণ্ড। তত্ত্বে, ভাবে ও কবিত্বে ইহা অতুলনীয়। বাঙ্গলার বহু কাব্য এবং প্রায় সমগ্র ভক্তি-সাহিত্য ইহার প্রভাবে সমৃদ্ধ। নানা সাধক, নানা টীকাকার, নানা লেখক, নানা 'পাঠক' বা 'কথক' ইহার ভাবধারাকে নিত্য নব নব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। ভাব ও কল্পনারাজ্যের ইহা অক্ষয় ভাণ্ডার। ভারতের বহু স্থানে, বিশেষত বাঙ্গলায়, ভক্তির ধারা আজও এই দশমের খাতে প্রবাহিত। শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙ্গলার মহাপুরুষগণ শক্তিসাধনার সহিত ইহার অপূর্ব সমন্বয় বিধান করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম চল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের গোকুলবৃন্দাবনলীলা, তার পর দশ অধ্যায় তাঁর মথুরালীলা ও অবশিষ্ট চল্লিশ অধ্যায় দ্বারকা-কুরুক্ষেত্র লীলা। একাদশ স্কন্ধে প্রভাস-তীর্থে স্বকুলনাশ ও মহাপ্রয়াণ। দ্বাদশ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, শুকদেবের কথা-সমাপ্তি ও প্রস্থানের পর ১০ হইতে ২৮ এই কয়টিমাত্র শ্লোকে পরীক্ষিতের দেহত্যাগ এবং তৎপুত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও যজ্ঞশেষ। এই স্কন্ধের ৯ ও ১০ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়াদর্শন জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশের একটি

অপূর্ব চিত্র। অবশিষ্ট, বেদের শাখা কলিধর্মাদি ও রাজবংশ কথন এবং গ্রন্থ-সমাপ্তি।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা: এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মহালীলার পুণ্যকাহিনী যৎকিঞ্চিৎ কীর্তন করিয়া ধন্য হইব। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় বসুদেব-দেবকীর কারাগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পক্ষণ পরই কংসভয়ে পিতা কর্তৃক যমুনার অপর পারে বৃহদ্বন বা মহাবন গোকুলে নীত হন। তাঁহার অতি-শৈশবকালেই মহাবনে নানা উৎপাত দেখা দেয়। পুতনা রাক্ষসী ও তৃণাবর্ত অসুর বধের পর পদাঘাতে একটি বৃহৎ শকট ও উদূখল-আঘাতে দুইটি যুক্ত অর্জুনবৃক্ষ ভঙ্গ তাঁহার এই সময়ের কীর্তি। মথুরা হইতে বসুদেবপ্রেরিত গর্গ আসিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন। শিশু যেমন বাড়িতে লাগিলেন, নানা বালচাপল্যও তেমন বাড়িতে লাগিল। প্রায়ই প্রতিবেশীর গৃহ হইতে লুঠিয়া বা চুরি করিয়া বয়স্য ও বানরগণকে ননী-মাখন খাওয়াইতেন, কিছু বা আপনি খাইতেন। এদিকে মহাবনে মহোৎপাতসকলও কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। তখন গোপপ্রধানগণ যমুনা পার হইয়া তৃণবহুল নদীপর্বতসেবিত বৃন্দাবন-ভূমিতে বাস উঠাইয়া নিলেন। ক্রমে বয়স্যগণসহ গোচারণ আরম্ভ হইল। এখানেও গোবৎস ও বকরূপে দুই অসুরকে নিহত করিয়া তিনি গো ও গোপবালকগণকে রক্ষা করেন। তার পর একদিন স্বয়ং ব্রহ্মাকর্তৃক গোধন ও গোপ-বালক অপহরণ তিনি দৈব-শক্তিবলে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।—জলেও উৎপাত নামিল। কালিয় নামে এক মহাবিষধর বহুফণ ভুজঙ্গ সবংশে আসিয়া যমুনার জল এমন দূষিত করিয়া তুলিল যে, একদিন গোপবালকগণ সেই বিষাক্ত জল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে নামিয়া অসামান্য শক্তিবলে কালিয়কে মৃতপ্রায় এবং অনুচরসহ রমণক দ্বীপে তাড়িত করিয়া যমুনাকে বিষমুক্তা করিলেন। অগ্নিদেবকেও ছাড়িলেন না, দুইবার শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ দাবানল হইতে গো ও গোপবালকগণকে রক্ষা করিলেন।

কিন্তু অসুর রাক্ষস সর্প অনল কিছুই সেই বালকের বয়স্যসহ গোচারণ বা ক্রীড়ামোদ ব্যাহত করিতে পারিল না। তিনি ক্রীড়াকালে সময় সময় অগ্রজ বলরামের ব্যজন এবং পাদসংবাহনও করিয়া দিতেন। ক্রমে গোপবালিকা এবং গোপবধূগণও তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। ময়ূর-পাখার চূড়া, কর্ণিকার ফুলের দুল ও পাঁচফুলের মালা পরিয়া সকলসুন্দর-সন্নিবেশ সেই

পীতবাস অধরে বাঁশী ধরিয়া বাজাইতে বাজাইতে গোধূলিরঞ্জিত চূর্ণকুন্তল ও নূপুরভূষিত চরণকমল লইয়া যখন গৃহে ফিরিতেন, রমণীগণ তখন পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বীরশিশুর প্রদীপ্ত রূপরাশি অনিমেষনয়নে পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ব্রজকুমারীরা তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করার জন্য সকলে মিলিয়া কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকেও দ্বেষ করিলেন না। ক্রমে সেই বালকও রমণীগণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে যমুনায় ব্রতস্নানরতা বিবস্ত্রা বালিকাগণের তীরত্যক্ত বসনসমূহ লইয়া তীরস্থ এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। রমণীগণ সকল ভয় সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া তদেকমাত্রচিত্তে তীরে উঠিয়া যুক্তকরে বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। বালক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এক রজনীতে ক্রীড়া করিবেন, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন। তার পর, ব্রজের ব্রাহ্মণরমণীগণও একদিন যজ্ঞশালা হইতে প্রভূত সুস্বাদু খাদ্য আনিয়া তাঁহার প্রতি যে গভীর স্নেহের পরিচয় দিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বেদবাদী পতিগণও শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদান করিলেন। এইরূপে সমগ্র ব্রজভূমির মানুষ ও পশুর হৃদয় জিত হইল।

দেবতাদের পরাজয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তো জিত হইয়াছেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রই বা কোন্ অধিকারে 'ইন্দ্রযাগের' পূজা পাইবেন? তিনি মেঘাধিপতি, কিন্তু মেঘসকল তো ঐশ্বরিক নিয়মেই বারিবর্ষণ করিবে। গো নদী ও পর্বতই গোপকুলের পূজার্হ, নিম্নজাতি ও গৃহপালিত পশুগণই অন্নদানের যোগ্য, শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশে ইন্দ্রযাগজন্য আহৃত উপচারসমূহ যখন গো, গোবর্ধন, বৃক্ষ, অন্ত্যজ ও পশুগণের সেবায় ব্যয়িত হইল, দেবরাজ তখন মহাকোপে প্রবলবাত্যা ও বারিবর্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনের 'ছত্রাক'-তলে ব্রজের সমস্ত নরনারী গো ও সম্পদসমূহ রক্ষা করিলেন। ইন্দ্র আসিয়া শরণাগতি জানাইলেন, গোমাতা সুরভি আসিয়া সেই দেবশিশুকে 'গোবিন্দ' বা 'গো-গণের ইন্দ্র' এই আখ্যা দিলেন, দেবরাজ স্বয়ং এই অভিষেক সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে এই 'গূঢ়লিঙ্গ' মানবশিশু সদ্ধর্ম-সংস্থাপনের ব্রতে স্বয়ং-দীক্ষিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স সাত বছর।

'ইন্দ্রযাগ' উঠিয়া গেল। ব্রজভূমে যে মহা প্রেমযাগের শুরু হইয়াছিল, বস্ত্রহরণকালে প্রতিশ্রুত ক্রীড়া 'রাসক্রীড়া'রূপে এক্ষণে সেই প্রেমযজ্ঞে পূর্ণাহুতি

লাভ করিল। ক্রীড়ার পূর্বে প্রেমের পরীক্ষা, আরম্ভে গর্বনাশ। প্রেমের মাদকতায় প্রেমিকাকে বিভ্রান্ত হইতে দিলেন না। যেই গর্ব উপস্থিত, অমনি 'প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।' তারপর প্রেমের দুর্দমনীয় আহ্বান, রাসচক্রে আবির্ভাব, এবং সর্বশেষে, সেই যোগেশ্বরের প্রতি-ইন্দ্রিয়ের সহিত গোপীর অন্তর্বহিঃ প্রতি-ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ মিলন।

কিন্তু আবার সেই উৎপাত। এক মহাসর্প আসিয়া নন্দকে গ্রাস করিল। অরিষ্ট কেশী ও ব্যোম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া আবার গো গোপালকগণকে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণহস্তে সকলেই সমুচিত গতি লাভ করিল।

এদিকে নারদের মুখে ভাবী প্রাণহন্তা কৃষ্ণ-বলরামের সংবাদ পাইয়া দুর্বুদ্ধি কংস এক কপট ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের নিধনের সঙ্কল্প করিল। অক্রূর তাঁহাদিগকে ও নন্দকে আনিতে ব্রজে প্রেরিত হইলেন। অক্রূর আসিয়া সকল কথাই জানাইলেন, নন্দ বা সেই নির্ভীক বালকদ্বয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রয়া পরদিন প্রত্যূষেই অক্রূরসঙ্গে মথুরা যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদম্য সাহসে ধর্মসংস্থাপনের কঠোর কর্তব্যের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ, তদ্‌গতা গোপললনাগণের হৃদয়বিদারক প্রেমার্তিতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অনাসক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই 'ব্রজের খেলা' শেষ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স এগারো বছর।

মথুরায় আসিয়া সুকঠিন কর্তব্যের দায়ে প্রণয়াবনত অক্রূরের আতিথ্যও গ্রহণ করিলেন না, শম ও দম দুই উপায়েই প্রয়োজনীয় বস্ত্র মাল্য অনুলেপনাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। ধনুর্যজ্ঞশালায় আসিয়া রক্ষিগণকে অক্লেশে নিহত করিয়া ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। প্রত্যূষে মল্লক্রীড়ার মহোৎসব আরম্ভ হইল। রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় ও তাহার মাহুতকে চূর্ণ করিলেন, রঙ্গক্ষেত্রে রাজা ও সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে দুই ভাই চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে নিহত করিলেন। কুক্ষণে হতভাগ্য কংস আদেশ করিল, 'ইহাদিগকে পুরী হইতে তাড়াইয়া দাও, নন্দকে বাঁধ, আমার পিতা উগ্রসেনকে বধ কর।' তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ দুর্মতির দেহ উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে সবলে ভূমিতলে লুণ্ঠিত করিয়া তাহার শেষ গতির বিধান করিলেন। সমবেত জনতার সম্মতিক্রমে উগ্রসেন স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইলেন, ক্রমে কংসভয়ে পলায়িত যাদবগণ মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। শূরসেনের মথুরায়

প্রাচীন রাজ্যে ধর্ম সংস্থাপিত হইল। বিধিমত সকল সংস্কার ও তারপর উজ্জয়িনীতে সান্দীপনির নিকট শিক্ষালাভও সম্পন্ন হইল। বৃন্দাবনে সকল সংবাদ দিতে উদ্ধবকে ও ইন্দ্রপ্রস্থের সংবাদ নিতে অক্রূরকে পাঠাইলেন। উদ্ধব ফিরিয়া আসিয়া গোপীদিগের প্রণয়বার্তা এবং অক্রূর হস্তিনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দিলেন।

মথুরা তখন মহা বিপন্ন। কংসের শ্বশুর মহাবল জরাসন্ধ আঠারো বার আসিয়া নগর আক্রমণ ও অবরোধ করিল, তদুপরি আবার কালযবন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সকল আক্রমণই ব্যর্থ হইল, কিন্তু যদুকুলের মথুরাবাস নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুদূর রৈবতকের গিরিদুর্গমালার আশ্রয়ে সমুদ্রকূলে বা দ্বীপে এক নগর নির্মাণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে তথায় লইয়া গেলেন।

দ্বারকা সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ রাজা না হইয়াও 'দ্বারকানাথ' হইলেন। এইবারে তাঁহার গার্হস্থ্যলীলা। নানা যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা বহুস্ত্রী লাভ করিলেন, তন্মধ্যে দুরন্ত নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তা বহু রাজকন্যা। কিন্তু প্রধানা মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি আটজন। পুত্রগণমধ্যে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব এবং পৌত্রগণমধ্যে অনিরুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। প্রদ্যুম্ন সম্বরাসুর দ্বারা অপহৃত হইয়া ঐ অসুরের পাচিকার সাহায্যে তাহাকে বধ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সাম্ব হস্তিনার রাজা দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া কুরুপতিগণ দ্বারা অবরুদ্ধ হন, বলরাম হস্তিনাকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জনের ভয় দেখাইয়া সাম্বকে লক্ষ্মণাসহ মুক্ত করেন। এই সাম্বই শেষে গর্ভিণীবেশে যদুকুলনাশন মুষল প্রসব করেন। অনিরুদ্ধ শোণিতপুররাজ বলিপুত্র বাণের কন্যা উষার প্রণয়াবদ্ধ হইয়া বাণপুরীতেই ধৃত ও আবদ্ধ হন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সসৈন্যে সেখানে গিয়া বধূসহ তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

এইসকল পারিবারিক অশান্তি ছাড়া জ্ঞাতিদ্রোহও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করিয়াছিল। স্যমন্তক-উদ্ধারের ঘটনাগুলি একটি উদাহরণ মাত্র।

দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে দাম্পত্য জীবনের, ৭০ অধ্যায়ে গার্হস্থ্যজীবনের, ৭১ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এবং ৮০ হইতে ৮৩ অধ্যায়ে ব্যক্তিগত জীবনের—এইরূপ পর পর কয়েকটি চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের

সমগ্র মানুষচরিত্রের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি কর্তব্য, ভগবৎপূজা, উপযুক্ত পাত্রে অকাতরে দান, রাজগণের রক্ষা-বিধান, বন্ধু-প্রীতি, সকল জীবের প্রতি অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, পিতৃমাতৃভক্তি, ইত্যাদির কয়েকটি উজ্জ্বল আলেখ্য ঐসকল অধ্যায়ে অঙ্কিত হইয়াছে। ৮৯ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎপূজা এবং অংশাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। জীর্ণবসন কপর্দকবিহীন 'ব্রহ্মবন্ধু'র পা-ধোওয়া জল মাথায় ধারণ করা এবং তাঁহাকে শয়নমন্দিরে নিজ পর্যঙ্কে বসাইয়া প্রধানামহিষী-হস্তে তাঁহার ব্যজন—'নিখিল-রাজন্যজয়ী' দ্বারকাধীশের একান্ত নিরভিমান সেবাধর্মের চূড়ান্ত উদাহরণ!

দ্বারকায় বহিঃশত্রুরও অভাব ছিল না। পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও তাহার সখা কাশীরাজকে নিহত করিতে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে অভিযান করিতে হয়, কিন্তু শাল্ব দন্তবক্র ও বিদূরথ ক্রমে সসৈন্যে আসিয়া পুরী আক্রমণ করিল। শাল্ব-যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন একবার হটিয়া গেলেন, ইন্দ্রপ্রস্থে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া শাল্বের মায়াপুরী বিধ্বস্ত ও তাঁহাকে সকল মায়া হইতে মুক্ত করেন। দন্তবক্র ও বিদূরথ সহজেই নিহত হইল।

রাজসূয়ে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। একটি নিরপরাধ প্রাণীরও বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া সুকৌশলে অমিতবলদৃপ্ত জরাসন্ধের বধ সাধন করিলেন এবং তৎকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া বহু উপঢৌকন সহ স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এখানেও ধর্ম সংস্থাপিত হইল। রাজসূয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে অগ্রপূজা পাইলেন, ক্রুদ্ধ ও আক্রমণোদ্যত শিশুপালকে স্বহস্তে নিহত করিলেন, রাজসূয় শেষ হইল। এই মহোৎসবে দুর্যোধন স্বগণ-সহ খুব খাটিলেন, কিন্তু কুক্ষণে একদিন রাজসূয়ে সংগৃহীত যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভারের প্রতি সহসা তার চোখ পড়িল, আর ময়দানবের নির্মিত মায়াসভায় জলভ্রমে স্থলে ও স্থলভ্রমে জলে পড়িয়া সে পাণ্ডুপুত্রগণের বড়ই বিদ্রূপভাজন হইল। দুর্যোধনের এই ঈর্ষ্যা ও অপমানের ফলেই শকুনির অক্ষক্রীড়া, দ্রৌপদীর অভিমর্ষণ, পাণ্ডবের সর্বস্বহরণ এবং তেরো বছর অজ্ঞাতবাস। ইহারই শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, কুরুক্ষেত্রের পুণ্য-ভূমিতে কুরুপাণ্ডবপক্ষীয়দের মহা-সমাধি। এই মহা-সমাধির উপর শ্রীকৃষ্ণ শরশয্যাশায়ী মহামতি ভীষ্মের উপদেশমত যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা হস্তিনায় উত্তর-ভারতের এক সুপ্রতিষ্ঠ ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহার মানুষ-জীবনের

শ্রেষ্ঠতম ব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন—'অঞ্জসা বর্তয়ামাস ধর্মং ধর্মসুতাদিভিঃ' (১০।৮৯।৬৫)।

শ্রীভাগবতকার এই পবিত্র সমাধির উপরই এই গ্রন্থরূপ মহাসৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্র হত্যা, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্তন, অশ্বত্থামার আগ্নেয়াস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা—এই তিনটি বৃত্তান্তের উপরই এই গ্রন্থের আখ্যানভাগের পত্তন। ইহার পর যুধিষ্ঠিরের তিনটি অশ্বমেধ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়াছিলেন, তারপর আর আসেন নাই। দ্বারকায় রাজ্যসন্নিবেশে এবং অবশেষে নিজ দুরন্তবংশের ধ্বংস-সাধন-কার্যে তাঁহার অবশিষ্ট মনুষ্যজীবন পরিসমাপ্ত হইল।

এখন এই শেষের কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুর্ধর্ষ যাদবকুলকে আর রক্ষা করা গেল না। তিনি নিজেই উহার ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সুধর্মাসভায় সমবেত যাদবগণকে বলিয়া কহিয়া ও ভয় দেখাইয়া দ্বারকা হইতে প্রভাসে নিয়া গেলেন। মৈরেয়পানের ফলে আত্মকলহে নিরত যাদবগণের যখন সকল অস্ত্র নিঃশেষ হইল, তখন ঋষিশাপোদ্ভূত মুষলের চূর্ণ হইতে সমুদ্রের উপকূলে যে এরকাতৃণের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা দ্বারাই যদুকুলের ধ্বংস সাধিত হইল।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের চিরসখা ও রহঃসচিব। একটি 'অর্ভক' অশ্বত্থের মূলে অন্তিম আসনে সমাহিত এই মহাযোগেশ্বর মহামানবের পাদমূলে শ্রীউদ্ধব আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। ভক্তির নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এবং "সমদৃগ্‌ বিচরস্ব গাম্‌" এই মহাবাক্য দ্বারা উদ্ধবকে শান্ত করিয়া লোকসংগ্রহের জন্য তিনি তাঁহাকে এই লোকে রাখিয়া গেলেন। তাঁহার কর্মময় জীবনের চিরসাথী সারথি দারুক তাঁহার দিব্যযান ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রথ ও অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় বিদায় দিলেন, 'উপশমং ব্রজ' বলিয়া দ্বারকায় দারুকের অবশিষ্ট কর্তব্যের উপদেশ দিয়া মুষলের চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ড-গ্রথিত শরদ্বারা যে ব্যাধ তাঁহার সুদীপ্ত চরণতল আহত করিয়াছিল, তাহাকে আশিস দিয়া ও সদগতি প্রাপ্ত করাইয়া সেই ভূমাপুরুষ নিজ মানুষী তনু সহসা অন্তর্হিত করিলেন।

বলদেব শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পূর্বেই মহাসমাধিতে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।

দারুকমুখে সকল সংবাদ পাইয়া বসুদেব দেবকী মহিষীগণ সহ নিজ নিজ দেহ রক্ষা করিলেন। অর্জুন যদুকুলের ধ্বংসাবশেষ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই সর্বনাশকর সংবাদ জানাইলেন। পরীক্ষিৎকে হস্তিনায় ও বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করিয়া পাণ্ডবভ্রাতাগণ মহাপ্রস্থানের পথে কর্মলীলা শেষ করিলেন। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা নিজ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। কুরু-পাণ্ডবের রঙ্গমঞ্চে শেষ যবনিকার পতন হইল।

গোকুল ও বৃন্দাবনের বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, মথুরায় শূরসেনের প্রাচীন রাজধানীতে তাঁহার মধ্যলীলা এবং দ্বারকায় হস্তিনাপুরে কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে তাঁহার অন্ত্যলীলা অভিনীত হইল। তিন লীলাই কর্তব্যের লীলা, প্রেমের লীলা, আকারের ভেদ মাত্র। ভারতের ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রে 'আচারে ও প্রচারে' এক শাশ্বত আদর্শ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই যোগযোগেশ্বর এই মহাভারতের পশ্চিম সাগরের মহাতীর্থে তাঁহার কর্মময় মহালীলা সংবরণ করিলেন।—সাত দিনে কুশস্থলী সাগরপ্লাবিতা হইল। ওঁ।

শ্রীভাগবতের ভক্তিবাদ

আমাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র প্রায় সকলই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি সূত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যাত। এই তিনের মূল বেদে, সুতরাং বেদই সকল শাস্ত্রের 'একায়ন'। বেদান্ত বা উপনিষদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান বা তত্ত্বে, গীতার বৈশিষ্ট্য কর্মে, ভাগবতের বৈশিষ্ট্য ভক্তিতে। তন্ত্র বা শৈব শাক্ত ধর্ম, ভক্তি-প্রধান। উপনিষদের পরম ঋষিগণ ভক্তির মূল উপাদানসমূহ সকলই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। গীতাকার তাহা লইয়া জ্ঞান ও কর্মমিশ্রণে ভক্তির একটি কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছেন, ভাগবতকার তাহাতে ভক্তিদেবীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে গীতা, যুদ্ধশেষে ভাগবত। ভক্তিবাদে গীতা যেখানে শেষ, ভাগবত সেখানে আরম্ভ। 'সত্যং পরং ধীমহি' দ্বারা এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' (১।১।২) বা অকপট ভক্তিধর্মের প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। এই ভক্তিসাধনের তত্ত্ব ও প্রণালী উভয়ই 'নিগমমূলক' (১।১।১-৩)। নিগম বা শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯); তিনি 'দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য'

(বৃহ ২।৫।১৯); তিনি রসরূপে, আনন্দরূপে, সুখরূপে, অমৃতরূপে 'মন্তব্য ও উপাসিতব্য'; তাঁহার দ্বারা 'সম্পরিষক্ত' হইলে (বৃহ ৪।৩।২১-২২) চণ্ডাল অ-চণ্ডাল, পুক্কশ অ-পুক্কশ, শ্রমণ অ-শ্রমণ হইয়া যায়। এইখানেই অনিমিত্তা প্রেমভক্তির মূল। শ্রীভাগবত ভগবল্লীলা ও ভক্ত-চরিত বর্ণনা দ্বারা নানাভাবে সেই 'অরূপ অথচ উরুরূপ'-এর (৮।৩।৯) প্রতি এই অনিমিত্তা ভক্তির পরিপূর্ণ মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

ঈশ্বরারাধনা কোন হেতুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা মানুষের স্বাভাবিকী বৃত্তি বা ধর্ম। ইহা বহু 'আয়াসসাধ্য' নহে (৭।৬।১৯ ; ৭।৭।৩৮), বহু শাস্ত্রপাঠ, বহু ক্রিয়ানুষ্ঠান বা কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন অবশ্যকর্তব্য নহে। 'মন্ত্রলিঙ্গ-ব্যবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণকুশাগ্রবহুল' (৪।২৯।৪৫-৪৯) সকাম ক্রিয়া 'বিষমবুদ্ধি-বিরচিত' (৬।১৬।৪১)। অর্চা বা প্রতিমার পূজা যতক্ষণ সর্বভূতে শ্রীহরিকে দেখিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল একটা বিশিষ্ট গণ্ডীতে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, ততক্ষণ সাধক 'ভস্মন্যেব জুহোতি' (৩।২৯।২২)। সমদৃষ্টিই সেই পরম দেবের মহৎ সমর্হণ বা পূজা (৭।৮।৯)। 'ঔৎকণ্ঠ্য' বা অখণ্ড আগ্রহ দ্বারাই শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, তখন ভক্ত তাঁহার সহিত সততযুক্ততা লাভ করেন, তখন বাক্যমনের 'মৃষাগতি' ও অন্তর্বহিঃ ইন্দ্রিয়দামের অসৎপথে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হয় (২।৬।৩৪)। এই আগ্রহ 'তপোযুক্ত ভক্তিযোগ' দ্বারা লভ্য। শ্রবণ-কীর্তনাদি ও 'নিষ্কিঞ্চনের পাদরজঃ' (৭।৫।৩২) এই তপস্যার প্রধান সহায়। এই পথেই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির 'অনুক্রমণ' বা ক্রমাভিব্যক্তি (৩।২৫।২৫)। ভক্তিলব্ধ সুখ ও আনন্দ যেমন বাড়ে, জীবের দুঃখতাপবোধ তেমনই কমে, চিত্তবৃত্তি তেমনই শান্ত 'অমৎসর' ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ওঠে। চিত্তশুদ্ধি ভক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, যেমন অন্নের প্রতি গ্রাসে জীবের 'ক্ষুদপায়, তুষ্টি ও পুষ্টি' হইতে থাকে (১১।২।৪২)। দেহে অনাত্মবোধ এবং ভোগে অ-রাগ বা অনাসক্তি এই পরম তত্ত্ব অভ্যাসের ক্রমশঃ অর্জিত ও প্রতিক্ষণে বর্ধনশীল পরিণতি। দেহ একদিকে যেমন 'শ্ব-শৃগালভক্ষ্য' (২।৭।৪২), অপরদিকে আবার শ্রীহরির বিলাসনিকেতন ; সংসার একদিকে যেমন 'উগ্রব্যাল-নিষেবিত', অপরদিকে তেমন 'সুরক্ষিত দুর্গ' (৫।১।১৮)। পরিমিত ভোগের সঙ্গে এই ভক্তিবাদের কোনও বিরোধ নাই, বিরোধ আসক্তির সঙ্গে। জঠরভরণের অতিরিক্ত ভোগ 'স্তেয় বা চৌর্য্য' (৭।১৪।৮),

সুতরাং দণ্ডনীয়। ২।২।৪,৫ শ্লোক ত্যাগ ও বৈরাগ্যের একটি চূড়ান্ত চিত্র। জাতি বয়স কুল মান পদ মত ইত্যাদি সর্বপ্রকার বৈষম্য এই ভক্তিবাদে সর্বথা নিরাকৃত। ভক্তির ঘরে কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী? কে ব্রাহ্মণ, কে 'স্ত্রী-শূদ্র' (গীতা ৯।৩২ ইত্যাদি) আর কে 'শ্বপচ'?

ভক্তির যে আদর্শ শ্রীভাগবত ভূয়োভূয়: নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিষয় চাহিলেও তিনি দেন না, বরং, থাকিলে কাড়িয়া নেন, সে স্থলে দেন—সকল ইচ্ছার নিধান স্বীয় পাদপল্লব (৫।১৯।২৬)। ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ, ত্রিলোকের আধিপত্য ত অতিতুচ্ছ, এমন যে বহুকীর্তিত স্বর্গভোগ, তাহাও অতিশয় হেয়; মোক্ষ মুক্তি অপুনর্ভবও নিতান্ত ফল্গু (৫।১৪।৪৪) —'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি' (৩।২৯।১৩)। ভক্ত চায় কেবল তাঁর পাদ-পল্লব, যে অন্য কিছু চায়, সে ত 'বণিক্' (৭।১০।৪)। গোপী-প্রেম এই অনিমিত্তা-ভক্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি।

বস্তুতঃ উপনিষদ্ ও ভাগবত উভয়েরই সাধনভাগ একটা বিশুদ্ধ সরল ও সহজ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়া মোহ শোক তাপ বাসনা কামনা হইতে যে নিদারুণ দুঃখবাদের উৎপত্তি, তাহা প্রাচীন উপনিষদসমূহে নাই। ঐ দুঃখবাদ ভাগবতপ্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্মের পথে কোথাও কোন জটিলতা আবল্য বা বিষাদাক্রুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রাচীন উপনিষদ্ ও ভাগবত এই উভয় শাস্ত্রেই ভক্তিলাভের অধিকারে, হৃদয়ভরা অ-তর্ক শ্রদ্ধা বা একান্ত নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনও প্রকারের কোনও সর্ত আরোপিত হয় নাই। উভয়ত্র এই পরম বাণীই উদাত্তস্বরে ঘোষিত হইয়াছে যে, সেই 'সর্বানুভূঃ' (বৃহ ২।৫।১৯) 'আত্মপ্রদ' (৪।৩১।১২) শ্রীভগবান্ জলে স্থলে শূন্যে, তোমার হৃদয়-'দহরে' (ছান্দোগ্য ৮।১।১), আপনাকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন—'দিবিব চক্ষুরাততম্'—চোখ খুলিলেই যেমন আকাশকে দেখিতে পাও। এই সুখদুঃখের নিত্যলীলাক্ষেত্রে—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে', 'রসিক ভাবুক' ভাবের চোখ খুলিয়া 'আ-লয়ম্' (১।১।৩) সেই লীলারস পান করুন। সর্বোপরি, কৃপা—'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ' (২।৭।৪২)—'যমেবৈষ বিবৃণুতে'র (কঠ ২।২৩ ইত্যাদি) অবিকল প্রতিধ্বনি।

শ্রীভাগবত প্রেমের জয়গীতি

শ্রীভাগবত ভক্ত ও ভগবানের খেলা। এ-খেলায় চিরদিনই ভক্তের জিত,

ভগবানের হার, 'স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্' (১০।৮১।৪০)। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর হাত দিয়া কত কষ্টই না দিলেন, তবু সে দমিল না। শেষে এক অদ্ভুত মূর্তি ধরিয়া স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে আসিতে হইল। সেই বালকভক্তের কাছে এই তাঁর প্রথম পরাজয়। তার পর যখন বর দিতে চাহিলেন, ভক্ত তখন দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—এ তোমার কেমন কথা, আমি কি বণিক? এই দ্বিতীয় পরাজয়। চতুর-চূড়ামণি তখন সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রেমের আহ্বান দ্বারা প্রহ্লাদকে পিতৃরাজ্যে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন।—ধ্রুব হারিয়াও জিতিলেন, রাজরাজেশ্বরের নিকট তুচ্ছ রাজত্বরূপ 'সতুষ-তণ্ডুলকণা' লইয়া শেষে ধ্রুবলোক পাইলেন।—বৃত্রকে বধ করার জন্য অমোঘ কুলিশ গড়াইলেন, যুদ্ধকালে বৃত্রের প্রহারে ইন্দ্রের হাত হইতে সেই অস্ত্র খসিয়া পড়িল। বৃত্র ইন্দ্রকে বলিলেন—ঠাকুব আমার জন্য ঋষি-অস্থি-নির্মিত এই অব্যর্থ যন্ত্র পাঠাইয়াছেন, আমি কিছুকাল অপেক্ষা করিতেছি, তুমি ইহা তুলিয়া লইয়া সত্বর আমার প্রতি নিক্ষে। কর। ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া হার মানিলেন, বলিলেন—'অসুর, তুমি কৃতকৃত্য, তুমিই ধন্য।'—বলি ঠাকুরের ছলনা ত সবই বুঝিলেন, তবুও সর্বস্ব দিলেন—ক্রুদ্ধ গুরুর অভিশাপও তুচ্ছ করিলেন, বারুণপাশে বদ্ধ হইয়া সুতলে তাড়িত হইলেন। ভক্তির যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া শেষে ঠাকুরকে গদাহস্তে সেই অসুরের 'দুর্গপালত্ব' অঙ্গীকার করিতে হইল।—অম্বরীষের যুদ্ধে ত অকুণ্ঠচিত্তে মানিয়া লইতে হইল—'আমি অ-স্বতন্ত্র ভক্তাধীন, সুতরাং হে দুর্বাসা, তোমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম।'—রন্তিদেবের সঙ্গে কি খেলাটাই না খেলিলেন, কত সাজে সাজিয়া আসিয়া তাহাকে হটাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, রন্তি কিছুতেই হটিলেন না, বলিলেন—ক্ষুৎপিপাসা তো তুচ্ছ কথা, জীবের সকল দুঃখ তুমি আমাকেই দাও, কত দুঃখ তোমার ভাণ্ডারে আছে, আমি দেখিয়া লইব। শঠচূড়ামণি তখন ধরা দিতে বাধ্য হইলেন।

সর্বশেষে, গোপের ঘরে আসিয়া 'ভরা ডুবাইলেন'—কি হারটাই না সেখানে হারিলেন। নন্দের 'বাধা' ত বহিলেনই, নারী-যুদ্ধে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হইতে হইল। প্রথমেই ত নাচার হইয়া মা যশোদার রজ্জুতে বান্ধা দিতে হইল। যজ্ঞপত্নীদের সঙ্গে জিতিয়া ভাবিলেন, এ অরণ্যচরী গোপকন্যারা আমার কি করিবে? তাদের কাছে প্রথম হারিলেন,—গৃহে পতিদের ও অরণ্যে হিংস্রজন্তুর ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে তাড়িত করার

নিষ্ফল চেষ্টায়। তারপর হারিলেন বস্ত্রহরণে তাদের সর্বস্বসমর্পণে। রাসক্রীড়ায় আসিয়া দু'দু'বার জিতিবার চেষ্টা করিলেন—একবার, অভিমানিনীদের নিকট হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া, আবার প্রেমদৃপ্তা গোপীকে পরিত্যাগের ভয় দেখাইয়া। সেই মুগ্ধা বন্যা ললনাগণ কিছুমাত্র হটিল না—কি এক দুর্ধর্ষ প্রেমের যুদ্ধ তখন যমুনার তটভূমিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল! অমন চিত্র কেহ কখনও আঁকিয়াছেন কিনা জানি না। বিধাতা-পুরুষ কত কলঙ্ক তাঁর ললাটে লিখিয়াছিলেন, যাচিয়া আসিয়া আবার সেখানে ধরা দিতে হইল। বলিলেন—'ন পারয়েঽহম্' ইত্যাদি (১০।৩২।২২)। কত যাচ্ঞা, কত তোষামোদ করিয়া সেই প্রণয়িনীদের মন পাইতে হইল।

বাঙ্গালীর আদি রসকবি এই খেলায় ভক্তের চূড়ান্ত জয়গীতি গাহিয়াছেন—'দেহি পদপল্লবমুদারম্।'—শ্রীভাগবত আদ্যন্ত এই প্রেমের জয়গীতি।

জয়তি জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম

হরি ওঁ

ভবানীপুর, কলিকাতা
১৭ই পৌষ, ১৩৫৯ সাল — শ্রীগুণদাচরণ সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণে কিছু সংশোধন ও স্থানে স্থানে কোন শব্দের বা ভাষার সামান্য পরিবর্তনমাত্র করা হইয়াছে।

দুইটি 'পরিশিষ্ট' যোগ করিয়াছি। প্রথমটি একটি মানচিত্র, উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মানুষী কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়টি দুইটি বংশতালিকা, উহাতে প্রধান প্রধান ঋষি ও রাজগণের পরস্পর বংশগত সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। আশা করি, এই দুইটি পরিশিষ্টই কুতূহলী পাঠকগণের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিবে।

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা নিবেদন করি। কেবল কতকগুলি অবাস্তব ঘটনার উপর ভক্তির প্রতিষ্ঠা করা যেমন অসম্ভব, তেমন কোন প্রাচীন গ্রন্থে কতকগুলি অবাস্তব বা অবান্তর বর্ণনার উল্লেখ দেখিলেই ঐ গ্রন্থকে অকর্মণ্য বোধে একেবারে বর্জন করাও অসঙ্গত। জীবনের অন্যান্য সকল পথের

ন্যায়ই ধর্মের পথেও বাস্তব অবাস্তব উভয়েরই স্থান বা প্রয়োজন আছে। এক দিকে না ঝুঁকিয়া উভয়ের সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলাই সকল দেশের বর্তমান যুগাচার্যগণের অনুশাসন। শ্রীভাগবতের পাঠেও আমাদের এই কথাটি সর্বদা স্মরণে রাখা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীভাগবতের কথা আর একবার বলিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

ভবানীপুর, কলিকাতা
২৬শে ফাল্গুন ১৩৬২

শ্রীগুণদাচরণ সেন

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা নিত্যধামগত গুণদাচরণ সেন মহাশয় (বাংলা ১২৮০-১৩৬৯ সন) নিজের কথা বলিতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন না। তাই নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত তাঁহার পরিচয় আভাসমাত্র দিব।

কর্মজীবনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যবহারাজীব ছিলেন। ঢাকা বিক্রমপুরে তাঁহার আদি নিবাস এবং জন্ম হইলেও তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ তাঁহার পিতার কর্মস্থল বরিশাল সহরেই অতিবাহিত হয়। বাল্যাবধি বরিশালের প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে কলিকাতা আসিয়া তিনি হাইকোর্টে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তিনি সব ছাড়িয়া দিয়া সস্ত্রীক তীর্থবাস করিতে চলিয়া যান এবং শাস্ত্রচর্চায় দিনাতিপাত করিতে থাকেন। পরে গুরুতর অসুস্থতার জন্য তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানেও তিনি শাস্ত্রাদি-বেষ্টিত হইয়াই থাকিতেন।

এই সময়ে বর্তমান গ্রন্থটি ১৩৫৯ সনে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। তিন বৎসর পরে তাঁহার 'বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য' ('সাধনভাগ') পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

এই সংস্করণে কয়েকটি শব্দ পরিবর্তিত এবং কয়েকটি সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের এবং শেষ স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দুইটি এবার নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্বও এই

সংস্করণে বর্জন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, তৃতীয় পরিশিষ্টটিও নূতন। ইহা সকলনে বন্ধুবর শচীন্দ্রনাথ চন্দ মহাশয়ের সহায়তার জন্ম ঋণী আছি।

পরিশেষে, যাঁহার সহৃদয় আনুকূল্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতকথার এই পুনঃপরিবেশন সম্ভবপর হইল, 'জিজ্ঞাসা' প্রতিষ্ঠানের সেই শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের উপর দেবদেব বাসুদেবের কৃপা বর্ষিত হউক, এই ভিক্ষা করি। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়!

১৪৯-এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫ অমলেন্দু সেন

স্বীকৃতি

শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্ম-মহাসভার (অবন্তীপুর, ২৪-পরগণা) পক্ষে এই অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)" প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া প্রকাশক গৌরবান্বিত।

'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রকাশনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন-আশ্রমের সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্ম-মহাসভা'র মূলে তিনি শক্তি-সঞ্চার না করিলে এই ধর্ম-মহাসভা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত না। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়েও তাঁহার সহৃদয় পোষকতা প্রকাশককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅজিত গুপ্ত মহাশয়দেরও সহায়তা।

গ্রন্থ-সম্পাদনা এবং মুদ্রণ-বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅমলেন্দু সেন। মুদ্রণকার্যে 'দিব্যজীবন'-প্রবক্তা মহাযোগী অনির্বাণ-এর সহোদর শ্রীবিমলশঙ্কর ধর এবং 'নিউ শক্তি প্রেস'-এর কর্মীবৃন্দ, বিশেষ করিয়া শ্রীএককড়ি ভড়ের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এসময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

গ্রন্থ-প্রকাশনা বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী, শ্রীমান্ সতীকিঙ্কর ঘোষ এবং ইণ্ডিয়ান বুক-বাইণ্ডিং এজেন্সীর শ্রীরামগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়গণ।

সকলকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপত্র

তৃতীয় স্কন্ধ

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ স্কন্ধ

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দশম স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

বিষয় | পৃষ্ঠা

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ ।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১।১।১

প্রথম স্কন্ধ

১-৬ অধ্যায়

শৌনক, সূত, বেদব্যাস, নারদ

ওঁ—বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ বহুবর্ষব্যাপী এক মহাসত্রে ব্রতী হইয়াছেন। এমন সময় একদিন উষাকালে রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য সমাদরে অভিনন্দিত করিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে অনঘ, তুমি তো সমগ্র পুরাণ-ইতিহাস আয়ত্ত করিয়াছ। সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ পুরুষের একান্ত শ্রেয়স্কর তুমি যাহা বুঝিয়াছ, সর্বজীবের হিতার্থে আমাদের নিকট তাহা বিবৃত কর। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ বসুদেব ও দেবকীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমুদয় লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা শুনিতে আমরা বড়ই উৎসুক। উহা প্রতিপদে মধুর—'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।' তিনি তো নিজধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তবে ধর্ম এক্ষণে কাহার শরণ লইলেন?

সূত বলিলেন, ঋষিগণ, আপনারা অতি উত্তম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম। ভগবৎ-কথায় রতি না হইলে কেবল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র। তাঁহার নামগুণের শ্রবণ-কীর্তন, তাঁহার পূজা ধ্যান, তাঁহার ভক্তের সেবা ও ভক্তি-গ্রন্থের পাঠ দ্বারা তাঁহাতে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে; তখন হৃদয়বিহারী শ্রীহরি ভক্তের সকলপ্রকার দুরিত দূর করেন।

> বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
> বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
> বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ।
> বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ ১।২।২৮

—সকল বেদের প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব, সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেবে। জ্ঞান তপস্যা ও ধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। তিনিই জীবের পরমাগতি।

তিনি সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট, অসংখ্য তাঁহার অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥ ১।৩।৩৬

—অব্যর্থ লীলা-কৌশলে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সাধন করেন, অথচ ইহাতে লিপ্ত হন না। ষড়্‌গুণের[১] নিয়ন্তারূপে সর্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তিনি বিষয়সমূহের আঘ্রাণ মাত্র করেন। কিন্তু বিষয় তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তিনি সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র।

শ্রীভগবল্লীলাকথা মহামতি ব্যাস ভাগবতপুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। তিনি নিজ পুত্র শুকদেবকে উহা শিক্ষা করান। শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম-গমনে তিমিরাচ্ছন্ন সংসারে এই ভাগবতপুরাণ-সূর্য এক্ষণে উদিত হইয়াছেন। আমি মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় ঐ পুরাণ-কথা অবহিতচিত্তে শুনিয়াছি। তাহাই আজ আপনাদের নিকট কীর্তন করিব।

কুলপতি শৌনক বলিলেন, হে মহাভাগ, আমাদিগকে সেই ভাগবত-কথাই বল। কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কাহার প্রেরণায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই ভাগবত-সংহিতা প্রবর্তন করিলেন? স্ত্রীপুরুষে ভেদ-জ্ঞান-রহিত মহাযোগী শুকদেব গো-দোহন-কাল মাত্র একস্থানে থাকেন, তিনি কুরুজাঙ্গল দেশে হস্তিনাপুর গিয়া কেন এই দীর্ঘকাল-সাধ্য ভাগবত কীর্তন করিলেন? ভগবৎপরায়ণ পরীক্ষিতের আশ্চর্য জন্ম ও জীবন-কথা, কেন বা তিনি যৌবনেই দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া লোকহিতকর নিজ তনু ত্যাগ করিলেন,—এই সকল পুণ্য কাহিনী কীর্তন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

সূত বলিলেন,—দ্বাপরের তৃতীয় পাদে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। একদা অরুণোদয়কালে—'উদিতে রবিমণ্ডলে'—সরস্বতীর পুণ্যসলিল স্পর্শ করিয়া তিনি একটি বিবিক্তস্থানে আসীন হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কালবশে মানুষের শক্তি হ্রাস

---

১ ষড়্‌গুণ—ছয় ইন্দ্রিয়, (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মন)।

ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা যাহাতে সকল বর্ণাশ্রমের সহজে চিত্তশুদ্ধি-লাভ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সমগ্র বেদকে ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারিভাগে ভাগ করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ গণ্য হইল। পৈলমুনি ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজুঃ ও সুমন্ত অথর্ব বেদে পারদর্শী হইলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ সমস্ত ইতিহাস-পুরাণ অধিগত করিলেন। ক্রমে বেদসকল শিষ্যানুক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইল। তৎপর বেদে অনধিকাবী স্ত্রী শূদ্র ও নিন্দিত দ্বিজগণের কল্যাণ লাভেব নিমিত্ত তিনি মহাভারত নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁহার মন ইহাতেও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। পরে একদিন সরস্বতীর সেই পবিত্র তীরে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভগবৎপ্রিয় ও পরমহংসগণের প্রীতিপ্রদ ভাগবতধর্ম উত্তমরূপে নিরূপণ কবিতে পারি নাই, তজ্জন্যই কি আমার চিত্তে এই অবসাদ? এমন সময় সেই খিন্নমনা মহর্ষির নিকট শ্রীনারদ সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে বিধিমত সেই দেবর্ষির পূজা করিলেন।

দেবর্ষি নারদ বীণা-হস্তে সুখাসীন হইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ পরাশর-তনয়, তোমাব শরীর, মন ও আত্মা সমস্ত পরিতুষ্ট আছে ত? অত্যদ্ভুত ভারত-গ্রন্থ বচনা করিয়া ধর্মার্থ বিবৃত করিয়াছ, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ জ্ঞান হইতেছে কেন? ব্যাসদেব বলিলেন, ব্রহ্মন্, এত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াও আমার অন্তরাত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। আপনি সেই পুরাণ-পুরুষের উপাসক, সূর্যের ন্যায় ত্রিভুবন পর্যটন করিয়া, বায়ুর ন্যায় সর্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া, সকলই জানিতে পারিতেছেন। কেন আমার এই অতৃপ্তি, আপনিই বিচার করিয়া বলুন। নারদ বলিলেন, মুনিবর, তুমি শ্রীভগবানের অমল চরিতকথা বিশদভাবে বর্ণনা কর নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হইলে প্রীতিপ্রদ হয় না। তুমি নিন্দার্হ কাম্যকর্মের উপদেশ দিয়াছ, কিন্তু—

ততোঽন্যথা কিঞ্চন মদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্ দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ কাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

১।৫।১৪

—(তাঁহার লীলা ভিন্ন) অন্য যে কোন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যখন যাহাই বর্ণনা করিবে, তখনই সে বিষয়োদ্ভূত নানা নামরূপাদি দ্বারা তোমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইবে, বাতাহত তরণীর মত তোমার বুদ্ধি কিছুতেই স্থিরতালাভ করিতে পারিবে না।

সুতরাং এক্ষণে তুমি সেই মহামহিমাশালী শ্রীহরির লীলাকথা বিশদরূপে বর্ণনা কর।

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে আমার পূর্ব বৃত্তান্ত বলিব।—পূর্বে এক কল্পে আমি এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। আমার সেই জননী কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন। বর্ষাকালে যোগিগণ চাতুর্মাস্য আরম্ভ করিয়া একত্র অবস্থান করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের সেবাকার্যে নিযুক্ত হইতাম। বালক বলিয়া তাঁহারা আমাকে বড়ই কৃপা করিতেন। একদিন আমি একবার মাত্র তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রসংলগ্ন কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করি। তাহাতেই যেন আমার সমস্ত পাপ অপগত হইয়া ক্রমে আমার চিত্ত শুদ্ধ ও ধর্মে অভিরুচি হইতে লাগিল। বর্ষা ও শরৎকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সেই মুনিগণের মুখে মনোহর কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে আমার একান্ত শ্রদ্ধা ও শুদ্ধা রতি জন্মিল। মুনিগণ তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় আমাকে ভগবৎ-কথিত গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়া গেলেন। হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, তুমিও শ্রীভগবানের যশোগাথা কীর্তন কর। জীবের মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মুনিগণ চলিয়া গেলে আপনি কি করিলেন? কিরূপে কলেবর ত্যাগ করিলেন? পূর্বকল্পের স্মৃতিই বা কিরূপে অব্যাহত রহিল? শ্রীনারদ বলিলেন, আমি মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম —'একাত্মজা মে জননী'—সুতরাং দাসী হইলেও তিনি আমাতে নিতান্ত আসক্তা ছিলেন। একদিন রজনীর অন্ধকারে গোদোহন করিতে গমনকালে কালপ্রেরিত এক ভুজঙ্গ পাদস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল। জননী তৎক্ষণাৎ গতাসু হইলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, তথাপি ঋষিপ্রসাদে মাতার আকস্মিক দেহত্যাগকে আমি শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপা মনে করিয়া তখনই উত্তরদিঙ্‌মুখে প্রস্থান করিলাম। নানা বিচিত্র জনপদ, সুরম্য উপবন, সুস্নিগ্ধ জলাশয় ও ধাতুরাগরঞ্জিত শৈলমালা দেখিতে

দেখিতে আমি এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সেখানে এক নদীর জলে স্নান ও পিপাসা নিবৃত্ত করিলাম। ঋষিগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপে আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া স্বীয় বুদ্ধিকে সংযত করিয়া অন্তরাত্মায় স্থাপন করিলাম। প্রেমভরে আমার দেহ পুলকিত ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্য কোন প্রকার সত্তার জ্ঞান একেবারে নিরাকৃত হইল। অমনি আমার হৃদয়মধ্যে শ্রীভগবানের শোকাপহ মনোমোহন অপরূপ রূপ সহসা আবির্ভূত হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্রেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ব্যাকুল হইয়া বিহ্বল-চিত্তে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সেই মধুররূপ দর্শন জন্য পুনরায় মন স্থির করিয়া সেই বৃক্ষতলেই বসিলাম। কিন্তু, হায়, কোথায় সে ভুবনমোহন মূর্তি, আমি নিতান্ত আর্ত ও আতুর হইয়া পড়িলাম। তখন আমার মনোবেদনা প্রশমিত করিয়া আকাশপথে এই স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপম্ এতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥ ১।৬।২২, ২৩

—হায়, এজন্মে আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। যাহাদের অন্তরের মলিনতা দূর হয় নাই, সেইরূপ কুযোগীর পক্ষে আমার দর্শন দুরূহ। হে নিষ্পাপ, একবার যে তোমাকে দেখা দিলাম, তাহা কেবল তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য। যিনি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্য সকল কামনা ত্যাগ করেন।

আকাশমূর্তি চর্মচক্ষুর অগোচর। কিন্তু, আমাতে তোমার মতি কখনও স্খলিত হইবে না এবং তোমার স্মৃতি প্রলয়কালেও অক্ষুন্ন থাকিবে—এই বলিয়া সেই অশরীরী বাণী নিবৃত্ত হইলেন। আমিও সেই 'মহতো মহীয়ানে'র উদ্দেশে অবনতশিরে প্রণত হইলাম। তার পর,

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥ ১।৬।২৭

—লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্তের নাম কীর্তন ও তাঁহার মঙ্গলময় লীলাসকল স্মরণ করিতে করিতে মদ মাৎসর্য ও কামনাবিরহিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে পৃথিবী পর্যটন করতঃ আমি কালের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ক্রমে তড়িল্লতার ন্যায় সহসা কাল আসিয়া আমার সেই কলেবর ধ্বংস করিল। কল্পাবসানে আমি মরীচি প্রমুখ ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলাম। তদবধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করিয়া এই দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণগান করিতে করিতে যখন পৃথিবী পর্যটন করি, তখন শ্রীহরি তাঁহাব সর্বতীর্থময় চরণ বিন্যাস করিয়া আমার হৃদয়াসনে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করেন। কামলোভে যাহার চিত্ত আচ্ছন্ন, যোগপথে প্রকৃত শান্তি তাহার পক্ষে দুরূহ। মুকুন্দসেবাতেই তাহার চিত্ত পরম শান্তি লাভ কবিতে পাবে। হে অনঘ, আমার জন্মকর্মকথা এবং তোমার তুষ্টিলাভের উপায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। এই বলিযা শ্রীনারদ বীণা বাদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান কবিলেন।

৭-১১ অধ্যায়

ব্যাস, শুক, অশ্বত্থামা, অর্জুন, কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ

সূত বলিলেন, সরস্বতীর পশ্চিমতটে শম্যাপ্রাস নামে বহু বদরীবৃক্ষশোভিত মহর্ষি বেদব্যাসের একটি আশ্রম ছিল। শ্রীনারদেব উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি একদিন আচমনান্তে নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, ভক্তিই সমস্ত মায়া দূরীভূত করিয়া মানুষকে চরম সিদ্ধি প্রদান করে। তাই জীবের ভক্তি শিক্ষার নিমিত্ত তিনি ভাগবত-সংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইহা মহর্ষি নিজপুত্র শুকদেবকে শিক্ষা করান। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, শুকদেব ত সর্ববিষয়ে অনপেক্ষ, সর্বদা আত্মানন্দে বিভোর, তবে এত বৃহৎ গ্রন্থখানি তিনি কেন অভ্যাস করিলেন? সূত বলিলেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১।৭।১০

—শ্রীহরির এমনই গুণ যে যাঁহারা সকল কামনা হইতে মুক্ত ও অন্তরেই যাঁহাদের সকল তৃপ্তি, এমন মুনিগণও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

মুনিগণ, এক্ষণে কৃষ্ণকথার সূচনায় রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম কর্ম ও দেহত্যাগ এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের বৃত্তান্ত বলিব :—

কুরুক্ষেত্রের মহাহবে উভয়পক্ষীয় বীরগণের পতন হইল। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিলেন। "আমি এখনই তোমাকে এই পাষণ্ডের ছিন্ন মস্তক আনিয়া উপহার দিব"—পুত্রশোকাতুরা রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে এই আশ্বাস দিয়া অর্জুন তখনই অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। উভয়ে পরস্পরের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রদ্বয়ের সংঘাতে তখন যেন ভীষণ প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অর্জুন উভয় অস্ত্র সংহার পূর্বক অশ্বত্থামাকে পাশবদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট আনিয়া উপস্থিত কবিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, প্রভু ব্রাহ্মণকে ত্বরায় মুক্ত করুন, আপনার গুরু দ্রোণাচার্য পুত্ররূপে ইহার দেহে আজও বর্তমান, গুরুপত্নী কৃপী দেবী এখনও জীবিতা। কিন্তু ভীম বলিলেন, এই পাপাত্মা নিশ্চয় বধার্হ। নিজ প্রতিজ্ঞা ও দ্রৌপদীর অনুরোধ, উভয় দিক রক্ষা করিয়া অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বত্থামার শিরোমণি নিজ অস্ত্র দ্বারা সমূলে ছেদন করিয়া, তাহাকে সবলে শিবিব হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকা প্রত্যাবর্তনমানসে রথে আরোহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন,—এমন সময় সহসা এক ভীষণ আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহোত্তপ্ত লৌহশলাকাতুল্য এক প্রচণ্ড শর আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, আমার গর্ভ রক্ষা কর।" দেখিলেন, দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত এক অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবকুলবধূ উত্তরার গর্ভ ধ্বংসের উপক্রম করিতেছে। মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তরার গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াবলে সেই গর্ভকে আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে সেই কুরুকুলদেবীর গর্ভস্থ ভ্রূণ রক্ষা পাইল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকা গমনের উদ্যোগ করিলেন। কুন্তী দেবী তাঁহাকে বলিলেন, 'হে গোবিন্দ, তুমি বারংবার আমাকে ও আমার পুত্রগণকে বহু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ —

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ ১।৮।২৫

—সেইসকল বিপদ নিয়তই আসুক, যাহা আসিলে নিয়তই তোমার দর্শন পাইব, যে দর্শন পাইলে আর পুনরায় সংসার দর্শন করিতে হইবে না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাগ্রহ অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে আরও কিছুদিন হস্তিনাপুরে থাকিলেন।

স্বজনবিনাশকাতর রাজা যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে পরমভাগবত ভীষ্মদেবের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে দেবর্ষি মহর্ষি প্রভৃতি মুনিসত্তমগণ ভীষ্মদর্শনমানসে সমবেত হইয়াছেন। মহামতি ভীষ্ম স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায়—'দিবশ্চ্যুতমিবামরঃ'—শরশয্যায় শয়ান। কৃষ্ণসনাথ পাণ্ডবগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, হে ধর্মপ্রিয় পাণ্ডুপুত্রগণ, অহো কি কষ্ট, যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়াও তোমাদিগকে অবিরত দুঃখ ও বিপদ বরণ করিতে হইল এবং এক্ষণে স্বজনবিয়োগে কাতর হইয়া জীবনধারণ করিতেও ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু,

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্ বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥ ১।৯।১৬

—রাজন্, তিনি যে কোন্ উদ্দেশ্যে কখন কি করিতে ইচ্ছা করেন, কেহ তাহা বলিতে পারে না। তাঁহাকে জানিতে গিয়া যোগিগণও বিমূঢ় হইয়া যান।

বৎস, এই সমস্তই ঈশ্বরের ঈপ্সিত জানিয়া তুমি এক্ষণে অনাথ প্রজাকুলের পালনে ব্রতী হও। শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম মহেশ্বর। ইঁহাকে সামান্য মাতুলপুত্র মনে করিও না। ইনি রাগদ্বেষ ভেদাভেদ মানাপমান বিবর্জিত। তাই ইনি তোমাদের সারথ্যবৃত্তি স্বীকার করিতেও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা বোধ করেন নাই। একান্ত ভক্তের প্রতি ইঁহার অনুকম্পা দেখ—আমার অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়া ইনি স্বয়ং আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। ইঁহার শ্রীমুখ দেখিতে দেখিতে আমি এক্ষণে এই কলেবর পরিত্যাগ করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নানারূপ প্রশ্নক্রমে ভীষ্মদেব তখন ইহপরকালের

বহুবিধ তত্ত্ব তাঁহাকে উপদেশ করিলেন। অনন্তর, তিনি ভক্তিগদ্গদচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করিয়া অন্তঃশ্বাস হইয়া চরম উপরতি লাভ করিলেন—'আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য অন্তঃশ্বাস উপারমৎ।' সমবেত সর্বলোক দিবাবসানে বিহঙ্গমের ন্যায় ক্ষণেকের নিমিত্ত গভীর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন—'তুষ্ণীম্বভূবুস্তে সর্ব্বে বয়াংসীব দিনাত্যয়ে।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পিতৃপিতামহগণের সাগরপরিধি কুরুরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে এইরূপ একটি দুরন্ত আত্মাভিমান উদিত হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহারই জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইল, তিনিই এই সকল ব্রাহ্মণ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের হন্তা। শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের উপদেশে সেই দুর্জয় অভিমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হইল! তিনি সকল কর্মই শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিয়া নির্বিঘ্নচিত্তে রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েক মাস হস্তিনায় বাস করিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তিনি রথারূঢ় হইলে অর্জুন তাঁহার শিরোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন, এবং উদ্ধব ও সাত্যকি তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। স্নেহজনিত শঙ্কাবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিলেন।

ক্রমে তিনি নিজ জনপদ আনর্তদেশে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। কৃষ্ণবিরহসন্তপ্ত প্রজাকুল মহোৎসাহে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। দ্বারকার প্রতি রাজপথ, প্রাসাদ ও গৃহ অপরূপ সজ্জায় ভূষিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পিতামাতার গৃহে, তৎপরে ব্রীড়াজড়িতেক্ষণা ষোড়শ সহস্র মহিষী-সেবিত নিজ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই মানবদেহধারী পরমাত্মা পুনরায় মানুষের ন্যায় সকলের সঙ্গে লীলাভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

১২-১৫ অধ্যায়

পরীক্ষিৎ-জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ-অন্তর্ধান, যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ

যথাকালে শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত উত্তরার গর্ভ হইতে, সর্বগুণসম্পন্ন লগ্নে, দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুমূল্য ভূমি সুবর্ণ হস্তী অশ্ব গো ইত্যাদি দান করিলেন। জন্মফল গণনা করিয়া বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরা নবজাতকের ভাবী-জীবনের সমৃদ্ধি ও অন্তিম বিবরণ বলিয়া দিলেন। ঐ শিশু শ্রীকৃষ্ণের দান বলিয়া 'বিষ্ণুরাত' নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে সেই বালক ধর্মপ্রাণ ও স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত এবং সর্বজীবের আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ ক্ষালনার্থ ক্রমে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়া এই সকল অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হইলেন। অবশেষে অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া যদুগণ-পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে শ্রীবিদুর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। ধীমান্ পাণ্ডুপুত্রগণ ও কুরুবংশীয় নরনারী সকলেই প্রেমাশ্রুপুলকিতদেহে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। বিদুরের বিশ্রাম ও ভোজনান্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণতিপূর্বক বলিলেন,—

> ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
> তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ১।১৩।৯

—হে বিভু, আপনাদের ন্যায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থ, যাঁহাদের হৃদয়মধ্যে গদাধর সতত বিরাজিত থাকিয়া তীর্থস্থানসকলের তীর্থত্ব বিধান করেন।

আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত যদুকুল নিজ পুরীতে সুখে আছেন তো? তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে? বিদুর হস্তিনার পথে উদ্ধব ও সুমন্তুর (মৈত্রেয়) নিকট যদুকুল-ধ্বংসের সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের পরম দুঃখের কারণ সেই নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদটি যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিলেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা সান্ত্বনা ও নানা

উপদেশ দিতে লাগিলেন। তৎপর যথাকালে পরম দুস্তর কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদুর তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি একদিন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজন্, মহাভয় আগতপ্রায়, আমাদের কাল প্রত্যাসন্ন। আপনার পুত্র কুটুম্ব বন্ধু প্রায় সকলেই নিহত। আপনি জরাগ্রস্ত, ভগ্নদন্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শ্লেষ্মাতে অভিভূত। পরগৃহে পরোপজীবী হইয়া বাস করিতেছেন। যাহাদিগকে বিষপ্রয়োগে ও জতুগৃহ-দাহ দ্বারা নিধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাদিগের ধর্মপত্নীকে প্রকাশ্য সভাস্থলে আনিয়া নিগৃহীত করিয়াছিলেন, অহো ধিক্, আপনি সেই ভীমাদিবর্জিত পিণ্ডগ্রহণে জীবন ধারণ করিতেছেন।—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ ১।১৩।২৬

—যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত বা পরোপদেশপ্রণোদিত হইয়া নির্বিণ্ণ ও আত্মস্থ হন, এবং শ্রীহরিকে হৃদয়ে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই নরোত্তম।

রাজন্, আপনি সত্বর অতর্কিতভাবে গৃহত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে প্রস্থান করুন।—বিদুরের এই কঠোর বাক্য শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র সহসা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন, এবং বিদুর ও গান্ধারী সহ যতিদিগের আনন্দ-নিকেতন হিমাচল অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই দিনও পিতৃব্যগণের বন্দনা করিতে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা বা বিদুর কেহই নাই। তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্, আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কোথায় গেলেন? আমি ইঁহাদের পুত্রগণকে বিনাশ করিযাছি বলিয়া আমা হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ইঁহারা কি গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন? সঞ্জয় বলিলেন, হে কুলনন্দন, ইঁহারা আমাকেও বঞ্চনা করিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন, আমি কিছুই জানি না।—এমন সময় দেবর্ষি নারদ তুম্বুরু বাদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত পূজা ও অভিবাদন করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী বিদুর সহ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? তাঁহাদের অদর্শনে আমি নিতান্ত শোকার্ত হইয়াছি। শ্রীনারদ বলিলেন,—

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ॥
যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্॥ ১।১৩।৪০, ৪২

—রাজন্, কাহারও জন্য শোক করিও না, কারণ জগৎ ঈশ্বরের অধীন। তিনিই ভূতগণকে যুক্ত করেন, আবার তিনিই তাহাদের পরস্পরের বিয়োগ সাধন করেন। ক্রীড়ার পুত্তলের অঙ্গাদি ভাঙ্গাগড়া যেমন ক্রীড়াকারী বালকের ইচ্ছামত হইয়া থাকে, মানুষের জন্মমৃত্যুও তেমন তাঁবই ইচ্ছায় হয়।

স্থাবর জঙ্গম তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, মায়াবশে জীব নানারূপ দেখে। মহারাজ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুরকুল ধ্বংস করিয়া অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষায় এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা তাঁহার স্বধামে গমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তোমার পিতৃব্য ভাগীরথী সপ্তধারা-সেবিত হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ঋষিগণের আশ্রমে সর্বকামনাবিমুক্ত হইয়া স্থাণুবৎ অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্তরায় হইও না। অদ্যাবধি পঞ্চম দিবসে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবে। ঘট ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ঘটাকাশ যেমন এই মহাকাশে বিলীন হয়, তেমন জীবাত্মাও দেহান্তে পরম ব্রহ্মাধারে বিলীন হয়—'ঘটাম্বরমিবাম্বরে'। সাধ্বী গান্ধারী তাঁহার অনুমৃতা হইবেন, বিদুরও হর্ষবিষাদযুক্ত চিত্তে তীর্থভ্রমণে প্রস্থান করিবেন।—এই কথা বলিয়াই শ্রীনারদ তুম্বুরু বাদন করিতে করিতে দিব্যপথে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগ করিলেন।

সাত মাস হইল, অর্জুন দ্বারকায় গিয়াছেন, এখনও আসিলেন না। রাজা যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে নানা দুর্নিমিত্ত দেখিয়া উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল-চিত্তে একদিন অনুজ ভীমসেনকে বলিলেন, ভ্রাতঃ, নারদের নিকট শুনিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই নরলীলা সম্বরণ করিবেন! তবে কি সেই বিষম বিপৎকালই উপস্থিত হইল?—এমন সময় মহামতি কপিধ্বজ আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুলিতনেত্রে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইলেন। সশঙ্কচিত্তে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তোমাকে এমন হীনপ্রভ দেখিতেছি কেন? তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? নিশ্চয় কোন সুমহৎ

অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তুমি ত প্রাণাধিক সখা শ্রীকৃষ্ণবিরহিত হও নাই? তাঁহার ও যদুকুলের সকলের কুশল ত? তোমার মনস্তাপের হেতু শীঘ্র ব্যক্ত কর।

অর্জুন সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হইলেন। বলিলেন, রাজন্, কি বলিব, বন্ধুরূপী শ্রীহরি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দ্রৌপদীলাভ, খাণ্ডবদাহ, জরাসন্ধবধ, রাজসূয়-যজ্ঞ, যাজ্ঞসেনীর অবভৃথপূত কেশকলাপ আকর্ষণ জন্য ভীমসেনের প্রতিশোধ গ্রহণ, সশিষ্য দুর্বাসার জঠরানল তৃপ্তি, শূলপাণি শম্ভু হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ, সুরপতি সহ একাসনে উপবেশন, উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে জয়, পরিশেষে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সংহার প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার তেজঃপ্রভাবে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সেই ভূমাপুরুষ আজ আমাকে নির্মমচিত্তে বঞ্চিত কবিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার গাণ্ডীব আজ নিরস্ত, হস্তিনার পথে আজ আমি অতি তুচ্ছ কতিপয় গোপ কর্তৃক ধর্ষিত। হায়, সেই মোক্ষপ্রদ যোগেশ্বরকে আমি কিনা অতি তুচ্ছ অশ্বচালনার বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম! রাজন্, তাঁহার সন্তাপনাশিনী বাণীসকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধভূমিতে উপদিষ্ট তত্ত্বসকল কাল ও কর্মের প্রভাবে রুদ্ধ অবস্থায় ছিল, অর্জুন এক্ষণে শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মাকে একান্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন। প্রশান্তচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরও শ্রীভগবানের অনুসরণ করিয়া স্বর্গপথ অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পৃথা দেবী যদুকুলের নাশ ও শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাববার্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই পরমপুরুষে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া সংসার হইতে উপরত হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির পৌত্র পরীক্ষিৎকে সাগরবেষ্টিত কুরুরাজ্যে ও অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি স্নেহ-অহঙ্কারাদি সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়া নিজ আত্মাকে কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিলেন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, এবং চীরবাসপরিহিত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনুজগণও স্থিরচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। কুরুকুলদেবী দ্রৌপদী দেখিলেন, পতিগণ পরস্পর কেহ কাহারও জন্য বা তাঁহার জন্যও অপেক্ষা করিলেন না। তখন তিনিও শ্রীভগবান্ বাসুদেবে উপগত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বিদুরও

তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে প্রভাসে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তনুত্যাগ করিয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইলেন।

১৬-১৯ অধ্যায়

পৃথিবী, ধর্ম, কলি, পরীক্ষিৎ, শমীক, শৃঙ্গী, শুকদেব

সূত বলিলেন, পরমভাগবত পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিবাহ করেন ও তাহার গর্ভে তাঁহার জনমেজয় প্রভৃতি দ্বাদশটি পুত্র জন্মে। তিনি কৃপাচার্যকে গুরু বরণ করিয়া তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একদা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া তিনি দেখিলেন, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করিয়া একটি একপদ বৃষ ও একটি গাভীকে পদাঘাতে ব্যথিত করিতেছে। রাজা তখনই সেই পাষণ্ডের সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা তখনই তাহাকে বধ করিলেন না কেন? হরি-কথার সম্বন্ধ থাকিলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও, নতুবা নিষ্প্রয়োজন। কারণ,

কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদ্ অসদ্‌ব্যয়ঃ। ১।১৬।৬
মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ॥ ১।১৬।৯

—অযথা কথার আলাপে আয়ুক্ষয় ব্যতীত আর কি ফল? অলস ও নির্বোধ ব্যক্তিদের পরমায়ু রাত্রিতে নিদ্রায় ও দিবাভাগে বৃথা কর্মে নষ্ট হয়।

সূত বলিলেন, মুনিবর, শুনুন। ঐ একপদী বৃষ ধর্ম, এবং গাভী পৃথিবী। উভয়ে যখন সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। গাভীরূপা পৃথিবীকে অশ্রুমুখে রোদন করিতে দেখিয়া বৃষরূপী ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছ কেন? পৃথিবী বলিলেন, হে ধর্ম, যাঁহার প্রভাবে তুমি একদা চারিপদে বর্তমান থাকিয়া লোকের সুখ ও ঐশ্বর্য বিধান করিতে, সেই সকলগুণনিলয় শ্রীনিবাস এই লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সর্বত্র কলির পাপদৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ণাশ্রমসকলের ভাবী দুর্দশা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত পীড়িত হইতেছে। অসুরকর্মা

রাজগণের শত শত অক্ষৌহিণী আমার অঙ্গের ভার স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ ভার হরণের নিমিত্ত অদ্ভুতকর্মা শ্রীহরি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া রমণীয় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম, তুমি তখনও ভগ্নপদ ছিলে, কিন্তু তিনি স্বপ্রভাবে তোমাকে সুস্থ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গধূলিতে শোভা বিস্তার করিত, তখন নবাঙ্কুর-উদ্‌গমচ্ছলে আমার রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইত। সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ত আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না।

এইরূপ কথোপকথনের পর সেই শূদ্ররূপী কলি আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাজা পরীক্ষিৎও সেই সময়ই পূর্ববাহিনী সরস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃষ ও গাভী উভয়কে সেই শূদ্রের নির্মম আঘাতে বেপমান ও অশ্রুসিক্ত দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে অধম, তুই নিতান্তই বধার্হ। বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই বা কে? আপনার অপর তিনটি পদ কিরূপে বিনষ্ট হইল? গাভীকে বলিলেন, মাতঃ, আপনারা কাঁদিবেন না, আমি এখনই এই পাষণ্ডের উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করিতেছি। তখন বৃষরূপী ধর্ম বলিলেন, রাজন্, আপনি মহামতি পাণ্ডবগণের সুযোগ্য বংশধর, সুতরাং আমাদের প্রতি এই অভয়বাণী আপনার রাজপদের সম্যক্ উপযোগী। কিন্তু আপনি বিচার করিয়া বলুন, কোন্ পুরুষ হইতে আমাদের এই ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে? যোগী বলেন, আত্মাই আত্মার মিত্র ও শত্রু। দৈবজ্ঞ বলেন, গ্রহই জীবের সুখ-দুঃখের কারণ। মীমাংসক কর্মকেই কারণরূপে নির্দেশ করেন, আর, নাস্তিকের মতে স্বভাবই সকল সুখ-দুঃখের নিদান। রাজা বৃষমুখে এই বাক্য শুনিয়া সমাহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন, একপদ বৃষ স্বয়ং ধর্ম এবং আর্ত গাভীটি পৃথিবী। তিনি বলিলেন, মহাত্মন্, শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে যে, যে ব্যক্তি ঘাতকের নাম প্রকাশ করিয়া দেয়, সেও ঘাতকের গতি প্রাপ্ত হয়। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা সেই জন্যই ইহার নাম উল্লেখ বা কোন অভিযোগ করিলেন না। কিন্তু আর্তের দুঃখ দূর করা রাজার পরম ধর্ম, সুতরাং আমি এখনই এই দুষ্কৃতের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। এই বলিয়া রাজা শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কলি ভয়ে বিহ্বল হইয়া অমনি রাজার চরণে পতিত হইল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন, হে অধর্মবন্ধু, তুমি আমার শরণাগত হইলে, সুতরাং তোমাকে বধ করিব না। কিন্তু তুমি এখনই এ

রাজ্য পরিত্যাগ কর, ব্রহ্মাবর্ত দেশে তোমার কোন স্থান নাই। কলি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্, তাহা হইলে আমি কোথায় বাস করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব?

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসত্তন্নিদেশকৃৎ॥ ১।১৭।৩৮—৪০

—কলি স্থান প্রার্থনা কবিলে রাজা তাহাকে দ্যূতক্রীড়া সুরাপান প্রাণিহিংসা ও স্ত্রীসঙ্গ এই কয়টি স্থান দিলেন। পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে, তাহাকে সুবর্ণ দেখাইয়া দিলেন। পুনঃ প্রার্থনায় মিথ্যা গর্ব কাম হিংসা ও বৈর এই পাঁচটিও দিলেন। অধর্মরত কলি উত্তরানন্দন পবীক্ষিতেব আজ্ঞাকারী হইয়া এই কয় স্থানেই বাস কবিতে লাগিল।

তখন রাজা পরীক্ষিৎ ধর্মের 'সত্য' মাত্রে অবশিষ্ট পাদটিতে 'তপঃ' 'শৌচ' ও 'দয়া' নামে তাঁহার নষ্ট পদত্রয় যোজনা করিয়া দিলেন, এবং গাভীরূপা পৃথিবীকে যথোচিত আশ্বস্ত করিয়া উভয়কে অভিনন্দনপূর্বক বিদায় করিয়া দিলেন।

কলিযুগের একটি বিশেষত্ব এই যে, এই যুগে পুণ্য কর্মেব সঙ্কল্পমাত্রেই ফললাভ হয়, কিন্তু পাপের ফল কর্মের অনুষ্ঠানসাপেক্ষ। আর, বৃক যেমন অনবধান শিশুদিকেই আক্রমণ করিতে অধিক সাহসী হয়, কলিও তেমন প্রমত্ত ও মূঢ়গণকেই আক্রমণ করে, ধীর ব্যক্তি হইতে ভীত হইয়া থাকে। এই জন্যই গুণগ্রাহী সম্রাট্ পরীক্ষিৎ কলির প্রাণসংহার করিলেন না, মাত্র সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। মুনিগণ, রাজা পরীক্ষিতের বিষয় আপনারা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম।

শৌনক বলিলেন, হে সূত, আমরা যজ্ঞধূমে বিবর্ণ, তুমি আমাদিগকে হরিপাদপদ্মের মকরন্দ-সুধা পান করাইতেছ। শ্রীভগবানের কথা শুনিতে কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তিরই আশ মিটে না। হে বিদ্বন্, শ্রীহরির উদার

চরিতকথা আরও বিস্তার করিয়া বল, আমরা আরও শুনিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।

সূত পরম আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, অহো, বিলোমজ হইলেও আজ সত্যই আমার জন্ম সফল, যেহেতু আপনাদের ন্যায় ভাস্বর ব্রাহ্মণগণ এ হীনের নিকট হরিকথা শুনিতে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

একদা মৃগয়াশ্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ নিতান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়া মহামুনি শমীকের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মুনিবর বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচর্মে আবৃত, তাঁহার নেত্র নিমীলিত, সমস্ত ইন্দ্রিয় বাহ্য-নিবৃত্ত ও আত্মা তুরীয় পদে লীন। সুতরাং রাজা পুনঃ পুনঃ উচ্চ ও আকুল কণ্ঠে জল প্রার্থনা করিলেও মুনিবর তাহা কিছুতেই শুনিতে পাইলেন না। ক্ষুৎপিপাসায় অপহৃতবুদ্ধি রাজা ভাবিলেন, অধম ক্ষত্রিয় মনে করিয়া এই ব্রাহ্মণ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। এই ভাবিয়া তিনি ক্রোধবশে স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সমীপবর্তী একটি মৃত সর্পদেহ আকর্ষণ করিয়া তাহা ধ্যান-নিরত ঋষির গলদেশে লম্বিত করিয়া দিলেন ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঋষির পুত্র বালক শৃঙ্গী তখন অন্যত্র ক্রীড়া করিতেছিল, এক সহচরের মুখে রাজার এই দুষ্কৃতের কথা শুনিল। রোষে গর্জন করিতে করিতে সেই বালক বলিল, 'কি আস্পর্ধা, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহরক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভৃত্য যদি প্রভুর অপমান করে, তবে দ্বাররক্ষক কুক্কুর হইতে তাহার প্রভেদ কি?' এই বলিয়া শৃঙ্গী সমীপস্থ কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ-রূপ এক নির্মম বাগ্‌বজ্র নিক্ষেপ করিলেন,—'ঐ কুলাঙ্গার রাজা অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে মহাসর্প তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করিবে।' শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া মৃত-সর্প-জড়িত-কণ্ঠ পিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পর মুনিসত্তম শমীক বাহ্যলাভ করিয়া পুত্রের নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি বলিলেন, 'রে অপক্কবুদ্ধি বালক, রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ, তাঁহার অভাবে সংসার বিপর্যস্ত হয়। এক্ষণে তোমার এই হঠকারিতায় সেই মহাপরাধ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। রাজা পরীক্ষিৎ মহাভাগবত, ক্ষুৎপিপাসায় হতবুদ্ধি হইয়া তিনি সহসা এই কার্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যভিশাপ দিতে পারেন, কিন্তু দিবেন না। কারণ, ভগবদ্ভক্ত কদাচ

কাহারও অপকার করেন না। হে ভগবন্‌, এই চপলমতি বালকের অপরাধ ক্ষমা কর।' ঋষিগণ, কি আশ্চর্য, রাজা যে তাঁহার প্রতি এরূপ মহাপরাধ করিলেন, তাহা মুনিবরের মনে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইল না।—

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাগুণাশ্রয়ঃ॥ ১।১৮।৫০

—সাধুগণের স্বভাব এইরূপ। অপরের আচরিত ইষ্টানিষ্টের দ্বারা তাঁহারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না ; কারণ, তাঁহারা জানেন যে আত্মা সুখদুঃখাদি গুণের আশ্রয়বস্তু নহে।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া আত্মকৃত সেই গর্হিত কার্যের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার প্রতি সমুচিত দণ্ড বিহিত হউক, যেন আমি আর এরূপ দুরাচরণ না করি এবং আমার কৃত অপরাধের জন্য আমার পুত্রগণের যেন কোন অকল্যাণ না হয়। এমন সময় তিনি শৃঙ্গী-প্রদত্ত অভিশাপের বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং মনে করিলেন, দেবদেব নারায়ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়াই এই ব্রহ্মশাপ-রূপ মূর্তি ধারণ করিলেন। তখন ইহ ও পর উভয় লোকই তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয় জ্ঞান হইল। তিনি স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া সুরধুনীর দক্ষিণ তীরে কুশময় আসন বিস্তারপূর্ব্বক পূর্বমুখে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন।—

পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥ ১।১৯।৬

—যে (নদী) অন্তর ও বাহির উভয় দিক পবিত্র করেন, মৃত্যু আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিবে ?

দিব্যধামে দেবগণ তাঁহার উপর কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ-পাবন মহানুভাব মুনিগণ সশিষ্যে রাজদর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥ ১।১৯।৮

—তীর্থগমনচ্ছলে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থসকলকে এইরূপে পবিত্র করেন।

রাজা যথাবিধি অর্চনাপুরঃসর তাঁহাদের বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া সুমধুর হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, মুনিগণ, আপনাদের পদস্পর্শে আমি ধন্য, আমার কুল পবিত্র। আমার এই প্রায়োপবেশন সমুচিত হইয়াছে ত? সর্বাবস্থায়, বিশেষতঃ অন্তিমে, মানুষ কোন্ কার্যকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিবে? সেই মুনিগণ, কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ যজ্ঞ, কেহ বা দান, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান উপদেশ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছা পর্যটন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর, দেহ শ্যামবর্ণ, গঠন সুবলিত, বেশ দিঙ্মাত্র, কেশজাল ধূলিধূসরিত। বালকগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সমবেত ঋষিমণ্ডলী শ্রীশুকদেবকে দর্শনমাত্র আসন হইতে উঠিয়া সমুচিত সম্বর্ধনা করিলেন। রাজা ভূলুণ্ঠিত মস্তকে সেই সুমহান্ অতিথির পূজা করিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মন্, আপনার কৃপায় এ স্থান পরমতীর্থ হইল। যাঁহার স্মরণমাত্রে গৃহ পবিত্র হয়, তাঁহার দর্শন ও চরণবন্দনে যে কি হয়, তাহা আমি আর কি বলিব? আমার পিতামহগণের প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণই কি তাঁহার পিতৃস্বসৃসন্তানগণের পরম কল্যাণ বিধান জন্য আপনাকে এখানে প্রেরণ করিলেন? আপনি যোগীশ্বরগণের পরম গুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার ন্যায় মুমূক্ষু মুমূর্ষু ব্যক্তির এক্ষণে কর্তব্য কি? ভগবান্ বাদরায়ণি তখন রাজার এই সুমধুর সম্ভাষণের এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

১-৩ অধ্যায়

শুক, পরীক্ষিৎ, শৌনক

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা মানবের জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মুক্ত ও মুক্তিকামী উভয়েরই পরম হিতকর। অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন বিষয়প্রমত্ত জীবের একমাত্র গতি। পুরাকালে রাজা খট্টাঙ্গ তাঁহার আয়ু মুহূর্তকাল-মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীহরির অভয় চরণে শরণ লইয়াছিলেন।* আপনার আয়ুও সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনারও সেইরূপই করা কর্তব্য—

অন্তকালেঽপি পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনোযচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥
নিযচ্ছেদ্ বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥
তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি॥ ২।১।১৫-১৯

—অন্তকাল উপস্থিত হইলে জীব মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া প্রথমে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা দেহ ও তদানুষঙ্গিক সন্তাপকর ভোগেচ্ছাকে ছেদন করিবেন, তৎপর গৃহত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থজলে স্নান করিবেন; তৎপর নির্জন

* ১ স্কঃ, ১ অঃ দেখুন।

স্থানে পবিত্র আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন ; তৎপর শ্বাস জয় করিয়া স্মৃতিকে আয়ত্ত করিয়া তিন অক্ষর যুক্ত বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মাক্ষর (ওঁ=অ+উ+ম) মনের দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিবেন ; পরে বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিবৃত্ত করিয়া কল্যাণলাভে নিয়োগ করিবেন ; তৎপর স্থিরচিত্তে শ্রীভগবানের এক একটি অবয়ব ধ্যান করিবেন। মন বিষয় হইতে সম্যক্ মুক্ত হইলে স্মৃতিও স্তিমিত হইবে। মনের এই প্রসন্নভাবই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ।

সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, সংসার তাঁহার ক্রীড়া, আয়ু তাঁহার শ্বাস, মানুষ তাঁহার বুদ্ধি, বিহঙ্গমগণ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য, পর্বত তাঁহার অস্থি, নদী তাঁহার নাড়ী। এইরূপে সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ ও কার্য সেই বিরাট পুরুষেরই অভিব্যক্তি। বুদ্ধি তাঁহাতেই স্থির রাখিবে, মনে তাঁহারই ধ্যান করিবে।

রাজন্, দেহধারণোপযোগী মাত্র ভোগ করিবে। স্বর্গাদিও নিরর্থক কথা, উহা বুদ্ধিকে কামনায় প্ররোচিত করে। আসক্তিই পতনের মূল।—

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিংপুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥ ২।২।৪,৫

—ভূমিতল থাকিতে শয্যার প্রয়াস কেন? স্বভাবজাত বাহু থাকিতে উপাধানের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকিতে নানাবিধ ভোজনপাত্রের আবশ্যক কি? দিক্ আছে, বল্কল আছে, তবে বস্ত্র দিয়া কি হইবে? পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? পরের ভরণ-পোষণ জন্যই ত তরুগণের সৃষ্টি, তাহারা কি এখন আর ভিক্ষা দেয় না? জলাশয়গুলি কি সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছে? পর্বতের গুহাগুলি কি সকলই রুদ্ধ? শ্রীহরি কি আর শরণাগতকে রক্ষা করেন না? সুধীগণ তবে কেন ধনমদে অন্ধ লোকদিগের উপাসনা করেন?

যাবৎ ভক্তির উদয় না হয়, তাবৎ তাঁহার স্থূল রূপের প্রত্যেকটি মাধুর্য ও বিলাস চিন্তা করিবে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দূর করিয়া বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের

পাদপদ্ম ধ্যান করিবে। যোগী যখন দেহত্যাগ করিতে অভিলাষ করিবেন, তখন তিনি স্থিরভাবে সুখকর আসনে উপবেশন করিয়া মন দ্বারা প্রাণকে জয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন, এবং প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি ক্রমোচ্চ স্থানে লইয়া যাইবেন। যখন তিনি একেবারে কামনাশূন্য হন, তখন তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করে। সমাধি-তৎপর যোগিদিগেব প্রাণবায়ুমধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, এজন্য তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন; কর্মবাদিগণ কর্ম দ্বারা সেইরূপ গতি লাভ কবিতে পাবেন না। বুদ্ধি দ্বারা ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভগবান্ দ্রষ্টা ও অন্তর্যামীরূপে সবভূতে অবস্থিত আছেন।—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সবত্র সবদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতবাশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান নৃণাম॥ ২।২।৩৬

—অতএব, হে রাজন্, সর্বস্থানে ও সর্বকালে সমগ্র আত্মার দ্বাবা শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ মানুষেব অবশ্য কর্তব্য

যাঁহারা নিয়ত হরিকথা চিন্তা করেন, অতি দূষিত হইলেও তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ পবিত্র হয়।

রাজন্, মোক্ষেচ্ছু মুমূর্ষুদিগেব কর্তব্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। ফলকামীরা বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনা কবে, কিন্তু—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২।৩।১০

—যাহাব কোন কামনা নাই, আবাব যাহার সকল কামনাই আছে, যে উদারমতি ব্যক্তি মোক্ষ বাসনা করেন, সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি দ্বাবা সেই পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন।

নানা দেবতার উপাসক ফলকামিগণও ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গ লাভ করিলে ক্রমে ক্রমে অচলা ভক্তির অধিকারী হন। এইরূপ ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। নিরন্তর হরিকথা শ্রবণে ত্রিগুণজ বিক্ষেপসমূহ দূরীভূত হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য আসে ও আত্মা সুপ্রসন্ন হন।

শৌনক বলিলেন, হে সূত, রাজা পরীক্ষিৎ ইহার পব যে যে প্রশ্ন করিলেন ও শ্রীশুকদেব যে যে উত্তর দিলেন, তুমি তাহা সমুদয়ই সবিস্তারে

বর্ণনা কর। সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে আয়ু বৃথাই চলিয়া যায়। যিনি হরিগুণ গান করেন, একমাত্র তাঁহারই আয়ু সার্থক।—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি কিং ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥
শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দুরিকেব সূত ন যো (চো)পগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
২।৩।১৮-২৪

—বৃক্ষদিগের কি জীবন নাই? কর্মকারের বায়ুপরিচালনযন্ত্র কি বায়ু ত্যাগ ও গ্রহণ করে না? গ্রাম্য পশুগণ কি আহার-বিহার করে না? শ্রীহরির নাম যাহার কর্ণপথে প্রবেশ করে নাই, সে পশু, কুক্কুর, উষ্ট্র, শূকর বা গর্দভতুল্য। যাহার কর্ণদ্বয় কখনও হরিকথা শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণরন্ধ্র বৃথা। যে জিহ্বা হরিগুণ গান করে না, তাহা ভেকজিহ্বার ন্যায় তুচ্ছ। যে মস্তক মুকুন্দের নিকট নত হয় নাই, সে মস্তক পট্টবস্ত্রে বা কিরীটেই ভূষিত হউক না কেন, তাহা নিতান্তই দেহের ভার মাত্র। যে বাহু শ্রীহরির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করে না, তাহা কাঞ্চন-কঙ্কণে বিভূষিত হইলেও শব-বাহু-তুল্য। যে নয়ন শ্রীহরির রূপ দর্শন করে না, তাহা ময়ূরের পক্ষোপরি চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় বৃথা শোভা মাত্র। যে পদ হরিক্ষেত্রে গমন করে না, তাহা বৃক্ষমূলের তুল্য। যে মানব ভগবদ্ভক্তগণের পদরেণু কখনও লাভ

করে নাই, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর পদে সমর্পিত তুলসীর আঘ্রাণ কদাপি গ্রহণ করে নাই, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস থাকিলেও সে শব মাত্র। সেই মানুষের হৃদয় পাষাণসম, যে হরিনামে কখনও গলে নাহ বা যাহার কখনও অশ্রুপাত বা রোমহর্ষ হয় নাই।

৪-৭ অধ্যায়

নারদ, ব্রহ্মা

সূত বলিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের এই নিশ্চয়াত্মক বচন শুনিয়া সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় মতিকে শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে আবদ্ধ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, সর্বেশ্বর বিভু নিজ মায়াদ্বারা কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিধান করেন? কিরূপেই বা তিনি স্বয়ং এবং বিবিধ শক্তির আশ্রয়ে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন?

রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া শুকদেব হৃষীকেশস্মরণে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন, ও বলিলেন, রাজন্, এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে পুরাতন ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ বলিতেছি।

নারদ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ভূতভাবন, আপনাকে নমস্কার। এই বিশ্ব কাঁহার সৃষ্ট, কাঁহার স্বরূপ, কাঁহাতে আশ্রিত, ও কাঁহাতে লীন হইবে? আপনার জ্ঞান ও শক্তি কি আপনি অন্য কোথাও পাইয়াছেন, অথবা আপনি স্ব-তন্ত্র হইলে আপনি আবার তপস্যা করেন কেন? তবে কি আপনি ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বর আছেন? ব্রহ্মা কহিলেন—

> নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
> অবিজ্ঞায পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে॥
> যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচযাম্যহম্।
> যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষ গ্রহতারকাঃ॥ ২।৫।১০,১১

—নারদ, তুমি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যিনি আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই এরূপ বলিয়াছ।

সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, তারকাগণ যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায়, আমিও তেমনি এই স্বপ্রকাশ বিশ্বকে সৃষ্টরূপে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি মাত্র।

আমি সেই বাসুদেবকেই নমস্কার করি, মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথেও থাকিতে লজ্জিত হয় এবং যাঁহা দ্বারা মোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি লোক 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি বলিয়া সর্বদা শ্লাঘা করে। ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সৃষ্টি, আমিও তাঁহারই সৃষ্ট। তাঁহার কটাক্ষের প্রেরণামাত্র পাইয়া তাঁহারই সৃজ্য জগতের সৃষ্টি করি। তাঁহার গতি সম্পূর্ণ অলক্ষিত, ত্রিগুণের দ্বারা তিনি জ্ঞাতব্য নহেন। হে ব্রহ্মন্, বায়ু আকাশ তেজ জল গন্ধ স্পর্শ সপ্তলোক বর্ণাশ্রম ও অতলাদি সমস্তই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। নারদ, আমি তুমি রুদ্রসনকাদি, বিজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ সকলই সেই পরমপুরুষের স্বরূপ ও তাঁহারই আশ্রিত।

সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদং আবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥ ২।৬।১৫

—যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে—সকলই সেই পুরুষ। তাঁহা দ্বারা বিশ্ব আবৃত, দশাঙ্গুল অর্থাৎ দশদিক বা দশভূত অতিক্রম করিয়া তিনি আছেন।*

তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিপতি। তাঁহার চরণযুগল সকল কর্মের ও সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদান। আমি সর্বলোকপূজিত, তথাপি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। দেহ-মন সম্পূর্ণ নির্মল হইলে তাঁহাকে জানা যায়, কিন্তু কুতর্কের দ্বারা মন আচ্ছন্ন হইলে তাঁহার রূপ তিরোহিত হয়। আর দেখ,

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥
২।৬।৩৩

—হে শ্রেষ্ঠ, আমার বাক্য বা মনোভাব কখনও মিথ্যার দিকে যায় না, আমার ইন্দ্রিয়গণ কখনও অসৎপথে প্রবৃত্ত হয় না; কারণ, আমি উৎকণ্ঠার সহিত সতত শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করি।

* ঋক্ ১০।৪।৯০ এবং স্বামীটীকা দেখুন।

আমি এক্ষণে সেই নানা-রূপ পুরুষের লীলাবতার বর্ণনা করিতেছি, তুমি কর্ণপুট দিয়া তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হও।

সেই অখিল পুরুষ বরাহরূপে জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারকালে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা বিদীর্ণ করেন। সুযজ্ঞ নামে প্রজাপতি রুচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে জন্ম লইয়া জগতের আর্তি হরণ করায় তাঁহার মাতামহ মনু তাঁহাকে 'হরি' আখ্যা দেন। দেবহূতির গর্ভে কপিল নামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন। দত্তাত্রেয় রূপে তিনি যদু, হৈহয় প্রভৃতি ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হন। সনৎকুমার সনক সনন্দ ও সনাতন নামে আবির্ভূত হইয়া তিনি ঋষিদিগের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত করেন। নরনারায়ণ রূপে আবির্ভূত হইলে অপ্সরগণ তাঁহার তপোবিঘ্নও করিতে পারিল না—ক্রোধোৎপত্তি ত দূরের কথা। ধ্রুবকে তিনি ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ-স্তুত ধ্রুবলোক প্রদান করেন। উৎপথগামী বেণরাজাকে তিনি নরক হইতে রক্ষা করেন। নাভির ঔরসে সুদেবীর গর্ভে জন্ম লইয়া তিনি ঋষভরূপে যোগচর্চা করিয়া পরমহংসত্ব লাভ করেন। হয়গ্রীবরূপে তিনি আমার যজ্ঞে উপস্থিত হন ও তাঁহার শ্বাসের সঙ্গে বেদবাক্য উৎপন্ন হয়। যুগান্তরকালে মৎস্যরূপে বেদধারণ, কূর্মরূপে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন-দণ্ড ধারণ, নৃসিংহমূর্তিতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদারণ, কুম্ভীরের কবল হইতে গজেন্দ্রের উদ্ধার, বলির যজ্ঞে বামনরূপে সমস্ত পদদ্বারা ত্রিভুবন গ্রহণ, মন্বন্তরে সুদর্শনচক্র দ্বারা দুষ্টের দমন, ধন্বন্তরিরূপে আয়ুর্বেদ-প্রবর্তন ও সর্বরোগ হরণ, পরশুরামরূপে বেদবিরোধী ক্ষত্রিয়গণকে একবিংশতিবার উচ্ছেদ সাধন, শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণবধ এবং বলরাম সনাথ শ্রীকৃষ্ণরূপে পূতনাবধ, যমলার্জুনভঙ্গ, দামবন্ধন, বরুণ-পাশ হইতে পিতা নন্দকে মুক্তকরণ, সপ্তমবর্ষ বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ, শঙ্খচূড় বধ, রাসক্রীড়া ইত্যাদি ভূরি ভূরি অলোক-সামান্য কর্ম করেন। বেদব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম নিয়া তিনি বেদের শাখাবিভাগ করিয়া দেন। বুদ্ধাবতারে পাষণ্ডবেশে বহু উপধর্মের উপদেশ করেন। কলির শেষভাগে লোক নাস্তিক ও বেদকর্মবিরহিত হইলে তিনি কল্কিবেশে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। জগতের পরমাণুপুঞ্জ গণনা করা যদি বা কাহারও সাধ্য হয়, শ্রীহরির বিভূতি বর্ণন তাঁহার পক্ষেও সর্বথা অসাধ্য—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ ২।৭।৪২

—যাঁহারা শুভ্র সরল চিত্তে সমগ্র আত্মা দ্বারা তাঁহার পদে আশ্রয় নেন, শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারা এই দুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদের 'আমি' 'আমার' রূপ অভিমান তিরোহিত হয়।

ভগবদ্ভক্ত নিম্নজ হইলেও তাঁহার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। তিনিই মুনিগণকথিত নিত্য অভয় অশোক নির্মল জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম। কর্মকার যেমন কূপখননান্তে খনিত্রাদি পরিত্যাগ করে, যতিগণ সেইরূপ যতচিত্ত ও ভেদজ্ঞানবিরহিত হইলে সাধনসমূহ ত্যাগ করেন। কারণ-কার্য-রূপী সমস্তই সেই হরি ছাড়া আর কিছুই নহে। জীবাত্মা অবিনাশী। ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহাতে লোকের বিশুদ্ধা ভক্তি জন্মে হে নারদ, তুমি সেই ভাবে সর্বত্র তাঁহার লীলা ও গুণ কীর্তন কর।

৮-১০ অধ্যায়

ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু—'চতুঃশ্লোকী'

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মন্, ব্রহ্মাকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া শ্রীনারদ যে ব্যক্তির নিকট যে ভাবে হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি সকলই শুনিতে ইচ্ছা করি।

হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ২।৮।২,৩

—হে মহাভাগ, লোকমঙ্গল হরির অদ্ভুত গুণকথা আপনি বলুন, যেন আমি সেই অখিলের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিয়া অনাসক্তমনে কলেবর ত্যাগ করিতে পারি।

আপনি আমাকে এইসকল বৃত্তান্তও বলুন, যথা—শরীরের উৎপত্তি আমার নিজের ইচ্ছায় কি অন্য কোন কারণে? অবয়ব ধারণ করিলে লৌকিক পুরুষ ও তাঁহাতে কি বিভেদ থাকে? তিনি নিজমায়া পরিত্যাগ করিয়া কিভাবে আছেন? কল্পের ও আয়ুর পরিমাণ, কালের অনুমান ও গতি, কর্মপ্রাপ্য স্থান-সমূহের সংখ্যা, দেবভাব লাভের উপায় যেখানে যে জীব আছে তাহাদিগের উৎপত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অন্তর ভাগের পরিমাণ, মহৎ লোকসমূহের চরিত্র, বর্ণাশ্রম নির্ধারণ, যুগের সংখ্যা পরিমাণ ও ধর্ম, অবতার-রূপে শ্রীভগবানের আশ্চর্যতম আচরণ, সাধারণের ব্যবহার ও রাজধর্ম, আপদ্‌ধর্ম প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব, অর্চিরাদি গতি, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের গতি-উৎপত্তি-স্থিতি, প্রলয়ের বিভিন্ন প্রকার, ইষ্টাপূর্ত অগ্নিহোত্র ও ত্রিবর্গবিধি, প্রলয়াবসানে সৃষ্টি, আত্মার বন্ধন, মুক্তি ও স্বরূপে স্থিতি, প্রলয়কালে মায়ার সহিত শ্রীভগবানের ক্রীড়া, প্রলয়ে তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান—এই সমস্ত এবং এই প্রকারের সকল বিষয়ই আপনি ব্যক্ত করুন। হে ব্রহ্মন, অনশনের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে না কারণ আমি সাগরোত্থিত অমৃতের ন্যায় আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য-সুধা সতত পান করিতেছি।

শুকদেব পরম প্রীত হইয়া বলিলেন সৃষ্টিকালে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট যে ভাগবতপুরাণ বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিব। আত্মার দেহ-সম্বন্ধ শ্রীহরির মায়াজনিত। এই বহুরূপী মায়াবলেই মানুষ গুণাসক্ত হইয়া 'আমি' 'আমার' এইরূপ মনে করে। কাল ও মায়া অতিক্রম করিয়া জীবাত্মা যখন স্বমহিমাতে ক্রীড়া করে, তখনই সে স্বরূপস্থ। সৃষ্টিকামী ব্রহ্মা যখন প্রপঞ্চনির্মাণবিধি স্থির করিতে পারিলেন না, তখন জলমধ্য হইতে 'তপঃ' এই বাক্যটী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তিনি সমাধিযোগে সহস্র বর্ষব্যাপী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরি সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে তাঁহার পরাৎপর স্বধাম দর্শন করাইলেন। কাল গুণ বা মায়া কিছুরই সেখানে স্থান নাই। সুকুমার তেজস্বী পীতবসন মরকতবর্ণ মাল্যকুণ্ডলধারী চতুর্ভুজ পার্ষদগণে তিনি পরিবৃত, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার গুণগানে নিরত, অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া তিনি আপনার স্বরূপে নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীহরি আপনার শ্রীহস্ত দ্বারা ব্রহ্মার হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি।

তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ।
সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ॥ ২।৯।২৩

—হে অনঘ, তপস্যা আমার সাক্ষাৎ হৃদয়, আমি তপস্যার আত্মা, তপস্যা দ্বারাই আমি এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহার করি, দুশ্চর তপস্যাই আমার বীর্যস্বরূপ।

তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।—ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবন্, আপনি অমোঘ-সঙ্কল্প হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদিরূপ যে লীলা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়িণী মেধা আমাতে নিহিত করুন। আমি যেন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অহঙ্কারে বদ্ধ না হই। শ্রীভগবান্ তখন ব্রহ্মাকে এই 'চতুঃশ্লোকী' ভাগবত উপদেশ করিলেন:

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ২।৯।৩২-৩৫

—অগ্রে একমাত্র আমিই ছিলাম! 'সৎ' ও 'অসৎ' বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। এক্ষণে এই বিশ্বরূপে আমিই আছি। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সৃষ্টিতে বর্তমানে যাহা কিছু আছে এবং প্রলয়ে যাহা কিছু থাকিবে, তাহা আমার সত্তা; দ্বিতীয় কোন সত্তা কখনও ছিল না, নাই, ও থাকিবে না। আত্মবস্তুর যে প্রতীতি হয় না এবং অবস্তুর যে প্রতীতি হয়, তাহা আমারই মায়াজনিত জানিবে। এই প্রতীতির কোন সত্তা নাই, তাহা 'আভাস', অর্থাৎ এইরূপ মনে হয় মাত্র। ইহা অন্ধকার, সত্যদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া রাখে। ভূতমাত্রের

আদিকারণ যেমন সেই ভূতের অন্তরে-বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট আছে, অদৃশ্যতাবশতঃ অপ্রবিষ্ট বলিয়া মনে হয়, আমিও তেমনই সকল ভূতের অন্তরে আছি, কিন্তু মনে হয় যেন 'নাই'। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অন্বয় ও ব্যতিরেক, অর্থাৎ 'হাঁ' এবং 'না', এই দুই চিন্তাধারা অবলম্বনে আমি লভ্য। আমিই বস্তু, অর্থাৎ 'হাঁ', অন্য যা-কিছু সবই অবস্তু, অর্থাৎ 'না'।

হে ব্রহ্মন্, তুমি পরম সমাধি যোগে এই মতের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তুমি কখনই মোহ বা আত্মাভিমান-গ্রস্ত হইবে না।

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়া অজ বিষ্ণু দেখিতে দেখিতে স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। ব্রহ্মাও যম-নিয়ম অবলম্বনে তপস্যা দ্বারা সৃষ্টির কার্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র নারদ দম বিনয় ও শীলতাসহ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাহাতে প্রীত হইয়া নারদের নিকট ভগবদ্ভক্ত ঐ চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। পরে নারদ সরস্বতীতীরে ধ্যানস্থ বেদব্যাসকে এই ভাগবত উপদেশ করেন। তুমি অন্যান্য যে প্রশ্ন করিয়াছ, আমি এই ভাগবতপুরাণের ব্যাখ্যা দ্বারাই তাহার উত্তর দিতেছি।

শ্রীভগবানের দুইটি রূপ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। তিনি প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শ-শূন্য এবং সর্ব-ব্যাপার-বিবর্জিত হইলেও ব্রহ্মারূপে সকর্মক হইয়া মায়াবলম্বনে নাম রূপ ও ক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। সেই প্রজাপতি এই বিশ্ব-চরাচরের দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৃষ্টি স্থাবরজঙ্গম-ভেদে দ্বিবিধ, জলচর ভূচর ও খেচর ভেদে ত্রিবিধ, জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ। এই সকলেরই আবার উত্তম মধ্যম অধম ভেদে তিনটি শ্রেণী আছে। তাহা তাহাদিগের পুণ্য অপুণ্য ও মিশ্রিত পাপ-পুণ্যের ফল। সত্ত্ব তমঃ রজঃ ভেদে গুণ তিনটি। ইহাদের গতি বিভিন্ন, কিন্তু ইহারাও পরস্পর মিশ্রিত। শ্রীভগবানই ধর্মরূপে এই বিশ্বের স্থাপন ও পোষণ করিতেছেন। আবার তিনিই রুদ্ররূপে, বায়ু যেমন মেঘকে, তেমনি বিশ্বকে সংহার করেন।

শৌনক বলিলেন, সূত, তুমি বলিয়াছিলে, ভাগবতোত্তম বিদুর সুহৃত্ত্যাজ বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এবং মহামুনি মৈত্রেয়ের সহিত অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। তুমি এক্ষণে সেই সকল কথা আমাদিগকে বল। বিদুরের বন্ধুত্যাগ এবং

তৎপরে তাঁহার আচরণ এবং তাঁহার প্রত্যাগমনও বর্ণনা কর। সূত বলিলেন, এই বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসায় শ্রীশুকদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমি এখন আপনাদিগকে তাহাই বলিতেছি, শুনুন।

তৃতীয় স্কন্ধ

১-৪ অধ্যায়

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, উদ্ধব

নষ্টচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ অসাধু পুত্রগণের সমৃদ্ধিসাধন জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত পাণ্ডুর পুত্রদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। পরে ক্রমে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়, কুরুকুলদেবী দ্রৌপদীর কেশাভিমর্ষ, বনবাস-সত্য পালনান্তে পাণ্ডবগণকে রাজ্যভাগ প্রদানে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ের উপেক্ষা, ইত্যাদি সংঘটিত হইল। তখন মন্ত্রণার নিমিত্ত আহুত হইয়া বিদুর অগ্রজ রাজাকে বলিলেন, মহারাজ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখনও আপনার অনুষ্ঠিত দুর্বিষহ অপরাধসকল সহিতেছেন, কিন্তু বৃকোদর-রূপ ভীষণ ভুজঙ্গ নিয়ত মহোষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নিখিলরাজন্যজয়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্য যুধিষ্ঠিরকে তাহার রাজ্যভাগ প্রদান করুন ও অ-শিব দুর্যোধনকে সত্বর পরিত্যাগ করুন। বিদুরের এই বাক্য শুনিয়া কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনি-সনাথ দুর্যোধন ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া বলিল, 'এই খলস্বভাব দাসীপুত্রকে কে এখানে ডাকিয়া আনিল? এ যাহার অন্নে পুষ্ট, তাহারই প্রতিকূলতা করিতেছে। শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ইহাকে এখনই এই পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।' বিদুর এই বাক্যে মর্মাহত হইয়াও ইহাকে শ্রীভগবানের মায়ার লীলামাত্র মনে করিয়া গতব্যথ হইলেন এবং দ্বারদেশে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুর

হইতে চলিয়া গেলেন। পরিধানে কম্বল, ভূমিতলে শয়ন, কেশপাশ অসংস্কৃত—বিদুর এই ভাবে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রভাসে উপনীত হইলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, বেণুজবহ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া তিনি সরস্বতীর পুণ্যতীরে, তৎপর তথা হইতে সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য, কুরুজাঙ্গল দেশের বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় বিদুর বৃহস্পতির পূর্বশিষ্য ভাগবতকুল-প্রবর শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ করিলেন। বিদুর তাঁহাকে যদু ও কুরু উভয় কুলের প্রধানগণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে যাঁহার মনোমোহন মূর্তি গড়িয়া ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, মাতা প্রাতরাশ জন্য আহ্বান করিলেও উঠিতে পারিতেন না, জীবনব্যাপী যাঁহার পদসেবা করিয়া জরাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রিয়তমের স্মরণে উদ্ধবের সর্বাঙ্গ পুলকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল, নিমীলিত নয়নযুগল হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ভক্তিসুধারসে তিনি আপ্লুত হইয়া উঠিলেন। বিদুর বুঝিলেন, ইনি পূর্ণকাম হইয়াছেন। ক্ষণপরে বাহ্যলোকে পুনরাগত হইয়া নেত্রদ্বয় মার্জনা করিয়া উদ্ধব বলিলেন,—

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহং॥ ৩।২।৭

—কৃষ্ণ-দিনমণি অস্তমিত হইলে আমাদের গৃহসমূহ কালরূপ অজগরগ্রস্ত হইয়া হতশ্রী হইয়াছে। আমাদের কুশল আর কি বলিব ?

হে বিদুর, সকল ভূষণের ভূষণ, বিধাতার নির্মাণকৌশলের চরমকাষ্ঠা সেই কপট মানব মূর্তিকে তিনি নিজ বিম্ব ধারণ করিয়া অন্তর্হিত করিয়াছেন। অজ হইয়াও বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তবীর্য হইয়াও কংসভয়ে ব্রজে বাস, কাল-যবনভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন ও উগ্রসেনের দাসত্বের অভিনয় করিলেন। পূতনা শম্বরাদি রাক্ষস অসুর, শিশুপালাদি দুর্ধর্ষ নরপতি, এবং কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরুপক্ষীয় অমিততেজা বীরগণ—তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিয়াও পরম-ভাগবতদিগের গতি প্রাপ্ত হইল। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত বলরামসহ গূঢ় তেজে নন্দব্রজে বাস করিয়া—'একাদশসমাঃ গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ'—গোপকুলের কল্যাণ সাধন জন্য কালীয় দমন,

গোবর্ধন ধারণ, দাবানল পান এবং ইন্দ্রের ও স্বয়ং ব্রহ্মার গর্ব চূর্ণ করিলেন। সেই গোপবালকের বেশে কত হাস্য-রোদন, কত গোধনচারণ, যমুনার বিহগ-কূজিত তীরে উপবনে বয়স্যগণের সহিত কত খেলা খেলিলেন, এবং শেষে—

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ॥ ৩।২।৩৪

—রজনীর মুখমণ্ডল শারদ-শশি-কিরণে সুমার্জিত দেখিয়া স্ত্রীমণ্ডলের ভূষণ-স্বরূপ (আমার সেই সখা) মধুর গান করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

কংসবধ, বেদাচার্য সান্দীপনি মুনিকে দক্ষিণা-দান উপলক্ষ্যে পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদরবিদারণ, বহু স্ত্রীলাভ এবং কালযবন জরাসন্ধ শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ ও শম্বরাদি অসুর বধাদি কার্যে তিনি অতুল শৌর্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিদুর, তোমার ভ্রাতুস্পুত্রগণের যুদ্ধে উভয়পক্ষে যেসকল ভূকম্পনকারী বীরগণ নিহত হন, তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত। কিন্তু সুযোধনের উরুভঙ্গজনিত দুর্দশা দর্শনে তিনি কিছুমাত্র হৃষ্ট হইলেন না। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভ রক্ষা করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে স্থাপন করেন ও তাঁহার দ্বারা ক্রমে তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান। তাহার পর, সকল জীবের প্রীতিবর্ধন করিয়া দ্বারকাধামে কিছুকাল নিঃসঙ্গভাবে বিষয়ভোগ করিলেন। পরে গৃহধর্ম এবং কাম-ভোগাদিতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল। পুর-বালকগণ কর্তৃক মুনিগণের কোপোৎপাদন ও অভিশাপের ছলে পৃথিবীর অবশিষ্ট ভার হরণের জন্য তিনি স্বীয় কুলের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন বৃষ্ণি ভোজ অন্ধকাদি সকলেই তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রফুল্ল মনে প্রভাস যাত্রা করিল এবং তথায় তাহারা পিতৃতর্পণ ও বহু দানপূজাদি সম্পন্ন করিল।

সেখানে সুরাপানে জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া যদু-বৃষ্ণি-ভোজকুল পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইল। কুল-নাশ আসন্ন বুঝিয়া যদুনাথ তখন সরস্বতীর সলিলে আচমন করিয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বিদুর, প্রভাসযাত্রার কিছু পূর্বেই তিনি আমাকে বদরীধামে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার বিরহসহনে অক্ষম হইয়া প্রভাসতীর্থে তাঁহার অনুগমন করিলাম। অন্বেষণ করিতে করিতে

পীতকৌষেয়ধারী প্রশান্তারুণনেত্র চতুর্ভুজরূপে আসীন সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পুরুষকে দেখিতে পাইলাম—একটি তরুণ অশ্বত্থ-তরুর আশ্রয়ে বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ন্যস্ত করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। পরাশর-শিষ্য বেদব্যাস-সখা মুনিবর মৈত্রেয় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরম-অনুরক্ত ঐ মুনি ভক্তি ও আনন্দভরে মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য দৃষ্টি দ্বারা আমার শ্রান্তি উপশম করিয়া বলিলেন, হে বন্ধু, আমি তোমার মনের অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি। এই সময় এই একান্ত-প্রদেশে আসিয়া তুমি যে আমার দর্শনলাভ করিলে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। আমি আজ তোমাকে অন্যের দুষ্প্রাপ্য সাধন প্রদান করিব। সেই পরমপুরুষের এইরূপ স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। কৃতাঞ্জলি হইয়া সাশ্রুলোচনে বলিলাম, হে ভূমন্, আমি চতুর্বর্গকামী নহি, তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায়ই উৎসুক। তুমি আত্মরহস্য-প্রকাশক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলে আমি যদি তাহা গ্রহণের যোগ্য হই, তবে তাহা আমাকে বল।*

সেই কমললোচন তখন আমাকে তাঁহার পরমস্থিতিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তাঁহার পাদতীর্থ আরাধনা করিয়া এইরূপে আমি পরম আত্মজ্ঞান-মার্গ লাভ করিলাম। পরে, সেই দেবদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিরহাতুরচিত্তে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তাঁহার প্রিয়তম বদরিকা-মণ্ডলে গমন করিব—'গমিষ্যে দয়িতঃ তস্য বদর্যাশ্রমমণ্ডলম্'।

শ্রীশুক বলিলেন, সুহৃদ্‌গণের বিনাশবার্তাজনিত দুঃসহ শোক জ্ঞানযোগে প্রশমিত করিয়া বিদুর বলিলেন, অহে উদ্ধব, বিষ্ণু-ভক্তগণ স্বীয় ভক্তগণের সর্বার্থ সাধন করিয়াই বিচরণ করেন। সুতরাং যোগেশ্বর শ্রীহরি তোমাকে যে জ্ঞান উপদেশ করিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট বিবৃত করা তোমার কর্তব্য। উদ্ধব বলিলেন, বিদুর, মর্ত্যধাম ত্যাগকালে তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি শ্রীমান্ কৌশারবকেই আদেশ করিয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর তাঁহার নিকট যাও।—যমুনাপুলিনে ভগবৎকথায় সেই রজনী ক্ষণকালবৎ যাপন করিয়া উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সমগ্র যদুকুল বিনষ্ট

* দ্বিতীয় স্কন্ধ, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইলেও শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লোকশিক্ষার জন্য এই মরধামে রাখিয়া গেলেন। শ্রীমান্ বিদুরও কালিন্দীতীরে এইরূপে সিদ্ধকাম হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে করিতে ভাগীরথীর পবিত্র কূলে শ্রীমান্ মৈত্রেয় মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

৫-১১ অধ্যায়

মৈত্রেয়, বিদুর

অগাধবোধ শ্রীকৌশারব মৈত্রেয় গঙ্গাদ্বারে সুখাসীন। কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁহার সৌশীল্যাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, অবতারের গুণ ও কার্য ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপর বলিলেন, ভগবান্, লোকে সুখের জন্যই কর্ম করে, কিন্তু তাহাতে সর্বত্র কেবল দুঃখই লাভ হয়। শ্রীহরির কথায় শ্রদ্ধাশীল হইলে ক্রমশঃ তাঁহাতে আসক্তি, অন্য কথায় বিরক্তি এবং তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দের সতত অনুস্মরণে আনন্দ জন্মে। এই আনন্দই জীবের সমস্ত দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। অতএব সূরিগণ-কথিত এই হরিগুণকথা আপনি আমার নিকট বিশদরূপে ব্যক্ত করুন। মৈত্রেয় প্রীত হইয়া বলিলেন, হে ক্ষত্তা, তুমি বাদরায়ণ-বীর্যজ, সুতরাং শ্রীহরির লীলা শ্রবণে তোমার এরূপ অনন্যগতা মতি কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তিনি স্বধামগমনকালে তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়ার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বের উদ্ভব, স্থিতি ও লয়ের প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমগ্র লীলা-কথা আমি আনুপূর্বিক তোমার নিকট বর্ণন করিব।

তখন মুনিবর মৈত্রেয় অতিসুদীর্ঘ নানা প্রস্তাবে বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল সত্তার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের বিবরণ ও প্রকরণভেদ বিবৃত করিলেন। সমস্ত শক্তি একত্র সমাহিত হইয়া প্রথমে এক বিরাট দেহের উৎপত্তি। সেই দেহের নানা অবয়ব হইতে ক্রমশঃ সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ। শ্রীহরির সেই সৃষ্টি-মহিমা অবর্ণনীয়—

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৩।৬।৩৯

—বাক্যসকল মনের সহিত অন্বেষণ করিয়া যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে, আমি এবং অন্যান্য দেবতাগণও যাঁহাকে জানিতে পারি নাই, সেই শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার।

ব্রহ্মা এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ বা অধিপতি। শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে তাঁহার উৎপত্তি। তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিয়া তাহা হইতে সৃষ্ট্যাদি জন্য আবশ্যক দেহাভিমানবিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিলেন। কারণ, দেহাভিমানই বিক্ষেপ ও সর্বদুঃখের মূল।—এইরূপ বলিয়া শ্রীমৈত্রেয় মানবের উৎপত্তির বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১২-১৯ অধ্যায়

সনকাদি মুনি, মনু-শতরূপা, জয়-বিজয়, হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মা প্রথমে সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার নামে মুনিগণের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, পুত্রগণ, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। কিন্তু ঐ মুনিগণের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহারা ঊর্ধ্বরেতা ও নিষ্ক্রিয় হইলেন। তখন দেবগণের অগ্রজ নীললোহিত নামে এক কুমারের সৃষ্টি হইল। তিনিও তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। সুতরাং তাঁহাদ্বারাও প্রজাসৃষ্টি হইল না। ব্রহ্মা পুনরায় তপোনিরত হইলে মরীচি প্রভৃতি দশটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদসকলও নির্গত হইল। ঐ দশ পুত্রের দ্বারাও সৃষ্টির বিস্তার হইল না। তখন ব্রহ্মা পূর্বতনু সংবরণ করিয়া এক নূতন মূর্তি গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ নূতন মূর্তি আপনা হইতে আশ্চর্যরূপে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া গেল। তাহার এক অংশ পুরুষ ও অপরাংশ স্ত্রী হইল। এই পুরুষই মনু এবং এই স্ত্রী তাঁহার মহিষী শতরূপা হইলেন। মনু এবং শতরূপা জন্ম গ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মাকে কহিলেন, পিতঃ, কোন্ কর্মের দ্বারা আমরা আপনার যথোচিত সেবা করিব? ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা মিথুনধর্মে পরস্পর উপগত হইয়া সন্তান উৎপাদন ও প্রজাপালন কর, তাহাতেই আমার পরম শুশ্রূষা, তোমাদের জন্ম সফল ও শ্রীভগবানের তুষ্টি বিধান হইবে। ফলতঃ তিনিই সর্বাত্মস্বরূপ,

তাঁহার তুষ্টিতেই সর্বার্থ-সিদ্ধি। তখন ঐ মনু ও শতরূপার সহযোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যার উৎপত্তি হইল। ইহাদের সন্তানসন্ততি দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইল। তদবধি সৃষ্টিতে মিথুন-ধর্মের প্রবর্তন হইল। মনু তখন ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ বাসস্থান প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, প্রভু, ধরণী জলমগ্না, আপনি ত্বরায় উহার উদ্ধার জন্য যত্ন করুন। ব্রহ্মা ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা তথায় এক অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বরাহমূর্তির আবির্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি এক ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা সেই মূর্তিকে স্বয়ং যজ্ঞ-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া স্থির করিলেন এবং তৎসৃষ্ট ঋষিগণসহ বেদমন্ত্র দ্বারা ঐ মূর্তির স্তব করিলেন। আদিদেব বরাহ এক ভীষণ গর্জন করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সলিল-রাশি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল। বরাহদেব তন্মধ্যে ধরণীকে দেখিতে পাইয়া আপন দশন দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ঐ সলিলমধ্যে তাঁহার প্রতিরোধার্থ তাঁহাকে ভীষণ গদাঘাত করিল। তিনি অবলীলাক্রমে ঐ দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়া ধরণীকে সেই সলিলরাশির উপরে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাজের সহিত কি কারণে শ্রীভগবানের বিরোধ হইল? মৈত্রেয় বলিলেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা ইতিমধ্যে দেবতা গন্ধর্ব কিন্নর অসুরাদি নানা সৃষ্টি করেন। মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে ত্রয়োদশ কন্যা হয়। মহামুনি কশ্যপের নিকট সেই ত্রয়োদশ কন্যা সম্প্রদান করা হইল। তাঁহাদের একজনের নাম দিতি। দিতির গর্ভে কশ্যপের দুই পুত্র জন্মে। দিতির কোন গুরুতর অপরাধের জন্য কশ্যপ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে তাঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র সর্বলোকতাপন দুইটী দুর্দান্ত দৈত্য হইবে, তাহারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে আখ্যাত হইয়া ভগবান বিষ্ণু দ্বারা নিহত হইবে; কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র মহাভাগবত ও সকল মহতের মহীয়ানুরূপে ত্রিজগতে পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।*

ব্রহ্মার প্রথমজাত পুত্র সনকাদি মুনিচতুষ্টয় একদা যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। তাঁহারা ঐ ধামের সপ্তম দ্বারে

* ৭ম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রাকৃতি নগ্ন ও অসংস্কৃতবেশ দেখিয়া জয় ও বিজয় নামে ঐ দ্বারের দুই দ্বারপাল প্রবেশ নিষেধ করিয়া বেত্রোত্তোলন করিলেন। মুনিগণ এই অনুচিত আচরণের সমুচিত দণ্ড দেওয়ার জন্য ঐ দ্বারপালদিগকে অভিশাপ করিলেন—'তোমরা পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হও।' শ্রীবিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীসহ তথায় উপস্থিত হইয়া এই দণ্ডের অনুমোদন করিলেন, কিন্তু দ্বারিদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা যথাকালে পুনরায় স্বপদ প্রাপ্ত হইবে।—ইহারাই সনকাদি মুনিশাপে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই অসুরভ্রাতারূপে কশ্যপপত্নী শাপগ্রস্তা দিতির গর্ভে জন্ম নেন।

জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু মহা-উদ্ধত, কিন্তু তপোবলে ব্রহ্মার বরে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। সে সমস্ত লোক আপনার পদানত করিল। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা-হস্তে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবতাগণকে সন্ত্রস্ত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া ঐ অসুর জলক্রীড়া জন্য সাগরে প্রবেশ করিল। সেইখানেই বরাহদেবের সহিত যুদ্ধে সেই মহাদৈত্য নিহত হয়।*

[২০ অধ্যায়—সৃষ্টিপ্রকরণ]

২১-২৪ অধ্যায়

কর্দম, দেবহূতি, কপিল

এদিকে ব্রহ্মা-সৃষ্ট কর্দম নামে প্রজাপতি সন্তানোৎপাদন জন্য আদিষ্ট হইয়া প্রজাকামনায় সরস্বতীতীরে দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, বৎস, আমি তোমার জন্য সমস্ত সংযোগ স্থির করিয়া রাখিয়াছি। ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার কন্যা দেবহূতিকে তোমার নিকট সম্প্রদান করিবেন। তুমি সেই কন্যার গর্ভে যে সকল কন্যা উৎপাদন করিবে, তাহাদের বহু সন্তান জন্মিবে। আমি স্বয়ং তোমার ঔরসে দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া জগতে তত্ত্ব-সংহিতা প্রচার করিব।

---

* ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নির্দেশং ম উশত্তমঃ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে॥
কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্বা চাভয়ম্ আত্মবান্।
ময্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্। ৩।২১।৩০-৩১

—তুমি আমার আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সকল কর্মের ফল আমাতে সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জীবে দয়া ও সর্বভূতে অভয়দান করিও, তাহা হইলে তুমি নিজকে ও সমস্ত জগৎকে আমাতে একীভূত দেখিতে পাইবে।

ঋষিবর কর্দম কালপ্রতীক্ষায় ঋষিনদী সরস্বতীর সলিলাভিষিক্ত বিন্দু-সরোবরতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল মধ্যেই নারদের মুখে ঐ ঋষির গুণশীলাদি অবগত হইয়া মনু অনুচর সহ স্বীয় কন্যা দেবহূতিকে লইয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সমুচিত পূজা করিয়া কন্যাদানের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কর্দম প্রীত হইয়া মনুর মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং দেবহূতিকে স্বীয় ভার্যারূপে গ্রহণ করিলেন। মনু ব্রহ্মাবর্তদেশে স্বপুরী বর্হিষ্মতীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

যথাকালে দেবহূতি কয়েকটী কন্যা প্রসব করিলেন। কর্দম তখন প্রব্রজ্যাবলম্বনে উদ্যোগী হইলে দেবহূতি বলিলেন, ভগবন্, আমি এতকাল ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হইয়া মুক্তির ইচ্ছামাত্রও করি নাই। এক্ষণে আমাকে অভয়পদ প্রাপ্তির উপদেশ করুন। ঋষি কহিলেন, রাজপুত্রি, তুমি খেদ করিও না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং অচিরেই তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা তোমার সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিবেন। ব্রহ্মাও আসিয়া ঐরূপ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমাদের ঐ পুত্র কপিল নামে সাংখ্যাচার্যগণ কর্তৃক পূজিত হইবেন। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী কর্দম ও দেবহূতি কন্যাগণকে প্রজা উৎপাদনের নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। কর্দম তখন নিজগৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীভগবান্ কপিল বলিলেন, আত্মজ্ঞানের মার্গ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তাহার পুনঃপ্রবর্তন জন্য এই দেহ ধারণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে—

গচ্ছ কামং ময়া পৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্মণা।
জিত্বা সুদুর্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ॥
মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্।
আত্মন্যেবাত্মনাম্বীক্ষন্ বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি॥ ৩।২৪।৩৮-৩৯

—এখন যথা ইচ্ছা গমন কর, আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া দুর্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভের নিমিত্ত আমাব ভজনা করিও। তাহা হইলে স্বপ্রকাশ সর্বভূতান্তর্যামী আমাতে আত্মা দ্বারা নিজ আত্মাকে অবলোকন করিয়া নির্ভয় ও বীতশোক হইবে।

পিতঃ, মাতা দেবহূতিকে আমি এই আত্মবিদ্যা প্রদান করিয়া অভয় পদ প্রাপ্ত করাইব।—কর্দম ইহা শুনিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীতমনে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, এবং

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ॥ ৩।২৪।৪২

—এইরূপে সেই মুনি পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন পূর্বক অগ্নি ও নিকেতন সকলই ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন।

২৫ ৩৩ অধ্যায়

দেবহূতি, কপিল

কপিল মাতার সহিত বিন্দুসরোবরের তীরেই বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার উক্তি স্মরণ করিয়া একদা দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ভূমন্, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে মোহান্ধ। আমার অহং-মমাত্মক সম্মোহ দূর করিয়া দাও, তোমার শরণ লইলাম। মাতার কথায় আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিয়া কপিল বলিলেন,

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্॥
গুণে শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥ ৩।২৫।১৫

—চিত্তই আত্মার বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র হেতু। চিত্ত গুণসমূহে আসক্ত হইলে বন্ধের, এবং পরমপুরুষে আসক্ত হইলে মুক্তির কারণ হয়।

যোগের দ্বারা অহংমমাভিমান দূর হইলেই চিত্ত শুদ্ধ ও প্রকৃতি হীনতেজ হয়, এবং পরমাত্মা অখণ্ডজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত হন। যাঁহারা সঙ্গমুক্ত, সকল জীবের সুহৃৎ, আমার কথা শ্রবণ কীর্তন ও আমাতে দৃঢ়া ভক্তি করেন, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে সকল বন্ধন ছিন্ন ও সকল সন্তাপ দূরীভূত হয়। অতএব তাঁহাদের সঙ্গই তোমার বাঞ্ছনীয়।—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩।২৫।২৫

—সাধুদিগের সংসর্গে আমার মাহাত্ম্যের প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সেই সমস্ত কথার শ্রবণাদি দ্বারা অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথ স্বরূপ শ্রীভগবানে শীঘ্রই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

আমার লীলার অনুচিন্তন-জনিত ভক্তির দ্বারা জীব এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।- দেবহূতি বলিলেন, কি প্রকার ভক্তি দ্বারা আমি অনায়াসে তোমাকে পাইব? আর, তুমি যে যোগের কথা বলিলে, তাহাই বা কিরূপ? কপিল বলিলেন,—

সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ॥
৩।২৫।৩২, ৩৪

—শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীহরির প্রতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাই অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি এবং তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ আমার পাদসেবাপরায়ণ হইয়া এবং আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া আমার সহিত একাত্মতাও ইচ্ছা করেন না।

যাঁহারা আমাকে এরূপ ভক্তি করেন,—

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥
৩।২৫।৩৫

—জননি, তাঁহারা আমার সুন্দর প্রসন্নমুখ ও অরুণলোচনযুক্ত দিব্য বরদ রূপসকল দর্শন করেন এবং ইচ্ছামত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন।

এবং নিষ্কাম হইলেও তাঁহারা আমার গতিই প্রাপ্ত হন—'অনিচ্ছতোগতিরণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে'। ভক্তিই জীবের নিঃশ্রেয়সের উপায়।

[ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভগবান কপিলদেব মাতার অপর প্রশ্ন 'যোগ' বা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সাংখ্যতত্ত্বসকলের পৃথক পৃথক লক্ষণ যাহা জানিলে মানুষ প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত হয়, পুরুষ-প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, অষ্টাঙ্গ যোগে কিরূপে নিরুপাধি স্বরূপের জ্ঞান হয়, কালের প্রভাব ও সংসারের ঘোরত্ব, অধার্মিকদের তামসী গতি, নবযোনিপ্রাপ্তি, জীবের ঊর্ধ্বগতি ও পুনরাবৃত্তি—ক্রমশঃ এইসকল গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন।]

কপিলের বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া জননী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল। তখন তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিলেন,

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৩।৩৩।৭

—তোমার নাম যাহার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তপস্যা হোম ও তীর্থ-স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সদাচারী ও সার্থক বেদাধ্যায়ী।

কপিল বলিলেন, মাতঃ আমার উপদেশ সম্যক অনুষ্ঠান করিলে অগৌণেই আপনি পরা গতি লাভ করিতে পারিবেন। মাতার অনুমতি লইয়া কপিল তখনই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবহূতিও যোগযুক্ত হইয়া সরস্বতীর মুকুটস্বরূপ সেই আশ্রমে থাকিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ জটিল, বর্ণ কপিল, দেহ সধূম পাবকবৎ, বুদ্ধি ব্রহ্মে স্থিত ও নিবৃত্তি লাভ হইল। তিনি অচিরেই নিত্যমুক্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাযোগী কপিল পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি সিদ্ধ চারণ মুনি অপ্সরাগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন। সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান দান করিয়াছিলেন। তিনি অদ্যাপি ত্রিলোকের কল্যাণার্থ যোগে সমাহিত হইয়া আছেন, সাংখ্যাচার্যগণ অদ্যাপি তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

চতুর্থ স্কন্ধ

১-৭ অধ্যায়

দক্ষ, শিব, সতী

মনু ও শতরূপার কন্যা প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের ভার্যা হন। দক্ষ ও প্রসূতির সতী নামে এক কন্যা হয়, দক্ষ তাহাকে দেবদেব শঙ্করকে সম্প্রদান করেন।

বিশ্বস্রষ্টাদের এক মহাযজ্ঞে দেব মহর্ষি ও মুনিগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি দক্ষও আমন্ত্রিত হইয়া সেই সভাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব আসন ত্যাগ করিলেন না। দক্ষ তাহাতে শিবের প্রতি রুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম ও শঙ্করের দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেখুন, এই নির্লজ্জ শিব আমার জামাতা, সুতরাং শিষ্যস্থানীয়। অভিবাদন দূরে থাক্, বাক্য দ্বারাও আমার প্রতি সাধুজনোচিত কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। ভূতপ্রেতসহ শ্মশানে নৃত্য হাস্য রোদন ইহার স্বভাব, নরাস্থি ও চিতাভস্ম ইহার ভূষণ।—এই বলিয়া তিনি শঙ্করকে অভিশাপ করিলেন, যে সে দেবগণের সঙ্গে কখনও কোন যজ্ঞভাগ পাইবে না। উপস্থিত কেহ দক্ষের এই অভিশাপের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। শিবানুচর নন্দীশ্বর তাহা শুনিয়া দক্ষকে প্রত্যভিশাপ করিলেন, দেহাভিমানী এই পাষণ্ড ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হউক, শিবদ্বেষী বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ অতঃপর যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করুক। ভৃগু আবার ইহা শুনিয়া শঙ্করের অনুচরগণকে অভিশাপ করিলেন সর্বলোকহিতকর সনাতন বেদপন্থার নিন্দকগণ সুরাসক্ত ও পাষণ্ডাশ্রিত হউক। শঙ্কর এই সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া বিমনা হইয়া অনুচরগণ সহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত প্রজাপতিগণের আধিপত্যে বৃত হইয়া মহাগর্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃহস্পতি নামে এক সুমহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। দেব ঋষি ও তাঁহাদের পত্নীগণ সকলেই বেশভূষায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বিমানযোগে সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। দক্ষ

পূর্বরোষবশতঃ শিব বা সতীকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। দাক্ষায়ণী তখন স্বামীকে বলিলেন, দেব, পিতৃগৃহে কন্যার নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি? স্নেহময়ী মাতা ভগিনী মাতৃস্বসৃগণকে দেখিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি সর্বত্যাগী, বন্ধুবিরহ কখনও অনুভব করেন নাই। অনুমতি করুন, আমি পিতৃগৃহে গমন করি। শম্ভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সুশোভনে, যাহার চিত্ত দেহাভিমানে কলুষিত হয় নাই, আহূত না হইয়াও এমত কুটুম্বের গৃহে যাইতে দোষ নাই। দেখ, প্রাজ্ঞব্যক্তি পরমপুরুষ ভগবান্‌কেই অভিবাদন করেন, দেহাভিমানিগণকে কখনও অভিবাদন করেন না। আমিও দক্ষের প্রতি তদ্রূপ আচরণই করিয়াছি। কিন্তু মহতের তেজ তাহার নিকট অসহ্য। আমার সহিত সম্বন্ধবশতঃ পিতার নিকট তুমি সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। কুটুম্বের দুর্বাক্য বড়ই ক্লেশকর—

সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে।

৪।৩।২৫

—স্বজনের নিকটে অবমাননা সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

সতী নিতান্ত দুর্মনা ও পরিশেষে ক্রুদ্ধা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর মোহবশতঃ বুদ্ধিভ্রষ্টা হইয়া, যিনি স্নেহনিবন্ধন তাঁহাকে স্বীয় অর্ধ অঙ্গ দান করিয়াছিলেন, সেই স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। ত্রিলোচনের অনুচরগণ তাহা দেখিয়া বৃষ আনিয়া সতীকে তদুপরি আরোহণ করাইলেন এবং নানা বাদ্য ও দ্রব্য-সম্ভারসহ তাঁহার অনুগমন করিলেন। সতী পিতার যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলে মাতা ও ভগিনী ব্যতীত অন্য কেহ, এমন কি পিতা দক্ষও, তাঁহার কোন সমাদর করিলেন না। সতী দেখিলেন, যজ্ঞভাগে শিবের কোন অংশই নাই। তাঁহার অনুচরগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞনাশে উদ্যত হইলে সতী তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। শ্রীদেবী লোকধ্বংসকারী কোপে—'চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা'—পিতাকে বলিলেন,—

ন যস্যলোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ॥

৪।৪।১১

—ইহলোকে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই, যিনি দেহিগণের আত্মতুল্য প্রিয়, যিনি সর্বভূতের আত্মা, যিনি সর্ববৈরিতা হইতে মুক্ত, আপনি ভিন্ন অন্য কে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে ?

আপনার ঐশ্বর্য এই যজ্ঞশালায় আবদ্ধ। ভোজনান্বেষী দেবতা ও মানবগণই তাহাতে তৃপ্ত থাকেন এবং ঐরূপ ঐশ্বর্যকে বহুমান করেন। দেবদেব শঙ্কর দেবঋষিবাঞ্ছিত অণিমাদি পদানত করিয়াছেন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় ধর্মই তাঁহার অনুগত। আপনি এই তুচ্ছ ঐশ্বর্যে অসূয়াপরবশ হইয়া সেই মহেশ্বরের সকল গুণেই দোষ দেখিয়া তাঁহাকে নিয়ত দ্বেষ করিতেছেন। অতএব—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্মাবিতর্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ॥ ৪।৪।১৭

—উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্মরক্ষক নিজ প্রভুর নিন্দা করে, তবে সামর্থ্য থাকিলে তখন সেই অসতের দূষিত জিহ্বাকে ছেদন করা উচিত, নচেৎ নিজের প্রাণত্যাগ করা উচিত, তাহাও না পারিলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

সুতরাং আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহ আমি মৃতদেহের ন্যায় এখনই ত্যাগ করিব।—এই বলিয়া সতী উত্তরাস্যা হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্টা হইলেন এবং আচমনপূর্বক পীতবসনে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া যোগপথের পথিক হইলেন। সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁহার দেহ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে ও ভূমিতলে সুমহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। দেবীর অনুচরগণ দক্ষকে বধ করিতে অস্ত্র উদ্যত করিলেন। তখন ভৃগুমুনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঋভু নামক সহস্র সহ দেবগণ সেই অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া শিবানুচরগণকে প্রহার দ্বারা বিতাড়িত করিয়া দিল।

ভগবান্ রুদ্র নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগ ও ঋভুগণ দ্বারা স্বীয় অনুচরগণের পরাভববৃত্তান্ত শুনিয়া রোষে উদ্দীপ্ত হইয়া সহসা স্বীয় জটার একাংশ ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামে অতিকায় ভীষণদর্শন এক মূর্তির আবির্ভাব হইল। সানুচর

বীরভদ্র গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া মহাবেগে দক্ষের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিল এবং পশুমারণ অস্ত্রের দ্বারা দক্ষের মস্তক তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

দেবতাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন। তাঁহারা অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক নামক উপবনে বীরাসনে উপবিষ্ট, ঋষিগণস্তুত, নারদের প্রতি বেদোপদেশ-দান-রত ভগবান্ কৈলাসপতিকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর মস্তক অবনত করিয়া পরস্পরকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সেই দেবদেবের স্তব করিয়া বলিলেন, আপনি একাধারে শিব ও শক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহার, এবং দক্ষকে সূত্রমাত্র করিয়া বর্ণাশ্রমের সেতুস্বরূপে যজ্ঞের ও জীবের সর্বপ্রকার শুভাশুভের বিধান করিয়াছেন। তথাপি, দক্ষযজ্ঞে এ বিপর্যয় কেন? দেব, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই যজ্ঞের ও দক্ষাদি সকলের নষ্ট-দেহের উদ্ধার সাধন করুন এবং নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

আশুতোষ কহিলেন, ব্রহ্মন্, মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে এই দণ্ডের বিধান করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে দক্ষ ছাগমুণ্ড ও ভৃগু ছাগশ্মশ্রু প্রাপ্ত হইক এবং অন্যান্য দেবতা ও মুনিগণের অঙ্গবৈকল্য দূরীভূত হউক। দেবগণের অনুরোধে শিব যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন। দক্ষ পুনর্জীবিত হইয়া শিবের স্তব করিয়া বলিলেন, আমার সমুচিত দণ্ডলাভ হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন যজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হইল। দোষ-শুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় হোম করিলেন। যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি তখন স্বীয় প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া গরুড় পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞস্থলে উদিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রথমে দক্ষ, পরে যথাক্রমে ঋত্বিক্ সদস্য রুদ্র ভৃগু ব্রহ্মা ইন্দ্র ঋষিগণ দক্ষপত্নী প্রভৃতি অগ্নি বিদ্যাধর ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি এক, ব্রহ্মা শিব আমারই রূপ, স্বতন্ত্র সত্তা নহে।—

ত্রয়াণামেকভাবানাম্ যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৪।৭।৫৪

—ব্রহ্মন্, সর্বভূতের আত্মা-স্বরূপ একভাবাপন্ন স্বরূপত্রয়কে যিনি ভেদদৃষ্টিতে না দেখেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

দক্ষ ভগবান্ শ্রীহরির অর্চনা করিয়া রুদ্রকে যজ্ঞভাগ দিলেন, ও ঋত্বিক্‌গণ সহ যজ্ঞ-সমাপনসূচক অবভৃথস্নান করিলেন।—দেবগণ দক্ষকে 'ধর্মে মতি হউক' এই বরদান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।—দক্ষনন্দিনী সতী পরে হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় শ্রীশম্ভুকেই ভজনা করিয়াছিলেন।

৮—১২ অধ্যায়

উত্তানপাদ, ধ্রুব, নারদ, মনু

মনু ও শতরূপার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে যে দুই পুত্রের কথা বলিয়াছি,* তন্মধ্যে উত্তানপাদের দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে পুত্র জন্মে। সুনীতি অপেক্ষা সুরুচি পতির অধিকতর প্রিয় ছিলেন। একদা উত্তমকে রাজক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে চাহিলেন। সুরুচি বলিলেন, ধ্রুব, তুমি আমার সপত্নীগর্ভজাত, সুতরাং রাজসিংহাসনে তোমার স্থান নাই। শ্রীহরির তপস্যা দ্বারা আমার গর্ভে আসিয়া জন্মিতে পারিলে তবে ঐ দুর্লভ স্থান লাভ করিতে পার। শিশু ধ্রুব বিমাতার এই মর্মভেদী বাক্যবাণে আহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গেলেন। সুনীতি তাঁহাকে বলিলেন, বৎস, আমি নিতান্ত দুর্ভগা, রাজার অপ্রিয়। বিমাতা তোমাকে ঠিকই বলিয়াছেন যে একান্তচিত্তে শ্রীহরির উপাসনা ছাড়া তোমার রাজসিংহাসন লাভের আর কোন উপায় নাই।—ধ্রুব মাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি এক্ষণে মাত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তোমার আবার সম্মান-অসম্মান কি? কর্মই সুখদুঃখের বীজ, দৈব যাহা দেন তাহাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত। তপস্যা অতি দুষ্কর, শ্রীভগবান্‌ও অতীব দুষ্প্রাপ্য। অতএব তুমি নিবৃত্ত হও, গৃহে ফিরিয়া গিয়া সদাচরণ দ্বারা সকলকে তুষ্ট কর। —ধ্রুব বলিলেন, প্রভু, দুর্বিনীত ক্ষত্রিয়-স্বভাববশতঃ বিমাতার দুর্বাক্যবিদ্ধ

---

* ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আমার হৃদয়ে আপনার এই সদুপদেশ স্থান পাইতেছে না। আপনি আমাকে আমার অভিলষিত পথ দেখাইয়া দিন।—নারদ বলিলেন, বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, শ্রীহরির পদসেবাই একমাত্র পথ। তুমি যমুনাতীরবর্তী মধুবনে গমন কর। সেখানে সেই সর্বাঙ্গমনোহর হরি নিত্য অবস্থিত, তিনি মৃদুমন্দ হাস্যে অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টি দ্বারা ভক্তগণকে নিয়ত কৃপা করিতেছেন। আমি তোমাকে একটি সিদ্ধ মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র দ্বারা নিরন্তর একাগ্রচিত্তে তাঁহার অর্চনা করিবে।—তখন নারদ তাহাকে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', এই মন্ত্রটী প্রদান করিলেন। ধ্রুব নারদের বাক্যানুসারে মধুবনে প্রস্থান করিলেন। শ্রীনারদ উত্তানপাদের নিকট গিয়া শিশু-পুত্র ধ্রুবের বিরহে সন্তপ্ত রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন—

> মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে।
> তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ॥ ৪।৮।৬৮

—হে রাজন্, তোমার পুত্রকে দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। তাহার জন্য শোক করিও না। তুমি তাহার প্রভাব বুঝিতে পারিতেছ না। তাহার যশে জগৎ পূর্ণ হইতেছে।

ধ্রুব প্রথম পাঁচ মাসেই কঠোর হইতে কঠোরতর, ক্রমে অতীব তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণায়াম-সাধনায় লোকসকল শ্বাসকষ্টে পীড়িত হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীহরি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া মধুবনে আসিয়া বালক ধ্রুবকে দেখা দিলেন। ধ্রুব সহসা তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত রূপ অন্তর্হিত হইল দেখিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। সম্মুখেই সেই মনোমোহন রূপ উপস্থিত দেখিয়া প্রথমেই দণ্ডবৎ, পরে যেন চক্ষুদ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ধ্রুব অতি বালক, স্তব করিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল, কিন্তু স্তব জানেন না। শ্রীভগবান্ তখন বেদময় শঙ্খদ্বারা তাহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে ধ্রুব তখন ভগবানের স্তব করিলেন। শ্রীহরি প্রীত হইয়া বলিলেন, হে সুব্রত, তুমি বহুকাল পিতৃত্যক্ত রাজ্য শাসন করিবে। তোমার ভ্রাতা মৃগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলে তোমার বিমাতা

সুরুচি তাহার অনুসন্ধানে গিয়া দাবানলে দগ্ধ হইবে। 'ধ্রুবলোক' নামে একটী লোক তোমাকে দান করিতেছি, তুমি অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করিয়া সেই লোকে গিয়া আমার নিজধামে প্রবিষ্ট হইবে।—এই বলিয়া তিনি ধ্রুবকে নিজ পদ দান করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। ধ্রুব অনতিপ্রীতচিত্তে শ্রীভগবানের নির্দেশানুযায়ী পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অহো, আমি কি মন্দভাগ্য, রাজাধিরাজের নিকট আমি সতুষ-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করিলাম!—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ॥ ৪।৯।৩৬

—তাত বিদুর, তোমার ন্যায় যাঁহারা মুকুন্দের পাদরজের ভজনা করেন, তাঁহারা তাঁহার দাস্য ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। যাহা কিছু যদৃচ্ছাক্রমে আসে, তাহাতেই তাঁহারা সতত প্রসন্ন থাকেন।

রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বার্ধক্যে বনে গমন করিলেন।

ধ্রুব শ্রীহরির নির্দেশমত রাজ্যপালনে ব্রতী হইলেন। ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গিয়া এক যক্ষ কর্তৃক নিহত হইলে তাহার মাতা সুরুচিও তাহার অনুসন্ধানে গিয়া নিহত হইয়াছেন শুনিয়া মহারাজ ধ্রুব দুষ্কৃতকারী যক্ষগণের দণ্ডবিধানার্থ চতুরঙ্গিণী সেনাসহ কুবেরপুরী অলকা আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল। পিতামহ মনু ইহা দেখিয়া মহর্ষিগণসহ তথায় আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্‌ভূতবৈশসম্॥ ৪।১১।১০

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ।
বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্॥ ৪।১১।২৪

তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্‌ যস্মিন্নিদং ভেদমসৎ প্রতীয়তে॥

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং
বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥
সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্॥
যেনোপসৃষ্টাৎ পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্।
ন বুধস্তদ্বশংগচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ॥ ৪।১১।২৯-৩২

—দেহকে আত্মজ্ঞান করিয়া পরস্পরকে হত্যা করা পশুর কার্য, হৃষীকেশের অনুবর্তী সাধুগণের পথ নহে। পুত্রক, এই কুবেরানুচরগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে, দৈবই পুরুষের জন্মমৃত্যুর কারণ। তুমি আত্মদর্শী হইয়া সেই অদ্বিতীয় নির্গুণ অক্ষর পরমাত্মার অন্বেষণ কর। তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে বাস করেন। তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সেই অনন্ত সবশক্তিমান্ আনন্দৈকমাত্র ভগবানের প্রতি ভক্তি দ্বারা তুমি 'আমি, আমার' রূপ অজ্ঞানজ বন্ধন ক্রমশঃ ছেদন করিতে সক্ষম হইবে। ক্রোধ সকল মঙ্গলের প্রতিকূল। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা এই রোগকে নষ্ট কর। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হইতে লোক বড়ই উদ্বিগ্ন হয়। কল্যাণকামী কখনও ইহার অধীন হন না।

পিতামহকে প্রণাম করিয়া ধ্রুব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং কুবেরকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিলেন।

ধ্রুব নিয়ত শ্রীঅচ্যুতকে আপনাতে ও সর্বভূতে দর্শন এবং তাঁহার অর্চনা করিয়া বহুকাল রাজ্যশাসন করিলেন। অবশেষে সংসারকে অবিদ্যারচিত স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্বনগরের ন্যায় অতি তুচ্ছ মনে করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ ও পুত্রকে রাজ্যদান করতঃ বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ভক্তিবেগে পুলকাশ্রুপূরিত হইয়া তিনি দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইলেন। অন্তিমে বিষ্ণুপার্ষদ সুনন্দ ও নন্দ শ্রীবিষ্ণুপ্রেরিত এক বিমানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে পূর্বনির্দিষ্ট ধ্রুবলোকে লইয়া গেলেন।

১৩-২৩ অধ্যায়

অঙ্গ, বেণ, পৃথু, সনৎকুমারাদি

ধ্রুবের দুই পুত্র, উৎপল ও বৎসর। উৎপল—

স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ।
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি॥ ৪।১৩।৭

—জন্মাবধি শান্ত ও অনাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মায় সর্বলোককে দর্শন করিতেন।

উৎপল পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মন্ত্রী ও কুলবৃদ্ধগণ বৎসরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার বংশে অঙ্গ নামে এক রাজা হন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় এক যজ্ঞ করিয়া বেণ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। বেণ বাল্যেই অতি দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। রাজা অঙ্গ কিছুতেই তাহাকে শিক্ষা দিতে বা শাসন করিতে পারিলেন না। একদিন অর্ধরাত্রিতে অতি নির্বিণ্ণচিত্তে তিনি পুরজনের অজ্ঞাতে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। বহু যত্নেও তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রক্ষকের অভাবে রাজ্যে উৎপাত দর্শন করিয়া ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ অগত্যা বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বেণ আরও উদ্ধত হইয়া মহাত্মাগণকে অপমান করিতে লাগিল ও যজ্ঞদানাদি ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া দিল। সে বলিল, যজ্ঞ কি? নৃপতি সর্বদেবময়, সুতরাং আমি ছাড়া ঈশ্বর কে? তোমরা সকল যজ্ঞোপহার আমাকে প্রদান কর।—ধর্ম ও রাজ্য রক্ষার আর অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হুঙ্কার দ্বারা বেণকে সংহার করিলেন। শাসক অভাবে পুনরায় দস্যুতস্করের উৎপাত আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা॥ ৪।১৪।৪১

—শান্ত সমদর্শী ব্রাহ্মণও যদি অনাথের ক্লেশমোচনে উপেক্ষা করেন, তবে ভগ্নপাত্র হইতে দুগ্ধের ন্যায় তাঁহার ব্রহ্মতপ ক্ষরিত হইয়া যায়।

তখন ব্রাহ্মণগণ বেণের বাহু মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে এক

পুরুষ ও এক স্ত্রীর উদ্ভব হইল। ঐ পুরুষ পৃথু, ঐ স্ত্রী অর্চি। তাঁহারা পতি ও পত্নী হইলেন। পৃথুকে কুবের আসন, বরুণ ছত্র, বায়ু চামর, ধর্ম মাল্য, ইন্দ্র কিরীট, যম দণ্ড, ব্রহ্মা বর্ম, সরস্বতী হার, নারায়ণ সুদর্শনচক্র, লক্ষ্মী শ্রী, রুদ্র অসি, পার্বতী চর্ম, মিত্র অশ্ব, বিশ্বকর্মা রথ, অগ্নি ধনু, সূর্য বাণ, পৃথিবী পাদুকা, স্বর্গ পুষ্পাঞ্জলি, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ সঙ্গীতবাদ্য, ঋষিগণ আশীর্বাদ ও সমুদ্র শঙ্খ উপহার দিলেন। সমুদ্র নদী ও পর্বত রথমার্গ প্রদান করিল। সূত মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইল। তখন পৃথু বলিলেন,

কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং
মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ। ৪।১৫।২২
প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্॥ ৪।১৫।২৫

—আমি ত তোমাদের স্তবের যোগ্য কিছুই করি নাই, তোমরা তবে কি অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি স্তব প্রয়োগ করিবে? তোমাদের বাক্য যেন মিথ্যা না হয়। পরমোদার হ্রীমান্ পুরুষেরা সমর্থ বা খ্যাতিমা হইলেও আপনার প্রশংসাকীর্তনকে নিন্দনীয় মনে করেন।

তখন সমবেত সকলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ধর্মোদ্দেশে রাজ্যশাসনে উদ্‌বুদ্ধ করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। পৃথু বুঝিতে পারিলেন, পৃথিবী ওষধি ও বীজসকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পৃথিবীর প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইলেন।

ধরণী পৃথুর স্তব করিয়া বলিলেন, রাজন্, লোকপালগণ বহুকাল রাজ্য-শাসন করেন নাই। দস্যু ও তস্করগণ আমার সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিতেছে দেখিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ আমি বীজসকল গ্রাস করিয়াছি। এক্ষণে উহারা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি গোরূপ ধারণ করি, উপযুক্ত বৎস, দোগ্ধা ও দোহনপাত্র লইয়া সকলে আমার ক্ষীররূপ অন্ন দোহন করুন। আর আপনি আমাকে এরূপ সমতল করুন, যেন বর্ষার জল সর্বত্র সমভাবে আমার পৃষ্ঠে অবস্থান করিতে পারে। তখন পৃথু অনুরূপ বৎস দ্বারা ওষধিসকল, ঋষিগণ বৃহস্পতি দ্বারা বেদ, দেবগণ ইন্দ্র দ্বারা মন ইন্দ্রিয় ও দেহশক্তি, অসুরগণ

প্রহ্লাদ দ্বারা সুরা ও আসব, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসু দ্বারা সঙ্গীত ও সৌন্দর্য, পিতৃগণ অর্যমা দ্বারা তাঁহাদিগের উপযোগী অন্ন, কপিলদেব দ্বারা সিদ্ধগণ অণিমাদি সিদ্ধি ও বিদ্যাধরগণ খেচর বিদ্যা, কিম্পুরুষাদি ময়দানব দ্বারা মায়াবিদ্যা, যক্ষরাক্ষসাদি রুদ্র দ্বারা রুধিরাসব, সর্পগণ তক্ষক দ্বারা বিষ, পশুমধ্যে তৃণভোজীগণ বৃষ দ্বারা তৃণ ও মাংসাশীগণ সিংহ দ্বারা মাংস, বৃক্ষগণ বট দ্বারা রস এবং ভূধরগণ হিমালয় দ্বারা বিবিধ ধাতু দোহন করিয়া লইল। পৃথু স্বীয় ধনু দ্বারা পর্বতশৃঙ্গসকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিলেন, এবং তাহাতে ধরণীপৃষ্ঠে ক্রমে গ্রাম পুর পত্তন দুর্গাদি নির্মিত হইল। পূর্বে ঐসকল কিছুই ছিল না। প্রজাগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি ব্রহ্মাবর্ত দেশের যে স্থানে সরস্বতী পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেখানে শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইলেন। ইন্দ্র ঈর্ষাবশতঃ নানারূপ ছদ্মবেশে তাঁহার শততম অশ্বমেধের অশ্ব পুনঃ পুনঃ অপহরণ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড লোকগণের মতি ঐসকল বেশ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইতে লাগিল—

ধর্ম ইত্যুপধর্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু। ৪।১৯।২৫

—নগ্ন রক্তবসনধারী ঐ সকল উপধর্মিগণের আপাতমধুর বাক্যে বিভ্রান্ত হইয়া প্রায়ই লোকে উহাতে আসক্ত হইয়া থাকে।

তখন ইন্দ্রকে সংহারজন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞদেবকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলে, প্রথমে ব্রহ্মা পরে স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া পৃথুকে নিবৃত্ত করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, তুমি দেহাসক্তি ত্যাগ কর, এবং—

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
ময়োপকৢপ্তাখিললোকসংযুতো বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্॥
৪।২০।১৩

—হে বীর, তুমি সুখ-দুঃখকে সমান এবং উত্তম-অধম-মধ্যমে সমবুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার বিধান-অনুযায়ী এই অখিল প্রজাগণের পালন ও রক্ষণ কর।

সনকাদি মহর্ষিগণ শীঘ্রই তোমাকে দর্শন দিবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিতে বাস করিতেন। তিনি একদা নিজ প্রজাগণকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকলকে সমবেত করিয়া বলিলেন—

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ৪।২১।২৫

তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভির্মনোবচঃ কায়গুণৈঃ স্বকর্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ॥
৪।২১।৩৩

—হে প্রজাগণ, তোমরা শ্রীহরির চরণকমলে স্থির মতি রাখিয়া নিজ নিজ কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমাদের ভরণকর্তা আমার পিণ্ডদান ও পরলোকের হিতসাধন করা হইবে। তোমরা সরলচিত্তে সিদ্ধিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ বৃত্তিগত কর্ম দ্বারা সর্বাভীষ্টপ্রদ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভজনা কর।

কর্মফলদাতা পরমেশ্বর নিশ্চয় একজন আছেন, তিনিই গদাধর নারায়ণ। বেণ প্রভৃতি মোহমুগ্ধ কতিপয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা শোচ্য। তোমরা ব্রহ্মকুলের সেবাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর।—সকলে পৃথুকে সাধুবাদ. এবং চিরকাল সুখে জীবন যাপন কর—'সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ'—এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন, এবং বলিলেন, বেণ রাজা হিরণ্যকশিপুর ন্যায় আজ সত্যই এই পুত্রদ্বারা নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

একদিন সূর্যতুল্য তেজস্বী সনৎকুমারাদি চারিজন ঋষি পৃথুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলে নিজ কেশবন্ধন ধৌত করিলেন এবং বলিলেন, আজ আমি ধন্য—

অধুনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হুর্হবর্যাম্বু তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জিতাঃ॥ ৪।২২।১০-১১

—যাহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতমগণের সেবার জন্য জল তৃণ ভূম্যাদি সর্বদা বর্তমান থাকে, তাহারা নির্ধন হইলেও ধন্য। যে গৃহ তীর্থতুল্য সাধুগণের পদলাভে বঞ্চিত, নিখিল সম্পদে পূর্ণ হইলেও সেই গৃহ সর্পগণের আবাসগৃহের তুল্য।

মুনিগণ, সংসারতপ্ত জনগণের কি উপায়ে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ?—সনৎকুমার বলিলেন,

রতির্হ্যরাশা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ॥
শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা॥
যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং
ভজ বাসুদেবম্॥ ৪।২২।২০,২১,৩৯

—শ্রীহরির চরণে একনিষ্ঠ দুর্লভ মতি অন্তরের কামনারূপ মলকে বিধৌত করে। আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য এবং গুণাতীত ব্রহ্মে দৃঢ়া রতি —শাস্ত্রে ইহাই জীবের কল্যাণলাভের হেতু বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। তাঁহার চরণকমলে ভক্তিদ্বারা সাধুগণ যেমন (সহজে) হৃদয়গ্রন্থিসকল ছিন্ন করিয়া ফেলেন, বিষয়নির্লিপ্ত ইন্দ্রিয়নিরোধী যতিগণও তেমন (সহজে) পারেন না। অতএব সেই চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা কর।

সেই মহর্ষিগণ পৃথক পৃথক পূজিত হইয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। পৃথু যোগযুক্ত কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। লজ্জা বিনয় সুশীলতা পরোপকারে তিনি অদ্বিতীয় হইলেন। বার্ধক্যে উপনীত হইলে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন।—

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্॥ ৪।২৩।১৩

—এইরূপে সেই বীরপ্রবর নিজ আত্মাকে পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার পত্নী অর্চি অনুমৃতা হইলেন।

২৪ (প্রথমাংশ) ও ২৫-২৯ অধ্যায়

প্রাচীনবর্হি, নারদ

পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব বা অন্তর্ধান করগ্রহণ ও দণ্ডবিধানাদি কার্য পরপীড়াদায়ক মনে করিয়া এক সুবৃহৎ যজ্ঞে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া পুরুষোত্তমের অর্চনা দ্বারা ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইলেন। তৎপুত্র হবির্ধানের পুত্র বর্হিষৎ বা প্রাচীনবর্হি ক্রিয়াকাণ্ডে বহু পশু হত্যা করেন। একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্, তোমার এই সকল কর্ম দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি কিছুই হইবে না। নিহত পশুগণ তোমার মৃত্যু হইলেই লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিবে। রাজা বলিলেন, প্রভু, আমাকে জ্ঞান উপদেশ করুন।

তখন শ্রীনারদ তাঁহাকে একটি আখ্যান বলিলেন : রাজা পুরঞ্জন যোগ্য বাসস্থানের অন্বেষণে হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে একাদশ সেনাপতি ও একটি পঞ্চশীর্ষ-সর্প-রক্ষিত নবদ্বার-বিশিষ্ট এক সুরম্য পুরী ও তন্মধ্যে এক রূপসী রমণী দেখিতে পাইলেন। পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ হইয়া উভয়ে সেই পুরীতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। পুরঞ্জন সর্বদা সর্বপ্রকারে ঐ রমণীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া নানা উপভোগ ও বিহারে মত্ত হইলেন। একদিন দ্বিচক্র পঞ্চাশ্বযোজিত রথে মৃগয়া করিতে গিয়া তিনি বহু পশু নিহত করিলেন এবং শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া অভিমানিনী পত্নীর উপাসনা করিয়া তাহার সহিত কামোন্মত্ত হইলেন। বহু পুত্র-কন্যা জন্মিল। তারপর চণ্ডবেগ নামে এক দুর্বৃত্ত ৩৬০ জন গন্ধর্ব, সমসংখ্যক গন্ধর্বী ও এক কন্যাসহ আসিয়া ঐ পুরী বিধ্বস্ত করিল। এক যবনেশ্বর আসিয়া তাহার সেনাপতিকে পরাভব করিয়া পুরঞ্জনকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। পুরঞ্জন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মলয়ধ্বজ নামে এক রাজার পত্নী হইল ও ঐ রাজার দেহান্তে শোকগ্রস্ত হইয়া সহমরণে উদ্যত হইল। তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি কে এবং কাহার? এই শায়িত পুরুষটিই বা কে? তুমি ও আমি মানসসরোবরচারী দুইটি হংস ছিলাম, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়সুখ ইচ্ছা করিয়া রাজা হইলে, আমাকে চিনিতে পারিলে না।

আমারই বিরচিত মায়াবলে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলে। তখন পুরঞ্জনেব পূর্বস্মৃতি প্রত্যাবর্তন করিল।

রাজা প্রাচীনবর্হি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ এই রূপক ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, মহারাজ, পুরুষই পুরঞ্জন, মিত্র ঈশ্বর, রমণী বুদ্ধি, একাদশ সেনাপতি মন প্রভৃতি, নব দ্বার চক্ষুরাদি, রথ দেহ, অশ্ব ইন্দ্রিয়, দ্বিচক্র পাপপুণ্য, রশ্মি মন, সারথি বুদ্ধি, মৃগয়া মৃগতৃষ্ণা, চণ্ডবেগ সংবৎসব, ৩৬০ গন্ধর্ব গন্ধর্বী দিন-রাত্রি, চণ্ডবেগকন্যা জরা, যবনেশ্বর মৃত্যু, এবং হংসদ্বয় জীবাত্মা ও পবমাত্মা। রাজন্, অহং-মম-বোধ কর্মবন্ধন দুঃখ ও নানা জন্মেব কারণ। জাগরণ যেমন দুঃস্বপ্নের প্রতিকার, অবিদ্যাপ্রসূত সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্তিই তেমন সকল দুঃখের প্রতিকার। পুরুষ পুষ্পোদ্যানে বিচবণশীল হবিণীতে আসক্ত মৃগস্বরূপ। পুত্র-কন্যারূপ অলিকুলের সুমধুব সঙ্গীতে তাহার চিত্ত নিরন্তর মুগ্ধ। এক দিকে নিত্যক্ষীয়মাণ আয়ুরূপ বৃক, অপর দিকে মৃত্যুরূপ ব্যাধ যুগপৎ সেই মৃগের বিনাশসাধনে উদ্যত; রমণীমৃগীলুব্ধ ঐ পুরুষমৃগ তাহা জানিয়াও জানিতেছে না। রাজন্, তুমি ঐ বৃত্তি পরিত্যাগ কর, সকল কামনা হইতে বিরত হও। বাসুদেবে পবা-ভক্তিই এই নিবৃত্তিলাভের একমাত্র উপায়। শ্রবণ-কীর্তনে জ্ঞান ও বৈবাগ্য জন্মায়, ভয় শোক মোহ আসক্তি সমস্ত দূর হয়।

> শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
> মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥ ৪।২৯।৪৫
> যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
> স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ৪।২৯।৪৬
> আস্তীর্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কাৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্।
> স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম নাবৈষি যৎপরম্।
> তৎকর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥ ৪।২৯।৪৯
> হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
> তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥ ৪।২৯।৫০
> স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
> ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ ৪।২৯।৫১

—দুস্তর বেদমন্ত্র মধ্যে বিচরণ করিয়া মন্ত্র ও লিঙ্গাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন দেবতার আরাধনা করিয়া তাহারা সেই পরমপুরুষকে জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ আত্মায় ভাবিত হইয়া যাহাকে কৃপা করেন, তাহার যে বুদ্ধি বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ায় নিবদ্ধ ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। হে রাজন্‌, তীক্ষ্ণ কুশাগ্রদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বহু পশু বধ করিয়া আপনাকে মহাকর্মী বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু যাহা পরম পদার্থ, তাহাকে জানিতে পারিতেছ না। সেই কর্মই কর্ম যাহাতে শ্রীহরির পরিতোষ হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা যদ্দ্বারা তাঁহাতে মতি জন্মে। সর্বশক্তির আধার সেই শ্রীহরিই দেহিগণের আত্মা, তাঁহার পদমূলই মানুষের একমাত্র আশ্রয়, তাহাই লোকের একমাত্র কল্যাণ। তিনিই জীবের প্রিয়তম আত্মা, তাঁহা হইতে ভয়ের লেশমাত্র কারণ নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্‌, তিনিই গুরু, তিনিই হরি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌, শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা বলেন, পুরুষ দেহ দ্বারা কর্ম করে, তাহা ত্যাগ করিয়া পরলোকে অপর এক দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদ্বারাই কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু বেদকর্ম ত পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়, তবে আর তাহার ফলভোগ কি?—নারদ বলিলেন, (সঙ্কল্পাদিরূপ) লিঙ্গদেহের ধ্বংস হয় না, তাহাদ্বারাই কর্মফল ভোগ হয়। লিঙ্গদেহের সাহায্যেই পুরুষ পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করে, যাহা দ্বারা সুখদুঃখাদির বোধ হয়।—এই বলিয়া নারদ রাজার নিকট বিদায় লইয়া সিদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন।

তত্রৈকাগ্রমনা বীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্‌।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্‌ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ॥ ৪।২৯।৮২

—সেই বীর (প্রাচীনবর্হি) সেই আশ্রমেই নিঃসঙ্গ হইয়া একাগ্রমনে শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্ম ভজনা করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ (শেষাংশ) ও ৩০-৩১ অধ্যায়

প্রচেতাগণ, নারদ

শতদ্রুতির গর্ভে রাজা প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রচেতা নামে খ্যাত। পিতার আদেশে প্রজা সৃষ্টির জন্য তপস্যার্থে পশ্চিম দিকে গমনকালে তাঁহারা এক সুরম্য সরোবর হইতে নীলকণ্ঠ মহাদেবকে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাদেব বলিলেন, আমি তোমাদের সঙ্কল্প অবগত হইয়াছি, তোমরা এই মন্ত্র লও, ইহা জপ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হও।—ঐ মন্ত্র রুদ্র-গীত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া ঐ জপের দ্বারা বহু বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরিকে প্রীত করিলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া বর দিলেন, তোমরা একধর্মা একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া সহস্র বৎসর বিষয়সুখ উপভোগ কর।

> গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম।
> মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥
> নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্‌জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্‌ ব্রহ্মবাদিভিঃ।
> ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥ ৪।৩০।১৯,২০

—গৃহে থাকিয়াও যাঁহারা সকল কর্মকে আমারই পরিচর্যা বলিয়া জানেন, আমার কথাপ্রসঙ্গেই যামিনী অতিবাহিত করেন, গৃহ তাঁহাদের কোনরূপ বন্ধনের হেতু হয় না। আমি নিত্য নব নব রূপে তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হই। আমাকে প্রাপ্ত হইলে মানুষ শোক মোহ বা হর্ষে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ লোককে 'ইনিই ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন।

তোমাদের বিশ্ববিশ্রুত এক পুত্র হইবে, তাহার সন্তানসন্ততি দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।—এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রচেতাগণ মারিষা নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মহাদেবের অবমাননাপরাধে দক্ষ মারিষার গর্ভে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আবার প্রজাপতিরূপে বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন। সহস্র বৎসর অন্তে প্রচেতাদের তত্ত্বজ্ঞানের পুনরুদয় হইল। পুত্রহস্তে সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা সমুদ্রতটে গিয়া বিষয় হইতে মনকে উপরত করিয়া আত্মস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নারদ তথায়

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রণত হইয়া প্রচেতাগণ তাঁহাকে বলিলেন, আমরা এতকাল গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত হইয়া আপনার পূর্বপ্রদত্ত উপদেশ প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি, অতএব আমরা এই দুস্তর ভবসাগর যাহাতে পার হইতে পারি, পুনরায় তাহার উপদেশ দিন। নারদ বলিলেন—

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনোবচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥ ৪।৩১।৯-১৩

—মানুষের সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্মই কর্ম, সেই আয়ুই আয়ু, সেই মনই মন ও সেই বাক্যই বাক্য, যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা হরির সেবা করা হয়। হরির সেবা না করিলে মানুষের শৌক্র উপনয়ন ও যজ্ঞ-দীক্ষা নামক তিন জন্মে, বেদোক্ত ক্রিয়াসকলে, দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুতে, বেদপাঠে, তপস্যায়, বাক্যচাতুর্যে, শাস্ত্রাদির ধারণাশক্তিতে, বল বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কর্ম-পটুতায় ফল কি? শ্রীহরি যেখানে আপনাকে দান না করেন, সেই যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদপাঠ কিংবা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধক কর্মেই বা কি ফল? যত রকম শ্রেয়োনুষ্ঠান আছে, শ্রীভগবান্‌কে লাভ করাই সকলের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। তিনি সকলের প্রিয় এবং আপনাকে সর্বদা অকাতরে দান করিয়া থাকেন।

এই প্রপঞ্চপ্রবাহ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু এই ভ্রম তাঁহার আরাধনা দ্বারাই নিরস্ত হয়। তাঁহার পূজায় সর্বদেবতার পূজা করা হয়।—

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দনঃ॥ ৪।৩১।১৯

সর্বভূতে দয়া, যে কোন কিছুতেই সন্তোষ, সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম—এই-সকল দ্বারাই জনার্দন সত্বর প্রসন্ন হন।

এই বলিয়া নারদ ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। প্রচেতারাও শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইলেন।

মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন, তোমার সমস্ত জিজ্ঞাস্যই বলিলাম।—বিদুর প্রেমাশ্রুব্যাকুল হইয়া শ্রীমৈত্রেয়ের চরণ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং নিবৃত্তাশয়চিত্তে জ্ঞাতিদর্শনকামনায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম স্কন্ধ

১-৩ অধ্যায়

প্রিয়ব্রত, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র, নাভি

শুকদেব বলিলেন, এক্ষণে মনুর অপর পুত্র প্রিয়ব্রত ও তাঁহার বংশের বর্ণনা করিব। প্রিয়ব্রত নির্বেদবশতঃ প্রথমে রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা মরীচি আদি মুনিসহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তখন সেখানে ছিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, দেহ-যোগ সকলেই ধারণ করে, অন্যথা করিতে কাহারও শক্তি নাই। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্তই আমরা কর্ম করিয়া থাকি। মুক্ত ব্যক্তিও দেহ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি থাকে না। তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যাবদিচ্ছা বিষয় উপভোগ কর, তৎপর আত্মনিষ্ঠ হইও। গৃহাশ্রম জিতেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট করিতে পারে না, অজিতেন্দ্রিয়ের বনেও ভয়ের কারণ। ছয়জন শত্রু সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। তুমি গৃহদুর্গ আশ্রয় করিয়া ঐ শত্রুগণকে ক্ষীণবল কর, তখন যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিবে। প্রিয়ব্রত তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। বর্হিষ্মতীর গর্ভে তাঁহার আগ্নীধ্রাদি দশ পুত্র ও উর্জস্বতী নামে কন্যা হয়।

তিন পুত্র পরমহংস-ব্রত অবলম্বন করে। উর্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্যের বিবাহ হয়; দেবযানী নামে তাঁহাদের এক কন্যা হয়। সূর্য পৃথিবীর সকল ভাগ আলোকিত করেন না দেখিয়া প্রিয়ব্রত রথারোহণে সূর্যকে আক্রমণ জন্য চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাহাতে সাতটি গর্ত হয়। উহাই সাত সমুদ্রে পরিণত হয়। ঐ সমুদ্রে জম্বু আদি সাতটি দ্বীপের উৎপত্তি হয়। তিনি সাত পুত্রকে ঐ সাত দ্বীপের অধিপতি করেন। জ্যেষ্ঠ আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। তৎপর প্রিয়ব্রত সংসার হইতে উপরত হইয়া শ্রীহরির প্রতি চিত্ত সমাহিত করিয়া বনে প্রস্থান করেন।

আগ্নীধ্র ধর্মের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া জম্বুদ্বীপের প্রজাগণকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রকাম হইয়া মন্দর পর্বতের এক গুহায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পূর্বচিত্তি নামে অপ্সরা ব্রহ্মার নির্দেশানুসার তাঁহার নিকট আসিল। উভয়ের মিলনে নাভি প্রভৃতি নয়টি পুত্র হইল। আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে নয়টি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে একাংশ দিলেন। আগ্নীধ্র বিষয়-পরতন্ত্র হইয়া সেই অপ্সরাকেই সর্বদা চিন্তা করিতেন, সুতরাং তিনি পিতৃলোক প্রাপ্ত হইলেন।

নাভি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। অনপত্যতাবশতঃ তাঁহারা উভয়ে যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে দর্শন দিলে তাঁহারা ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার সদৃশ কেবল আমিই আছি; কিন্তু তোমাদিগকে যখন বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তখন আমিই পুত্ররূপে তোমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিব।—শুকদেব বলিলেন, শ্রীহরি এইরূপে দিগ্বসন শ্রমণ ঋষি উর্ধ্বরেতাদের ধর্ম প্রদর্শনার্থ মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধ তনু ধারণ করিয়া ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইলেন।

৪-৬ অধ্যায়

ঋষভ

ঋষভদেব যোগ্য হইলে রাজা নাভি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মেরুদেবীসহ বদরীধামে গিয়া নরনারায়ণের উপাসনা করিয়া সেই দেবদেবের মহিমা প্রাপ্ত হইলেন। ঋষভদেব জয়ন্তী নাম্নী ভার্যায় একশত পুত্র উৎপাদন করেন। সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত, তাঁহার নামেই ভারতবর্ষ। ৯ ভ্রাতা ভরতের অনুগত, ৯ জন* ভাগবতধর্ম-প্রদর্শক। অপর একাশীজন বেদজ্ঞ বিশুদ্ধকর্মা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঋষভদেব লোকহিতার্থে কালানুমোদিত ধর্ম আচরণ ও সামাদি দ্বারা প্রজাদিগকে শিক্ষাদান ও শাসন করিতেন। তাঁহার প্রজারা কেহ কাহারও নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করিত না। দেশ পর্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত দেশে ব্রহ্মর্ষিদের সভায় উপনীত হইয়া ঋষভ নিজ সন্তানদিগকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই উপদেশ দিতে লাগিলেন—

ঋষভ বলিলেন, পুত্রগণ, বিষয় অতি তুচ্ছ, তপস্যাই স্বর্গ্য। যোষিৎসঙ্গ নরকের দ্বার। কর্মাত্মক মনই দেহবন্ধের কারণ। আমাতে প্রীতি ভিন্ন ঐ বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। গৃহ-পুত্রাদি হইতে অহং-মমত্বের উৎপত্তি, তাহাই সকল তাপের নিদান। যে ব্যক্তি প্রশান্ত সমদৃক্ ও দেহযাত্রা নির্বাহের অতিরিক্ত ধনে নিস্পৃহ, সে-ই মহৎ।

> মৎকর্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং মদ্দেবসঙ্গাদ্‌গুণকীর্তনান্মে।
> নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ॥ ৫।৫।১১

—পুত্রগণ, আমার প্রীতির জন্য কর্ম করা, আমার কথা বলা, আমার ভক্তগণের সঙ্গ, আমার গুণকীর্তন, কাহাকেও শত্রু মনে না করা, সকলের প্রতি সমভাব, ইন্দ্রিয়সংযম, দেহে ও গৃহে 'আমি ও আমার' ভাব ত্যাগ করা —এই সকলের দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।

বিপথগত অন্ধকে কোন্ দয়ালু ব্যক্তি সেই বিপথেই যাইতে উপদেশ দিবেন?

*কবি প্রভৃতি ১১ স্কন্ধ ২।৩ অধ্যায় দেখুন।

সর্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভিশ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো বিবিক্তদৃগ্ভিস্তদুহার্হণং মে॥
৫।৫।২৬

—স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু আছে, সেই সকল পদার্থেই আমার অধিষ্ঠান জানিয়া পবিত্র দৃষ্টিতে সতত তাহাদের সম্মান করিও, তাহাই আমার পূজা।

পুত্রগণ, তোমরা সর্বদা মহামতি ভরতের অনুগত থাকিও।—এই বলিয়া তিনি ভরতকে রাজ্যপ্রদান করিয়া তথা হইতেই দিগম্বর ও মুক্তকেশ হইয়া প্রব্রজ্যায় প্রস্থিত হইলেন। জড় মূক অন্ধ বধিরের ন্যায় যদৃচ্ছাপর্যটনকালে দুরাত্মাগণ তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে ক্ষণকালের জন্যও কোন বিকার উপস্থিত হইল না। পরিশেষে তিনি অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহার আচরণ গো-মৃগাদির তুল্য হইল। যোগৈশ্বর্যকে তিনি বিন্দুমাত্র আদর করিতেন না।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, জ্ঞানাগ্নি ত রাগাদি কর্মবীজসকল দগ্ধ করিয়া দেয়, তবে ঋষভদেব যোগৈশ্বর্যে বিমুখ হইলেন কেন?—শুকদেব বলিলেন, চতুর ব্যাধ যেমন ধৃত মৃগকেও বিশ্বাস করে না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও তেমনি কখনও নিত্যচঞ্চল মনের উপর স্থির প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না।

ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে॥
নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী॥ ৫।৬।৩,৪

—মন চঞ্চল থাকিতে কাহারও সঙ্গে সখ্য করিবে না। মনকে বিশ্বাস করিয়া যে যোগী কামাদিকে সুযোগ প্রদান করে, অসতী স্ত্রীর পতির ন্যায় সে বিনষ্ট হয়।

দেহাভিমানশূন্য ঋষভদেব যদৃচ্ছাক্রমে কোঙ্ক বেঙ্কট কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটকাচলের উপবনে প্রস্তরখণ্ড মুখে দিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বনে সহসা এক প্রবল দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া তাঁহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। ঐ অঞ্চলের অর্হৎনামা রাজা ঋষভদেবের ভ্রান্ত অনুকরণে দেবগণে অবজ্ঞা, অস্নান,

অনাচমন, অশৌচ, অযথা কেশমুণ্ডন, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞপুরুষের নিন্দা প্রভৃতি বেদবিরোধী স্বেচ্ছাচার-প্রসূত আচরণ প্রবর্তন করিবে। বস্তুতঃ রজোগুণে আচ্ছন্ন জনগণকে মোক্ষধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীহরি ঋষভরূপে এই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজনাকারীদিগকে—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ৫।৬।১৮

—বরং কখনও মুক্তি দেন, কিন্তু ভক্তি (সহজে) দেন না।

আবার মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও প্রকৃত ভক্তিকামী তাহাকে তেমন আদর করেন না—

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং ন এবাদ্রিয়ন্তে। ৫।৬।১৭

৭-১৪ অধ্যায়

রাজা ভরত, মৃগশাবক, রহূগণ, জড়ভরত

মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে তাঁহার রাগাদি ক্ষীণ ও সত্ত্ব শুদ্ধ হয় এবং পরমপুরুষ বাসুদেবে মহতী ভক্তির উদয় হয়। বহুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি তাহা নিজ পুত্রগণমধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া পুলহাশ্রমে গিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। ঐ আশ্রমের উত্তরে সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী প্রবাহিতা। তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত, শমগুণ প্রবৃদ্ধ, ভক্তিবেগে শরীর রোমাঞ্চিত ও নেত্র অশ্রুপ্লাবিত হইতে লাগিল।

একদা তিনি নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া প্রণব জপ করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে এক ভীষণ সিংহগর্জন হইল। জলপাননিরতা একটি গর্ভিণী হরিণী ঐ শব্দে ভীতা হইয়া উল্লম্ফনে নদী পার হইল। তাহার গর্ভস্থ শিশু জলমধ্যে পতিত হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিল। হরিণী নদীর অপর পারে এক গুহায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ হরিণ-শিশুটির প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আশ্রমে নিয়া আসিলেন। অহরহ ঐ শিশুটির পালন, পোষণ, ও বৃকাদি হইতে রক্ষণজনিত আসক্তি উৎপন্ন হইয়া ঐ রাজার ভগবৎ-সেবায় আগ্রহ ও নিয়মাদি একে একে সকলই ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল। ঐ শিশুটি আশ্রমে

থাকিলে রাজা ভরত তাহাকে কখনও স্কন্ধে কখনও বৃক্ষতলে কখনও ক্রোড়ে রাখিতেন, সুকোমল তৃণাদি আহরণ করিয়া তাহাকে আহার করাইতেন এবং গাত্রকণ্ডূয়নাদি দ্বারা তাহার ও নিজের তৃপ্তি সাধন করিতেন। ভোজনে শয়নে উপবেশনে সে ঐ মোহগ্রস্ত রাজার সতত-সঙ্গী হইয়া উঠিল। মৃগশাবক আশ্রম হইতে অন্যত্র গেলে অনিষ্টাশঙ্কায় তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন। সমস্ত যোগানুষ্ঠান ও ভগবদারাধনা হইতে তিনি একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দুরন্ত কাল আসন্ন হইল, মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার কলেবর ধ্বংস হইল। তিনি মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পূর্বানুষ্ঠিত যোগবলে তাঁহার স্মৃতি অব্যাহত রহিল। মৃগজন্ম লাভ করিয়া তিনি পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং নিজ মৃগজন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত হইতে পূর্বোক্ত পুলহাশ্রমে আসিয়া কিছুকাল পর সেই পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

রাজা ভরত তৎপর এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লাভ করিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল, সেজন্য পুনরায় বিষয়াসক্তির ভয়ে তিনি জড় মূক বধিরের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার বহু যত্ন করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে মাতাও সহমৃতা হইলেন। জড়ভরত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞাদত্ত কদন্নে বা কখনও উদরান্নের জন্য শ্রম করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। একদা এক চৌররাজ ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দান জন্য এক শিশুকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখিল, কিন্তু সেই শিশু কোনক্রমে তথা হইতে পলাইয়া গেল। ঐ চৌরের লোকেরা বহু অন্বেষণ করিয়াও শিশুকে না পাইয়া ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকে যোগ্য বলি মনে করিয়া রজ্জুবন্ধনে চণ্ডিকার গৃহে লইয়া গেল। পূজক তাহার বধের জন্য শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক সেই শাণিত খড়্গ লইয়াই ঐ চৌরদিগের মস্তক ছেদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর একদা সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি রাজা রহূগণ শিবিকা আরোহণে গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার বাহকের প্রয়োজন হইল, এবং দৈবক্রমে তিনি জড়ভরতকে প্রাপ্ত হইলেন। ভরত অন্যান্য বাহকের সহিত রাজার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রাণি-হিংসা পরিহারার্থ ভরত সম্মুখে কিয়দ্দূর

দেখিয়া চলিতেন, তজ্জন্য তিনি অন্য বাহকগণের সহিত শিবিকার সমতা রক্ষা করিতে না পারায় শিবিকা বিষম হইয়া চলিতে লাগিল। রাজা তিরস্কার করিলে অন্য বাহকগণ বলিল, নবনিযুক্ত বাহকের জন্য শিবিকার অসমতা হইতেছে। তখন রাজা ভরতকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন, অহে, তুমি কি শ্রান্ত? তুমি ত স্থূলও নও, দৃঢ়াঙ্গও নও, তবে কি তুমি জরাগ্রস্ত? কিছুক্ষণ পর শিবিকা পুনরায় বিষম হইলে রাজা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, অরে, তুমি কি জীবন্মৃত? দেখিতেছি, উপযুক্ত দণ্ড না পাইলে তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে না। জড়রূপী ভরত এই কথা শুনিয়া তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্, তুমি কাহাকে 'ভার' বলিতেছ? কেই বা ভার বহনে 'শ্রান্ত' হয়? 'স্থূলতা'দি কাহার গুণ বা দোষ? 'জরা'ই বা কি? 'জীবন্মৃত্যু' কাহার হয়? 'দণ্ড' কে দেয়, ও কে পায়? রাজা রহূগণ ভার-বাহীর মুখে এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া ত্বরায় শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপস্থ সেই শিবিকাবাহকের পাদমূলে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, মহাত্মন্, আপনি কে, শীঘ্র আমাকে বলুন। কর্ম হইতে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহেরও স্থূলতাদি আছে—ব্যবহারিক জগতে ইহাই ত দেখিতে পাই। তবে এসকল কেন মিথ্যা বলিব? প্রজাশাসন-রূপ স্বধর্মপালনই রাজার পক্ষে শ্রীভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা—আমরা মোহান্ধ জীব এইরূপ বুঝি। আপনার প্রশ্নে আমার চিত্তে গুরুতর সংশয়ের উদয় হইয়াছে। আপনি নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ, লোক-শিক্ষার জন্য এইরূপ হীনবেশে বিচরণ করিতেছেন। ব্রহ্মন্, কৃপা করিয়া আমার সন্দেহের নিরসন করুন। ভরত বলিলেন, মহারাজ, স্বামিভৃত্যসম্বন্ধ ও দণ্ডাদি লৌকিক ব্যবহার, উহা নিত্য সত্য নহে। মন গুণ-কর্মে বদ্ধ হইয়া তাপ-মোহাদির সৃষ্টি করে, উহাকে প্রশ্রয় দিলে বা উপেক্ষা করিলে আত্মা স্বয়ং বিপন্ন হইতে পারে। এই প্রপঞ্চ শ্রীভগবানের মায়া মাত্র, তিনি ভিন্ন অন্য সমস্তই অবাস্তব। বিশুদ্ধ জ্ঞানই 'ভগবৎ', ইহাকেই পণ্ডিতেরা 'বাসুদেব' কহেন। বেদবাক্য বিদ্যা-বিলসিত, তাহাতে হিংসা-রাগাদিশূন্য তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায় না। বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য-অগ্ন্যাদির উপাসনা তপস্যা পরোপকার ইত্যাদি দ্বারা বাসুদেবকে লাভ করা দুরূহ। মহতের পদধূলি বিনা—'বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্'—তিনি দুষ্প্রাপ্য। আমি পূর্ব এক জন্মে ভরত

নামে রাজা ছিলাম। সংসারনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়া সতত শ্রীহরির আরাধনা করিতাম। দৈববশে এক মৃগ-শিশুতে আসক্ত হইয়া মৃগত্ব প্রাপ্ত হই, এক্ষণে পুনরায় দ্বিজদেহ লাভ করিয়াছি এবং সঙ্গ-জনিত আসক্তিভয়ে প্রচ্ছন্ন-ভাবে পর্যটন করিতেছি।

রাজন্, এই সংসার এক গহন অটবী। দেহী বণিক্, বুদ্ধি নায়ক। নায়কের অসতর্কতাবশতঃ ছয় ইন্দ্রিয় ছয়টি দস্যুরূপে সর্বদা ঐ বণিকের পুণ্যধন লুণ্ঠন করিতেছে। তাহাকে কখনও লতাগুল্মাদি-বেষ্টিত ঘোর অন্ধকার গহ্বরে ফেলিতেছে, কখনও কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্ম দিয়া পর্বতোপরি তুলিতেছে। আবার পুত্র-কলত্রাদিরূপ শিবাগণ তাহার চিত্ত সর্বদা হরণ কবিয়া লইতেছে। মৃগতৃষ্ণিকার জলসদৃশ বিষয়সকলের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া কখনও ধৈর্যহীন কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই শোচনীয় অবস্থার আরও বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া ভরত বলিলেন, সাধুকৃপা ব্যতীত কেহ ঐ গহন সংসার-অটবী হইতে মুক্ত হইতে পাবে না। যে মহাজনগণ মধুসূদনের সেবানুরক্ত, তাঁহাদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ—'মধুদ্বিট্‌সেবানু-রক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ' (৫।১৪।৪৪)।

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্॥

৫।১৩।২০

—রহূগণ, তুমিও মায়াপথে বিচরণ করিতেছ। এক্ষণে তুমি সর্বজীবে হিংসা ত্যাগ কর, সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর, এবং বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভবাটবী উত্তীর্ণ হইয়া যাও।

রহূগণ বলিলেন,—

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো নমো যুবভ্যো নম আ বটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্॥

৫।১৩।২৩

—মহৎ ব্যক্তিগণকে নমস্কার, শিশুগণকে নমস্কার, বালক ও যুবকগণকে নমস্কার, যে ব্রাহ্মণগণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার—তাঁহাদের অনুগ্রহে সকল রাজগণের কল্যাণ হউক।

রহূগণ পরমতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভরত রাজা রহূগণ কর্তৃক অশেষরূপে বন্দিত হইয়া ধরণীতলে যদৃচ্ছাবিচরণ করিতে লাগিলেন।

১৫ অধ্যায়

গয় রাজা

ভরতের বংশে গয় নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞগণের সেবা দ্বারা তিনি ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অহংভাবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিয়া, সর্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া, তিনি নিরভিমানে প্রজাপালন ও অন্যান্য সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সুতরাং তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে—

শ্রদ্ধা দয়া মৈত্রী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিষ্কাম হইলেও ধরণী তাঁহার প্রজাদিগকে সকল কাম্য দোহন করিয়া দিতেন, নৃপগণ রণক্ষেত্রে বাণ দ্বারা অর্চিত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন, বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া তাঁহাকে ধর্মফল আহরণ করিয়া দিতেন। যে গয়রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু পূজিত হইয়া বলিয়াছিলেন ‘বিশ্বজীবের সহিত প্রীত হইলাম’, ভূমণ্ডলে কোন্ রাজা তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে ?

[১৬—২৬ অধ্যায়ে দ্বীপ মেরু বর্ষ লোকালোক রবি চন্দ্র শুক্র জ্যোতিশ্চক্র রাহু ও নরকবর্ণন। ১৯ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে দেবগণের ভারতবর্ষে জন্মলাভে আগ্রহ ও ২১শ শ্লোকে স্বর্গে ইন্দ্রিয়োৎসব জন্য হরিপাদপদ্মের স্মৃতি নষ্ট হয় বলিয়া স্বর্গলাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। ২৬শ শ্লোকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—‘স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্’—ভজনকারী অন্য কিছু (বিষয়াদি) চাহিলেও শ্রীহরি তাহাকে নিজ পদপল্লবই দেন।]

ষষ্ঠ স্কন্ধ

১-৩ অধ্যায়

অজামিল, যমদূত, বিষ্ণুদূত

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মন্, আপনি অধর্মলক্ষণযুক্ত যে নানাবিধ নরক বর্ণনা করিলেন, মানবগণকে যাহাতে ঐ সকল উগ্র যাতনাপূর্ণ নরকে গমন করিতে না হয়, তাহার উপায় কি, বলুন। শুকদেব বলিলেন, উপায়—প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান। রাজা বলিলেন, মানুষ বিবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম করে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ত—'কুঞ্জরশৌচবৎ'—হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। ঋষি বলিলেন, অবিদ্যা নাশ না হওয়ায়ই বারংবার পাপ অনুষ্ঠিত হয়। তপস্যা শম দম যম নিয়মাদি দ্বারা অবিদ্যাজনিত পাপপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। আবার,

> কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
> অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥
> ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
> যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষ-নিষেবয়া॥ ৬।১।১৫,১৬

—বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন ভক্ত কেবল ভক্তিদ্বারা সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, সূর্য যেমন নীহারকে ধ্বংস করেন। কৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক সেবা দ্বারা যেমন পবিত্র হওয়া যায়, তপস্যায় তেমন হয় না।

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করেন, তাঁহারা যম বা তাহার অনুচরবর্গকে স্বপ্নেও দেখেন না। এ বিষয়ে তোমাকে একটি পুরাতন আখ্যায়িকা বলিব।

কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীসংসর্গে দূষিতচরিত্র হইয়াছিল। দাসীগর্ভে তাহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল, সর্বকনিষ্ঠের নাম 'নারায়ণ'। বঞ্চনা চৌর্যাদি দ্বারা সে কুটুম্ব পোষণ করিত। 'নারায়ণ' নামক মধুরভাষী শিশুপুত্রে তাহার হৃদয় একান্ত আবদ্ধ হইয়াছিল। সেই শিশুর ক্রীড়া দর্শনে তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, সে নিজেই তাহাকে পানাহারাদি করাইত। এইরূপে তাহার মন সম্পূর্ণ 'নারায়ণে' নিবিষ্ট হইল।

অষ্টাশীতিবয়ঃকালে কাল আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। অতি দারুণ উর্দ্ধরোম বক্রানন তিনটী পুরুষ আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কিয়দ্দূরে ক্রীড়ারত নারায়ণ নামক পুত্রকে আহ্বান করিল। মহারাজ. মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনিয়া সহসা চারিজন বিষ্ণু-পার্ষদ তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পূর্বাগত তিনজন পুরুষকে যমের অনুচর জানিয়া বল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, ইহাকে বাঁধিও না। যমদূতগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্মরাজের শাসনে বাধা প্রদান করিতেছ, তোমরা কে? বেদ-বিহিত কর্মই ধর্ম, তদ্‌বিপরীত অধর্ম। ধর্মানুষ্ঠানে সুখ ও অধর্মানুষ্ঠানে দণ্ড—ইহ পর উভয় লোকেই এই বিধান। এই ব্রাহ্মণপুত্র অজামিল পূর্বে বেদাধ্যায়সম্পন্ন সুস্বভাব ও সর্বপ্রকার গুণের আলয় ছিল। পিতৃআজ্ঞায় ফলমূলাদি আহরণে একদা বনে গিয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে কাম-ক্রীড়ায় নিরত এক শূদ্র ও দাসীকে দেখিয়া কামমোহিত হইয়া সেই দাসীর প্রতি আসক্ত হয়। নিজ ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া অধর্মার্জিত অর্থদ্বারা সেই দাসীকে ও তাহার গর্ভে উৎপন্ন নিজ পুত্রগণকে পোষণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, অতএব ইহাকে এখন আমরা সমুচিত দণ্ডভোগের জন্য দণ্ডপাণি ধর্মরাজের নিকট লইয়া যাইব। সেই ধর্মাধিকরণে জীব দণ্ড দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন, অহো, কি দুঃখ, দেখিতেছি, ধর্মদর্শিগণের সমাজে এক্ষণে অধর্ম প্রবেশ করিল—

> যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তৎ তদীহতে।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ৬।২।৪

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্যেরা তেমন করিতে চেষ্টা করে এবং তাঁহারই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলে।

এই ব্যক্তি কোটীজন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, যেহেতু বিবশ অবস্থায়ও পরম স্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে। যমদূতগণ, ব্রতাদি অনুষ্ঠিত-পাপের ক্ষয়মাত্র করে, শ্রীহরির নাম কৃতপাপ বিনষ্ট করে, পাপপ্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে, এবং অন্তরে শ্রীভগবানের গুণসমূহ উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তি মৃত্যুকালে শ্রীভগবানের নাম লইয়াছে, ইহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট

হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কিছুতেই তোমরা ইহাকে যমালয়ে নিতে পারিবে না। কারণ,

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ৬।২।১৪
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্ মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ ৬।২।১৮, ১৯

—সঙ্কেতে, পরিহাসচ্ছলে, গীতে বা আলাপে, বাক্যের পূরণস্বরূপ অথবা হেলা করিয়াও গৃহীত শ্রীবৈকুণ্ঠের নাম সমস্ত পাপ হরণ করে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কীর্তিত তাঁহার নাম অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দহন করে, সেইরূপ সমস্ত পাপ ধ্বংস করে। শক্তিশালী ঔষধের ন্যায় মন্ত্র অজানিত হইয়াও আপন গুণেই নিজ কার্য করে।

এইরূপ বলিয়া, সেই বিষ্ণুপার্ষদগণ অজামিলকে যমদূতের বন্ধন ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ পরমানন্দচিত্তে বিষ্ণুদূতকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করিল। তাঁহারা ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অজামিল তখন—

ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ।
অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ॥ ৬।২।২৫

—শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শীঘ্রই ভক্তিমান্ হইলেন, এবং আপন-কৃত পূর্ব দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া তাঁহার মহা অনুতাপ হইল।

অজামিল বলিলেন, আমাকে শত ধিক্, আমি দাসী-সংসর্গে পুত্রোৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণকুলের জাতি নাশ করিয়াছি, বৃদ্ধ পিতামাতা ও পরিণীতা ভার্যাকে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু, কি আশ্চর্য, আমি পাশবদ্ধ হইয়া নারায়ণকে ডাকিলাম, আর সেই মনোহর-দর্শন পুরুষগণ অমনি আসিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন! তাঁহারাই বা কোথায় গেলেন? যাহা হউক, আমার আত্মা এক্ষণে প্রসন্ন হইতেছে।—

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে॥ ৬।২।৩৫

—আমি মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সংযত করিয়া এইপ্রকার যত্ন করিব, যাহাতে আমাকে আর পুনরায় ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে না হয়।

আমি এক্ষণে এই অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মবান্ ও সর্বপ্রাণীর সুহৃৎ হইব। মিথ্যা পদার্থে 'অহং' 'মম' বোধ ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-কীর্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতেই চিত্ত সমাহিত করিব।—রাজন্, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের গুণে অজামিল তৎক্ষণাৎ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া গঙ্গাদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক দেবালয়ে আসীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে মনকে যুক্ত করিলেন। এইরূপে কিছুকাল পর তাঁহার বুদ্ধি যখন শুদ্ধ ও শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থির হইল, তখন অজামিল পূর্বদৃষ্ট সেই চারিজন বিষ্ণুকিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সুবর্ণবিমানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীপতির স্বধামে নিয়া গেলেন।

৪-৫ অধ্যায়

দ্বিতীয় দক্ষ, প্রচেতাগণ, নারদ

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট সৃষ্টির আরও বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। শুকদেব বলিতে লাগিলেন, প্রচেতাগণের পুত্র প্রজাপতি দক্ষ* সৃষ্টিকাম হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে অঘমর্ষণ নামক তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও হংসগুহ্য নামক স্তোত্র দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে প্রসন্ন করিলেন। শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অসিক্নী নাম্নী এক কন্যা প্রদান করিলেন। অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের হর্যশ্ব নামে অযুত পুত্র হইল। তাঁহারা পিতা কর্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গমস্থানে নারায়ণসরঃ নামক তীর্থে উগ্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

---

* প্রচেতাগণের তপস্যা, ভার্যাগ্রহণ ও দক্ষ নামক পুত্রোৎপাদনের বৃত্তান্ত—৫৯ পৃঃ দেখুন।

এক এবেশ্বরস্তুর্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।
তমদৃষ্ট্বাঽভবং পুংসঃ কিমসৎ কর্মভির্ভবেৎ॥ ৬।৫।১২

—সেই একেশ্বর অন্য-আশ্রয়নিরপেক্ষ সর্বসাক্ষী শ্রীভগবান্‌কে না জানিয়া তুচ্ছ কতকগুলি অনুষ্ঠান করিলে কি ফল?

এইরূপ আরও নানা উপদেশদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া হর্যশ্বগণ নারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দক্ষ তাহা শুনিয়া পুনরায় সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তাঁহারাও পিতার আদেশে পুত্রার্থে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে দেবর্ষি নারদ পুনরায় আসিয়া তাহাদিগকেও নিবৃত্ত করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ইহা শুনিয়া নারদকে অভিশাপ দিলেন—ইহপরলোকে তোমাব কোথাও স্থান হইবে না, তুমি সর্বদা কেবল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। নারদ ঐ অভিশাপ অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, কোন অভিশাপ দিলেন না। সামর্থ্য সত্ত্বেও যে সহিষ্ণুতা, তাহাই সাধুদের লক্ষণ—'এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্'।

৬-৯ অধ্যায়

বিশ্বরূপ, বৃত্রজন্ম

তৎপর দক্ষের ষাটটি কন্যা হয়, তন্মধ্যে ত্রয়োদশটী তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করেন। ইহার মধ্যে একটী অদিতি। অদিতির গর্ভে যে সকল পুত্র হয়, তাহার মধ্যে একটীর নাম ত্বষ্টা। একদা দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী শচীসহ সিংহাসনে আসীন, দেবগুরু বৃহস্পতি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া আসন হইতে অভ্যুত্থান-প্রণামাদি কোন সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। বৃহস্পতি বিমনা হইয়া সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অসুরেরা সুযোগ বুঝিয়া স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবতাদিগকে বিধ্বস্ত করিল। দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, ত্বরায় ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে গুরুত্বে বরণ কর; তিনি ব্যতীত আর কেহ তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশ্বরূপ বৃত হইলেন, কিন্তু দেবতাদিগের যজ্ঞে তিনি

গোপনে নিজ মাতৃকুল অসুরগণকে যজ্ঞের ভাগ দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদ করিলেন। ত্বষ্টা পুত্রবধের সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রকে বধ করার জন্য যজ্ঞে আহুতি দিয়া বৃত্রাসুর নামে এক ভীষণদর্শন অসুর উৎপন্ন করিলেন। লোকসকল ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবতারা ঐ অসুরের প্রতি দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই অসুর সকল অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভীত হইয়া দেবতারা বিষ্ণুর স্তব করিলেন। বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্॥ ৬।৯।৫১

—ইন্দ্র, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সত্বর গিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট বিদ্যা ব্রত ও তপস্যা দ্বারা সুদৃঢ় তাঁহার গাত্রাস্থি প্রার্থনা কর।

ঐ অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্মা যে অস্ত্র নির্মাণ করিবেন, সেই অস্ত্রেই তুমি বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন কবিতে পারিবে।

১০-১৩ অধ্যায়

দধীচি, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ

দেবতারা মহর্ষি দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। ঋষি বলিলেন, মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ, দেহও জীবগণের অতিশয় প্রিয়, আমি কেন উহা তোমাদিগকে দান করিব?—দেবতারা বলিলেন, আপনার ন্যায় দয়াবান্ মহাপুরুষগণের পরহিতের জন্য দুস্ত্যজ্য কি আছে? তখন দধীচি বলিলেন—

ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ।
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥ ৬।১০।৭,১০

—আপনাদের নিকট ধর্ম শুনিবার ইচ্ছায় ঐরূপ কথা বলিয়াছি। এই

দেহ আমার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও একদিন ইহা আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। আমি ইহাকে এখনই ত্যাগ করিতেছি। অহো, কি দৈন্যের, কি কষ্টের কথা, যদি ক্ষণভঙ্গুর পদার্থাদি দ্বারা লোকের উপকার না হয়!

দধীচি এই বলিয়া স্বীয় আত্মাকে পরব্রহ্মে স্থাপন করিয়া কলেবর ত্যাগ করিলেন। বিশ্বকর্মা সেই মুনির ত্যক্ত অস্থিদ্বারা এক বজ্র নির্মাণ করিলেন। তখন ত্রেতাযুগের প্রাক্‌কালে সত্যযুগে নর্মদাতীরে দেবাসুরে এক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে এক সময়ে অসুরগণকে পলায়মান দেখিয়া বৃত্র বলিল,—

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্॥
দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যূ দুরাপৌ যদ্ ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্ যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ॥

৬।১০।৩২,৩৩

—জন্মিলে মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়। এই মৃত্যু হইতে যদি ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, কোন্ বুদ্ধিমান্ তাহাকে বরণ না করিবে? হে অসুরগণ, দুই প্রকার মৃত্যু দুষ্প্রাপ্য অথচ বাঞ্ছনীয়—যোগরত হইয়া, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনার অগ্রভাগে থাকিয়া।

ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর সম্মুখীন হইলে বৃত্র তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার গুরু আমার ভ্রাতা ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছ, আজ এই শূলদ্বারা তোমার হৃদয় ছিন্ন করিয়া আমি অনৃণী হইব, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আর যদি তুমিই দধীচির অস্থিনির্মিত এই দারুণ কুলিশদ্বারা আমার মস্তক ছেদন কর, তবে—

অত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায় মনস্বিনাং ,পাদরজঃ প্রপৎস্যে॥
নম্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনেব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ॥
অহং সমাধায় মনো যথাহ সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ॥

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরা ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥
৬।১১।১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬

—এই দেহ ভূতগণকে উপহার দিয়া মনস্বিপাদরজঃ প্রাপ্ত হইব। হে শক্র, তোমার এই বজ্র শ্রীহরির তেজ ও দধীচির তপস্যাদ্বারা তেজস্বান্ হইয়া আছে, ইহা দ্বারা আপন শত্রুকে বধ কর। তুমি বিষ্ণু কর্তৃক নিয়োজিত। যেখানে হরি, সেখানেই বিজয় শ্রী ও সকল গুণ বর্তমান। আমি সঙ্কর্ষণের চরণে চিত্ত সমাহিত করিয়া তোমার বজ্রবলে বিষয়রূপ পাশ ছিন্ন করিয়া মুনিগণের গতি লাভ করিব। তাঁহার একান্ত ভক্তগণকে তিনি কখনও স্বর্গ মর্ত্য রসাতলের কোন সম্পদ দেন না। সম্পদ, দ্বেষ, উদ্বেগ, মত্ততা, বিষাদ মনঃপীড়ারই কারণ। হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ ধ্রুবলোক ব্রহ্মার পদ সার্বভৌমত্ব রসাতলের আধিপত্য যোগসিদ্ধি এমন কি মোক্ষও আকাঙ্ক্ষা করি না। অজাতপক্ষ বিহঙ্গ বা ক্ষুদ্র বৎসগণ ক্ষুধার্ত হইয়া মাতার জন্য, বা পতিবিরহিণী স্ত্রী প্রবাসগত পতির জন্য, যেমন উৎকণ্ঠিত হয়, হে পদ্মপলাশলোচন, তোমাকে দেখিবার জন্য আমি তেমনই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

এই বলিয়া বৃত্র প্রলয়কালীন বহ্নিসদৃশ নিজ শূল বেগে ঘূর্ণিত করিয়া মহেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তখন শতপর্বা বজ্রদ্বারা সেই শূল ও তৎসহ বৃত্রের এক বাহুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই প্রহারবেগে বজ্র ইন্দ্রের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ইন্দ্র ঐ বজ্র তুলিয়া নিতে লজ্জিত হইতেছেন দেখিয়া—

তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো জহি স্বশত্রুং, ন বিষাদকালঃ॥
৬।১২।৬

—বৃত্র তাহাকে বলিল, তুমি নিজ বজ্র পুনঃ গ্রহণ করিয়া শত্রুকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নহে।

দেখ, এই জড়দেহ জয়-পরাজয়ের কারণ নহে। সমস্ত লোক, জালবদ্ধ বিবশ পক্ষী, দারুময়ী নারী, অথবা পত্রময় মৃগের ন্যায় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন।—

তস্মাদকীর্তিরযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে॥
প্রাণগ্রহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ॥ ৬।১২।১৴,১৫,১৭

—অতএব অকীর্তি অযশ জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যুতে সমভাব হইবে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, আত্মা তাহার সাক্ষিমাত্র, এইরূপ যে জানে সে বদ্ধ হয় না। আমাদের এই যুদ্ধ দ্যূতক্রীড়ার তুল্য, প্রাণ ইহাতে পণ, শরসমূহ পাশা, হস্তী-অশ্বাদি বাহনগণ ইহার ফলক। কখন কাহার জয় কাহার পরাজয় হইবে, কিছুই জানা যায় না।

ইন্দ্র তখন দৈত্যরাজের ঐ বাক্যসমূহ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিলেন,—

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
ভক্তঃ সর্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্॥
যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥ ৬।১২।১৯,২২

—হে দানব, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, কারণ, তোমার এরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে। সকল ভূতের আত্মা ও সুহৃদ্ জগদীশ্বরে তুমি অনুরক্ত হইয়াছ। মুক্তির অধিপতি শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি, সে অমৃতসমুদ্রে বিহার করে, ক্ষুদ্র গর্তস্থ জলরূপ স্বর্গাদিতে তাহার প্রয়োজন কি?

বজ্রপ্রহারে বৃত্রের দ্বিতীয় বাহুও ছিন্ন হইল। দানবরাজ তখন দুই হনুর সাহায্যে ভূতলে বসিয়া ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া ঐরাবতসহ ইন্দ্রকে উদরস্থ

করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ-বলে বৃত্রের কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া ঐ মহাশক্রর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃত্রের দেহনিষ্ক্রান্ত জ্যোতিঃ শ্রীভগবানে গিয়া মিলিত হইল।

বৃত্রবধজনিত ব্রহ্মহত্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র স্বর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে তিনি মানসসরোবরে এক পদ্মতন্তু-মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে রাজা নহুষ স্বর্গলোক শাসন করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে তিনি অগস্ত্যশাপে স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অজগরসর্পত্ব প্রাপ্ত হন। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে অভয় দিয়া লইয়া আসেন, এবং অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হন।

১৪-১৭ অধ্যায়

চিত্রকেতু, নারদ, মহাদেব, পার্বতী

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, অসুর বৃত্রের কিরূপে ভগবান্ নারায়ণে এরূপ দৃঢ়া মতি হইল?—শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু পত্নী ছিল, তথাপি তিনি অপুত্রক। একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা যদৃচ্ছা পর্যটন করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বিধিমত ঐ মহর্ষির পূজা করিলেন। অঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, তোমার কুশল ত? তোমার মুখমণ্ডল বিবর্ণ দেখিতেছি কেন?—রাজা বলিলেন, ভগবন্, আপনি সর্বজ্ঞ, তথাপি আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছি। অপুত্রকতাবশতঃ ঐশ্বর্যসম্পদাদি আমাকে কিছুমাত্র সুখী করিতে পারিতেছে না। আপনি কৃপা করিয়া পূর্বপুরুষগণসহ আমাকে এই আসন্ন নরকভোগ হইতে উদ্ধার করুন। রাজার প্রার্থনায় ঋষি এক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞশেষ রাজার প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতিকে প্রদান করিলেন। কাল পূর্ণ হইলে সেই গর্ভে একটী বালক জন্ম গ্রহণ করিল। মহিষীর সপত্নীগণ বিদ্বেষবশে ঐ পুত্রকে গোপনে বিষপ্রদান করিয়া হত্যা করিল। রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। ঐ সময়েই মহর্ষি অঙ্গিরা শ্রীনারদকে লইয়া অবধূতবেশে পুনরায় আসিয়া ঐ রাজপুরীতে উপস্থিত

হইলেন। রাজা বলিলেন, আপনারা মহতেরও মহীয়ান্ দুই মহাত্মা কে? তখন অঙ্গিরা পরিচয় দিয়া বলিলেন, রাজন্, আমি তোমাকে পরমজ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া কিছুকাল পূর্বে তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তখন পুত্র প্রার্থনা করায় তোমাকে এক পুত্র দিয়াছিলাম। রাজন্, এখন ত বুঝিলে—স্ত্রীপুত্রাদি সকলই কেবল সন্তাপদায়ক, গন্ধর্বনগরতুল্য, ইহাদের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই।

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিস্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ॥ ৬।১৫।২৬

—অতএব সুস্থচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া শ্রীভগবান্ ব্যতীত কোন বস্তু সত্য হইতে পারে এই ধারণা সর্বথা ত্যাগ কর, তাহাতেই শান্তি লাভ হইবে।

তখন নারদ মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে জীবাত্মন্, দেখ, তোমার পিতামাতা বান্ধবগণ তোমার বিয়োগে কিরূপ সন্তপ্ত। তুমি এই পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিয়া পিতার রাজ-সম্পদ ভোগ কর। জীব বলিল, কর্মবশে আমি তো বহু যোনি ভ্রমণ করিলাম, ইহারা কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন? জীব যতদিন দেহে থাকে, ততদিনই মাত্র দেহের উৎপাদনকারীর সঙ্গে তাহার একটা দৈহিক সম্বন্ধ থাকে—

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
একঃ সর্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্তৄণাং গুণদোষয়োঃ॥ ৬।১৬।১০

—জীবের প্রিয় বা অপ্রিয়, আপন বা পর কেহ নাই। সে একক, গুণদোষকারীদিগের বিবিধ বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র।

সে ভোগের সাক্ষী মাত্র, ভোক্তা নহে।—এই বলিয়া ঐ জীবাত্মা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গেল। চিত্রকেতু শোক ত্যাগ করিলেন, এবং কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। নারদ তাঁহাকে এক বিদ্যা প্রদান করিলেন, সাতদিন ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া চিত্রকেতু বিদ্যাধরত্ব লাভ করিলেন। মনোগতি লাভ করিয়া সেই রাজা ভগবান্ শেষদেবের সমীপে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভে ধন্য হইলেন। ঐ রাজা স্বর্গধামে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন কৈলাসপতি মহাদেবকে দেখিলেন,

দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া পার্বতীকে বামক্রোড়ে লইয়া তিনি বসিয়া আছেন। গর্বমত্ত ঐ বিদ্যাধর চিত্রকেতু বলিয়া উঠিলেন—কি পরিতাপ, ইনি লোকগুরু, অথচ নির্লজ্জের ন্যায় সর্বসমক্ষে স্বীয় পত্নীকে ক্রোড়ে নিয়া বসিয়া আছেন? উমা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—তুমি অসুরযোনি প্রাপ্ত হও। চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণ করিয়া অবনতমস্তকে বলিলেন—দেবি, আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোন্বনুগ্রহঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা॥ ৬।১৭।২০

—সংসার গুণসকলের ধারাবাহী প্রবাহ মাত্র, ইহাতে শাপই বা কি, আর অনুগ্রহই বা কি, স্বর্গই বা কি, আর নরকই বা কি, সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি?

তখন মহাদেব বলিলেন, দেবি, বিষ্ণুভক্তদিগেব মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিলে ত?

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সর্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ॥ ৬।১৭।৩৩

—তাহার প্রিয়-অপ্রিয় আপন-পর এইরূপ কোন ভেদবুদ্ধি নাই। কারণ, আত্মা সর্বভূতেই আছেন এবং হরি সর্বভূতেরই প্রিয়।

তারপর চিত্রকেতু দানবযোনি লাভ করিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞে উৎপন্ন হইয়া 'বৃত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

[১৮ অধ্যায়ে প্রধানতঃ মরুদ্‌গণের জন্মবৃত্তান্ত ও ১৯ অধ্যায়ে পুংসবন-ব্রতকথা বর্ণিত হইয়াছে]

———

সপ্তম স্কন্ধ

১-৪ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্, শ্রীভগবান্ সর্বভূতের সুহৃৎ, তবে তিনি ইন্দ্রের জন্য কেন হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিলেন? ঋষি বলিলেন—রাজন্, তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তিনি সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণকে বর্ধিত করেন, রজঃ ও তমঃপ্রধান অসুরগণকে বিনাশ করেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দেবপ্রীতি বা অসুরদ্বেষ নাই। রাজসূয়যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিব। নারদ বলিলেন—রাজন্, নিন্দাস্তবাদি বৈষম্য-জ্ঞান এবং অহং-মমত্ব রূপ অভিমান এই দেহেই নিবদ্ধ। অখিলাত্মা পরমেশ্বরের ঐরূপ কোন ভেদজ্ঞান নাই। তিনি জীবের হিতার্থে তাহাকে দণ্ড দেন। বৈরিতা ভয় ভক্তি স্নেহ কাম দ্বারা বা অন্য যে-কোন উপায়েই হউক, তাঁহাতে যুক্ত হইবে। কোন এক উপায় অন্য উপায়ের বিরোধী এরূপ মনে করিবে না—

> যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
> ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৭।১।২৬

—নিরন্তর শ্রীভগবানের প্রতি শত্রুভাব পোষণ দ্বারা মানুষ যেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভক্তিযোগ দ্বারাও তেমন হয় না, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা।

> কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
> সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥ ৭।১।২৭

—ভিত্তিছিদ্রে ভ্রমর কর্তৃক রুদ্ধ তৈলপায়ী কীট ভয়বশতঃ একান্তমনে নিয়ত ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে সেই ভ্রমরের রূপ প্রাপ্ত হয়।

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৭।১।৩০

—হে রাজন্, গোপীগণ প্রণয়, কংস ভয়, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ দ্বেষ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ, তোমরা স্নেহ এবং আমরা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

বৈরিতাবশতঃ প্রতিক্ষণ তাঁহার অনুচিন্তন দ্বারা, আবার ভয় বল, স্নেহ বল, ভক্তি বল, এই সব ভাবের দ্বারা, তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া, তৎফলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অনেকে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেণ রাজার* উক্ত পাঁচটী ভাবের একটীও ছিল না।—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ ৭।১।৩১

—অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিবে।

শিশুপাল ও দন্তবক্র তোমাদের মাতৃস্বসার পুত্র, বিষ্ণুর পার্যদ ছিল, ব্রহ্মশাপে স্বপদচ্যুত হইয়াছিল।** ঐ পার্যদদ্বয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় বা শেষ জন্মে তোমাদের ঐ দুই মাতৃস্বসেয়রূপে জন্ম লাভ করে। বৈরিতাজনিত নিয়ত তীব্র মনন দ্বারা তাহারা পরিশেষে বিষ্ণুসমীপে পুনরায় নীত হয়।—

যুধিষ্ঠির শ্রীনারদকে বলিলেন—ভগবন্, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার-বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলুন।

নারদ বলিলেন, অসুর হিরণ্যাক্ষ শ্রীহরিকর্তৃক নিহত হইলে*** দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া ভীষণ অনুচরগণের সাহায্যে স্বর্গ মর্ত্য বিধ্বস্ত করিয়া দিল। মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃপুত্রগণকে ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের শোকে রোদন করিতে দেখিয়া সে বলিল, শত্রুহস্তে মৃত্যু বীরের পক্ষে ত শ্লাঘার বিষয়, তবে তোমরা কেন রোদন করিতেছ? আর দেখ,—

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্মভিঃ॥

---

* ৫১-৫২ পৃঃ দেখুন।

** ৩৭-৩৮ পৃঃ দেখুন।

*** ৩৭ পৃঃ দেখুন।

নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ।
ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ॥
এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণেন মনস্যবিকলঃ পুমান্।
যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব॥
এষ আত্মবিপর্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্মসংসৃতিঃ॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ॥ ৭।২।২১-২৬

—হে সুব্রতে, ভূতগণের এখানে অবস্থান পানীয়শালায় অবস্থানের ন্যায়; দৈবের দ্বারা একত্র আনীত, আবার স্বকর্মদ্বারা অন্যত্র নীত হয়। আত্মা নিত্য অব্যয় শুদ্ধ সর্বগত সর্বজ্ঞ দেহাতীত। আত্মা মায়াবশে সুখ-দুঃখাদি গুণ-সকল স্বীকার করিয়া দেহ ধারণ করেন। জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে ভূমিও ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মন সুখ-দুঃখাদি গুণদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে অশরীরী আত্মাকে মনের ন্যায় বিক্ষেপগ্রস্ত শরীরী বলিয়া বোধ হয়। আত্মা দেহাতিরিক্ত হইয়াও তাহার যে দেহাভিমান হয়, ইহাই সকল বিপর্যয় ঘটায়। ইহাই প্রিয়াপ্রিয়ের যোগ-বিয়োগ ও সংসারের কারণ, ইহা হইতেই জন্ম মৃত্যু রোগ শোক অবিবেক-চিন্তা ও বিবেকের বিস্মৃতি হইয়া থাকে।

হিরণ্যকশিপু বলিতে লাগিলেন—এ বিষয়ে তোমাদিগকে এক পুরাতন কাহিনী বলিব। উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা শত্রুগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলেন। আত্মীয়েরা তাঁহার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন যমরাজ বালকবেশে আসিয়া বলিলেন—এই বয়স্ক ব্যক্তিগণের মোহ দেখ—

যত্রাগতস্তত্রগতং মনুষ্যং স্বয়ং সধর্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্। ৭।২।৩৭

—এ ব্যক্তি যেখান হইতে আসিয়াছিল সেখানেই ফিরিয়া গিয়াছে; ইহারা তাহারই মত গতায়াতধর্মী হইয়াও তাহার জন্য অনর্থক শোক করিতেছে।

তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতুশ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ॥
পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতে বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥
যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্‌স্থিতঃ।
তথা নভঃ সর্বগতং ন সজ্জতে তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥
৭।২।৩৯, ৪০, ৪৩

—হে অবলাগণ, এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই ক্রীড়নক মাত্র, তিনিই পালনের ও সংহারের প্রভু। পথে পতিত বস্তুও দৈব কর্তৃক রক্ষিত হয়, অরণ্যস্থিত অসহায় ব্যক্তিও তিনি ইচ্ছা করিলে বাঁচে, আর তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহাভ্যন্তরে সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকিলেও স্বতন্ত্র সত্তান্বিত, বায়ু যেমন দেহের অন্তরে থাকিয়াও দেহ হইতে পৃথক্, আকাশ যেমন সর্বতঃ ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুর সহিতই যুক্ত নহে, সেইরূপ দেহগত আত্মা সকল গুণের আশ্রয় হইয়াও গুণাতীত থাকেন।

যম বলিলেন—আমি তোমাদিগকে একটী কাহিনী বলি। এক পক্ষিমিথুন বনে বিচরণ করিতেছিল। পক্ষিণী এক কালান্তক ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইল। পক্ষী তাহার নিকটস্থ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সেই অবসরে ঐ ব্যাধ ঐ পক্ষীকে শরবিদ্ধ করিয়া নিহত করিল। তোমরা সেইরূপ যম কর্তৃক আবদ্ধ এই রাজার জন্য রোদন করিতেছ। জান না যে, মৃত্যু তোমাদের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে সর্বদা উদ্যত হইয়া আছে।— এই কথা শুনিয়া সকলেই সচকিত হইয়া শোক ত্যাগ করিয়া সেই রাজার প্রেতকৃত্যাদি সম্পন্ন করিল। বালকবেশী যমরাজ অন্তর্হিত হইলেন।—

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরঞ্চাত্মানমেব বা।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাঽজ্ঞানেন দেহিনাম্ ॥ ৭।২।৬০

—অতএব তোমরা আপনার বা অপর কাহারও জন্য শোক করিও না।

আপনই বা কে ? পরই বা কে ? অজ্ঞানতা ব্যতীত দেহীর 'ইনি পর' আর 'ইনি আপন' এরূপ গণনা হইতে পারে না।

মাতা দিতি পুত্রবধূসহ পুত্রশোক ত্যাগ করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন।

হিরণ্যকশিপু অজর ও অমর হইতে ইচ্ছা করিয়া মন্দর-গুহায় অতি ভীষণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তাহার দেহ দেখিতে পাইলেন না, বল্মীক-তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, পিপীলিকাগণ মেদ-মাংস খাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন—দৈত্যরাজ, তোমার তপোনিষ্ঠায় আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার সকল কাম্যই প্রদান করিব। ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলুর জল প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন, ঐ দৈত্য পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই বল্মীকাদির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মার স্তব করিল এবং বলিল—হে বরদগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার কাম্য প্রদান করেন, তবে আমাকে এই বর দিন যে, আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে দিবসে রাত্রিতে ভূমিতে আকাশে কোন অস্ত্র দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়, প্রাণিগণের উপর একাধিপত্য ও আমায় অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাব অটুট থাকে।

ব্রহ্মা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐ সমস্ত বরই প্রদান করিলেন। ঐ মহাসুর তখন ব্রহ্মতেজে দৃপ্ত হইয়া দশ দিক ও তিন লোক জয় করিল, মহেন্দ্রভবন অধিকার কবিল, লোকপাল ও দেবগণ দ্বারা স্তুত হইতে লাগিল। পৃথিবী কামদুঘা হইলেন, সাগর ও নদী রত্নসকল উপহার দিতে লাগিল। সে দেবগণকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যগতি হইয়া অচ্যুতের শরণ লইলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি ইহার শাস্তি বিধান করিব, তোমবা কাল প্রতীক্ষা কর।—

সেই দৈত্যপতির চারি পুত্র, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বকনিষ্ঠ। তিনি জিতেন্দ্রিয় সুশীল সত্যপ্রতিজ্ঞ, বাসুদেবে তাঁহার স্বাভাবিকী রতি ছিল। বাল্যাবধি তাঁহার ক্রীড়াদিতে আসক্তি ছিল না। ভগবচ্চিন্তনে কখনও রোমাঞ্চিতশরীর হইয়া তুষ্ণীভূত থাকিতেন, কখনও বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হইয়া নিমীলিতনেত্রে বসিয়া থাকিতেন। হিরণ্যকশিপু এই মহাভাগবত পুত্রকে নানারূপে নির্যাতন করিতে লাগিল।

৫-৭ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ

অসুরগণের পুরোহিত শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র ছিল। প্রহ্লাদ তাহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রেরিত হইলেন। একদিন গৃহাগত পুত্রকে অসুররাজ ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি যাহা পড়িয়াছ তন্মধ্যে যাহা ভাল বলিয়া মনে কর, তাহা বল। প্রহ্লাদ বলিলেন—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৭।৫।৫

—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই অন্ধকূপসদৃশ অধঃপতনের নিদানস্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করাই আমি অসদ্‌বুদ্ধিবশতঃ সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত দেহীদিগের পক্ষে উত্তম মনে করি।

দৈত্যপতি শিশুপুত্রের মুখে শত্রুপক্ষীয় এই বাক্য শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—বালকের বুদ্ধি শত্রুপক্ষ দ্বারা এইরূপেই বিকৃত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই বালককে যত্নপূর্বক রক্ষা করুন, ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর যেন ইহার এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে। গুরুগণ তাহাকে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি কি নিজবুদ্ধিতে রাজাকে এইরূপ বলিলে, না অপর কেহ তোমাকে এইরূপ বুদ্ধি দিয়াছে? প্রহ্লাদ বলিলেন—সেই পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌ই আমার এই বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়াছেন, তাঁহারই আকর্ষণে আমার এই মতি হইয়াছে, অন্য কাহারও প্রেরণায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণগণ তখন তর্জন ভর্ৎসনা ও বেত্র-প্রহারাদির ভয় দেখাইয়া প্রহ্লাদকে ধর্ম-অর্থ-কাম-প্রতিপাদক নানা শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। পরে একদিন আচার্যগণ তাঁহাকে পুনরায় দৈত্যরাজের নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি পিতাকে ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলে পিতাও তাঁহাকে আশীর্বাদ-আলিঙ্গনাদি দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আয়ুষ্মন্, তুমি এইবার যাহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে সর্বোত্তম যাহা মনে কর, আমাকে বল। প্রহ্লাদ বলিলেন,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্‌॥ ৭।৫।২৩,২৪

—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন —এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুতে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

ক্রোধে অধীর হইয়া হিরণ্যকশিপু ঐ ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন—কি আস্পর্ধা, আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইহাকে তোমরা এবারেও আমার বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছ? গুরু-পুত্র বলিলেন—প্রভু, এই শিক্ষা আমরা দিই নাই বা অন্য কেহও দেয় নাই; ইহার এই বুদ্ধি স্বভাবজ। আমাদের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন। প্রহ্লাদ বলিলেন—পিতঃ, বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ কোন জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মাইতে পারে না—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ৭।৫।৩২

—(জীবগণ) বিষয়বাসনাশূন্য মহৎ ব্যক্তিগণের পদধূলি যতদিন গ্রহণ না করে, ততদিন সকল অনর্থের দূরকারী শ্রীহরির চরণে মতি জন্মে না।

হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঐ বালককে নিজ ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল—হে অসুরগণ, ইহাকে শীঘ্র বধ কর। এ আমার পরমশত্রু ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর সেবক। পাঁচ বছর বয়সেই এ বালক পিতার এরূপ অহিতকারী হইয়া উঠিল, দুষ্ট অঙ্গের ন্যায় এ পরিত্যাজ্য।—ভীষণদর্শন অসুরগণ তখনই ঐ বালককে সুতীক্ষ্ণ শূলসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত প্রহ্লাদের উপর সকল আঘাত নিষ্ফল হইয়া গেল। তৎপর ক্রমে হস্তী, সর্প, বিষদান, উপবাস, পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ ইত্যাদি নানা উপায়ে সেই শিশুকে বধ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। হিরণ্যকশিপু তখন বিস্মিত এবং এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন বালকের দ্রোহাচরণ জন্য নিজ জীবনও বিপন্ন মনে করিতে লাগিল। যণ্ড ও অমর্ক আসিয়া বলিলেন—প্রভু, আপনি ত্রিজগৎবিজয়ী, এই ক্ষুদ্র বালকের জন্য ভাবিত হইয়াছেন কেন? পিতা শুক্রাচার্য না আসা পর্যন্ত ইহাকে পাশবদ্ধ

করিয়া আমাদের নিকট রাখুন, আমরা আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। হিরণ্যকশিপু তাহাই করিলেন।

গুরুগণ গৃহকর্মাদি উপলক্ষ্যে অধ্যাপনায় যখন বিরত থাকিতেন, তখন বয়স্য বালকগণ প্রহ্লাদকে নিকটে আহ্বান করিত।

একদা প্রহ্লাদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কলিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং ॥ ৭।৬।১

—মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, ইহাতে পুরুষার্থ সাধিত হয়, কিন্তু ইহা নশ্বর। অতএব বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করিবে।

বিষ্ণু সর্বভূতের প্রিয় এবং সুহৃৎ। আয়ু শতবৎসর মাত্র, অর্ধেক নিদ্রায়, বিংশতি বৎসর বাল্যক্রীড়ায়, বিংশতি বৎসর জরাজন্য অক্ষমতায় ব্যয়িত হয়। জীব অবশিষ্ট কাল স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া কোশকার কীটের ন্যায় স্বরচিত গৃহেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ত্রিতাপে জর্জরিত হয়, কখন কখন কুটুম্ব-পোষণ জন্য পরস্বাপহারী হয়, 'আমি' ও 'আমার' সতত এই ভাবিয়া কামিনীদের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকে। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দের শরণাগতি ও তাঁহার পদসেবাই এই পরম ক্লেশকর অবস্থা হইতে মুক্তির ও মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়।

ন হ্যচ্যুতঃ প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ ॥
তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্য কিং
ত্রৈগুণ্যব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং
জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥
৭।৬।১৯,২৫

—হে অসুরবালকগণ, শ্রীভগবান্‌কে প্রীত করা বহু আয়াসের কর্ম নহে, কারণ তিনি সকল ভূতের আত্মা এবং সর্বত্র বর্তমান। সেই আদি অনন্ত পুরুষ তুষ্ট হইলে কী অলভ্য থাকে? অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বশতঃ বিনা

যত্নে যাহা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ধর্মের চেষ্টায় কি ফল ? সেই শ্রেষ্ঠতমের চরণধ্যানকারী আমাদের মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি ?

বয়স্যগণ, এই নির্মল জ্ঞানের কথা নরসখা ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন। যে ভাগবতধর্ম তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা আমি শ্রীনারদের মুখে শুনিয়াছি। বয়স্যগণ জিজ্ঞাসা করিল—প্রহ্লাদ, আমরা তো এই ব্রাহ্মণদ্বয় ব্যতীত অন্য গুরু দেখি নাই, তবে তুমি কিরূপে নারদের নিকট এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ?

প্রহ্লাদ বলিলেন—বয়স্যগণ, আমার পিতা মন্দরপর্বতে তপস্যায় নিরত হইলে* দেবগণ দৈত্যরাজ্য ও রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। দৈত্যগণ স্ত্রীপুত্রসহ চতুর্দিকে পলায়ন করিল। আমি তখন মাতৃগর্ভে। দেবরাজ ইন্দ্র আমার অনাথা মাতাকে বন্ধন করিয়া আকাশপথে লইয়া গেলেন। ঐ পথে দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—হে ইন্দ্র, নিরপরাধা পরস্ত্রী এই সতী রাজমহিষীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। দেবরাজ বলিলেন—ইহার গর্ভে আমার শত্রু দুরন্ত দৈত্যরাজের পুত্র আছে, ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আমি তাহাকে বধ করিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়া দিব। নারদ বলিলেন—ইহার গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ পরমভাগবত অনন্তের অনুচর ও মহাবলী, তুমি উহাকে বধ করিতে পারিবে না। আর ঐ পুত্র হইতে তোমার কোন আশঙ্কাও নাই।—ইন্দ্র নারদের এই বাক্য শুনিয়া আমার মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। নারদ আমার জননীকে বলিলেন—মাতঃ, তোমার পতির প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমেই থাক। মাতা সম্মতা হইয়া ঐ ঋষির আশ্রমে সতত তাঁহার পরিচর্যায় ব্রতী হইলেন। পিতার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁহার প্রসব না হয়, মাতার প্রার্থনায় ঋষি তাঁহাকে এই বর দিলেন। শ্রীনারদ সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন গর্ভস্থ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মানাত্মবিবেক এবং ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিতেন। ঋষি-কৃপায় আমি তাহা সমস্তই শুনিয়াছিলাম ও ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সেই স্মৃতি আমাকে অদ্যাপি পরিত্যাগ করে নাই। বয়স্যগণ, তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মিতে পারে। বিকার দেহেরই গুণ, আত্মার নহে।

---

* ৮৬ পৃঃ দেখুন।

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত॥

৭।৭।১৯,২১

—আত্মা নিত্য অব্যয় শুদ্ধ অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ সর্বাশ্রয় নির্বিকার স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী অসঙ্গ এবং আবরণশূন্য। স্বর্ণ ও তাহা প্রাপ্তির উপায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নানা ক্রিয়া দ্বারা খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করে, আত্মবিদ্ তেমন এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন।

আত্মা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত। যোগাগ্নি অজ্ঞানের দাহক, সুতরাং সর্বদা শ্রীভগবানে যুক্ত হইয়া থাকিতে অভ্যাস কর।—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥
শ্রদ্ধয়া তৎ কথায়াঞ্চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥
হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানস্তি ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥

৭।৭।৩০-৩২

—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সকল লাভ তাঁহাতে সমর্পণ, সাধু-ভক্তদের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও কর্মের কীর্তন, তাঁহার চরণকমলের ধ্যান, তাঁহার বিগ্রহের দর্শন ও পূজা করিবে এবং তিনি সর্বভূতে বর্তমান আছেন জানিয়া সর্বত্র সাধু দৃষ্টি করিবে।

সুহৃদ্গণ, শ্রীভগবানের আরাধনা কোনরূপেই দুরূহ নহে, সেই হৃদয়েশের শ্রীচরণসঙ্গই সুখ—

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে
স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাম্ × × × × × × ॥ ৭।৭।৩৮

—হে অসুর বালকগণ, আকাশবৎ হৃদয়মধ্যে অবস্থিত নিজ ও সর্বজীবের সখা শ্রীহরির উপাসনায় এমন কি প্রয়াস পাইতে হয় ?

কামনারহিত হইয়া সর্বভূতের অন্তরস্থ সুর নর অসুর সকলেরই প্রিয় শ্রীহরিতে অনুরক্ত হইয়া সকল শ্রেয়ঃ লাভ কর।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্॥ ৭।৭।৫২,৫৫

—দান তপস্যা যজ্ঞ শৌচ ব্রত এ সকলের দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন না, কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হন। এরূপ ভক্তি ছাড়া অন্য সকলই বিড়ম্বনা মাত্র। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও সর্বত্র তাঁহাকে দেখা—ইহাই পুরুষের পরম স্বার্থ।

৮-১০ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, নৃসিংহ

প্রহ্লাদের উপদেশ শুনিয়া দৈত্যবালকগণ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর একান্ত ভক্ত হইল। যণ্ড ও অমর্ক ভীত হইয়া দৈত্যরাজকে এই সংবাদ জানাইল। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ পুত্রকে বলিলেন -লোকপাল-সমূহ আমার ভয়ে ভীত, তুই কাহার বলে আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্? অদ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। প্রহ্লাদ বলিলেন—রাজন্, শ্রীভগবান্ই সকল বলীর বল—

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনোধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্॥
দস্যূন্ পুরা যণ্ ন বিজিত্য লুম্পতো
মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে॥ ৭।৮।৯-১০

—আপনি এই অসুরভাব ত্যাগ করুন, মনে সমভাব ধারণ করুন, বিপথে পরিচালিত অসংযত নিজ মন ছাড়া আপনার অন্য কোথাও কোন শত্রু নাই। সর্বত্র সমদর্শনই সেই অনন্তের শ্রেষ্ঠ পূজা। ষড়িন্দ্রিয়রূপ সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী ছয় জন দস্যুকে জয় না করিয়াই কেহ কেহ মনে করে—দশ দিক জয় করিয়াছি। দেহিগণের শত্রু নিজ মোহ হইতেই উৎপন্ন হয়। আত্মজয়ী সমজ্ঞানী সাধুগণের সেরূপ শত্রুর সম্ভাবনা কোথায় ?

ক্রোধোন্মত্ত অসুররাজ বলিল—রে মন্দভাগ্য, তুই নিশ্চয় মরিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, কারণ তুই মুমূর্ষুদের ন্যায় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছিস্। আমি ছাড়া আবার ঈশ্বর কোথায় ? যদি তোর সেই ঈশ্বর সর্বত্রই আছে, তবে এই স্তম্ভে তাহাকে দেখিতেছি না কেন ?—'ক্বাসৌ যদি সর্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ?' [প্রহ্লাদ বলিলেন, হাঁ এই যে, এই স্তম্ভের মধ্যেই দেখা যাইতেছে।*] দৈত্যরাজ বলিল,—তোর দেহ হইতে মস্তককে এখনই আমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছি, তোর ইষ্ট হরি তোকে আজ রক্ষা করুক। এই বলিয়া সেই দৈত্য খড়্গহস্তে সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল, এবং অতিবলে সেই স্তম্ভে এক দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন ঐ স্তম্ভ হইতে এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, এবং 'ন মৃগ ন মানুষ' এক অদ্ভুতরূপ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। দৈত্যবর গদা লইয়া ঐ নৃসিংহমূর্তির অভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইল। গরুড় যেমন অনায়াসে মহাসর্পকে গ্রহণ করে, গদাধর শ্রীহরি তেমন অক্লেশে ঐ ভীষণ গদাধারী অসুরকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ঐ দৈত্য আপনাকে কোনরূপে মুক্ত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল, এবং তদ্দণ্ডেই খড়্গ ও চর্ম গ্রহণ করিয়া বেগে ঐ নৃসিংহমূর্তির উপর আপতিত হইল। মহাবেগশালী শ্রীভগবান্ মহাশব্দে অট্টহাস্য করিয়া ক্ষতদেহ ও নিমীলিতনেত্র ঐ অসুরকে তৎক্ষণাৎ পুনবায় ধৃত করিলেন, এবং দ্বারদেশে আনিয়া তাহাকে নিজ উরুর উপর স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে স্বীয় নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অসুরপতি গতাসু হইলে নৃসিংহদেব তাহার অনুচরগণের প্রতি ধাবিত হইয়া বহু বাহু বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ধরিলেন, ও বহুনখশস্ত্রযুক্ত হস্ত দ্বারা তাহাদের সকলকেই নিহত করিলেন। তখন সেই পরমদেব রাজাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গে

---

* স্বামীটীকা দেখুন।

দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিল, গন্ধর্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ক্রমে ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ঋষিগণ পিতৃগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর নাগ মনু প্রজাপতি গন্ধর্ব চারণ যক্ষ কিম্পুরুষ বৈতালিক কিন্নর ও বিষ্ণু-পার্ষদগণ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মাদি কেহই এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীও তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা প্রহ্লাদকে বলিলেন—বৎস, তোমার পিতার উপর রুষ্ট শ্রীভগবান্‌কে এক্ষণে তুমি প্রসন্ন কর। প্রহ্লাদ তখন ধীরে ধীরে শ্রীনৃসিংহের সমীপে উপনীত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক ভূপতিত হইলেন। নৃসিংহদেব ঐ বালককে ভূমি হইতে তুলিয়া তাঁহার অভয় করপদ্ম উহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। প্রহ্লাদের হৃদয়মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অভিব্যক্ত হইল, তিনি সেই দেবদেবের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রোমাঞ্চিতদেহে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেমে গদ্গদ বাক্যে প্রহ্লাদ তাঁহার স্তব করিলেন। নৃসিংহদেব বলিলেন—ভদ্র, আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ ৭।১০।২,৪,৬,৭

—স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না, আমি ঐ কামভয়েই ভীত হইয়া তাহা হইতে মুক্তির কামনা করিয়া আপনার শরণ লইয়াছি। যে ব্যক্তি আপনার নিকট সাংসারিক মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে আপনার ভৃত্য নয়, সে বণিক্। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও সকলপ্রকার অভিসন্ধি-রহিত স্বামী। অতএব, পার্থিব রাজা ও তাহার সেবকের ন্যায় কোন অর্থ দেওয়া-নেওয়া আমাদের প্রয়োজন নাই।

হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার ঈপ্সিত বর দেন, তবে এই বর দিন যে আমার হৃদয়মধ্যে কখনও যেন কোন কামনার উদ্রেক না হয়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ।
৭।১০।১১

—তোমার ন্যায় একান্ত ভক্তগণ কখনও আমার নিকট ইহ বা পরকালের জন্য কিছু যাচ্ঞা করে না।

তথাপি তুমি এক মন্বন্তরকাল এই দৈত্যরাজ্য ভোগ কর। সকল কর্ম আমাতে অর্পণ করিও। পুণ্যাচরণদ্বারা পাপকে ও কালবেগে শরীরকে ত্যাগ করিয়া তুমি বন্ধনমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সুরলোকে তোমার বিশুদ্ধ কীর্তি গীত হইবে।—প্রহ্লাদ বলিলেন, ভগবন্, আমার পিতা আপনার প্রতি বৈরাচরণ দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছেন, আপনার প্রসাদে তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হউন। শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে নিষ্পাপ, তুমি আমার সকল ভক্তের উপমাস্থল। তোমার আবির্ভাব দ্বারাই তোমার পিতা ঊর্ধ্বতন একবিংশতি পুরুষসহ পূত হইয়াছেন। আমার ভক্তগণ যে দেশে বা কুলে থাকেন, তাহা যত নীচ হউক না কেন, তাঁহারা নিশ্চিত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইযা গিয়াছেন। তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রেতকার্যসকল সম্পন্ন কর এবং—

ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্মাণি মৎপরঃ। ৭।১০।২৩

—হে তাত, তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া সকল কর্ম কর।

ব্রহ্মাকর্তৃক পুনরায় স্তুত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পদ্মযোনি, তুমি আর কখনও অসুরগণকে এই প্রকার বর দিও না, ইহা কালসর্পকে অমৃতদানের তুল্য।—এই বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১১-১৫ অধ্যায়

নারদ, নানাধর্ম-কথন

অতঃপর নারদ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসামতে সনাতন ধর্ম বর্ণ ও আশ্রমসকলের আচার বলিতে লাগিলেন, যথা—মানুষের সাধারণ ধর্ম সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, বিবেক, শমদম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, আর্জব, সন্তোষ, সেবা, নিবৃত্তি, বহির্দৃষ্টি, দেহে অনাত্মবুদ্ধি, মানুষে মানুষে দেবতা-জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ও তাঁহার সেবা অর্চনা প্রণাম সখ্য দাস্য ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ পরম ধর্ম। বর্ণধর্ম—ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম দম তপস্যা শৌচ সন্তোষ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান বিষ্ণুপরত্ব ও সত্য। তাহার বিশেষ ধর্ম—অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ—শৌর্য বীর্য ধৈর্য তেজ দান আত্মজয় ক্ষমা ব্রহ্মণ্যতা সত্য; তাহার বিশেষ ধর্ম—প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্মের অপর কয়টী, ও ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের নিকট কর-গ্রহণ। বৈশ্যের লক্ষণ—দেবতা গুরু বিষ্ণুতে ভক্তি, ধর্ম অর্থ কাম পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম, নৈপুণ্য, তাহার ধর্ম—কৃষি ও বাণিজ্য। শূদ্রের লক্ষণ—প্রণাম শৌচ সেবা নমস্কার পঞ্চযজ্ঞ অস্তেয় সত্য গোব্রাহ্মণরক্ষা; তাহার ধর্ম—দ্বিজাতিশুশ্রূষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ। স্ত্রীধর্ম—পতির শুশ্রূষা ও আনুকূল্য, পতির বন্ধুগণের অনুবৃত্তি ও পতির নিয়মধারণ, বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত হইয়া গৃহ মার্জন লেপন ও সুসজ্জিত রাখা, গৃহোপকরণ পরিষ্কার রাখা এবং বিনয় সত্য অথচ প্রিয়বাক্য ও প্রেম দ্বারা পতি-সেবা, যথালাভে সন্তুষ্টা, ভোগে নিস্পৃহা এবং আলস্যশূন্যা থাকা। সঙ্কর জাতিগণের বৃত্তি স্ব স্ব কুলাগত। উপর্যুপরি বীজবপনে যেমন ক্ষেত্র নির্বীর্য হয়, অতিশয় কামনাসেবায়ও চিত্ত সেইরূপ নির্বীর্য হইয়া পড়ে, অল্প সেবায় তাহা হয় না। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য—গুরুকুলে বাসের সময় জিতেন্দ্রিয় দাসবৎ থাকিয়া হিতাচরণ; প্রাতে গুরু অগ্নি সূর্য ও দেবগণের উপাসনা এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ, গুরুর চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বেদ অধ্যয়ন; কটিবন্ধনে মেখলা মৃগচর্ম জটা দণ্ড কমণ্ডলু উপবীত ও হস্তে কুশ ধারণ, প্রাতঃ ও সায়ং ভিক্ষাচরণ ও ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে নিবেদন ও গুরুর আজ্ঞা পাইলে ভোজন, নতুবা উপবাস

পরিমিত ভোজন, স্ত্রীলোকের সহিত সংযত ব্যবহার, গুরুপত্নীদের দ্বারা বেশ সাধন না করা। কারণ—

বর্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ॥
নম্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ ৭।১২।৭,৯

—অগৃহস্থ, বিশেষতঃ ব্রতচারী ব্রহ্মচারী, স্ত্রীবিষয়ক সঙ্গীত বর্জন করিবে। কারণ, ইন্দ্রিয়সকল অতি বলবান্, যতিরও মন হরণ করে। স্ত্রী অগ্নি ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভ। অতএব আপন কন্যার সহিতও নির্জনে অবস্থান করিবে না; সজন স্থানেও প্রয়োজনকালমাত্র থাকিবে।

বানপ্রস্থ—শস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ, মাত্র পক্ক ফলাদি। অগ্নি স্থাপন জন্য গৃহ বা পর্বতগুহা আশ্রয় করিবে। কেশ-নখাদি রাখিবে। শেষে—

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্।
জ্ঞাত্বাঽদ্বয়োঽথ বিরমেদ্দগ্ধযোনিরিবানলঃ॥ ৭।১২।৩১

—এইরূপে উপাধিলীন হইবার পর যে চিৎস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অবিনাশী জানিয়া ভেদজ্ঞানরহিত হইবে এবং কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ হইলে বহ্নি যেমন ক্ষান্ত হয়, সেইরূপ সর্বকর্ম হইতে বিরত হইবে।

যতিধর্ম—সর্বত্র ভ্রমণ, গ্রামে এক রাত্রি মাত্র বাস, কৌপীন দণ্ড মাত্র ধারণ, আত্মারাম, সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, সকল ভূতের সুহৃৎ, মৃত্যুকে অভিনন্দন বা জীবন লইয়া আনন্দ করিবে না, প্রলোভনাদি দ্বারা শিষ্য করিবে না, বহু গ্রন্থ পড়িবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না, মঠ নির্মাণও নিষিদ্ধ। পরমহংসধর্ম—ইচ্ছা হইলে লোকশিক্ষার্থ যম-নিয়ম ধারণ, নতুবা পরিত্যাগ। বালক, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় চলিবে। অজগরব্রত এক মুনির সংবাদ বলিলেন—দৈত্যপতি প্রহ্লাদ অনুচরগণসহ পর্যটন করিতে করিতে কাবেরীতটে সহ্যাদ্রির সানুদেশে ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ গূঢ়তেজা ভূতলে শয়ান এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দেহ কিপ্রকারে স্থূল হইল, এবং সকলেই কর্ম করে দেখিয়াও আপনি কেন সর্ব কর্মে নিরুদ্যম, আমাকে বলার যোগ্য হইলে বলুন। মুনি বলিলেন, রাজন্, তৃষ্ণা

কর্তৃক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া এখন মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই দেহ ধর্মাচরণ দ্বারা স্বর্গের, অধর্মের দ্বারা নীচ যোনিতে জন্মপ্রাপ্তির, ধর্মাধর্ম উভয় দ্বারা মনুষ্যত্বের এবং নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের দ্বার। কর্মনিরত স্ত্রীপুরুষ সুখও পায় না দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না দেখিয়া আমি নিবৃত্তির পথ লইয়াছি। রাজন্, আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই জীবের সুখ। ধনীদিগের সর্বদা অর্থহানির আশঙ্কা ও প্রাণীদিগের সর্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাজন্, মধুকর কত কষ্টে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু অপরে তাহা হরণ করিয়া নেয়, সে তাহাতে বিচলিত হয় না, নিয়ত মধু সংগ্রহই করিতে থাকে। অজগর কখনও প্রচুর ভোজন করে, কখনও কিছুই পায় না, তথাপি সদা শয়ানই থাকে। আমি অট্টালিকামধ্যে কখনও পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শায়িত কখনও বা ভূপতিত থাকি, কখনও সুন্দর বসনালঙ্কারে দেহ আবৃত করিয়া হস্ত্যশ্বারোহণে ভ্রমণ করি, কখনও গ্রহের ন্যায় দিগম্বর হইয়া বিচরণ করি। কাহারও নিন্দা বা স্তব কিছুই করি না, সকলেরই কল্যাণ কামনা করি। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মহাত্মা বিষ্ণুর সহিত ঐকাত্ম্য-লাভের।—মহাত্মা প্রহ্লাদ পুনঃ মুনির পূজা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

গৃহস্থধর্ম—

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়া কুর্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥
যাবদর্থমুপাসীত দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ॥
যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥
কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্॥
ক্ব তদীয় রতির্ভার্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥
সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ॥

৭।১৪।২,৫,৮,১৩,১৪

—হে রাজন্, গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি যথাকর্তব্য ক্রিয়াসকল বাসুদেবে সমর্পণ করিয়া নির্বাহ করিবেন এবং মহামুনিদিগের উপাসনা করিবেন। প্রয়োজনমাত্র বিষয়সেবা করিয়া দেহে ও গৃহে অন্তরে অনাসক্ত ও বাহিরে আসক্তবৎ থাকিয়া লোকসমাজে পৌরুষ প্রকাশ করিবেন। যে পরিমাণ দ্বারা উদরপূর্তি হয়, তাবৎ ধনমাত্রেই দেহিগণের স্বত্ব। তদপেক্ষা অধিক যে গ্রহণ করে, সে চোর, দণ্ডার্হ। এই ক্লেদপূর্ণ শরীর ও তাহার রতিজনক ভার্যাই বা কোথায়, আর গগনমণ্ডলচ্ছেদী পরমাত্মাই বা কোথায়? যে পুরুষ দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহ করেন এবং অবশিষ্ট অর্থে স্বত্ব ত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হন।

দেবতা ঋষি মনুষ্য ভূতবর্গ পিতৃগণ এবং আত্মা পঞ্চযজ্ঞের দেবতা—ইহাদিগের সেবা করিবে। শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধকার্য করিবে। যেখানে তপস্যা বিদ্যা ও দয়াযুক্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সেখানে হরির প্রতিমা আছে। গঙ্গাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর, কুরুক্ষেত্র গয়া প্রয়াগ পুলহাশ্রম নৈমিষারণ্য ফল্গুনদী প্রভাস দ্বারকা বারাণসী মথুরা বিষ্ণুসরোবর বদরিকাশ্রম, রাম ও সীতার আশ্রম, মন্দার মলয় প্রভৃতি কুলাচল—এই সকল স্থানে বাস পরম মঙ্গলকর জানিবে। রাজন্, রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দেবতা ঋষি সনকাদি মহর্ষি বিদ্যমান থাকিতেও তুমি অচ্যুতকে সর্বাপেক্ষা পূজার্হ স্থির করিয়াছ, তাঁহার পূজায়ই সকল জীবের তৃপ্তি। রাজন্, মনুষ্যেরা পরস্পর অবজ্ঞা করিতেছে দেখিয়া পণ্ডিতেরা ত্রেতাযুগে উপাসনার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পূজা না করিলে কোন ফল হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তপস্যা বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরির মূর্তি ধারণ করেন।

নারদ কতকগুলি বিধি উপদেশ দিলেন, যথা—জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, সেরূপ না পাইলে যোগ্য ব্রাহ্মণকে, কব্য ও হব্য দান করিবে। শ্রাদ্ধে দৈবে দুই ও পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। দেবতা ঋষি পিতৃগণ আত্মীয়গণকে যথাযোগ্য অন্ন ভাগ করিয়া দিবে। সর্বভূতকে ঈশ্বররূপে দেখিবে। শ্রাদ্ধে আমিষ দিবে না। নীবারাদি দ্বারা যেমন প্রীতি হয়, আমিষ দ্বারা সেরূপ হয় না। সন্তোষ অভ্যাস করিবে—

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ। ৭।.৫।১৬

—সন্তুষ্ট নিশ্চেষ্ট আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ, লোভের জন্য চতুর্দিকে ধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়?

ইন্দ্রিয়চালনা তেজ বিদ্যা যশ সব নষ্ট করে। কাম ক্রোধের বরং অন্ত হইতে পারে, কিন্তু লোভের অন্ত কখনও হয় না। সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা কামকে, কামের বিসর্জন দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থদর্শন দ্বারা লোভকে জয় করিবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগের বাধাগুলিকে, এবং কামনা বিষয়ে চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যেসকল প্রাণী হইতে ভয় জন্মে, তাহাদের হিতাচরণ দ্বারা সেই ভয় বা দুঃখ নিবারণ করিবে। মনঃপীড়াদি দুঃখকে সমাধি দ্বারা, আত্মজনিত দুঃখকে যোগের দ্বারা, আর নিদ্রাকে সত্ত্বগুণ দ্বারা দূর করিবে। গুরুতে ভগবান্বুদ্ধি করিবে। যিনি চিত্তবিজয়ে যত্নবান্, তিনি নিঃসঙ্গ ও অপরিগ্রহ হইবেন, একাকী নির্জনে বাস করিবেন ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত অন্নাদি আহার করিবেন। পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর ও সমতল আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন, এবং 'ওম্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরুদ্ধ করিবেন, আর নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন যে পর্যন্ত না মন কামনাসকল ত্যাগ করে। মন কামনাসক্ত হইয়া যে যে স্থান হইতে বাহির হইয়া যায় তখনই তাহাকে সেই সেই স্থান হইতে আনিয়া হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। নিরন্তর এইরূপ অভ্যাস দ্বারা যতির চিত্ত অল্পকাল-মধ্যেই কাষ্ঠশূন্য বহ্নিবৎ শান্তিপ্রাপ্ত হয়। কামনা দ্বারা অবিদ্ধ সর্ববৃত্তি-তিরোহিত চিত্ত ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তাহা কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না। অচ্যুতকে আশ্রয় না করিলে ইন্দ্রিয়-অশ্ব জীবকে বিষয়-দস্যু মধ্যে ও মৃত্যুময় সংসার-কূপে নিক্ষেপ করে। প্রবৃত্তি দ্বারা পিতৃযান ও পুনরাবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দ্বারা দেবযান ও অমৃতময় মুক্তি লাভ হয়।

অতীত এক কল্পে আমি উপবর্হণ নামে প্রিয়দর্শন কিন্তু সদা মদমত্ত ও লম্পট প্রকৃতির এক গন্ধর্ব ছিলাম। একদা দেবতাদের যজ্ঞে হরিগুণগানের নিমিত্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ নিমন্ত্রিত হন। আমি মত্ত অবস্থায় স্ত্রীগণপরিবৃত

হইয়া সেখানে যাই। দেবগণ আমাকে অভিশাপ করিলেন, তুমি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও। এই অভিশাপের ফলে আমি দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সঙ্গ ও শুশ্রূষা প্রভাবে আমি ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি।* ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থ সত্য সত্যই সন্ন্যাসিগণের পদবী লাভ করিতে পারে। রাজন্, তোমরা তো বিশেষ ভাগ্যবান্, কারণ কৈবল্যনির্বাণ-দাতা স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদের মাতুলপুত্র, প্রিয় সুহৃৎ, পুণ্য ও পরামর্শদাতা গুরু।

শ্রীনারদের এই সকল বাক্য শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণভক্তি আরও গাঢ় হইল। দেবর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম স্কন্ধ

১-৪ অধ্যায়

প্রথম চারি মনু, গজেন্দ্র ও গ্রাহ

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, গুরো, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তারিত শুনিলাম। এক্ষণে অন্যান্য মনুগণের কথা ও সেই মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ যাহা যাহা করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা আমাকে বলুন। শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্, এই কল্পে পর পর ছয়টী মনু অতীত হইয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দেবহূতির গর্ভে কপিল নামে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন। কপিলের কথা তোমাকে বলিয়াছি; ** ভগবান্ যজ্ঞের কথা পরে বলিব। শতরূপাপতি স্বায়ম্ভুব মনু কামভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন। তিনি ভার্য্যাসহ সুনন্দানদীর তীরে এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া শ্রীভগবানের স্তব ও কঠোর তপস্যা করেন। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ, তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রতপুত্র উত্তম, তাঁহার ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু। এই তামস মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ হরিমেধসের ঔরসে হরিণী নামক তাঁহার পত্নীর গর্ভে জন্ম লইয়া

---

* ৩ হইতে ৬ পৃঃ দেখুন।

** ৩৮ হইতে ৪২ পৃঃ দেখুন।

গ্রাহের কবল হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। আমি এক্ষণে তোমাকে সেই বিচিত্র কাহিনী বলিব।

ত্রিকূট নামে লৌহ রৌপ্য ও স্বর্ণময় তিনটি শৃঙ্গবিশিষ্ট অত্যুচ্চ এক সাগরবেষ্টিত পর্বত ছিল। ঐ পর্বতের উপত্যকায় দেবাঙ্গনাগণের ক্রীড়াভূমি ঋতুমৎ নামে বরুণের একটী সুরম্য উদ্যান, তাহাতে বিপুলায়তন একটি সুশোভিত সরোবর। একদা এক যূথপতি হস্তী করিণীগণসহ অরণ্যস্থ বৃক্ষাদি দলিত ও পশুগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া দ্রুতপদে ঐ সরোবরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঐ সরোবরের জল দ্বারা স্বয়ং ও করিণীগণকে স্নান-পান করাইল। তখন অকস্মাৎ ঐ জলমধ্যে এক বলবান্ কুম্ভীর আসিয়া অতি ভীষণ বেগে ঐ গজের চরণ আক্রমণ করিল। সে মুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিল। করিণীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গী হস্তিগণ তাহার অধোভাগ বলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু এই দুরন্ত নক্রের আক্রমণ কিছুতেই বিন্দুমাত্রও শিথিল হইল না। এইরূপে গজ-কুম্ভীরের পরস্পর আক্রমণ ও নিষ্ক্রমণ চেষ্টায় পূর্ণ এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। গজেন্দ্র ক্রমে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু ঐ নক্রের শক্তি ও আক্রমণের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া ঐ যূথপতি ভাবিল, আমি হীনবল হইয়া পড়িলাম, আমার যূথস্থ এতগুলি বলবান্ হস্তীও আমাকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিতেছে না, সুতরাং নিশ্চয় এই বলশালী শত্রু বিধাতার পাশ স্বরূপে প্রেরিত। সকল অগতির যিনি গতি, আমি এক্ষণে তাঁহার শরণাপন্ন হই, মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চিত করিয়া গজপতি তখন পূর্বজন্মার্জিত শিক্ষাবলে মনকে হৃদয়মধ্যে সমাহিত করিয়া এবং পূর্বাভ্যস্ত মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীভগবানের স্তোত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকং।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ৮।৩।২,৩

—ওঁ চিৎস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার। সেই আদিপুরুষ পরমেশকে একান্ত মনে ধ্যান করি। সমগ্র সত্তা যাঁহা হইতে উদ্ভূত, যাঁহা দ্বারা ধৃত ও যাঁহাতে স্থিত, যিনি নিজেই এই সমগ্র সত্তারূপী, অথচ যিনি 'ইহা' 'উহা' সংজ্ঞার অতীত এবং স্বয়ংপ্রকাশ, আমি তাঁহাতে প্রপন্ন হইলাম।

হে রাজন, গজেন্দ্র মূর্তিভেদ বর্ণন না করিয়া এই প্রকারে পরতত্ত্বের স্তব করিল। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির অভিমানী, সুতরাং তাঁহারা আসিলেন না। তখন অখিলাত্মা সর্বদেবময় শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া সেই গজপতির নিকট আবির্ভূত হইলেন। গরুড়োপরি উপবিষ্ট চক্রায়ুধ জগন্নিবাসকে দেখিয়া সেই পরমার্ত করিরাজ একটি জলপদ্মসহ তাহার শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিয়া "হে অখিলগুরো, হে নারায়ণ, হে ভগবান্" অতিকষ্টে এই বাক্য কয়টী উচ্চারণ করিল। শ্রীভগবান্ সহসা গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া অবলীলাক্রমে গজেন্দ্রসহ সেই দুষ্ট গ্রাহকে জল হইতে উদ্ধৃত করিলেন এবং নিজ চক্রদ্বারা সেই গ্রাহের মুখ বিদারিত করিয়া আকাশপথবর্তী কিন্নর ও দেবগণের সমক্ষে গজরাজকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

স্বর্গ হইতে কুশলকুসুমসমূহ বর্ষিত হইল, দুন্দুভিসকল বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্বগণ নৃত্য ও জয়গান করিলেন, ঋষি সিদ্ধ চারণগণ সেই মহামহিম পুরুষোত্তমের স্তব করিলেন। মহারাজ, ঐ গ্রাহ নিহত হইয়া এক পরমাশ্চর্য রূপ ধারণ করিল, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরিকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গুণগান করিল, এবং তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজন্, হূহূ নামক এক গন্ধর্ব দেবলমুনির শাপে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে বিষ্ণুর স্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া সে গন্ধর্বলোকে প্রস্থান করিল। আর, এই গজরাজ পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত দ্রবিড়ভূমির পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ছিলেন। একদিন জিতেন্দ্রিয় মৌনব্রতী সেই রাজা মলয়াচলে তপস্যাকালে শ্রীহরির পূজায় নিরত, এমন সময় সশিষ্য অগস্ত্য তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন রহস্য-উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া তুষ্ণীভূত, সুতরাং সেই মুনির অভ্যর্থনায় অক্ষম হইলেন। অগস্ত্য কুপিত হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 'এই অশিষ্ট ব্রাহ্মণাবমাননাকারী রাজা গজের ন্যায় স্তব্ধমতি, সুতরাং এ গজই হউক।' মুনি চলিয়া গেলেন,

রাজা ইহাকে দৈব ঘটনা নিশ্চয় করিয়া কুঞ্জরদেহ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে শ্রীহরির স্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া উভয় জন্মের পুণ্যবলে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে পরম গতি লাভ করিলেন।

৫-১২ অধ্যায়

সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্র, বলি

শুকদেব বলিলেন, চতুর্থ মনু তামসের কথা বলিয়াছি। তাহার সহোদর রৈবত পঞ্চম মনু। এই রৈবত-মন্বন্তরে শুভ্রের ঔরসে ও বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রমাদেবীর প্রার্থনায় তিনিই সর্বলোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ। এই চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেবসম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু অজিত নামে অংশাবতীর্ণ হন। তিনিই সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত আহরণ করেন।

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, সাগরমন্থন ও সেই উপলক্ষ্যে শ্রীভগবানের লীলাকথাসকল শুনিতে আমার বড়ই কুতূহল হইতেছে।

শুকদেব বলিলেন, অসুরসহ যুদ্ধে বহু দেবসৈন্য নিহত হইল। দুর্বাসা-শাপেও স্বর্গ শ্রীহীন হইয়া যাগযজ্ঞ লুপ্ত হইল। তখন দেবতারা সকলে সুমেরু-পর্বতের উপরে ব্রহ্মার সভায় আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে লইয়া ক্ষীরোদসাগর-তীরে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন এবং বিষ্ণুর স্তব করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, তোমরা অসুরগণের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপাদনের যত্ন কর। বিষ উঠিবে, তাহাতে ভয় পাইও না। যেসকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে, তাহাতেও লোভ বা তাহা না পাইলে ক্রোধ করিও না।—দেবগণ অসুরপতি বলির নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলি সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষ সমুদ্র-মন্থনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতিকষ্টে মন্দরপর্বত সাগরতীরে আনীত হইল। বাসুকিও রজ্জু হইলেন। কিন্তু সলিলে প্রবেশমাত্র আধার না পাইয়া মন্দর জলমগ্ন হইল। শ্রীভগবান্ তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করিয়া সেই গিরিকে নিজ পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

প্রথমেই হলাহল নামক বিষ উত্থিত হইল। দেবতারা ভীত হইয়া মহাদেবের শরণ লইলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিলেন। সর্বপ্রাণীর সুহৃদ্ শঙ্কর তখন নিজ পত্নী সতী দেবীকে বলিলেন,—

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।
প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে॥ ৮।৭।৪০

—যাহারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ ও পরস্পর বৈরভাবে বদ্ধ, যে পুরুষ তাহাদের প্রতি কৃপা করেন, সর্বভূতের আত্মা শ্রীহরি তাঁহার উপর প্রীত হন। ভগবান্ হরি প্রীত হইলে চরাচরসহ আমি প্রীত হই। অতএব আমি এই বিষ পান করিব, আমার প্রজাগণের কল্যাণ হউক।

শঙ্কর ঐ হলাহল পান করিলেন। তীব্র বিষের প্রভাবে তাঁহার কণ্ঠ নীল বর্ণ ধারণ করিল; তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ রাজন্,

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥ ৮।৭।৪৪

—প্রায়শঃ সাধুগণ লোকদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করাই অখিলাত্মা পরম পুরুষের আরাধনা।

ঐ মন্থন দ্বারা ক্রমে সুরভি নাম্নী গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত নামে বারণরাজ, ঐরাবত প্রভৃতি আটটি দিগ্‌গজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগ মণি, পারিজাত নামে সর্বকামনাপ্রদানকারী তরুরাজ, তৎপর স্বয়ং শ্রীদেবী উত্থিত হইলেন। ঐ দেবী নিজের জন্য উপযোগী আশ্রয় সন্ধান করিয়া দেখিলেন—কোথাও তপস্যা আছে, ক্রোধজয় নাই (যেমন দুর্বাসা), কোথাও উচ্চপদ আছে, কিন্তু কামজয় নাই (যেমন ব্রহ্মা চন্দ্র প্রভৃতি), কোথাও জ্ঞান আছে, কিন্তু অনাসক্তি নাই (যেমন শুক্রাচার্য), ধর্ম আছে, দয়া নাই (পরশুরাম), দীর্ঘায়ু আছে, শীল ও মঙ্গল নাই (মার্কণ্ডেয়)। যাঁহারা সর্ব-গুণ-সঙ্গবর্জিত, তাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ (সনকাদি), সুতরাং তাঁহারা সহচর হইতে পারেন না।* মুকুন্দ আত্মারাম, তথাপি ঐ দেবী তাঁহাকেই বরণ করিলেন। তারপর ঐ মন্থন হইতে সুরা নাম্নী এক কন্যা উদ্ভূত হইলে অসুরেরা ঐ কন্যাকে

* বন্ধনীর বাক্যগুলি স্বামীটীকায় দেখুন।

গ্রহণ করিল। সর্বশেষে অমৃত-কুম্ভ হস্তে মহামতি ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। অসুরেরা বলপূর্বক ঐ কুম্ভ লইয়া গেল। দেবগণ বিষণ্ণ হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তখন এক পরমাশ্চর্য রমণীরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উদিত হইলেন। অসুরগণ কামোন্মত্ত হইয়া এমন মুগ্ধ হইয়া গেল যে ঐ রমণীর নিকটে আসিয়া ঐ অমৃতকুম্ভ তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল, হে ভামিনী, আমরা এই অমৃতপানে অভিলাষী হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি নিশ্চয় বিধাতৃপ্রেরিত, আমাদের আত্মকলহ ভঞ্জন করিয়া অসুরকুলেব মঙ্গলের বিধান করিয়া দাও। দেব ও অসুরগণকে দুই পৃথক্ পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া ঐ মোহিনী অসুরদিগকে প্রিয়বাক্যাদি দ্বারা বঞ্চিত করিয়া দূরস্থ দেবগণকে জরামরণহারিণী সেই সুধা পান করাইলেন। সুচতুব অসুর রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া দেবপঙ্‌ক্তিতে বসিয়াছিল, সে অমৃত পান করিল। দেবগণমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য রাহুকে চিনিতে পারিয়া তাহার মস্তক চক্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সে অমৃত পান করিয়াছিল, সুতরাং মরিল না। সেই আক্রোশে অদ্যাপি রাহু চন্দ্রসূর্যের প্রতি ধাবমান হয়। শ্রীভগবান্ তখন স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন।

তৎপর দেবাসুরে এক ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহু অসুর নিহত হইল। বিরোচনপুত্র বলি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র শতপর্ব বজ্র উত্থিত করিয়া বলিলেন, রে মন্দাত্মন্, এই বজ্রের দ্বারা তোর শিরশ্ছেদ করিতেছি, তুই কি প্রতিকার করিবি, কর। বলি বলিলেন,—

সংগ্রামে বর্তমানানাং কালচোদিতকর্মণাম্।
কীর্তির্জয়েঽজয়ে মৃত্যুঃ সর্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ॥
তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ॥
ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্।
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহ্ণীমো মর্মতাড়নাঃ॥ ৮।১১।৭-৯

—কালপ্রেরিতকর্মা যুদ্ধার্থীদিগের সকলেরই কীর্তি জয় পরাজয় মৃত্যু ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে। বিদ্বান্‌গণ এই জগৎকে কালের বশ মনে করিয়া হর্ষ-

শোকের অধীন হন না। তোমরা অজ্ঞ। তোমাদের মর্মপীড়াদায়ক বাক্যসকল সাধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম না, কারণ আমরা নিজদিগকে জয়-পরাজয়ের কর্তা বলিয়া মনে করি না।

বলি গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন দানবগণের প্রভূত ক্ষয় দর্শন করিয়া ব্রহ্মাপ্রেরিত নারদ আসিয়া দেবগণকে নিবৃত্ত করিলেন। অসুরগণ বলিকে লইয়া অস্ত-পর্বতে গমন করিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী-বিদ্যাদ্বারা তাহাকে জীবিত ও সবল করিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি পরাজয়েও কিছুমাত্র খিন্ন হইলেন না -'পরাজয়েঽপি নাখিদ্য-ল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ'।

১৩-১৪ অধ্যায়

৭ম হইতে ১৪শ মনু—মনুদের কার্য

ষষ্ঠ মনুর সময় এই সব ঘটনা হয়, পূর্বেই বলিয়াছি। বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু, তিনিই বর্তমান মনু। এই মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে শ্রীভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অদিতিপুত্রগণের সর্বকনিষ্ঠবামনরূপধারী বিষ্ণু। ইনিই ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞাছলে অসুরপতি বলিকে নিগৃহীত করিয়া পরে তাহাকে কৃপা করেন। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হইবেন। তখন দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্বভৌম নামে খ্যাত হইবেন। ভূতকেতু নবম মনু হইবেন। ঐ মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ ঋষভ নামে পরিচিত হইবেন। দশম মন্বন্তরে বিশ্বসৃকের গৃহে বিসূচীর গর্ভে অংশে জন্ম লইয়া বিষ্বক্সেন নাম ধারণ করিবেন। একাদশ মন্বন্তরে ধর্মসাবর্ণি মনু হইবেন, শ্রীভগবান্ একাংশে আর্যকের গৃহে জন্ম লইয়া ধর্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। দ্বাদশ মনু রুদ্র-সাবর্ণির সময় সত্যসহার ঔরসে সুনৃতার গর্ভে জন্মিয়া শ্রীহরি স্বধামা নামে খ্যাত হইবেন। ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দশ মনু হইবেন। সত্রায়ণ ও বিশতার পুত্র বৃহদ্‌ভানুরূপে জন্ম লইয়া ভগবান্ ক্রিয়া-কলাপ বিস্তার করিবেন। এই চৌদ্দটি মনুর কাল এক কল্প। মনুগণ তত্তৎ

মন্বন্তরেব অবতারগণ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া জগতে কার্য নির্বাহ করেন এবং চতুর্যুগান্তে কালপ্রভাবে নষ্ট শ্রুতির পুনরুদ্ধার ও ধর্মের প্রবর্তন করেন। প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্র ত্রৈলোক্য পালন ও পর্যাপ্ত বারি-বর্ষণ করেন এবং ভগবদ্দত্ত ত্রৈলোক্যসম্পদ্ ভোগ করেন। শ্রীভগবান্ প্রতিযুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম ও দত্তাত্রেয়াদি যোগেশরূপে যোগ উপদেশ করেন। তিনিই প্রজাপতিরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, রাজমূর্তি ধারণ করিয়া প্রজা পালন এবং কালরূপী হইয়া প্রজা সংহার করেন।

১৫-২৩ অধ্যায়

বলি, অদিতি, কশ্যপ, বামন

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, আপনি বলির নিকট শ্রীহরির ভূমি-যাচ্ঞাদি বিষয় যে বলিয়াছেন, সেই আশ্চর্য ব্যাপার বিস্তারিত করিয়া আমাকে বলুন।

শুকদেব বলিলেন রাজন্, সমুদ্রমন্থনলব্ধ অমৃতবণ্টনের পর দেবাসুরের তুমুল সংগ্রামে বলি প্রাণহীন হইয়া শুক্রাচার্যের বিদ্যাপ্রভাবে সঞ্জীবিত হইলেন, একথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। বিরোচনপুত্র বলি সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণদ্বারা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞের হুতাশন হইতে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূণীর এবং কবচ উত্থিত হইল। পিতামহ প্রহ্লাদ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অম্লান পুষ্পমালা এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁহাকে এক দিব্য শঙ্খ প্রদান করিলেন। বলি পিতামহের পাদ গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিলেন। তৎপর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত রথে আরোহণ করিলেন, দিব্যাস্ত্রসমূহদ্বারা সুসজ্জিত বিপুল অসুর-বাহিনীসহ ইন্দ্রপুরী অবরোধ করিলেন এবং মহাস্বন সেই শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিলেন, বলিকে এখন স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা সকলে এখন অদৃশ্য থাকিয়া কাল প্রতীক্ষা কর। দেবগণ তাহাই করিলেন। বলি দেব-রাজধানী অধিকার করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

দেবমাতা অদিতি স্বামিত্যক্ত আশ্রমে অনাথার ন্যায় পরিতপ্তা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদা সমাধি-নিবৃত্ত হইয়া অদিতিপতি কশ্যপ অরণ্য হইতে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি পত্নীকে দীনমনে উপবিষ্টা ও আশ্রমকে নিরানন্দ দেখিয়া পত্নীকে বলিলেন, ভদ্রে, কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমার পুত্রগণের কুশল ত? কোন অতিথি আশ্রমে আসিয়া কি অনাদৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন? কারণ,

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যাতি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥ ৮।১৬।৭

—যেসকল গৃহে অতিথিগণ আসিয়া জলদ্বারাও অভ্যর্থিত না হইয়া ফিরিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালের বিবরতুল্য।

অদিতি বলিলেন, হে সুব্রত, সপত্নগণ আমার পুত্রগণের সমস্ত শ্রী হৃত করিয়াছে, রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ॥
ক্ব দেহো ভৌতিকো নাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্॥

৮।১৬।১৮,১৯

—হে রাজন্, অদিতি এইরূপ বলিলে প্রজাপতি কশ্যপ যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, অহো, বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী, এই জগৎ স্নেহে বদ্ধ। এই ভূতাদি নির্মিত দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়? পতি-পুত্রাদি কে কাহার? মোহই এই সকলের একমাত্র কারণ।

ভদ্রে, সর্বভূতাত্মা জগদ্গুরু বাসুদেবের আরাধনা কর। কেননা—

অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম। ৮।১৬।২১

—ভগবদ্ভক্তিই নিশ্চিত ফলপ্রদ, আর সকলই বৃথা, ইহাই আমার ধারণা।

তখন কশ্যপ পয়োব্রত নামে এক ব্রত নিষ্ঠার সহিত ধারণ করিতে

অদিতিকে উপদেশ দিলেন, এবং ঐ ব্রতের স্তব বলিয়া দিলেন। উহার নিয়মাদি মধ্যে ইহাও বলিলেন—

বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ। ৮।১৬।৪৯

—অসদালাপ এবং উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়বিধ ভোগ পরিত্যাগ করিবে। সর্বভূতে অহিংস ও বাসুদেবপরায়ণ হইবে।

এইরূপে তাঁহার পূজা করিলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট পূরণ ক'রিবেন।—অদিতি মনকে একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা অখিলাত্মা বাসুদেবে সমাহিত করিয়া নিষ্ঠার সহিত ঐ ব্রত আচরণ করিলেন। হে তাত, শ্রীভগবান্ আদিপুরুষ তখন অদিতির নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন। অদিতি—

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্।
ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতিবিহ্বলা॥ ৮।১৭।৫

—তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া সাদরে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রীতিবিহ্বল হইয়া শরীর দ্বারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দাশ্রুতে নেত্রদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে নয়নধারা রুদ্ধ করিয়া সমীপস্থ সেই জগৎপতির অপরূপ রূপরাশি পান করিতে করিতে অদিতি প্রীতি-গদ্‌গদ বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার স্তব করিলেন। পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি বলিলেন, হে দেবমাতঃ, পুত্রদিগের জন্য ব্যথিত হইয়াছ। বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা অসুরগণ এখন পরাজিত হইবে না। আমি অংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। এই দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।—

এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে ভগবান্ বামনদেবের জন্ম হইল। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া সেই উরুগায়ের স্তব করিলেন। তিনি বটুরূপ ধারণ করিলেন। উপনয়নকালে সবিতৃদেব তাঁহাকে সাবিত্রী-মন্ত্র বলিলেন; বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, ভূমি কৃষ্ণাজিন, সোম দণ্ড, মাতা অদিতি কৌপীন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, সরস্বতী

অক্ষমালা, কুবের ভিক্ষাপাত্র ও ভগবতী উমা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। সেই বামনদেব সজল কমণ্ডলু ও ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিপদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করিতে করিতে নর্মদার উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছ নামক বলির যজ্ঞক্ষেত্রে অরুণরাগ-রঞ্জিত রবিমণ্ডলের ন্যায় আসিয়া উদিত হইলেন। ঋত্বিকৃগণ ও যজমান অসুরপতি সেই তেজোদৃপ্ত অভিনব মূর্তি দেখিয়া প্রত্যুদ্‌গমনপূর্বক সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বলি তাঁহার পাদদ্বয় স্বয়ং ধৌত করিয়া দিয়া পাদশৌচ-জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ ভবানাগতো গৃহান্॥
অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ঞ্চ ভূরহো তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব॥
যদ্‌যদ্ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুকর্তয়ে।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধামমৃষ্টং তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্।
গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা রথাংস্তথার্হত্তম সংপ্রতীচ্ছ॥
৮।১৮।৩০,৩১,৩২

—অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেন, অদ্য আমার কুল পবিত্র হইল। অদ্য আমার এই যজ্ঞ অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইল, যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আমার অগ্নিসমূহ যথাবিধি হুত হইলেন, আপনার পদজলে আমার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল, এই ভূমি আপনার ক্ষুদ্র পদন্যাসে পূত হইল। হে বটু, আপনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা গ্রহণ করুন, আপনাকে প্রার্থী মনে হইতেছে। হে পূজ্যতম, গো, সুবর্ণ, উৎকৃষ্ট গৃহ, সুমিষ্ট অন্ন-পানীয়, বিপ্রকন্যা, ভূরি ভূরি সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, যাহা আপনার অভিলষিত, তাহাই গ্রহণ করুন।

বামনদেব বলিলেন, জনদেব, তোমার এই বাক্য সুনৃত, ধর্মযুক্ত এবং তোমার কুলোচিত। তোমার বংশে এ যাবৎ এমন নিঃসত্ত্ব কৃপণ কেহ জন্মে নাই যে প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ—মহাভাগবত প্রহ্লাদের ত কথাই নাই—তোমার পিতা বিরোচনও নিজ শত্রু দেবগণকে ছদ্মবেশধারী জানিতে পারিয়াও

আপন পরমায়ু দান করিয়াছিলেন। তুমি পূর্বপুরুষ ও মহাপুরুষগণের আচরিত ধর্মই অবলম্বন করিয়াছ। তোমার নিকট আমার এই পদের পরিমিত তিনপদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছি। আর কিছু চাহিব না। যাবন্মাত্র প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপভাজন হন না। বলি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ-বটু, তোমার বুদ্ধি নিতান্তই বালকের ন্যায়। ত্রিলোকের একেশ্বর আমার নিকট তুমি এ কি চাহিলে? আমাকে যাচ্ঞা করিয়া কাহাকেও কখনই অপরের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিতে হয় নাই। তুমি অন্ততঃ জীবিকাধারণোপযোগী ভূমি গ্রহণ কর। বামন বলিলেন, রাজন্, আমি শুনিয়াছি, পৃথু গয়াদি সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজগণও তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। –

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ততে সুখম্।
নাসন্তুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ॥
পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ॥
যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্ধতে।
তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ॥
তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্‌বরদর্ষভাৎ।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্। ৮।১৯।২৪-২৭

—যে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বস্তুতে সন্তুষ্ট, সে-ই সুখী। অসন্তুষ্ট অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিভুবন লাভ করিলেও সুখী হয় না। অর্থ ও কামনাবিষয়ে যে অসন্তোষ, তাহাই সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমনের কারণ। আপনা হইতে উপস্থিত বস্তুতে সন্তোষই মুক্তির কারণ। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ বর্ধিত হয়। বহ্নি যেমন জল দ্বারা নির্বাপিত হয়, ব্রহ্মতেজও তেমন অসন্তোষের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব হে বরদশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট তিন পাদ ভূমিমাত্রই প্রার্থনা করি, ইহাতেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, প্রয়োজন-পরিমাণ বিত্তই নিতে হয়।

বলি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভগবন্, তবে আপনার ইচ্ছানুরূপই গ্রহণ করুন,—এই বলিয়া ভূমিদান জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য রাজাকে বাধা দিয়া বলিলেন, মহারাজ, এই বামনরূপী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু, মায়াবলে তোমার স্থান, শ্রী, যশ, বিদ্যা, সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিবেন। হে মূঢ়, বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করিয়া তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? নিশ্চয়ই সমগ্র দৈত্যকুলের মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। আর, তিনলোক দিয়াও বিষ্ণুর ত্রিপাদ পূরণ করিতে অক্ষম হইয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধে তুমি নিরয়গামী হইবে। আরও দেখ,

> ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
> দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ॥
> ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
> পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥ ৮।১৯।৩৬,৩৭

—যে দানে দাতার জীবিকা বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেরূপ দানের প্রশংসা করেন না। দান যজ্ঞ তপস্যা পূজাদি বৃত্তিমান্ লোকেরাই করিতে পারেন। ধর্ম যশ অর্থ কাম ও স্বজন এই পাঁচভাগে বিত্তকে বিভক্ত করিলে, ইহ-পর উভয় লোকে সুখ হইয়া থাকে।

> স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
> গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতং॥ ৮।১৯।৪৩

—স্ত্রীসমীপে, পরিহাসবাক্যে, বিবাহবিষয়ে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণ-সঙ্কটকালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং কাহারও প্রাণহিংসা নিবারণার্থ মিথ্যা-কথন দোষের নহে।

বলি গুরুর এই বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, ভগবন্, গৃহস্থদের যে ধর্ম আপনি বলিলেন তাহা যথার্থ, কিন্তু—

> স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্।
> প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা॥
> ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
> সর্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ।
ন স্থানচ্যবনান্ মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ॥
যদ্ যদ্ ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সম্পরেতং ধরাদিকম্।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ॥
শ্রেয়ঃ কুর্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্ শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু॥ ৮।২০।৩-৭

—প্রহ্লাদের বংশধর আমি 'দিব' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া বিত্তলোভে বঞ্চকের ন্যায় কি করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব? পৃথিবী বলিয়াছেন, অসত্য হইতে অধিক অধর্ম আর নাই, অসত্যপর নর ছাড়া অন্য সকলের ভারই সহ্য করিতে পারি। আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করা যেরূপ ভয় করি, নরক হইতে, কিম্বা সর্বপ্রকার দুঃখের আকর দারিদ্র্য হইতে, স্থানচ্যুতি হইতে এমন কি মৃত্যু হইতেও তেমন ভয় করি না। যে দানে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হন না, সে দান বিফল। অতএব এই ব্রাহ্মণের প্রার্থিত সকল দানই আমার কর্তব্য। দধীচি, শিবি প্রভৃতি দুস্ত্যজ্য প্রাণ দ্বারা প্রাণিগণের সেবা করিয়াছেন। সামান্য ভূমির কি কথা!

দুরন্ত কাল আমার পূর্ববর্তী দৈত্যগণের সকলকেই নিঃশেষে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অর্জিত যশোরাশিকে অদ্যাপি কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বীর-সুলভ, কিন্তু সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাসহকারে দান করে, এমন পুরুষ দুর্লভ। সামান্য যাচকের অভিলাষপূরণে দৈন্য উপস্থিত হইলেও তাহা উদারচেতা পুরুষের পক্ষে শোভন। আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্‌গণের বাঞ্ছা পুরণে দারিদ্র্যলাভ ত মহাসৌভাগ্য। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হউন আর শত্রুই হউন, আমি এই বটুর প্রার্থিত ভূমি দান করিব।

যদ্যপ্যসাবধর্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ ৮।২০।১২

—নিরপরাধ আমাকে যদি ইনি অধর্মপূর্বক বন্ধনও করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী এই যাচক শত্রুকে হিংসা করিব না।

শুক্রাচার্য তখন সেই সত্যসন্ধ মনস্বীকে দৈবপ্রেরিত হইয়া অভিশাপ

করিলেন, তুমি আমার শাসন অতিক্রম করিলে, সুতরাং অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবে।

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্।
বামনায় দদাবেনামর্চিত্বোদকপূর্বকম্॥ ৮।২০।১৬

—এইরূপে স্বীয় গুরুদ্বারা অভিশপ্ত হইয়াও সেই মহাত্মা সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। সেই বামনকে অর্চনা করিয়া ভূমি স্পর্শ পূর্বক জল দান করিলেন।

মুক্তাভরণভূষিতা বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী অমনি জলপূর্ণ একটি সুবর্ণকুম্ভ তথায় অনায়ন করিলেন।

যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা।
অবনিজ্যাবহন্ মূর্দ্ধ্নি তদপো বিশ্বপাবনীঃ॥ ৮।২০।১৮

—তখন যজমান স্বয়ং সেই শ্রীমৎপাদযুগল সানন্দে প্রক্ষালিত করিয়া বিশ্বপাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন।

দেবগন্ধর্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর চারণগণ স্বর্গ হইতে পরম হর্ষে কুসুম বর্ষণ করিলেন, সহস্র সহস্র দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া উঠিল, কিন্নর কিম্পুরুষগণ এই বলিয়া গান করিতে লাগিলেন, অহো, জানিয়া-শুনিয়া শত্রুকে ত্রিলোক দান করিয়া অসুরেশ্বর বলি আজ কি সুদুষ্কর কার্য করিলেন।—বলি ঋত্বিক্ সদস্যগণসহ তখন সেই মহৈশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণবটুর দেহে ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধ ও বিধি, দুই পক্ষ্মে দিবা ও রাত্রি, কণ্ঠদেশে সামবেদাদি সমস্ত শব্দ, ললাটে মন্যু, রসনায় বরুণ, বদনে বহ্নি, অধরে লোভ, হাস্যে মায়া, গাত্রে স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহ, রোমসকলে ওষধিগণ, নাড়িতে নদী, নখে শিলা, পৃষ্ঠে অধর্ম, ইন্দ্রিসকলে দেবতা ও ঋষিগণ, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্বত, জানুদেশে পক্ষিসকল, উরুদ্বয়ে মরুদ্‌গণ, পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল, স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পাদন্যাসে যজ্ঞ ও ছায়ায় মৃত্যু দেখিতে পাইলেন। শ্রীহরি মধুকর-নিকরযুক্ত বনমালায় বিভূষিত হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তারপর, এক পদে বলির সকল ভূমি, শরীরে আকাশ ও বাহুতে দিক্‌সকল আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্, সেই ভগবান্ যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করিলেন, তখন

স্বর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় পদের জন্য আর অণুমাত্র স্থান রহিল না। ঐ দ্বিতীয় পদ মহর্লোক ও তপোলোকের উপরিস্থিত সত্যলোক স্পর্শ করিল।

শ্রীভগবান্ বামনদেবের দ্বিতীয় চরণ সত্যলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ নানা উপহার দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য নৃত্যগীত সহকারে সেই পাদপদ্মের পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। এদিকে অসুরগণ সেই ব্রাহ্মণবটুদ্বারা স্বীয় প্রভুকে নির্জিত দেখিয়া নানা অস্ত্রসহ তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। বিষ্ণুর অনুচরগণ তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বলি কহিলেন, হে অসুরগণ, কাল আমাদের প্রতিকূল, তোমরা নিরস্ত হও। তাহারা তথা হইতে বিতাড়িত হইযা রসাতলে প্রবেশ করিল। পক্ষিরাজ গরুড় প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিকে বারুণপাশে বদ্ধ করিল। স্বর্গ ও পৃথিবীতে তুমুল হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। বামনদেব বলিলেন, হে অসুর, আমার দুই পদে সমুদয় মহী আক্রান্তা হইয়াছে, এখন তৃতীয় পদেব জন্য স্থান প্রদান কর। তুমি নিজেকে আঢ্য মনে করিয়া দানের অঙ্গীকার করিয়াছ, সেই অঙ্গীকার পূরণ করিতে পারিলে না। সুতরাং প্রতারণা করিলে, অতএব তোমার নিজ গুরুর কথামতই এক্ষণে কিছুকাল নরক ভোগ কর। কারণ,

> বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ।
> প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে॥ ৮।২১।৩৩

—প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করিয়া যে অর্থীকে বঞ্চনা করে, তাহার মনোরথ নিষ্ফল হয়, তাহার স্বর্গ দূরগত, তাহার অধঃপতন হয়।

বলি বলিলেন, হে উত্তমঃশ্লোক, আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না, আমি আপনার তৃতীয় পদের জন্য স্থান দিতেছি—আমার মস্তকই সেই স্থান —'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্'। পদচ্যুতি, পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, কিন্তু অপযশ দ্বারা আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হই। আপনার প্রদত্ত দণ্ডকে আমি শ্লাঘ্যই মনে করি, কারণ আপনি এই দণ্ডের দ্বারা মদমত্ত অসুরগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদের পরোক্ষ গুরুর কার্য করিলেন। আপনার প্রতি বৈরভাব অবলম্বন দ্বারা যে সিদ্ধি লভ্য, অসুরগণ অদ্য তাহা প্রাপ্ত হইলেন—

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ॥
৮।২২।৯

—অন্তে যে দেহ অবশ্য ত্যাগ করিবে, তাহাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী স্বজনরূপ দস্যুগণেই বা কি প্রয়োজন? যে স্ত্রী সংসারের হেতু-স্বরূপ, তাহাতেই বা কি প্রয়োজন? উহাতে কেবল আয়ুরই ক্ষয় হয়।

আমার অগাধবোধ মহান্ পিতামহ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জনসঙ্গে ভীত হইয়া স্বপক্ষক্ষয়কারী আপনার অকুতোভয় ধ্রুব পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। যে সম্পদে মুগ্ধ হইয়া জীব কৃতান্তকে সতত নিকটবর্তী জানিয়াও জানিতে পারে না, আমি আপনার দ্বারা বলপূর্বক সেই সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত হইলাম, এ আমার কি সৌভাগ্য!—শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তখন তারানাথ পূর্ণশশধরের ন্যায় ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ সে স্থানে আসিয়া সহসা উদিত হইলেন। পাশবদ্ধ ইন্দ্রসেন বলি প্রদীপ্ত সুভগ উন্নতদেহ পিতামহকে দেখিয়া পূজোপহার দিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল অশ্রুবিলোলনয়নে মস্তক নমিত করিয়া ব্রীড়াজড়িত অধোমুখে অবস্থান করিয়া রহিলেন। পুলকাশ্রুবিহ্বল মহামনা প্রহ্লাদ ভূলুণ্ঠিতমস্তকে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্, আপনিই বলিকে এই ইন্দ্রপদ দিয়াছিলেন, আপনিই অদ্য সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করিলেন, ইহা অপেক্ষা উহার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্যুঃ।
কর্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিত-কর্তৃবাদাঃ॥ ৮।২২।২০

—হে ঈশ্বর, আপনি নিজ ক্রীড়ার্থ এই ত্রিভুবন রচনা করিয়াছেন। কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহার উপর প্রভুত্বের অভিমান করে। যে নির্লজ্জগণ আপনার কর্তৃত্ব না মানিয়া 'আমরা কর্তা' বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহাদের এমন কি সাধ্য আছে যে আপনাকে আবার দান করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভূতেশ, এই হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ

নিগ্রহযোগ্য নহে, সত্যরক্ষার জন্ম অকাতরে সর্বসম্পদ সহ নিজেকে পর্যন্ত দান করিয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন,

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥ ৮।২২।২৪

—হে ব্রহ্মন্, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত করি। কারণ, পুরুষ সম্পদে মত্ত ও অবিনীত হইয়া সমস্ত লোককে, এমন কি আমাকেও, অবজ্ঞা করে।

ব্রহ্মন্, দৈত্যদানবকুলের কীর্তিবর্ধন এই বলি দুর্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে। জ্ঞাতিগণ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত কবিয়াছেন, আমার ছলনা বুঝিতে পারিয়াও এই সুব্রত সত্যকে পরিত্যাগ করে নাই। আমি ইহাকে দেবদুর্লভ স্থান প্রদান করিতেছি, সাবর্ণি মন্বন্তবে ইনি ইন্দ্র হইবেন, তাবৎকাল ইনি সুতলে বাস করুন। হে বলি, সেখানে দেব-মানব কেহ তোমাকে অতিক্রম করিতে পাবিবে না। আমি অনুচরবর্গ সহ তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি সতত আমাকে সেইস্থানে সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। তোমার মঙ্গল হউক।

পাশমুক্ত প্রীতিপ্রফুল্ল বলি বলিলেন, আপনি লোকপাল অমবগণের অলব্ধপূর্ব অনুগ্রহ এই নীচ অসুরের প্রতি অর্পণ কবিলেন। এই বলিয়া শ্রীহরি ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অবনতমস্তকে প্রণাম কবিয়া বলি অনুচরবর্গ সহ সুতলে প্রবেশ করিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন, প্রভু, আপনি এই খলযোনি অসুরগণের দুর্গপালত্ব স্বীকার করিলেন, এ অনুগ্রহ ব্রহ্মা লক্ষ্মী বা দেবদেব মহাদেবও লাভ করিতে পারেন নাই। আপনার ভক্তবাৎসল্যের কি অপূর্ব মহিমা! শ্রীভগবান বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ, তুমি পৌত্রসহ সুতলস্থ আলয়ে গিয়া বাস কর। সেখানে গদাহস্তে নিয়ত আমাকে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। সেখানে গিয়া তুমি পৌত্রসহ জ্ঞাতিগণেব আনন্দ বর্ধন কব। প্রহ্লাদ ভগবানের অনুমতি লইয়া সুতলে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভগবানের আদেশক্রমে শুক্রাচার্য বলির যজ্ঞচ্ছিদ্র পূর্ণ কবিয়া দিলেন। বামনদেব বলি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত রাজ্য ইন্দ্রকে দান করিলেন। ইন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনকে লোকপালগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

২৪-অধ্যায়

মৎস্য-অবতার, সত্যব্রত বা বৈবস্বত মনু

পূর্বে বরাহ এবং কূর্ম অবতাররূপে লীলা বর্ণিত হইয়াছে। রাজা পরীক্ষিৎ এক্ষণে মৎস্য অবতারের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। শুকদেব বলিলেন, ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন যখন নৈমিত্তিক প্রলয় হইল, তখন ভূরাদি লোকসকল সাগরসলিলে নিমগ্ন হইল, বেদসকল দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব অপহরণ করিল। সত্যব্রত নামে রাজর্ষি কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহার অঞ্জলিস্থ জলে একটী শফরী দৃষ্ট হইল। রাজা তাহাকে নদীর জলে বিসর্জন করিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, আমি বিপন্না, আমাকে আশ্রয় দিন। রাজা তাহাকে কমণ্ডলুতে রাখিয়া আশ্রমে নিয়া গেলেন। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সে জলাশয়ে থাকিতে পারিল না। রাজা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, আমাকে সমুদ্রে ফেলিবেন না, মকরাদি বলবান্ জন্তুগণ খাইয়া ফেলিবে। রাজা তখন এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া ঐ শফরীকে স্বয়ং শ্রীহরির অবতার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং অবনতমস্তকে স্তব করিয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি কেন এই রূপ ধারণ করিলেন, বলুন। মৎস্যরূপী শ্রীভগবান্ বলিলেন, রাজন্ অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য প্রলয়ার্ণবে নিমগ্ন হইবে। তখন আমার প্রেরিত এক বৃহৎ তরণী তোমার নিকট আসিবে। তুমি সর্বপ্রকার ওষধি ছোট বড় বীজসকল ও ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাণীসকলকে লইয়া ঐ নৌকায় উঠিবে। সেই অর্ণবে আলোক থাকিবে না, সপ্তর্ষিগণের তেজে উহা আলোকিত হইবে। প্রবল বায়ুতে ঐ নৌকা যখন কাঁপিতে থাকিবে, আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্পকে রজ্জু করিয়া আমার শৃঙ্গে ঐ নৌকা বন্ধন করিবে। রাত্রির শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে সেই নৌকায় লইয়া বিচরণ করিব। তৎকালে আমার মহিমা তোমার নিকট বিবৃত করিব, তুমি তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পরে ক্রমে ঐরূপ সমস্তই ঘটিল। মৎস্যরূপী হরি হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া বেদ উদ্ধার করিলেন। মহারাজ সত্যব্রত বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এক্ষণে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন।

নবম স্কন্ধ

১-৩ অধ্যায়

বিবস্বান্, শ্রাদ্ধদেব, ইক্ষ্বাকু, নভগ

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, আপনি মৎস্যাবতারপ্রসঙ্গে রাজর্ষি সত্যব্রতের কথা বলিলেন এবং তিনিই শ্রাদ্ধদেব নামে জন্ম লইয়া শ্রীহরির বরে বৈবস্বত মনু হন, তাহাও বলিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার বংশে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, পরমপুরুষের নাভি হইতে নির্গত হিরণ্ময় পদ্মকোষে ব্রহ্মার জন্ম, তাঁহার মানসপুত্র মরীচির পুত্র কশ্যপ, তাঁহার স্ত্রী অদিতি—এই সকল কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি। কশ্যপ ও অদিতির অন্যান্য পুত্রের কথাও বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের অপর পুত্রের কথা বলিব। তাঁহার নাম বিবস্বান্। তাঁহার পুত্রই শ্রাদ্ধদেব। শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ পুত্র। তন্মধ্যে একটীর নাম নভগ। নভগের পুত্র নাভাগ।

৪-৫ অধ্যায়

নাভাগ, অম্বরীষ, দুর্বাসা, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু

নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করায় ভ্রাতাগণ তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের ভিতর বিভক্ত করিয়া লইল। নাভাগ যখন গুরুগৃহ হইতে আসিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অংশ কোথায়? ভ্রাতারা বলিল, পিতাকে তোমার অংশে রাখিয়াছি, তুমি তাঁহার নিকট যাও। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, মানুষ কি দায়যোগ্য সম্পত্তি হইতে পারে? যাহাই হউক, তোমার জীবনোপায় বলিয়া দিতেছি। সম্প্রতি

আঙ্গিরসগণ একটী যজ্ঞ করিতেছেন, সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাঁহাদের একটী বিচ্যুতি হইতেছে। আমি তোমাকে দুইটী সূক্ত শিখাইয়া দিতেছি, তুমি সেই যজ্ঞস্থলে গিয়া ঐ সূক্তদ্বয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিবে, তাঁহারা প্রীত হইয়া তোমাকে যজ্ঞাবশেষ বহু ধন দান করিয়া যাইবেন। নাভাগ তাহাই করিলেন, এবং ঐ মুনিগণের ত্যক্ত সমস্ত ধন পাইলেন। এমন সময় রুদ্র আসিয়া বলিলেন, সমস্ত যজ্ঞাবশিষ্ট সম্পত্তিতে একমাত্র আমারই অধিকার, তুমি ইহা পাইবে না। বিবাদভঞ্জনজন্য উভয়ে নভগকেই মধ্যস্থ মানিলেন। নভগ বলিলেন, হাঁ, এই ধন রুদ্রেরই প্রাপ্য। নাভাগ রুদ্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া ধনের দাবী ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। রুদ্র সন্তুষ্ট হইয়া নাভাগকেই ঐ সমস্ত ধন দান করিলেন। এই নাভাগের পুত্র মহাভাগবত অম্বরীষ। অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হইয়াও তিনি সাধারণের দুর্লভ সেই বিষয়কে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতেন- 'সর্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।' ভগবান বাসুদেব ও তাঁহার সাধুভক্তগণের প্রতি পরম ভক্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সর্বপ্রকার ভোগসুখকে তিনি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

৯।৪।১৮ ২০

—তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে, হস্তকে হরির মন্দির মার্জনায়, কর্ণকে শ্রীহরিসম্বন্ধীয় সৎকথা শ্রবণে, চক্ষুকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনে, স্পর্শকে ভগবদ্‌ভক্তের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁহার পাদপদ্মে লগ্ন তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে, পদদ্বয়কে হরিক্ষেত্র বিচরণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণের পদবন্দনায়, সমস্ত কামনাকে তাঁহারই দাস্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোন ইতর কাম্যবস্তুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ভগবদ্‌ভক্তগণের প্রতি রতিই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল।

তিনি ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন, এবং সরস্বতীস্রোতাভিমুখী তীর্থসমূহে বশিষ্ঠ-অসিত-গৌতমাদি মহর্ষিগণ দ্বারা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাগণও শ্রীভগবানের নাম-গুণ শ্রবণ-কীর্তনে সতত রত থাকিতেন, তাঁহারা অমরগণপূজিত স্বর্গও বাঞ্ছা করিতেন না—

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্মেন হরিং প্রীণন্ সর্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ॥
গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষ্বনন্তকোষেষ্বকরোদসম্মতিম্॥

৯।৪।২৬, ২৭

—সেই রাজা এইরূপ তপস্যাযুক্ত স্বধর্ম আচরণ করিয়া ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীহরিকে প্রীত করিয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহ কলত্র পুত্র বন্ধু উত্তম গজরথ অশ্বাদি বস্তুতে এবং অক্ষয় রত্নাভরণ বসনাদিতে ও অনন্ত ধনসম্ভারে তাঁহার উপেক্ষা জন্মিয়াছিল।

তাঁহার রক্ষণের জন্য স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহাকে একটি চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। একদা রাজা অম্বরীষ শ্রীহরির আরাধনার্থে নিজ মহিষীসহ দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করেন। ব্রতাবসানে কার্তিক মাসে ত্রিরাত্রি উপবাসে থাকিয়া তিনি কালিন্দীসলিলে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীভগবান্ হরির অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে সাধুগণকে পর্যাপ্ত দান-ভোজনাদি করাইয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ব্রতপারণের উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় ভগবান্ দুর্বাসা ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা সেই মহাভাগ অতিথির অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়া ভোজনার্থ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋষি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া স্নানার্থ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতেছে, দ্বাদশীও অতিক্রান্তপ্রায়, অথচ মহর্ষিকে অভুক্ত রাখিয়া রাজা কি করিয়া পারণজন্য অন্ন গ্রহণ করেন —তিনি মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া দ্বাদশীর শেষ মুহূর্তে রাজা শ্রীহরিকে একমনে চিন্তা করিতে করিতে কিঞ্চিৎ জলমাত্র পান করিয়া নিজ ব্রত ও অতিথির প্রতি কর্তব্য রক্ষা করিলেন। রাজার জলপান শেষ

হওয়া মাত্রই দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জলপান করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ঐ ঋষি ক্রোধে কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'অহো, এই ঐশ্বর্যমত্ত ঈশ্বরাভিমানী রাজার ধৃষ্টতা দেখ, আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে ভোজন প্রদান না করিয়া এ অগ্রেই ভোজন করিল। আমি অদ্যই ইহার ফল দেখাইতেছি।' এই বলিয়া দুর্বাসা নিজ মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটন করিয়া এক কৃত্যা নির্মাণ করিলেন। সেই কৃত্যা ভীষণ বেগে রাজার দিকে আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজা স্বস্থান হইতে পদমাত্রও বিচলিত হইলেন না—'ন চচাল পদান্নৃপঃ'। তখন ভগবদাদিষ্ট সুদর্শনচক্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া, বহ্নি যেমন ক্রুদ্ধসর্পকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ কৃত্যাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিল—'ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ'। ভগবচ্চক্র তখন বেগে ঐ ঋষির দিকে ধাবিত হইল, ঋষি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন—'দুর্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণ-পরীপ্সয়া।' তখন—

> তমন্বধাবদ্ভগবদ্রথাঙ্গং দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্।
> তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥
> দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্
> লোকান্ সপালাং স্ত্রিদিবং গতঃ সঃ।
> যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ॥
>
> ৯।৪।৫০,৫১

—উর্ধ্বমুখী শিখা লইয়া দাবানল যেমন সর্পের পশ্চাতে ধাবিত হয়, শ্রীহরির চক্র সেইরূপ সেই মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তিনি সেই চক্রকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়া সুমেরুপর্বতের গুহায় প্রবেশ করিবার বাসনায় সেইদিকে বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি দিক্‌সকলে আকাশে পৃথিবীতে পাতালে সমুদ্রে লোকপালদিগের অধিকৃত লোকসমূহে এমন কি স্বর্গেও গমন করিলেন, কিন্তু যেখানেই যান, সেইখানেই তাঁহার পশ্চাদ্‌ধাবমান সেই দুঃসহনীয় সুদর্শন চক্রকে দেখিতে পাইলেন।

সেই ঋষি আপন পরিত্রাতা কাহাকেও না পাইয়া,—'অলব্ধনাথঃ'—সন্ত্রস্তচিত্তে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, সর্বনাশ,

ভ্রূভঙ্গমাত্রেন হি সংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোহভবিষ্যৎ।
৯।৪।৫৩

—সেই কালস্বরূপ দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রে (সমগ্র বিশ্বসমেত আমার এই স্থান) তিরোহিত হইবে।

দুর্বাসা তখন কৈলাসপতি শঙ্করের শরণ লইলেন। তিনি বলিলেন, ইহা সেই ভূমার কার্য। হে তাত, ইহাতে ত আমার কিছুই করার শক্তি নাই —'বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি'। অতএব তুমি তাঁহারই শরণ লও। তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন—'তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি'। তখন বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া ভীত-কম্পিত কলেবরে দুর্বাসা শ্রীহরির পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে বিশ্বপতি প্রভু. আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন—'কৃতাগসং মাহব বিশ্বভাবন'। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্‌ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকাং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৯।৪।৬৩-৬৮

—হে ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং অ-স্বাধীনই বটি। আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তেরা আমার হৃদয় সর্বথা গ্রাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি যাঁহাদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তজন বিনা আত্যন্তিকী শ্রীকেও আমি প্রীতি করি না। যাঁহারা স্ত্রীপুত্র-গৃহ-স্বজন-ধন, এমন কি ইহপরলোক সমস্ত ত্যাগ

করিয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি কি করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি ? সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশ করেন, আমাতে বদ্ধহৃদয় সমদর্শন সাধুগণও সেইরূপ ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করেন। আমার সেবায় যাঁহাদের চিত্ত পূর্ণ, তাঁহারা সেই সেবাতেই তৃপ্ত হইয়া নশ্বর কোন বস্তু ত দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও তাঁহাদের হৃদয়, আমি ছাড়া তাঁহারা কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া আর কিছুই জানি না।

ব্রহ্মন্,

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পতে কর্তুরন্যথা॥ ৯।৪।৭০

—তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই ব্রাহ্মণের পরম মঙ্গলকর, সত্য। কিন্তু দুর্বিনীতদের পক্ষে ইহারা বিপরীত ফল জন্মায়।

যাঁহার নিকট তোমার এই অপরাধ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র সেই মহাভাগবত অম্বরীষের নিকট যাও, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবেই অপরাধের শান্তি হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।

দুর্বাসা অম্বরীষের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা অত্যন্ত লজ্জিত ও কৃপান্বিত হইয়া সুদর্শনচক্রের স্তব করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। দুর্বাসা তখন স্বস্তিলাভ করিয়া রাজাকে বহু প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন,

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥ ৯।৫।১৫

—সাত্বতকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে যাহারা বশীভূত করিয়াছেন, সেই সাধু-মহাত্মাদিগের পক্ষে দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কি আছে ?

রাজা দুর্বাসার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন, তিনিও ভোজন করিলেন। অম্বরীষ ভোগকে নরকতুল্য মনে করিতেন। তিনি যথাকালে সমানশীল পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।

৬-১২ অধ্যায়

ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, সগরপুত্রগণ, খট্টাঙ্গ

শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর পুত্র নভগের বংশজ অম্বরীষের কথা বলিলাম। এখন ঐ বৈবস্বত-মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুর বংশ-বিবরণ বলিব। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগদ্বারা কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার বংশে পুরঞ্জয় অসুরসমরে পরাজিত দেবগণের সাহায্যার্থ বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদের উপর আরোহণ করিয়া তুমুল যুদ্ধে অসুরদিগকে নিহত করেন। তজ্জন্য তিনি ককুৎস্থ নামে খ্যাত হন। ককুৎস্থের বংশে বিখ্যাত রাজা মান্ধাতার জন্ম হয়। মহাযোগী মুচুকুন্দ ঐ মান্ধাতার এক পুত্র। মান্ধাতার অপর এক পুত্রের বংশে সত্যব্রত বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রভাবে স্বর্গে উঠিতে থাকেন, তিনি অদ্যাপি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হইয়া আকাশে আছেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, ইঁহার নিমিত্ত পক্ষিযোনিপ্রাপ্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রে বহু বৎসর যুদ্ধ হয়। ইঁহার বংশধর সগরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র হরণ করেন। সগরের পুত্রগণ ঐ অশ্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে পৃথিবী খনন করিলে সাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ উপলক্ষ্যে সগরপুত্র অসমঞ্জস মহর্ষি কপিলদেবের অবমাননা করিয়া তাঁহার শাপে স্বগণসহ ভস্মীভূত হন। পরে অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্ কপিলের স্তুতি দ্বারা ঐ অশ্ব উদ্ধার করিয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। ইঁহারই বংশে সুদাস মুনিশাপে কল্মাষপাদ নামে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন। এই ধারায় বালিক নামে এক রাজা হন। ভার্গব পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার সময় বালিক স্ত্রীগণের সাহায্যে লুক্কায়িত হইয়া এই বংশ রক্ষা করেন। রাজচক্রবর্তী মহাভাগবত খট্টাঙ্গ এই বংশই পবিত্র করেন। তিনি দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন। দেবতারা এই সুমহৎ কার্যের জন্য তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলে, তাঁহার আয়ুষ্কাল মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া, সেই বর প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ও শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট করিলেন। তিনি ভাবিলেন,

ন চাল্পেঽপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে ক্বচিৎ।
নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্॥
দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ।
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ॥
অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং গুণেষু গন্ধর্বপুরোপমেষু।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্তুর্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে॥

৯।৯।৪৫,৪৬,৪৮

—স্বল্পমাত্র কোন অধর্মেও আমার মতি রত হয় না। সেই উত্তমঃশ্লোক ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না। ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ ত আমার ইচ্ছামত বর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরিই আমার একমাত্র কাম্য, আমি দেবতাদিগের বর কামনা করি না। গন্ধর্বপুরীর ন্যায় মিথ্যা ঈশ্বর-মায়া-রচিত গুণসকলে জীবের যে স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিয়া থাকে, আমি বিশ্বকর্তার প্রভাবে সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই প্রপন্ন হইলাম।

নারায়ণগৃহীত বুদ্ধির দ্বারা দেহাভিমান সম্যক্ পরিত্যাগ করিয়া রাজা খট্বাঙ্গ স্ব-ভাবে অবস্থিত হইয়াছিলেন। এই খট্বাঙ্গের বংশেই বিখ্যাত রাজা রঘু, তাঁহার পৌত্র দশরথ এবং তৎপুত্র ত্রিলোকপাবন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ। ঐ বংশে সুমিত্র শেষ রাজা হইবেন।

১৩ অধ্যায়

নিমি, বৈদেহ ও সীরধ্বজ জনক, সীতা

এক্ষণে ইক্ষ্বাকুর অপর এক পুত্র নিমির বংশ বলিব। বশিষ্ঠশাপে রাজা নিমির দেহপতন হয়। মুনিগণ যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া গন্ধবস্তু মধ্যে রক্ষিত ঐ নিমিরাজার দেহকে জীবিত করেন, কিন্তু নবজীবন-প্রাপ্ত নিমি ঐ গন্ধবস্তুমধ্য হইতেই বলিলেন, আমার আর যেন দেহবন্ধন না হয়—'মাভূন্ মে দেহবন্ধনং'। কারণ,

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥
দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্।
সর্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা॥ ৯।১৩।৯,১০

—হরিভক্ত মুনিগণ বিয়োগভয়ে কাতর হইয়া কদাপি এই দেহ-যোগ ইচ্ছা করেন না, কেবল ভগবানের চরণকমলই ভজনা করেন। সুতরাং দুঃখ-শোক-ভয়ের আস্পদ, জলমধ্যে মৎস্যগণের ন্যায় যাহার সর্বত্রই কেবল মৃত্যু, এমন দেহ ধারণ করিতে আমি কিছু মাত্র উৎসাহ বোধ করি না।

অরাজকতার ভয়ে তখন মুনিগণ নিমিরাজের দেহ মন্থন করিয়া এক সুকুমার কুমার উৎপন্ন করিলেন। ঐ ভাবে জাত বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ জনক হইল। ঐ বৈদেহ জনক মিথিলাপুরী নির্মাণ করেন। তাঁহার বংশে সীরধ্বজ জনকের জন্ম। ইনি একদা যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হলের অগ্রভাগে শ্রীরামপত্নী সীতাদেবী উৎপন্না হন। এই বংশীয় রাজগণ মিথিলায় বহুকাল রাজত্ব করেন। ইঁহাদের অনেকে যোগেশ্বর-প্রসাদে আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থ হইয়াও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪-১৭ অধ্যায়

চন্দ্রবংশ—পুরুরবা, উর্বশী, পরশুরাম, কার্তবীর্যার্জুন

শুকদেব বলিলেন, এখন চন্দ্রবংশ কীর্তন করিব। ব্রহ্মার এক পুত্র অত্রির বংশে পুরুরবা। তিনি উর্বশীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাদের একটির বংশে শৌনক ঋষি হন, আর একটির বংশে জহ্নু, যিনি গঙ্গা পান করেন। সেই বংশে কুশ, কুশের বংশে গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী, তাঁহার পতি ঋচীক। ইঁহাদের পুত্র জমদগ্নি রেণুকাকে বিবাহ করেন, তাঁহাদের পুত্র পরশুরাম। হৈহয়পতি কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়া করিতে আসিয়া সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে অতিথি হইলে ঐ মুনির কামদুঘা গাভী প্রচুর অন্ন উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান। রাজা সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া

লুব্ধ হইয়া বলপূর্বক ঐ গাভীকে লইয়া গেলে পরশুরাম কুঠার হস্তে হৈহয়পুরীতে গিয়া রাজাকে বধ করেন। রাজার পুত্র পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া ঐ মুনির শিরশ্ছেদ করেন। পরশুরাম সেই আক্রোশে হৈহয়বংশ ধ্বংস করেন ও একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। পূর্বোক্ত গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।

১৮-১৯ অধ্যায়

নহুষ, যযাতি, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, পুরু

পুরুরবার বংশেই মহারাজ নহুষের জন্ম হয়। ব্রহ্ম-হত্যা ভয়ে ইন্দ্র তপস্যা করিতে চলিয়া গেলে নহুষ স্বর্গের রাজত্ব লাভ করেন।* শচীর প্রতি কামনাসক্ত হইয়া এক দুষ্কার্য করিয়া তিনি ব্রহ্মশাপে অজগর হইয়া ভূতলে পতিত হন। নহুষের মধ্যম পুত্র যযাতি রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দানবেন্দ্র বৃষপর্বার শর্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিল। গুরুপুত্রী দেবযানীর প্রতি কোন গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত তিনি তাহার আজীবনদাসীত্বে অভিশপ্ত হন। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীরূপে মহারাজ যযাতির রাজপুরীতে বাস করিতে থাকেন। দেবযানীর গর্ভে মহারাজ যযাতির যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র হয়। ক্রমে শর্মিষ্ঠার গর্ভেও যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। শুক্রাচার্য যযাতিদ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভে অসঙ্গত ভাবে পুত্রোৎপাদনের সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ করেন এবং তাহাতে যযাতি যৌবনেই জরাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু শুক্রাচার্য যযাতিকে এইরূপ এক বরও দেন যে, ইচ্ছা করিলে যযাতি ঐ জরা অপরকে দিতে পারিবেন। যযাতি ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চারিপুত্রকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া তাহাদের যৌবন তাঁহাকে দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহারা কেহ তাহাতে সম্মত হয় না। কনিষ্ঠ পুরু সম্মত হইলেন, যযাতির জরা গ্রহণ করিয়া নিজের যৌবন রাজাকে দিলেন। যযাতি ভার্যা দেবযানী সহ পুনরায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পর তাঁহার ভোগে বিতৃষ্ণা

* ৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

জন্মিল এবং শ্রীহরির প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উদয় হইল। একদা যযাতি পত্নী দেবযানীকে বলিলেন, হে সুভ্রু, তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া আমি অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছি, আমার আত্মজ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্যতো যা ন জীর্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে॥
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ৯।১৯।১৩-১৯

—পৃথিবীতে যত ধান্যযবাদি শস্য, সুবর্ণ পশু স্ত্রী আছে, তাহার সমস্ত পাইলেও কামনাগ্রস্ত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগের দ্বারা কামনা কদাপি নিবৃত্ত হয় না, বরং ঘৃতসিক্ত বহ্নির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করেন, সমদৃষ্টি হন, তখন দিক্‌সকল তাঁহার নিকট সুখময় হইয়া উঠে। যে তৃষ্ণা দুর্মতিগণের পক্ষে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সততদুঃখপ্রদ সেই তৃষ্ণাকে অতি দ্রুত পরিত্যাগ করিবেন। মাতা ভগিনী কন্যার সঙ্গেও কখনও নির্জনে একাসনে থাকিবেন না। কারণ, ইন্দ্রিয়-সকল অতিশয় বলবান, উহা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও আকর্ষণ করে। পূর্ণ এক সহস্র বৎসর কাল আমি অবিরাম বিষয়সকলের সেবা করিলাম, তথাপি

এখনও তাহাতে আমার অনুক্ষণই তৃষ্ণা জন্মিতেছে। অতএব আমি এইসকল বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে পরব্রহ্মে নিবিষ্ট করিব এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হইয়া অরণ্যবাসী মৃগগণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করিব।

এই কথা বলিয়া যযাতি পুরুকে ডাকিয়া তাহার যৌবন তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন ও নিজ জরা তাহার নিকট হইতে পুনঃ গ্রহণ করিলেন। পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যযাতি অক্লেশে জাতপক্ষ নীড়ত্যাগী বিহঙ্গের ন্যায় নির্বিঘ্ন ও নিঃস্পৃহ চিত্তে সর্বসম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন—

'ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ।'

পরে অচিরেই অমল বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন। দেবযানীও,

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ॥
সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ৯।১৯।২৭-২৯

—সকলই ভগবন্মায়ারচিত, বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কাহারও কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সংসারে সুহৃৎসঙ্গে বাস পানীয়শালায় আগত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ক্ষণকাল মিলনের ন্যায়—ভার্গবী (দেবযানী) ইহা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণে মন সমাহিত করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন) আপনি শ্রীভগবান্ বাসুদেব মহান্ শান্ত সর্বভূতের আশ্রয়বিধাতা, আপনাকে নমস্কার।

২০ অধ্যায়

দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ভরত

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, এক্ষণে এই যযাতি-পুত্রগণের বংশের বিবরণ বলিব। ইহার বংশেই তুমি জন্ম লাভ করিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজর্ষি

ও ব্রহ্মর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। যযাতিপুত্র পুরুর অধস্তন এক বংশধর রেভি, তাঁহার পুত্র রাজা দুষ্মন্ত। তিনি একদা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। তথায় ঐ ঋষিকর্তৃক পালিতা বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জাতা ও মাতাকর্তৃক ঐ আশ্রমে পরিত্যক্তা শকুন্তলা নাম্নী এক পরমরূপবতী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইলে ঐ আশ্রমকাননেই গান্ধর্বমতে তাঁহাদের বিবাহ হয়। শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে দুষ্মন্তের এক মহাবলশালী পুত্র জন্মে। রাজা শকুন্তলাকে ঐ আশ্রমেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলা পুত্রসহ রাজপুরীতে আসিলে রাজা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন না ; কিন্তু আকাশবাণী দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। পিতার দেহান্তে ভরত রাজ্য লাভ করিয়া রাজচক্রবর্তী হন। তিনি শ্রীহরির অংশস্বরূপ ছিলেন এবং লোকবিস্ময়কর বহু যজ্ঞদানাদি কার্য করেন ; কিরাত হূণ যবন পৌণ্ড্র কঙ্ক খশ শক ও ম্লেচ্ছরাজগণকে জয় করেন ; এবং অসুরগণেব দ্বারা অপহৃত দেবাঙ্গনাদিগকে রসাতল হইতে উদ্ধার করেন। তিনি সর্বদা প্রজা-গণের সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। বিদর্ভদেশীয়া তিন মহিষীর গর্ভে মহারাজ ভরতের কয়েকটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদেব সকলেরই অকালমৃত্যু ঘটে। মহারাজকে এইরূপে পুত্রহীন দেখিয়া মরুৎগণ মাতা কর্তৃক ত্যক্ত তাঁহাদের পালিত ভরদ্বাজ নামে একটি পুত্র তাঁহাকে দান করেন। ভরত অগণিত ঐশ্বর্য ও নিজ প্রাণ সমস্তই অলীক বিচার করিয়া বিষয় হইতে উপরত হইলেন।

২১ অধ্যায়, ১-১৮ শ্লোক

রন্তিদেব

পূর্ব অধ্যায়ে যে ভরদ্বাজের কথা বলিয়াছি, তাঁহার পুত্র মন্যুর বংশে ইহপরলোকে প্রথিতযশা মহাত্মা রন্তিদেব জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রকার দানে, বিশেষতঃ অন্নদানে, তিনি মুক্তহস্ত, নিষ্কাম ও ধীর ছিলেন। এক সময় জলমাত্র পান না করিয়া সপরিজন সেই রাজার আটচল্লিশ দিন অতীত হইল। পরদিন কিছু ভোজ্য তাঁহার নিকট আনীত হইয়াছে, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত

ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন হইতে ঐ ব্রাহ্মণকে পর্যাপ্তপরিমাণ দান করিলেন, ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অন্ন পরিজনদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া তিনি নিজাংশ ভোজনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একটী শূদ্রজাতীয় বুভুক্ষু অতিথি হইয়া আসিল। রাজা তাহাকে নিজের অংশ হইতে যথেষ্ট দান করিলেন। ঐ শূদ্র চলিয়া গেলে কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত এক পুরুষ আসিয়া নিজের ও কুক্কুরদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন চাহিল। রাজা অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন হৃষ্টচিত্তে অবনতমস্তকে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন অন্ন আর কিছুই রহিল না, কিঞ্চিৎ জলমাত্র অবশিষ্ট রহিল। রাজা সেই জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তখনই এক চণ্ডাল সেখানে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ, আমি দারুণ পিপাসায় আর্ত, আমাকে শীঘ্র এই পানীয়টুকু দান করুন। রন্তিদেব বলিলেন—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥

৯।২১।১২, ১৩

—আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ গতি বা মোক্ষও প্রার্থনা করি না। আমি অখিল জীবের অন্তরে স্থিত হইয়া যেন তাহাদের সকল দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে তাহারা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। জীবিতকামী এই দীন জীবের জীবনরক্ষার্থ জল প্রদান করিলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি কাতরতা ক্লান্তি খেদ বিষাদ ও মোহ সকলই অপগত হইবে।

এই বলিয়া সেই কৃপাশীল রাজা নিজে পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সেই পুরুশকে আপনার সমস্ত পানীয় প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্ব স্ব মূর্তি ধারণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে বলিলেন যে, তাঁহার ধৈর্য পরীক্ষার্থ শ্রীহরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারাই ঐ সকল অতিথির বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥
ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত॥ ৯।২১।১৬,১৭

—তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ হইলেন, এবং ভক্তিপূর্বক ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিজ চিত্ত দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিলে গুণময়ী মায়া তাঁহার কাছে স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল।

রাজন্, রন্তিদেবের অনুচরগণও তৎপ্রভাবে নারায়ণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

২১ (অবশিষ্টাংশ)—২৪ অধ্যায়

যযাতির অপর পুত্রগণের বংশ—যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

মন্যুর অপর পুত্র গর্গ। তাঁহার পৌত্র গার্গ্য এবং মন্যুর অপর এক পুত্র হইতে উৎপন্ন পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্যুর জ্যেষ্ঠপৌত্র হস্তী হইতে হস্তিনাপুর হয়। হস্তীর এক পুত্র অজমীঢ, ইঁহার বংশীয় কয়েকজনও দ্বিজত্ব লাভ করেন। ইঁহারই বংশে বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। হস্তীর অপর পুত্র দ্বিমীঢ়ের বংশে কৃতী নামে পুত্র হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্বক অধ্যাপনা করেন। অজমীঢের অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশে মুদ্গল মৌদ্গল্য নামক ব্রহ্মগোত্রের প্রবর্তক। মুদ্গলের যমজ পুত্র দিবোদাস, কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের বংশে পৃষত, পৃষত হইতে দ্রুপদ রাজা, তাঁহার কন্যা প্রসিদ্ধা দ্রৌপদী, পুত্র বিখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্ন। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের বংশে সংবরণ, তিনি সূর্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র-পতি কুরু তাঁহাদের পুত্র। কুরুর বংশে কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু, তাঁহার বংশে বৃহদ্রথাদি চেদিবংশের রাজা। বৃহদ্রথের এক ভার্যার দুই খণ্ডে এক সন্তান

হয়, জরা নাম্নী রাক্ষসী কর্তৃক ঐ দুই খণ্ড একত্র যুক্ত হইয়া মহাবল জরাসন্ধের উদ্ভব হয়। কুরুর অপর এক পুত্রের বংশে দিলীপ, তৎপুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি রাজ্য গ্রহণ না করায় মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজ্যলাভ করেন। দেবাপি বেদপথভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডীমতাশ্রয়ে অদ্যাপি কলাপগ্রামে যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। শান্তনু হইতে গঙ্গাদেবীর গর্ভে আত্মজ্ঞ মহাভাগবত ভীষ্মদেব এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দাসকন্যার কন্যাকালে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ভগবান্ শ্রীহরির অংশে আমার পিতা বেদরক্ষক কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন অবতীর্ণ হন। তিনি নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই প্রীতিপূর্বক পরমগুহ্য ভাগবতশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। বিচিত্রবীর্য স্বয়ম্বর হইতে বলপূর্বক আনীত অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি অপুত্রক অবস্থায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া কালপ্রাপ্ত হন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপন্ন করেন। তৎপর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা, ও যুধিষ্ঠিরাদি হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসেন শ্রুতকীর্তি শতানীক শ্রুতকর্মা, পৌরবীগর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবক, হিড়িম্বাগর্ভে ভীমসেনের ঘটোৎকচ, অর্জুনের উলুপীর গর্ভে ইরাবান্, মণিপুরকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন, সুভদ্রাগর্ভে তোমার পিতা অভিমন্যু, করেণুমতিতে নকুলের নরমিত্র, বিজয়াতে সহদেবের সুহোত্র নামে পুত্র হয়। রাজন্, তোমার পুত্র জনমেজয় তোমার নিধনবার্তা শুনিয়া সর্পযজ্ঞ করিবেন। ক্ষেমক এই বংশে শেষ রাজা হইবেন, তারপর বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজত্ব।*

শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত যযাতিপুত্র অনুর বংশে দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র ওড্র নামে বহু রাজা উৎপন্ন হন। ঐ ছয় জন নিজ নিজ নামে ছয়টি জনপদ, ও অন্যেরা প্রাচ্যদেশে নানা জনপদ স্থাপন করেন। রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী কন্যার গর্ভে রোমপাদের ঔরসে যে বংশ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই মহাবীর কর্ণের পালক পিতা। যযাতির অপর পুত্র দ্রুহ্যুর বংশ উত্তরদিকে গিয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছে।

এক্ষণে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর প্রথিত বংশ কীর্তন করিব। এই বংশে

---

* অতঃপর, ১২শ স্কন্ধ দেখুন।

মধু, তাহার শতপুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃষ্ণি। এই কারণে এই বংশীয়দিগকে যাদব মাধব বা বৃষ্ণি বলে। সাত্বত অন্ধ ও মহাভোজ এই বংশীয় অন্য শাখা। এই বংশের শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীগর্ভে অক্রূর। পুনর্বসুর পুত্র আহুক, আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যা, কনিষ্ঠা দেবকী। ইঁহাদের সকলকেই বসুদেব বিবাহ করেন। বসুদেবের অন্যা স্ত্রী মধ্যে রোহিণী, তাঁহারই গর্ভে বলভদ্র। উগ্রসেনের পুত্র কংস প্রভৃতি। উগ্রসেনের কন্যাগণকে বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করেন। বসুদেব অন্ধকের এক পুত্রের বংশ, শূরের পুত্র। শূরের একটি কন্যা পৃথা। শূর নিজ সখা কুন্তিভোজকে নিঃসন্তান দেখিয়া ঐ কন্যা তাঁহাকে দান করেন। করূষরাজ শূরের অপর এক কন্যা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দন্তবক্র জন্মেন। অপর এক কন্যা শ্রুতশ্রবাকে চেদিরাজ দম বিবাহ করেন, তাহার পুত্র শিশুপাল।

বসুদেবের অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তোমার পিতামহী সুভদ্রাও বসুদেব হইতে উৎপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ—

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ন্ জনেষু॥
পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণাম্
অন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম॥

৯।২৪।৬৬,৬৭

—জন্মগ্রহণ করিয়াই পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন। সেখানে শত্রুগণকে নিহত করিয়া ব্রজবাসিগণের প্রয়োজন সাধন করেন। তৎপরে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সেইসকল রমণীতে শত শত সন্তান উৎপাদন করেন। লোকসমাজে বেদধর্ম প্রচার করিয়া বহু যজ্ঞ দ্বারা তিনি আপনারই অর্চনা

করেন। কুরুকুলের আত্মকলহসমুত্থিত ভীষণ যুদ্ধে যোদ্ধৃগণকে দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করিয়া জয়ঘোষণা এবং পৃথিবীর গুরুভার হরণ করেন। সর্বশেষ, উদ্ধবকে পরমতত্ত্বের উপদেশ করিয়া স্বধামে গমন করেন।

দশম স্কন্ধ

১-২ অধ্যায়

পৃথিবী, ব্রহ্মা, শ্রীহরি, বাসুদেব, দেবকী, কংস

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি কর্ণধাররূপে আমার পিতামহগণকে দুস্তর কৌরব-সাগর উত্তীর্ণ করাইয়াছিলেন এবং আমাকে মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্মশীল যদুবংশে অংশাবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানের অদ্ভুত চরিত্র অলৌকিক কর্মসকল বিস্তারিতরূপে আমাকে বলুন। আপনার মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত নিরন্তর পান করায় জলপানবর্জিত সুদুঃসহ ক্ষুধাতৃষ্ণাও আমাকে পীড়া দিতে অক্ষম হইতেছে।

শুকদেব বলিলেন, কৃষ্ণকথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে পবিত্র করে। তজ্জন্যই তোমার বুদ্ধি এক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে।

রাজন্, একদা রাজবেশী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে পীড়িতা হইয়া পৃথিবী গাভীরূপে ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ তাঁহাকে লইয়া ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা দেবদেব জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষের আকাশবাণী শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন—শ্রীহরি সত্বরই যদুবংশে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন। তোমরা ত্বরায় স্ব স্ব পত্নীসহ মর্ত্যধামে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।

মথুরাধিপতি শূরসেনের বংশজ বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেন। উগ্রসেন-পুত্র কংস জ্ঞাতিভগিনী দেবকীর বিবাহে বহু উপহার লইয়া স্বয়ং অশ্বের বল্গা ধরিয়া বসুদেব ও দেবকীর রথে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক দৈববাণী হইল, 'রে মূর্খ, তুমি যাহাকে

অশ্বের রজ্জু ধরিয়া বহন করিয়া যাইতেছ, এই দেবকীরই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণহন্তা হইবে।' কংস ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ এক খড়্গ গ্রহণ করিয়া দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বসুদেব বলিলেন—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥
দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবেকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈব দেহী কর্মগতিং গতঃ॥
তস্মান্ন কস্যচিদ্‌দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্॥১০।১।৩৮-৪০,৪৪

—হে বীর, মৃত্যু দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। অদ্য বা শত বৎসর পরই হউক, প্রাণীদিগের মৃত্যু ধ্রুব। দেহধ্বংসে দেহী স্বীয় কর্ম অনুযায়ী পূর্ব দেহ ত্যাগ ও দেহান্তব গ্রহণ করে, যেমন জলৌকা এক তৃণ ত্যাগ করিয়া পদ দ্বারা অন্য তৃণ গ্রহণ কবে। অতএব কল্যাণকামী কাহাবও হিংসা করিবে না, হিংসকের পরকালেও ভয়েব কারণ থাকে।

কিন্তু দুরাচার কংস কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বসুদেব বলিলেন—আমি প্রতিশ্রুত হইলাম যে, ইহার গর্ভে যেসকল পুত্র জন্মিবে তাহা সমস্তই তোমাকে দান কবিব, তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। কংস তখন আশ্বস্ত হইয়া ভগিনীবধে নিরস্ত হইল। দেবকীব প্রথম পুত্র জন্মিবামাত্র বসুদেব তাহাকে কংসের নিকট প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অষ্টম গর্ভের পুত্রই তাহার হন্তা জানিয়া কংস তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল। বসুদেব নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কারণ—

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্যং কদর্যানাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥ ১০।১।৫৮

—সাধুগণের দুঃসহ কিছুই নাই, জ্ঞানিগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, কদর্য ব্যক্তিগণ কি না করিতে পারে, ধীর ব্যক্তিগণেরও দুস্ত্যজ কিছুই নাই।

এদিকে নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন, ইহারা সকলেই দেবাংশে জাত। কংস তাহাতে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল, তাঁহাদের পূর্বজাত ও তৎপর যে পুত্র জন্মিল সকলকেই একে একে নিহত করিল এবং যাদবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদু ভোজ-অন্ধকাধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকেও অবরুদ্ধ করিয়া স্বয়ং শূরসেন রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

কংস ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্রকে হত্যা করিল এবং মগধরাজ জরাসন্ধ ও অন্যান্য অসুরগণের সহায়তায় যাদবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। যাদবেরা অনন্যগতি হইয়া কুরু পঞ্চাল মিথিলা প্রভৃতি দেশে দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভের সঞ্চার হইল। তখন শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, দেবি, তুমি এই ভ্রূণরূপী অনন্তকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। তৎপর আমি দেবকীর এবং তুমি যশোদার গর্ভে এক সময়েই জন্ম লইব। যোগমায়া যথাদিষ্ট করিলেন, শ্রীভগবান্ও দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। কংস দেবকীর সহসা অপূর্ব অঙ্গপ্রভা দেখিয়া এবং এই গর্ভেই তাহার প্রাণহন্তার আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া দেবকীকে হত্যা করার সংকল্প করিল, কিন্তু শেষে কি ভাবিয়া নিরস্ত হইল এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্মকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥ ১০।২।২৪

—বসা শোয়া খাওয়া ভ্রমণ করা সকল সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে কংস সমস্ত জগৎ তন্ময় দেখিয়াছিল।

ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে সেই গর্ভস্থ শ্রীভগবানের স্তব করিয়া গেলেন, বসুদেব দেবকীকে আশ্বস্ত করিলেন।

৩-৪ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব, কন্যা, কংস

অনন্তর সর্বগুণোপেত পরমশোভন কাল উপস্থিত হইল। নদীসকলের জল প্রসন্ন, বনরাজি পুষ্প-স্তবকে শোভিত ও পক্ষিভ্রমরাদি কলরবে কূজিত, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত, সর্বজীবের মন স্নিগ্ধ, নক্ষত্রসমূহ প্রশান্ত এবং দুন্দুভি-সকল নিনাদিত হইয়া উঠিল। রজনীর অর্ধযাম অতীত হইলে দেবমুনিগণের গীতধ্বনি, সিদ্ধ-চারণগণের স্তব; অপ্সরাবিদ্যাধরদিগের নৃত্যগীত এবং সমুদ্র ও জলধরগণের মন্দ মন্দ গর্জনের মধ্যে রোহিণী নক্ষত্রে পূর্বাশার পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্রীজনার্দন ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন বসু:দব ও দেবকী উভয়ে শ্রীবিষ্ণুর সকল বিভূতি সকল লাঞ্ছন ও অপূর্ব দীপ্তিসমন্বিত কান্তি দেখিয়া নতাঙ্গ হইয়া প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমাদের প্রথম জন্মে তোমরা সুতপা ও পৃশ্নিরূপে, দ্বিতীয় জন্মে কশ্যপ ও অদিতিরূপে, কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা আমাকে যথাক্রমে পৃশ্নিগর্ভ ও বামন মূর্তিতে পুত্রভাবে পাইয়াছিলে। তোমাদের এই তৃতীয় জন্মেও আমি এই শরীর গ্রহণ করিয়া তোমাদের পুত্ররূপে পুনরায় আবির্ভূত হইলাম। তোমরা ব্রহ্মভাবে বা পুত্রভাবে যে ভাবেই হউক, একবার মাত্র আমাকে চিন্তা করিলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।—এই বলিয়াই তিনি প্রাকৃত মানবশিশুর রূপ ধারণ করিলেন। বসুদেব ভগবৎপ্রেরিত হইয়া সেই শিশুকে সূতিকাগৃহ হইতে লইয়া যেই বহির্গত হইলেন, অমনি যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হইতে কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হইলেন। সেই যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল, বসুদেবের শৃঙ্খল ও দ্বারসমূহের সুদৃঢ় লৌহকীলকসকল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া গেল। শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব যখন বাহিরে আসিলেন, তখন মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জন ও বর্ষণ করিতেছিল, অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া সেই বারিপাত নিবারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিলেন। প্রবল জলরাশিপূর্ণা ও উত্তালতরঙ্গ-ফেনিলা যমুনা বসুদেবকে যাইবার পথ করিয়া দিলেন। বসুদেব নন্দব্রজে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গোপগণ সকলেই

ঘোর নিদ্রামগ্ন। তিনি নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। লুপ্ত-সংজ্ঞা যশোদা তাঁহার পুত্র কি কন্যা জন্মিল জানিতে পারিলেন না। বসুদেব মথুরায় ফিরিয়া সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া আপনাকে পূর্ববৎ শৃঙ্খলিত করিলেন। দ্বারসমূহ পুনঃ স্বতঃই অর্গলিত হইয়া গেল।

এদিকে বাল-ধ্বনি শুনিয়া সহসা নিদ্রোত্থিত দ্বারপালগণ কংসকে সংবাদ দিল এবং কংস তৎক্ষণাৎ আসিয়া ঐ সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। দেবকী বলিলেন, এই কন্যা হইতে তোমার কি আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে? তুমি আমার এতগুলি পুত্র লইয়াছ, এই শিশুটী আমাকে দান কর। কিন্তু নিষ্ঠুর কংস রোরুদ্যমানা দেবকীর আর্তিতে কর্ণক্ষেপ করিল না, বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া ঐ কন্যাকে সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। তখন ঐ কন্যা আকাশমার্গে উত্থিতা হইয়া সশস্ত্রা ও সাভরণা গন্ধর্বচারণস্তুতা অষ্টভুজা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন,—

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥ ১০।৪।১২

—রে মন্দ, আমাকে বধ করিয়া আর কি হইবে? তোমার পূর্বশত্রু তোমার অন্তক হইয়া কোনও স্থানে জন্মিয়াছে, বৃথা অন্য বালকগুলিকে বধ করিও না।

কংস এই বাণী শুনিয়া পরম বিস্মিত ও আত্মস্থ হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল এবং নিকটে আনাইয়া বিনয়াবত হইয়া বলিল, হে ভগিনী, হে ভগিনীপতি, দৈববাণী যে মিথ্যা হয়, তাহা আমি জানিতাম না, তাই আমি রাক্ষসের ন্যায় তোমাদের এতগুলি সন্তান বিনাশ করিয়াছি ও জ্ঞাতি সুহৃৎ ত্যাগ করিয়াছি। আমি দেহান্তে কোন্ গর্হিত লোকে যাইব, জানি না। তোমরা শোক করিও না, প্রাণিগণ স্বকর্মফলভুক্ অথচ দৈবাধীন। ভূত-সমূহের ন্যায় আত্মা মরণশীল নহে। তোমরা সাধু ও দীনবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর।—এই বলিয়া কংস তাঁহাদের চরণ ধারণ করিল। দেবকী অনুতপ্ত ভ্রাতাকে ক্ষমা করিলেন এবং বসুদেবও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজন্, আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য—

অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভেদা যতঃ॥ ১০।৪।১৬

—দেহিদিগের অহংভাব এবং আপন ও পরভাব অজ্ঞান হইতেই হয়।

কংস চলিয়া গেল। পরদিন সে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া আকাশপথে উচ্চারিত যোগমায়ার বাণী তাহাদিগকে জানাইল। তাহারা বলিল, হে ভোজপতি, তবে আমরা অদ্যই তৎকালজাত সমস্ত শিশুগণকে বধ করি। দেবতারা সমরভীরু, যুদ্ধে পলায়নপর, বিষ্ণু গুপ্তস্থলে ও শিব বনে বাস করে, ইন্দ্র অল্পবীর্য, ব্রহ্মা ত তপস্যাতেই ব্যস্ত—উহারা কি করিবে? শত্রু বদ্ধমূল না হইতেই তাহাকে উৎপাটন করা কর্তব্য। বিষ্ণু ধর্মের মূল ও ঋষিগণ ধর্মের যাজক, সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ধর্ম ও যজ্ঞাদি, ঋষিগণসহ বিনাশ করিব।—কালপাশবদ্ধ সেই অসুর কংস তখন এই পরামর্শই গ্রহণ করিয়া সর্বত্র সাধুজনের হিংসার্থ আদেশ প্রদান করিল।—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১০।৪।৪৬

—সাধুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার পুরুষের আয়ু শ্রী যশ ধর্ম স্বর্গাদি লোক, নিজ কল্যাণ, এ সকলই নষ্ট করে।

৫-১০ অধ্যায়

বসুদেব, পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত, গর্গ, দামবন্ধন, যমলার্জুন

একদিকে মহামনা নন্দ মহাহর্ষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃদেবার্চনাদি দ্বারা পুত্রের জাতকর্মাদি করাইলেন, এবং তদুপলক্ষ্যে বহু ধেনুরত্নাদি দান করিলেন। সমস্ত গোব্রজের দ্বার অঙ্গনাদি মাল্য পল্লব তোরণে ভূষিত হইল, নানাভরণভূষিত গোপগোপীগণ বহু উপায়ন লইয়া নবজাত শিশুকে দর্শন করিতে আসিল এবং তৈল জল হরিদ্রাচূর্ণ সেচন করিতে করিতে 'চিরজীবী হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ ও শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিল। গোপগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া পরস্পরের গাত্রে দধি ক্ষীর ঘৃতাদি সেচন ও পথসকল নবনীত দ্বারা লেপন করিয়া পরস্পরকে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রোহিণীদেবীও দিব্য মাল্যবসনভূষিতা হইয়া নানা কার্যব্যপদেশে সেই উৎসবক্ষেত্রে আনন্দে বিচরণ করিতে

লাগিলেন। নন্দ সমাগত অতিথিগণকে নানা উপহার দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।—কিয়ৎকাল পর নন্দ কংসকে বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য মথুরায় আসিলেন এবং বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহা দ্বারা মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। বসুদেব পুত্রলাভ জন্য নন্দকে অভিনন্দিত করিলেন এবং নিজ পুত্র বলদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দও বসুদেবের মৃত পুত্রগণ ও কন্যার জন্য তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥ ১০। ৫।৩০

—যিনি অদৃষ্টকে সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া জানেন, তিনি কখনও মোহাভিভূত হন না।

তৎপর বসুদেব বলিলেন, ভ্রাতঃ, শুনিলাম তোমার ব্রজে নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। রাজাকে তোমার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখানে আর বিলম্ব করা সঙ্গত মনে হয় না। নন্দ ইহা শুনিয়া সত্বর বৃষবাহ্য শকটারোহণে গোকুলে যাত্রা করিলেন। বসুদেবের কথায় একটু বিমনা হইয়া নন্দ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে পথে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে কংসপ্রেরিতা পুতনা নাম্নী এক রাক্ষসী তখন বহু শিশু বধ করিয়া নন্দব্রজে বিচরণ করিতেছিল। একদা সে সুসজ্জিতা নারীর রূপ ধারণ করিয়া নবজাত শিশুকে দেখিবার ছলে নন্দগৃহে প্রবেশ করিল। রোহিণী ও যশোদা তাহার প্রভায় চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। শয্যায় শায়িত শিশুরূপী ভগবান্ তাহাকে দেখিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন এবং পথিক যেমন রজ্জুভ্রমে বিষধর সর্পকে তুলিয়া লয়, পুতনা সেইরূপ ঐ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় বিষলিপ্ত স্তন তাহার মুখে দিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তখন রোষে দুই হস্তে তাহার ঐ স্তন সবলে নিপীড়িত করিয়া পুতনার প্রাণের সহিত তাহা পান করিতে লাগিলেন! সেই রাক্ষসী 'ছাড়্ ছাড়্' চীৎকারে চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত ও হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে নিজ রূপ ধারণ করিয়া গতাসু হইল। গোপীগণ পুতনার বক্ষ হইতে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত সেই শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনিল এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া প্রচলিত ক্রিয়াদি দ্বারা শিশুর রক্ষাবিধান করিল। নন্দাদি গোপগণ পুরপ্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং নন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। গোপগণ পুতনার বিশাল দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। সেই চিতার ধুম হইতে একটী সুগন্ধি উত্থিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে বিস্মিত করিল। রাজন্, পূতনা হত্যাকামী রাক্ষসী হইলেও শ্রীভগবান্‌কে স্তন্যদান করায় এবং তাঁহার সর্বলোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সে জননীর তুল্য গতি প্রাপ্ত হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীহরির কর্ম ও চরিতকথা শুনিলে বিষয়কামনা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাঁহাতে ভক্তি ও তাঁহার ভক্তগণের সখ্যভাব জন্মে। অতএব আপনার অনুমতি হইলে তাঁহার মনোহর বাল্যলীলা বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, একদা ঐ শিশুর অঙ্গপরিবর্তন উপলক্ষ্যে সমবেত গোপস্ত্রীগণেব গীতবাদ্য ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন দ্বাবা যশোদা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং স্নান কবাইয়া তাঁহাকে একখানা শকটের নিম্নে শোয়াইয়া রাখিলেন। স্তন্যার্থী বালক রোদন করিতে করিতে সহসা চরণদ্বয় ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ঐ শকটখানা উল্টাইয়া পড়িয়া গেল, উহার জোয়াল সম্পূর্ণ ভগ্ন হইল এবং নিকটস্থ নানা রসপূর্ণ পাত্রসকল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পুত্রবৎসলা যশোদা ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয় কোন দুষ্ট গ্রহের কার্য, এই আশঙ্কায় স্বস্ত্যয়নাদি বিহিত কর্ম করাইয়া শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যদানে শান্ত করিলেন।

অপর একদিন নন্দপত্নী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আকস্মিক গুরুভারে অতিশয় পীড়িতা হইলেন এবং পুনরায় চিন্তাকুল হইয়া ঐরূপ শান্তিক্রিয়াদি করাইলেন। আবার একদিন শিশু বসিয়া আছেন, এমন সময় কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত নামে এক দৈত্য সহসা আসিয়া ভীষণ শব্দে ধুলিপটলে আকাশমার্গ আচ্ছন্ন ও সকলের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া ঐ শিশুকে সবলে তুলিয়া লইয়া গেল। ধুলিবর্ষণে দৃষ্টিহীনা যশোদা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূপতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপস্ত্রীরা সেই রোদন শুনিয়া কোনক্রমে তথায় আসিল, কিন্তু শিশুকে দেখিতে পাইল না ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে, সেই দানব বিপুল প্রস্তরস্তূপ বহনের ন্যায় বিষম ভারগ্রস্ত এবং ঐ শিশু কর্তৃক গলদেশে গৃহীত হইয়া চলিতে অক্ষম হইল এবং উদ্‌গত-চক্ষু হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গতপ্রাণ হইল। তাহার দেহ শিশুসহ শিলাতলে

পতিত হইল। বিস্মিতা ব্রজপত্নীগণ দানবের বক্ষশায়িত শিশুকে ত্বরায় উদ্ধার করিয়া আনন্দধ্বনিসহকারে যশোদার ক্রোড়ে আনিয়া দিল।

রাজন্, আর একদিন পুত্রস্নেহে বিগলিতা হইয়া যশোদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন, এমন সময় ঐ শিশু মুখব্যাদান করিয়া হাই তুলিলেন, যশোদা স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্কাদিসমন্বিত সমগ্র বিশ্ব পুত্রের মুখবিবরে বিস্তৃত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতা ও যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইলেন।

একদা বসুদেব যদুকুলের পুরোহিত মহাতপা গর্গকে নন্দব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়া বলিলেন, মহাত্মন্, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা গৃহীদিগের মঙ্গলের জন্যই আসেন। আপনি ব্রহ্মবিদ্, জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রণেতা, এই বালক দুইটীর সংস্কারসকল সম্পন্ন করুন। গর্গ বলিলেন, আমি যাদবগণের আচার্য, আমার দ্বারা ইহাদের সংস্কার হইয়াছে জানিলে দুরাচার কংস ইহাদিগকে বসুদেবপুত্র মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবে। উভয়ে পরামর্শ করিয়া গোপনে অতি নির্জন স্থানে বালকদ্বয়ের নামকরণসংস্কার নির্বাহ করিলেন। রোহিণীনন্দনের নাম হইল রাম, বল এবং সঙ্কর্ষণ। গর্গ বলিলেন, নন্দ, তোমার পুত্র প্রতি যুগে শরীর ধারণ করেন, ইহার বর্ণ শুক্ল রক্ত ও পীত ছিল, ইদানীং 'কৃষ্ণ' হইয়াছে। ইনি পূর্বে বসুদেব হইতে অন্যত্র জাত হইয়াছিলেন, এইজন্য ইনি 'বাসুদেব'। ইহার বহু নাম ও রূপ। ইনি গোকুলের সকল উপদ্রব দূর করিয়া তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। বিশেষ অবহিত হইয়া ইহার পালন করিও।

ক্রমে শিশুদ্বয় অঙ্গনে হামাগুড়ি ও পরে হাঁটিতে শিখিয়া গোবৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া উহাদিগকে টানিয়া ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া উঠিল। ব্রজললনাগণ প্রায়ই আসিয়া যশোদাকে বলিতে লাগিল, তোমাদের শিশুগণ আমাদের বৎসগুলিকে যখন-তখন ছাড়িয়া দেয়, তাহারা গাভীদিগের সমস্ত স্তন্য পান করিয়া ফেলে ; চুরির নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বা পাত্র ছিদ্র করিয়া দধি দুগ্ধ নবনীত যা পায় লইয়া খায় ও বানরদিগকে বিলাইয়া দেয় ; কিছু না পাইলে পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে বা বালকদিগকে কাঁদাইয়া দিয়া চলিয়া যায় ; গৃহে অন্ধকার থাকিলে কোথা হইতে মণিরত্নাদি আনিয়া সেই আলোকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; ধরিতে পারিলে আমাদিগকেই 'চোর' বলে, অথবা বেণী ও বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া

'পত্নী' বলিয়া সম্বোধন করে ; সময় সময় পূজার্থ মার্জিত ভূমিও অশুচি করে। তোমার কাছে ত দেখিতেছি বেশ শান্ত হইয়া বসিয়া আছে।

যশোদা এইসকল কথা শুনিয়া হাসিতেন, শ্রীকৃষ্ণকে কিছুই বলিতেন না। একদিন রাম প্রভৃতি বালকগণ কৃষ্ণকে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে। কৃষ্ণ বলিল, না, মা, আমি মাটী খাই নাই, বিশ্বাস না কর, এই হাঁ করিয়া দেখাইতেছি। যশোদা তখন সেই মুখবিবরে স্থাবর-জঙ্গমাদি সহ তাবৎ বিশ্ব দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, একি স্বপ্ন, না দেবমায়া ? আমিই বা কি ?

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥ ১০।৮।৪২

—এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, ব্রজরাজের সমস্ত বিত্তের রক্ষয়িত্রী আমি, গোপ গোপী গোধন সকলই আমার—এই কুমতি যাঁহার মায়াবশে হইয়াছে, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীভগবান্ বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়া যশোদাকে প্রকৃতিস্থা করিলেন ও তিনি প্রবৃদ্ধ স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, কোন্ পুণ্যে গোপ নন্দ-যশোদা এই সৌভাগ্য লাভ করিলেন ?

শুকদেব বলিলেন, ইঁহারা পূর্বজন্মে দ্রোণ ও ধরা নামে মহাতপস্বী ছিলেন, ব্রহ্মার বরে নন্দ ও যশোদা হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

একদিন নন্দপত্নী দধিমন্থন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণ আসিয়া ঐ দণ্ড ধরিয়া রাখিয়া তাঁহাকে মন্থন করিতে দিলেন না। মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন—চুল্লীর উপর দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছে। স্তন্যপানে অতৃপ্ত অবস্থায় সেই শিশুকে ত্রস্তভাবে নামাইয়া রাখিয়া তিনি চুল্লীর নিকটে গেলেন। তাহাতে বালকের ক্রোধ হইল, সে একটী শিলাখণ্ড লইয়া দধিমন্থনের পাত্রটী চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং গৃহের ভিতর গিয়া নবনীত আনিয়া নিজে ভক্ষণ করিল ও বানরদিগকে দিল। গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া যষ্টি হস্তে বালকের দিকে আসিতে

লাগিলেন, বালকও দ্রুত উদূখল হইতে নামিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যশোদা পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। রাজন্,—

গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥

১০।৯।৯

—যোগিদের তপস্যাপ্রেরিত মন যাঁহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, গোপী যশোদা তাঁহারই পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন।

বালক ধরা পড়িল। যশোদা লাঠি তুলিলেন, কিন্তু শিশুকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া রজ্জু দ্বারা তাহাকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন,

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরবহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ১০।৯।১৩,১৪

—যাঁহার অন্তর বাহির পূর্ব পর কিছুই নাই, যিনি স্বয়ংই অন্তর বাহির পূর্ব পর এবং জগতের স্বরূপ, মানবমূর্তিধারী অব্যক্ত সেই পুত্রকে গোপিকা প্রাকৃতের মতন রজ্জু দ্বারা উদুখলে বন্ধন করিলেন।

কিন্তু বন্ধন করিতে গিয়া রজ্জু দুই আঙ্গুল ছোট হইয়া গেল। অন্য রজ্জু যোগ করিলেন, তাহাও দুই আঙ্গুল ছোট হইল, তারপর আরও রজ্জু আনিলেন, তাহাও ঐরূপ দুই আঙ্গুল ছোট হইল। মাতা বিস্মিতা হইলেন, পুরবাসিগণও কৌতুক পাইয়া হাসিতে লাগিল। তখন—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ১০।৯।১৮

—মাতাকে শ্রান্তা ঘর্মাক্তা এবং তাঁহার বেণী ও মাল্য বিক্ষিপ্ত দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজেই বন্ধনস্থ হইলেন।

বিশ্ব যাঁহার বশ, তিনিও ভক্তের বশ, শ্রীভগবান্ ইহাই দেখাইলেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও মা যশোদার ন্যায় এরূপ কৃপালাভে সমর্থ হন নাই।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১০।৯।২১

—ভগবান্ গোপিকানন্দন ভক্তিমান্‌দের পক্ষে যেমন সুখলভ্য, আত্মস্বরূপ জ্ঞানী বা যোগীদের পক্ষেও সেরূপ নহেন।

মা যশোদা গৃহকার্যে ব্যাপৃতা হইলেন। কৃষ্ণ তখন দুইটী অর্জুন-বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে ইহারা পূর্বে কুবেরপুত্র দুইটি গুহ্যক ছিল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, ইহারা কে এবং কি জন্য বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইল? শুকদেব বলিলেন, রাজন্, ইহারা রুদ্রের অনুচর হইয়া অত্যন্ত দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন মদিরাপানে মত্ত ও বহু যুবতীপরিবৃত হইয়া কৈলাসপর্বতবাহী মন্দাকিনীর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইল! দেবর্ষি নারদ তখন সেই পথে যাইতেছিলেন। স্ত্রীগণ তাঁহাকে দেখিয়া ত্রস্তা হইয়া বসন পরিধান করিল, কিন্তু ঐ দুই গুহ্যক বিবস্ত্র হইয়াই রহিল। দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন, ইহারা ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া এরূপ করিতেছে, অতএব দারিদ্র্যই ইহার প্রতিকার। ইহারা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হউক, কিন্তু ইহাদের স্মৃতি অটুট থাকিবে এবং বাসুদেবের সান্নিধ্য পাইয়া ভক্তি লাভ করিবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ দুইটি একত্র অবস্থিত অর্জুনবৃক্ষ-রূপে গোকুলে উদ্ভূত হইল।

এক্ষণে দামবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃক্ষদ্বয়ের দিকে উদূখলসহ ধাবিত হইয়া উদূখলকে সবেগে আকর্ষণ করিলেন। বৃক্ষ দুইটি স্কন্ধ-শাখা-পত্রাদিসহ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল এবং ঐ গুহ্যকদ্বয় প্রদীপ্ত মূর্তি ধারণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন এবং বলিলেন—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তুভবত্তনূনাম্॥ ১০।১০।৩৮

—ভগবন্, আমাদের বাক্য যেন আপনার গুণ-কথনে, শ্রবণ যেন আপনার কথায়, হস্ত যেন আপনার কর্মে, মন যেন আপনার পদযুগলের স্মরণে, মস্তক

যেন আপনার নিবাসস্বরূপ জগতের প্রণামে এবং দৃষ্টি যেন আপনারই মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে নিযুক্ত থাকে।

উদূখলবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমরা দেবর্ষি নারদের কৃপায় ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইয়াছিলে, এক্ষণে গৃহে গমন কর, আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি স্থির থাকিবে।

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্‌বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥ ১০।১০।৪১

—যাহারা সাধু, মানাপমান তুল্য মনে করে, সুতরাং আমাগতচিত্ত, তাহাদের দর্শনে জীবের সকল বন্ধন দূর হয়, যেমন সূর্যদর্শনে অন্ধকারাবৃত চক্ষুর দৃষ্টির বাধা দূর হয়।

তাঁহারা শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। নন্দাদি গোপগণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে আকস্মিক উৎপাত মনে করিয়া বালকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

১১-১২ অধ্যায়

বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ব্রহ্মা

এইরূপে সেই গোপরূপী ভগবান্ নানাবিধ বালচেষ্টা দ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাম ও কৃষ্ণ যমুনাতীরে খেলিতে যাইতেন, দেরি দেখিলেই রোহিণী ও যশোদা কত স্তোকবাক্য বলিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিতেন। কিন্তু মহাবন গোকুলে ক্রমে নানা উৎপাত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রাচীন গোপগণ মিলিত হইয়া মহাবন ত্যাগ করিয়া পর্বত ও কানন-যুক্ত গোগণের সুখসেব্য বৃন্দাবন নামক ভূমিতে গিয়া বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পরদিনই গোপগোপীগণ সন্তান গো বৎস ও গৃহোপকরণসমূহ নিয়া শকটারোহণে বৃন্দাবন গমন করিলেন। যমুনাতীর ও গোবর্ধন গিরি দেখিয়া তাঁহাদের পরম হর্ষ জন্মিল। রাম ও কৃষ্ণ বয়স্যদের সঙ্গে অদূরে গোবৎসগণকে চারণ করিতে লাগিলেন। একদিন এক দৈত্য বৎসরূপ ধারণ করিয়া বৎসযূথমধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া তাহার লাঙ্গুলসহ উভয় চরণ ধরিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া দূরে এক বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন।—আর একদিন বৎসগণকে জলপান করাইতে গিয়া গোপবালকগণ প্রকাণ্ড এক বকপক্ষীকে দেখিতে পাইল। কৃষ্ণ নিকটে আসিবামাত্র ঐ বক তাহার দীর্ঘ তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার তালুমূল দগ্ধ হইতে লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ ঐ বালককে উদ্‌গীর্ণ করিয়া দিল। তখনই আবার সেই ভীষণ চঞ্চু বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। অমনি কৃষ্ণ তাহার দুই চঞ্চু ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। গোপ ও গোপীগণ বিস্মিত হইল, দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিলেন। —এইরূপে নানা ক্রীড়ায় রাম ও কৃষ্ণ কৌমার বয়স অতিক্রম করিলেন।

একদিন বনভোজনে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঊষাকালে মনোহর বেণুরবে বয়স্যগণকে জাগ্রত করিলেন। তিনি বৎসপাল সহ তাহাদিগকে লইয়া বনমধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যাঁহার চরণধূলি বহুতপা যোগিগণেরও দুর্লভ, তিনি যাহাদের সঙ্গে সতত ক্রীড়া করিতেন, তাহাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘ নামে এক মহাসুর সেই বনে আসিয়া বিশাল অজগরমূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৎস ও গোপবালকগণসহ নিধন করার মানসে স্বীয় বদনবিবর প্রসারিত করিয়া, বনপথ রুদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল। গোপবালকগণ কুতূহলী হইয়া হাতে তালি দিতে দিতে ঐ অজগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে নিবারণ করিতে না করিতেই উহারা সকলে তাহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। বয়স্যগণকে উদ্ধার এবং ঐ অজগরের প্রাণনাশ করার মানসে শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার বদনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুগপৎ স্বর্গ হইতে দেবগণ হাহাকার ও অসুরগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের কণ্ঠমধ্যে স্বীয় দেহ এমনভাবে বর্ধিত করিলেন যে সেই অসুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল দিক উজ্জ্বল করিয়া বয়স্যগণসহ উহার উদর হইতে নির্গত হওয়ামাত্র অসুরের ঐ জ্যোতি স্বীয় তেজে তাঁহাতে মিশিয়া গেল। হে অজ, যাঁহার প্রতিকৃতি একবার মাত্র অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মানুষ ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়, তিনি নিজেই ইচ্ছা করিয়া যাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তাহার যে ঐরূপ গতি লাভ

হইবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি? ব্রহ্মা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৩-১৫ অধ্যায়

ব্রহ্মমোহন, ধেনুকাসুর

শ্রীকৃষ্ণ তখন যমুনার সুরম্য পুলিনে বয়স্যগণকে লইয়া বৃত্তাকারে বহুপঙ্‌ক্তিবদ্ধ হইয়া বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধেনুগণ জলপান করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন সেই মায়াবালক শ্রীকৃষ্ণের অন্য এক মহিমা দর্শনেচ্ছু হইয়া সেই গোবৎস ও বৎসপালগণকে লইয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া ইহা ব্রহ্মার মায়া বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মার ও বয়স্যগণের মাতাদিগের আনন্দবিধান জন্য নিজেকে একদিকে কৃষ্ণ এবং অপরদিকে বৎস ও বৎসপালরূপে দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন এবং সকলকেই স্ব স্ব গৃহে লইয়া গেলেন। গোপী ও গাভীগণ সকলেই তাহাদের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বলরামেরও ঐরূপ হইল। তিনি ভাবিলেন, এ কোন্ মায়া? শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল বিষয় সংক্ষেপে জানিতে পারিলেন। ব্রহ্মা নিজের এক ক্রটিকাল অথবা মানুষের সংবৎসর কাল পরে আসিয়া দেখিলেন, সকল বৎস ও বৎসপালগণই তাঁহার মায়াশয্যায় শয়ান আছে, অথচ পূর্ববৎ গোগণ বিচরণ করিতেছে ও গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভোজনরত আছে। ব্রহ্মা গাভী ও বৎসপালগণের প্রত্যেককেই সর্বলাঞ্ছনযুক্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তিরূপে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সেই দিব্য দৃষ্টি আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তখন তিনি এই প্রাকৃত জগৎ ও তাহাতে বৃন্দাবনভূমিকে দেখিতে পাইলেন—

> যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
> মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্॥ ১০।১৩।৬০

—যে স্থান ভগবানের নিবাস বলিয়া ক্রোধ-লোভাদি-মুক্ত এবং যেখানে

মানুষ ও পশু স্বভাবতঃ শত্রুতাভাবাপন্ন হইলেও মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করে।

ব্রহ্মা, আবার সেই গ্রাসহস্তে বৎস ও বয়স্যগণকে অন্বেষণে রত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি নিজ বাহন হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া তাঁহার চতুঃশীর্ষস্থ মুকুটচতুষ্টয় দ্বারা শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শ করিয়া কিছুকাল তদবস্থায় থাকিলেন। তৎপর শ্রীগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত-কলেবরে গদ্গদ হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

এইরূপে সেই ভূমাকে স্তব প্রদক্ষিণ ও পাদদ্বয়ে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিয়া ব্রহ্মা স্বধামে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও সখাগণকে পূর্ববৎ যমুনাতীরে লইয়া গেলেন। মায়ামুক্ত গোপবালকগণ বলিল, এস, এস, তুমি অতি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছ, তুমি গিয়াছ পর আমরা আর এক গ্রাস অন্নও ভোজন করি নাই। ভোজন শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকলসহ বংশীশৃঙ্গাদি বাদন করিতে করিতে গোপীদিগের নয়নানন্দ বিধান করিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজন্,

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥

১০।১৪।৫৮

—যাঁহারা পুণ্যশ্লোক মুরারির পরম আশ্রয়স্থল পদরূপ ভেলা আশ্রয় করিয়াছেন, ভবসমুদ্র তাঁহাদের পক্ষে গোবৎসপদচিহ্নবৎ এবং তাঁহারা সেই পরমপদ লাভ করেন, যে পদ কখনও বিপদের আস্পদ হয় না।

রাম ও কৃষ্ণের যখন ছয় বৎসর বয়স হইল, তখন তাঁহারা গোচারণে নিযুক্ত হইয়া একদিন গাভী ও সখাগণকে লইয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে কুসুমাকর বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন, দেব, দেখুন ফুলফলসমন্বিত তরুকুল আপনাকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতেছে, হরিণীগণ আপনাকে দেখিতেছে, ভ্রমরগণ সুমধুর ধ্বনি করিয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছে। ক্রমে তাঁহারা সখাগণের সহিত নদীতীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বলরাম ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া সখাগণের ক্রোড়ে শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদসেবা ও ব্যজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে বয়স্যগণ তাঁহাকে ঐরূপ করিলেন। তখন শ্রীদাম সুবলাদি

বালকগণ বলিল, হে রাম, হে কৃষ্ণ, নিকটে একটি সুবৃহৎ তালফলের কানন, এবং তথায় বহু সুপক্ক তালফল ভূমিতে পড়িয়া আছে, কিন্তু ধেনুক নামে এক মহাবলশালী দুরন্ত অসুরের ভয়ে আমরা সেই সুগন্ধ ফলগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ দুই প্রভু তৎক্ষণাৎ ঐ কাননে প্রবেশ করিয়া মহাবলে তালবৃক্ষ হইতে ফলসকলকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। ধেনুকাসুর সত্বর তথায় আসিয়া বলদেবের বক্ষে প্রচণ্ড এক পদাঘাত করিল। পুনরায় পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে বলদেব এক হস্ত দ্বারা সেই গর্দভরূপী অসুরের পদদ্বয় ধরিয়া উর্ধ্বে ঘুরাইয়া তাহাকে গতপ্রাণ করিয়া এক তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বান্ধবগণ আসিয়া আক্রমণোদ্যত হইলে তাহারাও ধেনুকের দশা প্রাপ্ত হইল। তাহাদের শবদেহের আঘাতে তালবন চূর্ণ হইল। কৃষ্ণ ও বলরাম গাভী ও সখাগণ সহ ব্রজে প্রবেশ করিলে গোপীগণ দিব্যমাল্য বসন ও আহার্য দ্বারা তাঁহাদের প্রীতিবর্ধন করিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ব্যতীত অন্যান্য সখাগণসহ যমুনায় গিয়াছিলেন। বয়স্যগণ নিদাঘতাপে তপ্ত হইয়া যমুনার বিষাক্ত জলপানে গতপ্রাণ হইয়া তীরে পড়িয়া গেল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তখনই অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন।

১৬-১৭ অধ্যায়

কালিয়, কৃষ্ণ, গরুড়

কৃষ্ণসর্প কালিয় দ্বারা যমুনার জল এইরূপ দূষিত হইয়াছে ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ সর্পকে যমুনা হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সর্প কেন যমুনার জলে বাস করিতেছিল এবং কিরূপেই বা নিগৃহীত হইল? শুকদেব বলিলেন, রাজন্, যমুনায় একটি হ্রদ ছিল, কালিয়ের বিষাগ্নিতে সেই হ্রদের জল নিয়ত ফুটিতে থাকিত। পাখীগণ তাহার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে জলমধ্যে পড়িয়া মরিয়া যাইত, এমন কি তীরগামী প্রাণিমাত্রই সেই বিষাক্ত বায়ুস্পর্শে সর্বদা প্রাণ হারাইত। শ্রীকৃষ্ণ এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং পরিধেয় বস্ত্র আঁটিয়া বাহ্বাস্ফোট

করতঃ সেই বিষ-জলে লম্ফদান করিয়া পড়িলেন। তাঁহার পতনবেগে জলরাশিসহ সর্পদল সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং স্বয়ং কালিয় বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার অঙ্গের সমস্ত মর্মস্থলে দংশন করিয়া তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল। গোপগণ শোকে অবসন্ন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, বৎস ও বৃক্ষসকলও যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। নন্দাদি গোপগণ দ্রুতপদে তথায় আসিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে বলদেব স্মিতমুখে নিষেধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কালসর্পের চতুর্দিকে অনবরত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কালিয়ও তাঁহাকে দংশন করিবার চেষ্টায় বিষাগ্নিতে পরিপূর্ণ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় লেহন করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অখিলগুরু শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সর্পের স্কন্ধদেশ অবনমিত করিয়া তাহার মস্তকস্থ ফণাসকলের উপর আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ সেই নৃত্য দেখিয়া পুষ্প ও নানা বাদ্যসহ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কালিয় যখন যে ফণা তুলিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ তখনই পদাঘাতে তাহা দমন করিতে লাগিলেন। তখন সে ভগ্নদেহ হইয়া বহুমুখে প্রবল বেগে রুধির বমন করিতে করিতে চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিল। ভয়ার্তা কালিয়পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া ভূপতিতা হইয়া বলিল, ভগবন্, এই দণ্ড ন্যায্য, ইহা ইহার ও আমাদের প্রতি আপনার অশেষ অনুগ্রহ। ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, স্বয়ং লক্ষ্মীও আপনার যে পদরেণুর জন্য দুষ্কর তপস্যা করেন, এই সর্প কোন্ অধিকারে সেই পদস্পর্শ পাইল ?

> ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥
>
> ১০।১৬।৩৭

—যাঁহারা আপনার পদধূলির শরণ লইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য, ব্রহ্মার পদ, সমগ্র রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি সমূহ, এমন কি, জন্মান্তরনিবৃত্তিও বাঞ্ছা করেন না।

নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তব করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনি প্রসন্ন হউন, এই দীনা স্ত্রীগণকে পতির প্রাণ ভিক্ষা দিন, এবং আমরা কি করিব, আদেশ করুন। শ্রীভগবান্ তখন ভগ্নশির ও মূর্ছিত সর্পকে পরিত্যাগ করিলেন।

কালিয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, আমরা জন্মতঃ খল, তমোগুণে অদম্য ক্রোধাপন্ন। স্বভাব দুস্ত্যজ, ইহা আপনারই মায়া ; এখন যে বিধান হয়, করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সর্প, তুমি অচিরে এস্থান ত্যাগ করিয়া রমণক নামক সাগরদ্বীপে ফিরিয়া যাও, গরুড় সেখানে তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। সর্পগণ নানা উপহার দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা ও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া রমণকাভিমুখে প্রস্থান করিল, যমুনার জল অমৃততুল্য স্বাদু হইল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, কালিয় কেন রমণক-দ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিল ? শুকদেব বলিলেন, রাজন্, কালিয় গরুড়ের নির্দিষ্ট বলি না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল এবং গরুড় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যমুনায় আশ্রয় লইয়াছিল, কারণ সে জানিত যে সৌভরী মুনির শাপে গরুড় ঐ হ্রদে আসিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ হ্রদ হইতে উঠিলে বলদেব ও অন্যান্য গোপগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, গাভী ও বৎসগণ পরম আনন্দ লাভ করিল, যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। গোপগণ গাভীসহ সেই রাত্রি যমুনাতীরে বাস করিল। তখন নিকটস্থ বনভূমি হইতে সহসা এক ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি উত্থিত হইল। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল, তিনি সেই ভীষণ অগ্নি পান করিয়া তাহাদিগকে ভয়মুক্ত করিয়া দিলেন।

১৮-২১ অধ্যায়

বলরাম, প্রলম্বাসুর, শ্রীকৃষ্ণ

রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গাভীগণসহ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হইল, কিন্তু তাহাতে বৃন্দাবনের নির্ঝর নদী পুলিন ও বায়ুর শৈত্য ক্ষুণ্ণ হইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সখা এবং গোবৎসসহ বেণু বাজাইতে বাজাইতে মাল্য পত্র ময়ুরপুচ্ছাদিতে ভূষিত হইয়া নৃত্য গীত বাহুযুদ্ধাদি নানা বিচিত্র ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় প্রলম্ব নামে এক অসুর তাঁহাদিগকে হরণ করার ইচ্ছায় গোপরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের

সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিয়াও সেই দুষ্টকে নিধন করার ইচ্ছায় তাহার সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন। বলদেবের সঙ্গে ক্রীডায় পরাজিত হইয়া ক্রীড়ার নিয়ম অনুসারে সেই গোপবেশী অসুর বলদেবকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণকে দূরে রাখিবার জন্য সে বৃন্দাবনের সীমান্ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু গুরুভারে পীড়িত হইয়া সে প্রদীপ্তনয়ন ভীষণদর্শন অসুরমূর্তি ধারণ করিল। বলদেব তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহার মস্তকে এমন এক দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সে রুধির বমন করিতে করিতে গতপ্রাণ হইয়া ভীষণ শব্দে বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। গোপগণ বলদেবকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পাইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন, দেবতারা 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া মাল্যবর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন।

একদা গাভী ও বৎসগণ বিচরণ করিতে করিতে তৃণলোভে পর্বতের গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে সহসা দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া তাহারা কাশবনে আশ্রয় লইল। গোপবালকগণ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে দাবানল বায়ুতাড়িত হইয়া স্থাবর-জঙ্গম গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে গোপগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে বলিল, হে মহাবীর্য রাম ও কৃষ্ণ, এই লেলিহান বহ্নিশিখা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। শ্রীহরি বলিলেন, ভয় নাই, তোমরা ক্ষণকালের জন্য নয়ন নিমীলিত কর। গোপগণ তদ্রূপ করিলেন, যোগাধীশ শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রচণ্ড বহ্নি মুখ দ্বারা পান করিলেন। গোপবালকগণ বিপন্মুক্ত হইয়া পরমহর্ষে বংশীবাদন করিতে করিতে কৃষ্ণ ও বলরামসহ গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিল।

রাজন্, প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইল। সূর্যদেব আট মাস কাল পৃথিবীর যে জলরূপ ধন আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, বিদ্যুৎযুক্ত মেঘসকল বায়ুতাড়িত হইয়া বিশ্বের হিতার্থে সেই জলধন প্রত্যর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন শ্রীহরি বলদেবসহ গোপ ও গোগণপরিবৃত হইয়া পক্ব খর্জুরজম্বুসমন্বিত এক বনে ক্রীড়া করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। বৃষ্টি পড়িলে কখনও বৃক্ষতলে কখনও বা গুহামধ্যে আশ্রয় লইতেন এবং ফলমূলাদি আহার করিতেন, কখনও গৃহপ্রেরিত 'দই-ভাত' বয়স্যগণকে লইয়া শিলাতলে বসিয়া খাইতেন।

ক্রমে শরৎ-ঋতু আগত হইল। জলসকল নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইল। পৃথিবী কর্দমমুক্ত হইল, নির্মল আকাশে চন্দ্র ও তারকাগণ শোভা পাইতে লাগিল, শ্রীহরির অংশস্বরূপ মহীতল শস্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বণিক মুনি নৃপ ও স্নাতক ব্রাহ্মণগণ বর্ষার জন্য যে এক এক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বহির্গত হইয়া গেলেন। একদিন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥ ১০।২১।৫

—ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পীতবসন ও বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া সেই নটবর অধরসুধায় বেণুরন্ধ্র পূরণ করিয়া গোপগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া নিজ পদযুগল দ্বারা অলঙ্কৃত বৃন্দাবনভূমি প্রবেশ করিলেন।

সর্বভূতের মনোহরণকারী ঐ বেণুরব শ্রবণ করিয়া গোপাঙ্গনাগণ তাহা বর্ণনা করিতে করিতে প্রতিপদে যেন তাঁহাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, নয়ন সফল যে তাহা এই পরমানন্দ মূর্তি দেখিতে পাইল। এই বেণুর কি পুণ্যবল যে, ইহা নিরন্তর ইহার অধরসুধা পান করিতেছে। যে বৃক্ষ হইতে ইহার উৎপত্তি, যে হ্রদের জল দ্বারা সেই বৃক্ষ পুষ্ট হইয়াছে, তাহারাও মধুধারাচ্ছলে নিরন্তর যেন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। দেখ, দেখ, ময়ূরগণ ইহাকে যেন মেঘ মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ স্ব স্ব পতিসহ ইহার প্রতি প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। সমগ্র বৃন্দারণ্য আজ যেন এক অতুল সম্পদ লাভ করিয়াছে। এই অদ্রি গোবর্ধন হরিদাসগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা রাম ও কৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া সুন্দর জল তৃণ ও গহ্বরাদি দ্বারা গো ও গোপগণসহ তাঁহার পূজা করিতেছে। বৃন্দাবনচারী ভগবানের এইসকল ক্রীড়া বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

২২ অধ্যায়

গোপীগণ, বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণ, বৃক্ষ-মাহাত্ম্য

হেমন্তের প্রথমে ব্রজকুমারীগণ হবিষ্যান্নভোজী হইয়া কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিলেন। বালুময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহারা নানা উপহার দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভের জন্য সেই দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরস্পরের হাত ধরিয়া কৃষ্ণগুণ গাহিতে গাহিতে অন্যান্য দিনের ন্যায় মাসান্তে তাঁহারা বসনসকল তীরে রাখিয়া যমুনায় স্নান করিতে নামিলেন। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রতফল দান করার জন্য বয়স্যগণসহ তথায় আসিয়া ঐ স্নানরতাগণের ত্যক্ত বসনসকল লইয়া ত্বরায় তীরস্থ এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, অবলাগণ, এস, এস, নিজ নিজ বস্ত্র লইয়া যাও। তাহারা বিভ্রান্তা হইয়া আকণ্ঠ জলমগ্নাবস্থায়ই বলিল, ওহে নন্দসুত, আমরা এই ব্রজমণ্ডলমধ্যে তোমাকে খুব শ্লাঘ্য বলিয়াই জানি; শীতে কাঁপিতেছি, শীঘ্র বসনগুলি দাও। আমরা তোমার দাসী, যাহা বলিবে তাহাই করিব, বস্ত্র না দিলে রাজাকে বলিয়া দিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে শুচিস্মিতাগণ, তোমরা যদি আমার হও, তবে উঠিয়া এস, বস্ত্র লও—রাজা ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমার কি করিবেন? তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই গোপ-কন্যাগণ গুপ্তাঙ্গ হস্তাচ্ছাদিত করিয়া তীরে উঠিলেন। বস্ত্রগুলি বৃক্ষস্কন্ধে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, বিবস্ত্রা হইয়া জলদেবতার অবজ্ঞা করিয়াছ, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করিয়া বসন গ্রহণ কর। ব্রতভঙ্গ আশঙ্কায় গোপীগণ তাহাই করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকল বসন ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণসঙ্গলাভে গোপীগণ নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে লজ্জিত হইলেও ইহাতে গোপীগণ দোষ গ্রহণ করিলেন না। বসন লাভ করিয়াও কৃষ্ণ-গৃহীতচিত্তা সেই কুমারীগণ সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, সাধ্বীগণ, তোমাদের সঙ্কল্প সফল হইবার যোগ্য,—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ ১০।২২।২৬

—আমাতে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হয়, কামভোগের জন্য কখনও তাহাদের কামনা হয় না, যেমন বীজ ভাজা বা সিদ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না।

তোমরা ব্রজে গমন কর, আমি তোমাদের ব্রত সিদ্ধ করিব,—আগামী রজনীসমূহে তোমবা আমার সহিত ক্রীড়া করিবে। কুমারীগণ লব্ধকামা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রজে প্রস্থান কবিলেন।

বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে কবিতে সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষসকল দেখিয়া বয়স্যগণকে বলিলেন,—

পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥ ১০।২২।৩২-৩৫

—এইসকল মহৎ বৃক্ষকে দেখ, পরের উপকারসাধনের জন্যই ইহারা জীবনধারণ কবে। ইহারা নিজেরা কত বর্ষা গ্রীষ্ম ও শীত সহ্য করিয়া আমাদের রক্ষা করিতেছে। ইহারা সকল জীবের জীবনধারণের হেতু, ইহাদের জন্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ সুজনের ন্যায় যাচকগণ ইহাদের নিকট কখন বিমুখ হয় না। ইহারা পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাষ্ঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি পল্লবাদি দ্বারা সকলের কামনা পূর্ণ করে। প্রাণ ধন বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্বদা দেহীদিগের কল্যাণ সাধন করাই মানুষের জন্মের সার্থকতা।

তাঁহারা সেই বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া যমুনায় উপনীত হইয়া গোগণ সহ নিজেরা প্রচুরপরিমাণ জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন। গোপবালকগণ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া তখন বলিল—

২৩ অধ্যায়

গোপগণ, কৃষ্ণ, বলরাম, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপত্নীগণ

হে রাম, হে কৃষ্ণ, বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, শীঘ্র ইহার শান্তি বিধান কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বয়স্যগণ, বেদবাদী স্বর্গকামী ব্রাহ্মণগণ নিকটেই আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞ করিতেছে, তোমরা সত্বর সেখানে গিয়া আমাদের নামে খাদ্য প্রার্থনা কর। বালকেরা সেইরূপ করিল, কিন্তু সেই দেহাভিমানী দুর্ভাগা ব্রাহ্মণেরা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ মনে করিয়া ঐ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল। বালকগণের মুখে ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তোমবা পুনরায় গিয়া ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে বল, তাঁহারা আমাব প্রতি স্নেহশালিনী, নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রচুর অন্ন দিবেন। তাহাবা গিয়া পত্নীশালায় আসীনা সালঙ্কারা দ্বিজপত্নীগণকে ঐরূপ বলিল। স্ত্রীগণ ইহা শুনিবামাত্র পতিপুত্রগণের নিষেধসত্বেও বহুপাত্রে নানাবিধ অন্ন লইয়া সাগরগামী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া অশোকের নবপল্লবমণ্ডিত যমুনার তীর-উপবনে পীতবসন বনমালীর নিকট উপস্থিত হইল। ভগবান্ হরি তাহাদিগকে বলিলেন মহাভাগাগণ, এস, তোমাদের শুভাগমন হউক, আমরা কি করিব, বল।—

নম্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥
প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥

১০।২৩।২৬,২৭

—যাহারা সুবুদ্ধি, নিজের ভাল বোঝে, তাহারা সকল আত্মার প্রিয় আমাকে ফলাভিসন্ধিরহিত ভক্তি করে। প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ স্ত্রী পুত্র ধনাদি যাহার জন্য প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কে হইতে পারে?

এক্ষণে তোমরা যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া যাও, তোমাদের পতিগণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন। যজ্ঞপত্নীগণ বলিলেন, বিভো, এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না, আমাদের পতিগণ আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আপনি ছাড়া আমাদের অন্য গতি নাই, আমরা আপনার চরণে প্রপন্ন হইলাম, আমাদের

গতিবিধান করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভয় নাই, তোমাদের পতিগণ সকলেই তোমাদিগকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। রমণীগণ এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন, রাম ও কৃষ্ণ তাঁহাদের আনীত অন্নদ্বারা পরিতোষের সহিত সকলকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণগণ অনুতপ্ত হইয়া স্ব স্ব পত্নীকে সানন্দে গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে স্বামী কর্তৃক নিবারিতা একটি ব্রাহ্মণপত্নী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া তাঁহার রূপ যেমন শুনিয়াছিলেন তাহাই ধ্যানযোগে আলিঙ্গন করিয়া তদ্‌গতা হইয়া কলেবর ত্যাগ :করিলেন। ব্রাহ্মণরা ভাবিলেন, আমরা ত সর্বপ্রকার সুসংস্কারসম্পন্ন, আর এই নারীগণ ত বেদপাঠ গুরুকুলে বাস শৌচাচার ইত্যাদি কিছুই করে নাই, তথাপি যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের কি দৃঢ়া ভক্তি! হায়, আমরা গৃহচেষ্টায় প্রমত্ত হইয়া কেবল বৈষয়িক স্বার্থেরই অন্বেষণ করিয়াছি। তাহাই স্মরণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অন্নযাচ্ঞাছলে গোপবালকগণকে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। স্ত্রীগণের ভক্তির দ্বারা যোগেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি আজ আমাদের নিশ্চলা ভক্তি জন্মিল—আমরা ধন্য যে এমন স্ত্রী লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে নমস্কার, তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। রাজন্, কংসভয়ে ভীত হইয়া তাহারা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিল না।

২৪-২৮ অধ্যায়

গোপবৃদ্ধগণ, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, গোবর্দ্ধন, সুরভি, বরুণ

একদা গোপগণ ইন্দ্রযাগে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া পিতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ, এ কার্য কোন্ দেবতার উদ্দেশে, ইহার কি ফল, ইহা শাস্ত্রবিহিত, অথবা লৌকিক মাত্র? এ বিষয়ে কি বিচার করিয়াছেন? না বুঝিয়া কর্ম করিলে তাহা সুসিদ্ধ হয় না। উদাসীন ব্যক্তিই শত্রু, সুহৃদ্‌গণ আত্মবৎ, মন্ত্রণাবিষয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, সুতরাং আমার এই কুতূহল নিবৃত্ত করুন।—নন্দ বলিলেন, বৎস, মেঘগণ মানবের সকল উদ্যমের ফলদাতা ও জীবনদাতা। তাহারা ইন্দ্রের প্রিয় মূর্তি, এজন্য ইন্দ্রের পূজা লোকপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হইয়া

আসিতেছে। কাম লোভ ভয় বা দ্বেষ বশতঃ এই ধর্ম পরিত্যাগ করা শোভন নহে। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—

> কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে।
> সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে॥
> দেহানুচ্চাবচান্‌ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা।
> শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১০।২৪।১৩,১৭

—জীবমাত্র কর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্মদ্বারাই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুখ দুঃখ ভয় মঙ্গল কর্মদ্বারাই লাভ হয়। জীব কর্মদ্বারাই উচ্চ নীচ দেহ প্রাপ্ত হয় ও ত্যাগ করে, কর্মদ্বারাই শত্রু মিত্র বা উদাসীন হয়। কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর।

প্রাণিমাত্রই স্বভাবের অনুবর্তন করে, যাহা দ্বারা সে সুখে জীবিকার্জন করে, তাহাই তাহার দেবতা। আমরা গোবৃত্তি, ভূমিকর্ষণ আমাদের বৃত্তি নহে, সুতরাং গো-ই আমাদের পূজ্য। মেঘ বা ইন্দ্র আমাদের কি করিবেন? মেঘসকল ত রজোগুণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বারিবর্ষণ করিবেই। সুতরাং আমি বলি, ইন্দ্রযাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্যসকল এবং মুগপিষ্টক ও গো-দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ হোম করুন, আপনারা তাঁহাদিগকে ধেনু দক্ষিণা ও অন্নাদি দিন, কিন্তু চণ্ডাল, অন্যান্য পতিত ও কুক্কুরাদি পশুকেও যথাযোগ্য অন্ন দান করুন, সকল পুজোপহার দ্বারা পর্বতকেই পূজা করুন, সুন্দররূপে অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া গো ব্রাহ্মণ ও পর্বতকেই প্রদক্ষিণ করুন। নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য আহৃত সমুদয় দ্রব্যের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া গোগণকে তৃণ এবং গিরি ও দ্বিজগণকে উপহার প্রদান করিয়া গোধনসহ পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সালঙ্কারা গোপরমণীগণও কৃষ্ণ-গাথা গান করিতে করিতে পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন। কৃষ্ণ বৃহদ্‌ বপু ধারণ করিয়া 'আমি শৈল' বলিয়া প্রচুর ভোজ্য গ্রহণ করিলেন এবং আপনাকেই নমস্কার করিয়া বলিলেন, দেখ, এই পর্বত মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন।—তৎপর সকলে ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ ব্যাহত হইল দেখিয়া বিষম ক্রোধে বলিলেন, অহো,

সামান্য বনবাসী গোপদিগের কি ধনমদ জন্মিল, মরণধর্মা কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহারা দেবতার অবজ্ঞা করিতে সাহস করিল ? তিনি মেঘসকলকে আদেশ দিলেন, ইহাদের গর্ব চূর্ণ কর, পশুসকল নষ্ট কর, আমিও বেগবান্ মরুদ্‌গণসহ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া এখনই যাইতেছি, অদ্য সমস্ত ব্রজ ধ্বংস করিব। প্রবল বাত্যাসহ অজস্র শিলা ও বারিপাতে ব্রজভূমি প্লাবিত হইল। গোপ গোপী ও পশুগণ শীতার্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে উপনীত হইয়া বলিল, হে মহাভাগ, হে গোকুলের প্রভু, কুপিত দেবতা হইতে সত্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন,—

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন ধৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥ ১০।২৫।১৯

—'আমিই রক্ষা করিব' বলিয়া, বালক যেন ছত্রাক ('ব্যাঙের ছাতা') ধারণ করে, কৃষ্ণ তেমন এক হস্তে অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধনগিরিকে ধারণ করিয়া রহিলেন।

গোপগণকে বলিলেন, তোমরা সকলে গো ও ধনাদিসহ এই গিরিগর্তে প্রবেশ কর। তাঁহারা তাহাই করিলেন। মহা-বিস্ময়ে তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কিছুমাত্র পীড়িত না হইয়া 'দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ'—এক সপ্তাহ কাল ঐ অদ্রিকে ঐরূপে ধারণ করিয়া রহিলেন, পদমাত্রও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। ইন্দ্র নিতান্ত বিস্মিত ও নির্জিত হইয়া বারিবর্ষণ ক্ষান্ত করিলেন। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত গিরিতল হইতে নির্গত হইল, গিরি গোবর্দ্ধন আবার অবলীলাক্রমে পূর্ব স্থানে স্থাপিত হইল। গোপগণ আলিঙ্গন ও গোপীগণ দধি লাজাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহার কীর্তি গান করিতে করিতে গো ও অন্যান্য ধনাদিসহ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। নন্দ যশোদা রোহিণী বলরাম আলিঙ্গনাশিস দ্বারা, ও দেবগণ স্বর্গ হইতে নৃত্য, গীত, পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করিলেন।

রাজন্, গোপগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের এই সব অদ্ভুত কার্য দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া নন্দের নিকট গিয়া বলিল, হে নন্দ, তোমার এই বালক কিরূপে মহাবল পুতনার স্তন্যপান করিয়া তাহাকে বধ করিল ?

কিরূপেই বা শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তের কণ্ঠ গ্রহণ দ্বারা তাহাকে বধ, উদূখল দ্বারা যমলার্জুন ভঙ্গ, বকাসুরকে বিদারণ, বৎসাসুরের নিধন, বলরাম দ্বারা প্রলম্বাসুরকে বধ করাইয়া তালবন উদ্ধার, দাবানল পান, কালিয়দমন দ্বারা যমুনার জল বিষমুক্ত করিল, আর এখনই বা ঐ সপ্তমবর্ষীয় শিশু কিরূপে এক হস্তে এই মহাগিরি ধারণ করিয়া রহিল ? কেনই বা সমস্ত ব্রজ ইহার প্রতি এত অনুরক্ত ? নন্দ বলিলেন, গোপগণ, তোমরা গর্গমুনির বাক্যসকল স্মরণ কর—ইনি নারায়ণের অংশ, ইহা হইতে তোমাদের শঙ্কিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। গোপগণ আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হইয়া নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।—মহেন্দ্রের মদনাশকারী গোগণের ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রীত হউন।

অতঃপর একদিন ইন্দ্র ও সুরভি গোলোক হইতে ব্রজধামে আগমন করিলেন। নিরস্তমদগর্ব ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া নির্জনে কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া স্বীয় কিরীট দ্বারা তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, ভগবন্, মায়ালোভাদিরহিত শান্ত ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব আপনার স্বরূপ। তথাপি ধর্মরক্ষণ ও খলনিগ্রহের জন্য আপনি দণ্ড ধারণ করেন। আপনার প্রভাব না বুঝিয়া গর্বদৃপ্ত হইয়া মূঢ় আমি তীব্র ক্রোধ ও অভিমানে বৃষ্টি ও বাত্যা প্রেরণ দ্বারা গোষ্ঠনাশের চেষ্টা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, আর যেন আমার এরূপ অসৎমতি কখনও না হয়। সর্বভূতাত্মা অন্তর্যামী জ্ঞানমূর্তি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহেন্দ্র, তুমি ঐশ্বর্য-গর্ব ত্যাগ করিয়া যাহাতে আমাকে স্মরণ করিতে পার, তজ্জন্য তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি—

মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥ ১০।২৭।১৬

—আমি যে দণ্ড ধারণ করিয়া আছি, ঐশ্বর্যমদে গর্বিত ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায় না। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে তাহাকে সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করি।

এক্ষণে গমন কর, তোমার কল্যাণ হউক, আমার আদেশ পালন কর, অপ্রমত্ত হইয়া স্বাধিকারে অবস্থান কর।—সুরভি অভিবাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে বিশ্বযোগী বিশ্বাত্মন্, আপনি ভূমির ভার অপনোদনের জন্য

অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে আপনাকে আমি গোগণের ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলাম। ইন্দ্র ঐরাবতের শুণ্ডসাহায্যে আনীত আকাশগঙ্গার জলে অভিষেক করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করিলেন। নারদাদি দেবর্ষি গন্ধর্ব চারণ দেবাঙ্গনাগণ নৃত্য গীত ও পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, গাভীগণ পয়োধারা দ্বারা ধরাতল আর্দ্র করিল। ইন্দ্র ও সুরভি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একদা নন্দ একাদশীর উপবাসান্তে অরুণোদয়ের পূর্বেই স্নানার্থে যমুনায় প্রবেশ করিলেন। আসুরী বেলায় স্নানাপরাধে বরুণের এক ভৃত্য নন্দকে ধরিয়া আপন প্রভুর নিকট লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে বরুণের আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণদেব মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহার পূজা ও অর্চনা করিয়া বলিলেন, ভগবন্, অদ্য আমার জন্ম সফল ও পরমরত্ন লাভ হইল, আপনাকে নমস্কার। আমার এক মূঢ় অজ্ঞান ভৃত্য না জানিয়া আপনার পিতাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ইঁহাকে গৃহে নিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া নন্দব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। গোপগণের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিন, অক্রূর পরে আসিয়া যেখানে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে নন্দাদি গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া ব্রহ্মলোক দর্শন করাইলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বেদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন।

২৯-৩৩ অধ্যায়

রাসপঞ্চাধ্যায়—কৃষ্ণ ও গোপীগণ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরতের মল্লিকাকুসুমশোভিত রজনীসকল দেখিয়া যোগমায়াশ্রয়ে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন চন্দ্রমা পূর্বদিগ্‌বধূর মুখ তরুণকিরণরাগে রঞ্জিত করিয়া গগনতলে উদিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্যোছনাস্নাত সেই সুরম্য বনস্থলী দেখিয়া রমণীগণের মনোহরণকারী অব্যক্ত-মধুর গীতধ্বনি করিলেন। কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা ব্রজস্ত্রীগণ সেই কামবর্দ্ধক গীত শুনিবামাত্র পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া দ্রুতগমনজনিত লোলায়িতকুণ্ডলকর্ণে ছুটিয়া আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কেহ গোদোহন, কেহ

দুগ্ধাবর্তন, কেহ গোধুমচূর্ণরন্ধন, কেহ অন্নপরিবেশন, কেহ শিশুকে স্তন্যদান, কেহ ভোজন, কেহ বা অঙ্গরাগলেপন করিতেছিলেন—ঐ সকলই যাহা যেমন ছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল, পতিপুত্রাদি দ্বারা বারিতা হইয়াও সেই মুগ্ধাগণ কেহই নিবৃত্তা হইলেন না। গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হওয়ায় যাঁহারা বাহির হইতে পারিলেন না, তাঁহারা কৃষ্ণগতচিত্তে ধ্যানস্থা হইয়া তনুত্যাগ করিলেন, কিন্তু চিন্ময়দেহে তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন।

রাজন্, পূর্বে বলিয়াছি শিশুপাল দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তবে কৃষ্ণপ্রিয়াদের সম্বন্ধে আর কথা কি?—

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ্যমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

১০।২৯।১৪, ১৫

—রাজন্, ভগবানের রূপধারণ মানবগণের পরমমঙ্গল বিধানের জন্য। তিনি স্বয়ং ত অব্যয় অপ্রমেয় নিগুণ এবং গুণসকলের নিয়ন্তা। তাঁহার প্রতি নিয়ত কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্য বা সখ্য করিয়া তন্ময়তা লাভ হয়।

রাজন্, বিস্মিত হইও না, স্থাবরাদিও তাঁহার সংস্পর্শে মুক্তি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ সমাগতা গোপীদিগকে বলিলেন, তোমরা আসিয়াছ? ব্রজের কুশল ত? আগমনের কারণ বল এবং আমি তোমাদের কি করিব, বল। এ রজনী অতিঘোরা, এ অরণ্যেও ঘোর প্রাণিগণের বাস। তোমরা স্ত্রীজাতি, বন্ধুগণ তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন। বনশোভা ত দেখিলে, আর এখানে থাকিও না, ব্রজে ফিরিয়া যাও। পতিপুত্রগণের সেবাই স্ত্রীধর্ম। অন্য সকল জীবের ন্যায় তোমরাও যে আমাকে প্রীতি কর, তাহা সমুচিত বটে, কিন্তু পতি যেমনই হউক, স্ত্রী কখনও তাহাকে ত্যাগ করিবে না। আর দেখ—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ১০।২৯।২৭

—শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও কীর্তন দ্বারা আমার প্রতি যেমন সহজে ভাবোদয়

হয়, আমার নৈকট্য দ্বারা তেমন হয় না। অতএব, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

গোপীগণ ইহা শুনিয়া অশ্রুমোচন ও পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে করিতে বলিলেন, হে বিভু, এ বাক্য অতি নিষ্ঠুর। আমরা যে সকলই ছাড়িয়া তোমার পদমূল আশ্রয় করিয়াছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তোমার বাক্যসকল তোমার মুখেই থাকুক। পতিপুত্রাদি কেবল পীড়াদায়ক, আমরা সেসকল ত একেবারে ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাদের সে চিত্ত ত তুমিই হরণ করিয়া লইয়াছ। তুমিই দেহিগণের আত্মা ও বন্ধু, তুমিই সকল পতিপুত্রাদির অধিষ্ঠানস্থল। হে অরবিন্দনেত্র, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা এতকাল যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন করিও না। গৃহকার্যে আমাদের যে মন ছিল, তাহা হারাইয়াছি। যে হাত দিয়া সে কাজ করিব, সে হাতও অবশ হইয়া গিয়াছে। আর,—

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ।
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥ ১০।২৯।৩৪

—পদদ্বয় তোমার পাদমূল হইতে এক পদও চলিতে পারিতেছে না, তবে কেমন করিয়া ব্রজে যাইব, আর যাইয়াই বা কি করিব?

অধরামৃতসেকদ্বারা আমাদের হৃদয়াগ্নি নির্বাপিত কর, অথবা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার পদদ্বয়ে স্থান লাভ করিতে পারিব। হে অরণ্যজনপ্রিয়, শ্রীমতী তুলসী আদি ভক্তগণ এবং সুরগণপূজিতা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সতত তোমার বুকে থাকিয়াও যে পদযুগল পাইলে উৎসবানন্দ ভোগ করেন, আমরা বনচরীগণ যদবধি সেই পদযুগলের স্পর্শ লাভ করিয়াছি, তদবধি সেই পদধূলিতেই একান্ত শরণাপন্না হইয়া রহিয়াছি।—

তৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্।
১০।২৯।৩৮

—হে পুরুষভূষণ, তোমার সুন্দর হাস্য ও দৃষ্টি দ্বারা তীব্রকামতপ্ত আমাদিগকে তোমার দাস্য দাও।

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়িতমূর্ছিতেন
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১০।২৯।৪০

—হে শ্রেষ্ঠ, তোমার বেণুগীতে মোহিত এমন কোন্ স্ত্রী এই তিন লোকে আছে, যে তোমার ত্রিলোকমোহন এই রূপ দেখিয়া সদাচারধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না? ঐ দেখ, গাভী পক্ষী ও বৃক্ষসকলও তোমাকে দেখিয়া নিজ নিজ শরীরে পুলক ধারণ করিয়াছে।

হে আর্তের বন্ধু, তুমি ত ব্রজের ভয় ও আর্তি হরণের জন্যই জন্ম লইয়াছ, এই আর্তগণের স্তনে ও মস্তকে তোমার করপদ্ম অর্পণ কর।—

যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাদের এই কাতর-বাক্যসকল শুনিয়া স্মিতমুখে নক্ষত্রপরিশোভিত চন্দ্রমণ্ডলীর ন্যায় সেই গোপরমণীগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শীতল পরম স্নিগ্ধ হিমবালুকাপূর্ণ সেই নদীপুলিনে বৈজয়ন্তীমালা পরিয়া কখনও আপনি গাইলেন. কখনও তাঁহারা গাইতে লাগিলেন। কটাক্ষনিক্ষেপ, নানাঙ্গস্পর্শ ও হাস্য-পরিহাস দ্বারা গোপীগণের ভাবসমূহ উদ্দীপিত করিয়া তিনি ক্রীড়া কবিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মার নিকট এইরূপে অতিশয়মানপ্রাপ্তা ব্রজরমণীগণ অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়া আপনাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় রমণীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মনে করিতে লাগিলেন। তখন,

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯।৪৮

—কেশব তাহাদের সেই সৌভাগ্যগর্ব দেখিয়া সেই গর্ব দূর করিবার জন্য ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার নিমিত্ত সেই স্থানেই সহসা অন্তর্ধান করিলেন।

শ্রীভগবান্ এইরূপে সহসা অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ অতিশয় পরিতপ্তা অথচ তাঁহাতে আবিষ্টা হইয়া প্রত্যেকে 'আমিই কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহারই কার্য সকলের অনুকরণ, এবং সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকথা গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষসকল দেখিয়া বলিলেন, হে অশ্বত্থ, হে অশোক, হে চম্পক, আমাদের মন হরণ করিয়া নন্দনন্দন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা কি দেখিয়াছ? হে তুলসি,

তুমি ত গোবিন্দচরণপ্রিয়, তবে তাঁহাকে কি দেখিয়াছ? হে মালতি, হে যূথিকে, করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগকে প্রীত করিয়া তিনি কি এই পথে গিয়াছেন? হে যমুনাতীরবাসী তরুগণ, তোমরা ত পরার্থজীবিত, কৃষ্ণবিরহে বিগতপ্রাণা আমাদিগকে তাঁহার গমনপথটি দেখাইয়া দাও। হে পৃথিবী, কাহার আলিঙ্গনে বা পদস্পর্শে তোমার দেহে এ রোমাঞ্চ? হে হরিণীগণ, এখানে যে কুন্দপুষ্পমালার গন্ধ পাইতেছি, আমাদের প্রিয় কি তবে কোন প্রিয়ার সহিত তোমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া এই পথেই গিয়াছেন? ফলভারাবনত কোন বৃক্ষ দেখিয়া বলিলেন, তোমরা প্রণত কেন? তবে কি তিনি লীলা-কমল হাতে লইয়া তুলসীগন্ধে আকৃষ্ট অলিকুল দ্বারা অনুসৃত হইয়া প্রিয়ার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া তোমাদের প্রণাম লইতে লইতে এই পথ দিয়াই গিয়াছেন? সখীগণ, দেখ, দেখ, এই লতাসকল শিহরিত, নিশ্চয় তিনি নখের দ্বারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন।—তারপর, তাঁহারা অতিশয় বিক্ষুব্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকৃত লীলাসকলের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহ পূতনা, অন্যা তাহার স্তন্যপায়ী শিশু, কেহ শকট, অন্যা তাহাকে পদাঘাতে তাড়নকারী, কেহ নবনীত-চোর, কেহ তৃণাবর্ত-বকাসুর-বৎসাসুরবধকারী, কেহ কালিয়, অন্যা পদদ্বারা তাহার মস্তকনিপীড়নকারী, কেহ দাবানল-পানরত, কেহ অঞ্চল তুলিয়া বাত-বৃষ্টি নিবারণ করিয়া গোবর্ধন ধারণে রত —এইরূপ নানা অভিনয় করিতে করিতে, এক স্থানে গিয়া ভূমিতলে সেই মানবদেহধারী পরমাত্মার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এ ত সেই নন্দসুতেরই পদচিহ্ন, কিন্তু এ যে অন্য একটি চিহ্নের সহিত মিলিত; তবে কি এখানে তিনি সেই প্রিয়ার কাঁধে হাত দিয়া চলিতেছিলেন?

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০।৩০।২৮

—এ রমণী নিশ্চয় ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিল, নচেৎ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইহাকে নিয়া কেন এই গুপ্তস্থানে চলিয়া আসিবেন? হায়, এ চিহ্ন যে আমাদিগকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া তুলিল! সেই চতুরা রমণী কি আমাদের সকলকে বঞ্চিত করিয়া অচ্যুতকে একক নির্জনে লইয়া গিয়া তাঁহার অধরসুধা পান করিল? সখি, এই দেখ, এখানে আর সেই দ্বিতীয় চিহ্নটি নাই। কিন্তু, আবার এই দেখ, এখানে একটি

গভীর পদচিহ্ন। তবে কি এখানে তিনি সেই শ্রান্তা প্রিয়াকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন? আবার দেখ, এই স্থানে বুঝি তিনি সেই প্রিয়াকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাঁহার কেশ প্রসাধন করিয়া দিয়াছিলেন। গোপীগণ এইরূপে বিভ্রান্তা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে, শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীকে নিয়া আসিয়াছিলেন, সেও মনে করিল, প্রিয় অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া আমারই ভজনা করিতেছেন, সুতরাং আমিই গোপীকুলে সর্বশ্রেষ্ঠা। সে গর্বিতা হইয়া বলিল, আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও। কেশব বলিলেন, তবে তুমি আমার এই স্কন্ধে আরোহণ কর,—কিন্তু এই বলিয়াই শ্রীভগবান্ তন্মুহূর্তেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সেই বধূ তখন অত্যন্ত ভীতা ও সন্তপ্তা হইয়া রোদন করিতে লাগিল—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০।৩০।৪৯

—হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হে মহাবাহু, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? সখে, তোমার এই দীনা দাসীকে তোমার নিকটে লইয়া যাও।

কৃষ্ণান্বেষিণী অন্যা গোপীগণ সেই পথে আসিয়া প্রিয়ত্যক্তা সেই দুঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার নিকট সকল কথা জানিয়া তাঁহারা পরম বিস্ময় লাভ করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সেই বনের যতদূর জ্যোছনা-লোকিত ছিল, ততদূর পর্যন্ত অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু অন্ধকারে আর প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইলেন। সেই কৃষ্ণগতাগণ আপন গৃহ ত একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণগুণ গান কবিতে করিতে তাঁহারা আবার যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় সেইখানেই থাকিয়া তদ্বিষয়ক গানই গাহিতে লাগিলেন।—

গোপীগণ বলিলেন, হে প্রিয়, তোমার জন্ম দ্বারা ব্রজ শ্রীশালী হইয়াছে, লক্ষ্মী নিয়ত এখানে বিরাজিতা। দেখ, তোমার জন্য কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আজ আমরা তোমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। হে আমাদের বরদাতা, হে আমাদের সকল সুখের আকর, আমরা তোমার বিনামূল্যে ক্রীতা চিরদাসী, তাই বলিয়া কি শরতের সরোবরের শ্রেষ্ঠ সুস্ফুট কমলের

ন্যায় তোমার ঐ নয়নদ্বয় দ্বারা আমাদিগকে এরূপে বধ করিবে ? এ কি বধ নয় ? হে ঋষভ, বিষজল, সর্প, রাক্ষস, বৃষ, বাত্যা, দাবানল—সকল ভয় হইতেই ত তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তবে এখন কেন তুমি এমন বিমুখ হইলে ? ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বরক্ষার জন্য তুমি যদুকুলে জন্ম লইয়াছিলে ; তুমি ত কেবল গোপিকাসুত নও, তুমি অখিল দেহধারীর অন্তরের সাক্ষী। হে কান্ত, কমলার করগ্রাহী তোমার ঐ অভয়প্রদ করকমল আমাদের মস্তকে ন্যস্ত কর। হে বীর, হে ব্রজের সকল আর্তিহারিন্, হে সুস্মিত হাস্যের দ্বারা প্রিয়ঘাতিন্, আমরা অবলা আর তোমার চিরদাসী, আমাদিগকে তোমাব ঐ শ্রীমুখখানি একবার দেখাও। যে পদযুগল লক্ষ্মীর সাধনের ধন, যাহা দ্বারা তুমি গোচারণে যাইতে, যাহা জীবের সকল-পাপ-নাশন, যাহা কালিয়ের ফণাসকলের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলে, সেই চরণযুগল এই কুচদ্বয়ের উপর অর্পণ করিয়া আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কর। তোমার মধুব বাক্য আমাদিগকে বিহ্বল করিয়াছে। হে বীর, এস, এস, এখন অধরামৃত দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

১০।৩১।৯

—তোমার কথা অমৃত স্বরূপ ; ইহা সন্তপ্ত লোকের জীবন দান করে, ইহা কবিগণ দ্বারা উচ্চারিত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস কবে, ইহা শ্রবণেই মঙ্গল হয়। ইহা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল শ্রী বিধান করে। যাঁহারা পৃথিবীতে ইহা কীর্তন করেন তাঁহারা বহু-দাতা।

হে প্রিয়, হে কপট, তোমার হাস্য, তোমার ধ্যানমঙ্গল প্রণয়দৃষ্টি, তোমার মর্মভেদী নির্জন-সঙ্কেত-লীলা, আমাদের হৃদয় বিপর্যস্ত করিতেছে। হে নাথ, নলিন-সুন্দর ঐ পা দুখানি যখন গোচারণের কর্কশ শিলাতৃণাঙ্কুরাদি দ্বারা বিদ্ধ হয়, তখন আমাদের প্রাণ যে কি কঠিন ব্যথা পায়, তুমি কি তাহা জান না ? তারপর, যখন গোগণের পদধুলিতে আচ্ছন্ন কুটিলকুন্তলাবৃত তোমার ঐ মুখখানা আমাদিগকে দেখাইতে দেখাইতে গোধুলিকালে ব্রজে ফিরিয়া আস, তখন চক্ষুর এই পল্লবদ্বয় নির্ণিমেষ দর্শনে ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে আমরা মনে মনে কত অভিশাপ করি ! তোমার মোহন গীতে লুব্ধা

হইয়া, আর তোমার নির্জন স্থানের রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ স্মরণ করিয়া পতিপুত্র সকল ছাড়িয়া, লক্ষ্মীর আবাসস্থান তোমার স্পৃহণীয় বক্ষস্থলের লোভে মুগ্ধ হইয়া, আমরা এই নিশাকালে এখানে আসিয়াছি। হে শঠ, এই নিরাশ্রয়াদিগকে এমন সময়ে তুমি ছাড়া আর কে এমন নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে? স্বজনের হৃদ্‌রোগের প্রতিকারস্বরূপ যে বিশ্বমঙ্গল মহৌষধ তুমি জান, তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের দাও।—

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ
শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে নঃ কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০।৩১।১৯

—হে প্রিয়, অত্যুৎকৃষ্ট কমলের ন্যায় তোমার ঐ কোমল চরণ দু'খানা পাছে ব্যথা পায়, এই ভয়ে অতি ভীত হইয়া আমরা আমাদের এই কঠিন স্তনের উপর ধীরে ধীরে ন্যস্ত করি। সেই চরণদ্বারা তুমি এখন এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ। তাহা কি সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না?—ইহা ভাবিয়া ত্বদ্‌গতজীবন আমাদের চিত্ত যে অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

রাজন্, কৃষ্ণদর্শনলালসায় এইরূপে নানা ভাবের গান ও বিলাপ করিতে করিতে গোপীগণ অবশেষে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন,—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১০।৩২।২

—পীত বসন ও মাল্যভূষিত মদনমোহন শৌরি মৃদুহাস্যশোভিত মুখকমল লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সহসা আবির্ভূত হইলেন।

প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়া হঠাৎ আবার ফিরিয়া আসিলে হস্তপদাদি অবয়বসকল যেমন অকস্মাৎ সচল হইয়া ওঠে, প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া গোপীগণও সেইরূপ সকলে যুগপৎ গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলেন। কেহ তাঁহার হাত ধরিলেন, কেহ তাঁহার হাতখানা নিয়া নিজ স্কন্ধের উপর রাখিলেন, কেহ তাঁহার চর্বিত তাম্বূল হাত পাতিয়া লইলেন। এক স্ত্রী তাঁহার চরণকমল টানিয়া লইয়া নিজ কুচযুগের উপর স্থাপন করিলেন। কেহ

বা দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হইলেন না। প্রণয়কোপে এক গোপী নিজ ভ্রূ কুঞ্চিত ও অধর দংশন করিয়া তাঁহার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা নেত্ররন্ধ্র দ্বারা প্রিয়তমকে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া চোখ বুজিয়া যোগিগণের ন্যায় তাঁহার আলিঙ্গনসুখে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। —গোপীকুলশোভিত শ্রীকৃষ্ণ তখন যমুনাপুলিনে প্রবেশ করিলেন। সেই পুলিনের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুলও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরতের চন্দ্রকিরণে ও কালিন্দীর তরলকরোত্থিত কোমল বালুপুঞ্জে যমুনাপুলিন অতি শোভন মূর্তি ধারণ করিল। ব্রজকামিনীগণ তথায় তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমাকীর্ণ উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা প্রাণবন্ধুর জন্য আসন রচনা করিয়া দিলেন। শ্রীভগবান্ যখন আসিয়া সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার দেহ সমগ্র বিশ্বের সকল শোভার একমাত্র আধাররূপে প্রতীয়মান হইল।

মুগ্ধা গোপবালাগণ কামবর্দ্ধন হাস্য দৃষ্টি ভ্রূবিলাস এবং তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের সংস্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া ঈষৎ কুপিত ভাবে বলিলেন,—কেহ ভজনাকারীকে নিজের মত করিয়াই ভজনা করে, কেহ বা যাহারা ভজনা করে না তাহাদিগকে ভজনা করে, কেহ বা কাহাকেও ভজনা করে না, ইহার অর্থ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখিগণ, যে ভজনা পাইবার জন্য অন্যের ভজনা করে, সে ত নিজের উপাসনা করে, তাহাতে ধর্ম বা সৌহৃদ্য কোনটাই লাভ হয় না। পিতামাতা যেমন ভজনবিমুখ সন্তানকেও অকপট-ভাবে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ, ভজনা না পাইয়াও যে ভজনা করে, সে-ই প্রকৃত ধর্ম ও সৌহৃদ্য উভয়কে লাভ করে। যে কাহারও ভজনা করে না, সে হয় আপ্তকাম, না হয় অকৃতজ্ঞ। লব্ধ ধন নষ্ট হইলে নির্ধন যেমন সেই নষ্টধনের কথাই ভাবে, আর কিছুই ভাবিতে পারে না, আমার ভক্তও তেমন আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্তগণকে ধ্যানে প্রবৃত্ত করার জন্যই আমি তাহাদের ভজনা করিতে বিলম্ব করি। আমার অদর্শন দ্বারা তোমরা আমার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইবে, সেই জন্যই আমি পরোক্ষে থাকিয়া তোমাদের প্রেমালাপ শুনিতেছিলাম। প্রিয়াগণ, আমি এইরূপে গোপনে থাকিয়া তোমাদের ভজনা করিয়াছি, আমাকে দোষ দিও না।—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
১০।৩২।২২

—আমার সহিত তোমাদের সংযোগ অনিন্দ্য; দুস্ত্যজ গৃহবন্ধন ছেদন করিয়া তোমরা আমার ভজনা করিয়াছ। দেবগণের আয়ু পাইলেও আমি কোন মতেই তাহার প্রতিদান করিতে পারিব না। অতএব তোমাদের আপন সাধু কার্যই তাহার প্রতিদানস্বরূপ হইয়া থাকুক।

শ্রীভগবানের এই মনোমোহন বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার অঙ্গসেবার সুমঙ্গল আশীর্বাদ লাভ করিয়া গোপীগণ বিরহজনিত সকল তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সেই স্ত্রীগণ প্রীতা হইয়া পরস্পর বাহুবন্ধনে মিলিতা হইলেন। শ্রীগোবিন্দও তখন সুমধুর রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীযোগেশ্বর তাঁহাদের প্রতি দুই জনের মধ্যে প্রাবিষ্ট হইয়া সেই মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা করে গৃহীত হইয়া দেখিল, তিনি যেন কেবল তাহার কাছেই আছেন। দ্যুলোকে সস্ত্রীক দেবগণের বিমানসকল আকাশকে সঙ্কুল করিয়া তুলিল। পুষ্পবর্ষণ, দুন্দুভিনিনাদ, কৃষ্ণগুণগান এবং রাসমণ্ডলে নৃত্যকারিণী রমণীগণের বলয়নূপুরকিঙ্কিণীধ্বনি অতি তুমুল হইয়া উঠিল। দেবকীনন্দন মণিমালামধ্যে ইন্দ্রনীলের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপীগণও নানা নৃত্যভঙ্গীজনিত চঞ্চলকুচবস্ত্র, শিথিল-কবরী-মেখলা ও বিন্দু বিন্দু স্বেদমুখী হইয়া গান করিতে করিতে মেঘচক্রের তড়িল্লতাবৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণস্পর্শে শিহরিতা গোপরমণীগণের সেই গীত সমগ্র বিশ্বকে যেন আবৃত করিয়া ফেলিল। কোন গোপীর উচ্চাঙ্গের সুরালাপ শ্রীকৃষ্ণ 'সাধু সাধু' শব্দে অভিনন্দিত করিয়া উর্ধ্বলোকে তুলিয়া দিলেন। নৃত্য-শ্রান্তা কোন গোপী বাহুদ্বারা প্রিয়ের স্কন্ধ গ্রহণ করিলেন, তাঁহার হস্তের বলয় ও কেশের মল্লিকা-কুসুম শিথিল হইয়া পড়িল। কেহ স্বীয় স্কন্ধে ন্যস্ত প্রিয়ের চন্দন-চর্চিত পদ্মগন্ধ বাহু আঘ্রাণ করিয়া রোমাঞ্চিতা হইয়া তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহার নৃত্যচঞ্চল কুন্তলে আভান্বিত গণ্ডদেশ আপন গণ্ডে স্থাপন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চর্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। জনৈকা তাঁহার সর্বমঙ্গলকর করকমল টানিয়া নিয়া নিজ স্তনদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলেন। ভ্রমরগণ সেই রাসসভার গায়ক

হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিহারশ্রান্তা বিস্রস্তাভরণা গোপীগণের মুখমণ্ডল নিজ মঙ্গলময় করতল দ্বারা মুছিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহারাও প্রিয়ের নখস্পর্শে হৃষ্টা হইয়া সেই ঋষভের পুণ্য কর্মসকল পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রম দূর করিবার জন্য জলক্রীড়ার্থ তিনি ঐ রমণীগণকে লইয়া যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। যুবতীগণ চতুর্দিক হইতে আত্মরতি শ্রীকৃষ্ণকে জলসিক্ত করিতে লাগিলেন। তৎপর জল হইতে উঠিয়া তাঁহারা যমুনার তীরবর্তী সুরম্য উপবনে ক্ষণকাল বিচরণ করিলেন। নিজ আত্মায় অবরুদ্ধকাম হইয়া সেই সত্যকাম এইরূপে শরৎযামিনীর সমস্ত সৌন্দর্য সেই অনুরক্তা অবলাগণসহ উপভোগ করিয়াছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, আপনি বলিয়াছেন ধর্মসংস্থাপন ও অধর্মপ্রশমনজন্য ঈশ্বরের অংশাবতার। ধর্মের বক্তা ও রক্ষক এবং স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও কোন্ অভিপ্রায়ে তিনি পরদারস্পর্শরূপ এই বিপরীত আচরণের অনুষ্ঠান করিলেন?

শুকদেব বলিলেন, শক্তিমানগণের আচরণে কখনও কখনও লোক-ধর্মের ব্যতিক্রম ও অসাধারণ সাহস দেখা যায়। বহ্নি যেমন ভালমন্দ সকলই গ্রাস করে, কিন্তু কিছুর দ্বারাই কলুষিত হয় না, তেজীয়ান্ও তেমন ঐরূপ আচরণ দ্বারা বিন্দুমাত্র দূষিত হন না—'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্বভুজো যথা'। কিন্তু দুর্বলেরা এইরূপ আচরণকে কখন মনেও স্থান দিবে না, তাহা হইলে মূঢ়তাবশতঃ বিনাশ পাইবে। রুদ্র ত সমুদ্রমন্থনজাত বিষ পান করিলেন, সামান্য কেহ কি তাহা পারিত? শক্তিমান্দের বাক্য সত্য। যে আচরণ তাঁহাদের বাক্যের অবিরোধী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই অনুসরণ করিবে। যাঁহাদের আত্মাভিমান সমূলে নষ্ট হইয়াছে, সদাচরণ দ্বারা কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা অসদাচরণ দ্বারা কোন অনর্থপাতের কোন কথাই তাঁহাদের সম্বন্ধে ওঠে না। শক্তিমান্ ব্যক্তিদেরই যদি এরূপ হয়, তবে যিনি তির্যক মানব দেব প্রভৃতি সকল সত্ত্বের অধীশ্বর, তাঁহার সম্বন্ধে আবার কুশল-অকুশলের কথা কি? তাঁহার অনুগৃহীত মুনিগণই ত যোগপ্রভাবে সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া ইচ্ছামত বিচরণ করেন, তবে যিনি নিজ ইচ্ছায় শরীর ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়? লোকানুগ্রহার্থ তিনি এই লীলা করিয়া গিয়াছেন, যেন এই সকল লীলা-কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি মানুষের

দৃঢ়া মতি হয়। সেই সর্বাধিপতি ত গোপীদিগের ও তাহাদের পতিদের সকলের অন্তরেই সর্বদা বিচরণ করিতেন। ব্রজবাসিগণও তাঁহার এই সকল আচরণে কোন দোষ দর্শন করেন নাই। তাঁহার মায়ার প্রভাবে তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে সর্বদা আপন পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছেন।—

নিশাবসানে ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রজস্ত্রীগণ নিতান্ত অনিচ্ছায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।—মহারাজ, এই সকল লীলা শ্রবণ করিলেও সমস্ত হৃদ্‌রোগের ধ্বংস হয়।

৩৪-৩৭ অধ্যায়

মহাসর্প, শঙ্খচূড়, গোপী, যশোদা, অরিষ্ট, কেশী, ব্যোম, অক্রূর

এক সময়ে দেবযাত্রা উপলক্ষে গোপগণ শকটারোহণে সরস্বতীতীরে অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে নন্দগোপ ব্রতধারণ ও জলমাত্র পান করিয়া শুইয়া ছিলেন। এক বুভুক্ষু মহাসর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। গোপগণ নন্দের আর্তনাদ শুনিয়া এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া পুনঃ পুনঃ সর্পকে প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু সর্প তাহার গ্রাস বিন্দুমাত্রও শিথিল করিল না। তখন ভগবান্ সাত্বতপতি সত্বর আসিয়া পদদ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিলেন। সর্প অমনি এক পরম শোভন বিদ্যাধরবেশ ধারণ করিয়া উত্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রণত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভদর্শন, আপনি কে? বিদ্যাধর বলিলেন, আমার নাম সুদর্শন, আমি গর্বিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে একদিন অঙ্গিরস ঋষিগণকে উপহাস করি এবং তাঁহাদের শাপে তৎক্ষণাৎ সর্পত্ব প্রাপ্ত হই, এক্ষণে তাঁহাদেরই কৃপায় আপনার পাদস্পর্শ লাভ করিয়া পুনরায় দিব্য দেহ পাইলাম। স্তুতি প্রদক্ষিণ ও পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া সুদর্শন তখন স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। নন্দাদি সকলেই তথায় ত্রিরাত্রি যাপন করিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে ব্রজধামে চলিয়া গেলেন।

তৎপর একদা রাত্রিকালে রাম ও কৃষ্ণ ব্রজস্ত্রীগণসহ বনমধ্যে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মিলিত গীতমূর্ছনায় গোপীগণ

স্খলিতমাল্যবসনা ও বিহ্বলা হইয়া পড়িল। তখন শঙ্খচূড় নামে এক কুবেরানুচর রোদনপরায়ণা সেই প্রমদাগণকে সবলে উত্তরাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। রাম ও কৃষ্ণ তাহাদিগকে অভয় দিয়া প্রবলবেগে ঐ দুষ্টের দিকে ধাবমান হইলেন, শঙ্খচূড়ও ভীত হইয়া স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান হইল। বলরাম স্ত্রীগণের রক্ষক হইয়া সেইখানেই রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দস্যুকে ধৃত করিয়া শিরোমণিসহ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং বিস্মিতা গোপীগণের সমক্ষে ঐ শিরোমণি বলরামকে অর্পণ করিলেন।

রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ব্রজরমণীগণ তাঁহার লীলা-গান করিয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলিতেন, সখিগণ, নন্দসুত যখন বামবাহুমূলে বামকপোল রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুকোমল অঙ্গুলিসমূহ নানা রন্ধ্রে চালিত করিয়া বেণু বাজাইতে থাকেন, তখন সিদ্ধকামিনীগণ পতি-সঙ্গে থাকিয়াও কটির বসন স্থির রাখিতে পারেন না; গো-মৃগাদি পশুগণ তৃণ দংশন করিতে করিতে চিত্রার্পিতবৎ হইয়া পড়ে; নদীসকলের জল নিশ্চল হয়, কিন্তু আমাদের ন্যায় অল্পপুণ্যবশতঃ তাঁহার পদরেণু স্পর্শ করিতে পারে না; তরুগণ প্রেমে হৃষ্টতনু হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে; সরোবরের হংস ও সারসগণ তাঁহার কাছে আসিয়া নিমীলিতনেত্রে বসিয়া থাকে; মেঘের গর্জ্জনও স্তব্ধ হইয়া যায়—মেঘ যেন ছত্র ধরিয়া তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করে। যশোদাকে বলিলেন, হে সতি, দেবেশ্বরগণও তখন মুগ্ধ হইয়া স্কন্ধ অবনত করেন, আমরা তো স্খলিতবসনা হইয়া পড়ি। তোমার পুত্র যখন কণ্ঠস্থ মালার মণিসকল দ্বারা গাভী গণনা করিতে করিতে বয়স্যের স্কন্ধে হাত রাখিয়া গান করিতে করিতে আসেন, তখন হরিণীসকলও মুগ্ধা হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ঐ দেখ, দিনান্তে গোধন লইয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে, বৃদ্ধগণ দ্বারা বন্দিত ও সখাগণ দ্বারা গীত হইয়া, গোগণের খুরোত্থিত-ধূলি-ধূসরিত মালা পরিয়া, শ্রমাক্লিষ্ট তথাপি সুহৃদ্‌গণের উৎসব-স্বরূপ মুখমণ্ডল লইয়া ঐ নক্ষত্রপতি আসিতেছেন। আমরা সমস্ত দিন যে বিষম বিরহ-তাপে দগ্ধ হইতেছিলাম, তাহা এখন একেবারে প্রশমিত হইয়া গেল।

অনন্তর অরিষ্টনামা এক বৃষভাকৃতি অসুর খুরতাড়নে ব্রজভূমি কম্পিত করিয়া গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপ, গোপী ও শিশুগণ ভীত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল। তিনি তাহাদিগকে অভয় দিয়া বাহ্বাস্ফোটনে সেই বৃষভকে ক্রুদ্ধ করিয়া এক সখার স্কন্ধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অসুর শৃঙ্গ তুলিয়া যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, অমনি তিনি দুই শৃঙ্গ ধরিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পুনরায় আসামাত্র তাহার ঐ শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটন করিয়াই তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন।

কিছুকাল পর আবার কংসপ্রেরিত কেশীনামা এক দানব অশ্বের মূর্তি ধরিয়া ভূমি ও গগন কম্পিত করিয়া ঘোর নিনাদে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিবামাত্র কেশী তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে ভীষণ প্রহার করিল, তিনিও তাহার দুই পদ ধরিয়া তাহাকে সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কেশী মুখব্যাদান করিতে করিতে আবার আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ বামবাহু তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া সেই বাহুকে এমন ভাবে স্ফীত ও কম্পিত করিলেন যে ঐ দানবের সকল দন্ত স্খলিত এবং নেত্র ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া সে প্রাণহীন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

তৎপর অন্য এক দিন ময়পুত্র ব্যোম নামে অসুর গোপবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়ামত্ত গোপবালকদের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াস্থলে কয়েকটি বালককে লইয়া গিয়া এক গহ্বরে আবদ্ধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখনই আসিয়া দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া নিহত করিয়া গোপবালকগণকে মুক্ত করিয়া লইয়া গেলেন।

অরিষ্টাসুরনিধনের পর একদিন দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট আসিয়া বলিলেন, দেবকীর সপ্তম-গর্ভজাত পুত্র বলরাম রোহিণীনন্দনরূপে ও অষ্টমগর্ভ-জাত কৃষ্ণ যশোদানন্দন নামে নন্দব্রজে গুপ্তভাবে বাস করিতেছে। তোমার ভয়ে বসুদেব তাহাদিগকে নন্দের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। তাহারাই তোমার অনুচরগণকে নিহত করিয়াছে। দেবকীর গর্ভজাতা বলিয়া যে কন্যাকে তুমি বধ করিয়াছ, সে নন্দ ও যশোদার কন্যা।

কংস এই কথা শুনিয়া শাণিত খড়্গ লইয়া বসুদেবকে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নারদ কর্তৃক বারিত হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিল। কংস তাহার প্রধান অমাত্য, হস্তিপক ও মল্লদিগকে নারদের কথা জানাইয়া বলিল, রাম ও কৃষ্ণ এখানে আসিলে

তোমরা তাহাদিগকে বধ করিবে। চতুর্দশী তিথিতে এক ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ হউক, উচ্চ মঞ্চসকল নির্মিত হউক, রঙ্গস্থলে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে রাম ও কৃষ্ণ বধে নিযুক্ত কর। যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরের হাত ধরিয়া কংস বলিল, মিত্র, নন্দব্রজবাসী রাম ও কৃষ্ণ আমার হন্তা। তুমি রথ লইয়া গিয়া ধনুর্যজ্ঞ বা মথুরার শোভা দেখিবার ছল করিয়া তাহাদিগকে নন্দসহ এখানে লইয়া আইস। আমি হস্তী বা মল্লদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিব, পরে বসুদেব, দেবকী ও আমার বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ করিব। জরাসন্ধ আমার গুরু, দ্বিবিদ আমার সখা, নরক বাণাদিও আমার সুহৃদ; তাহাদের সকলের সাহায্যে অপরপক্ষীয় রাজগণকে অক্লেশে নির্মূল করিয়া নিশ্চিন্তমনে পৃথিবী পালন করিব।

অক্রূর বলিলেন, রাজন্, তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ, কিন্তু—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্॥ ১০।৩৬।৩৮

—কার্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে, কেননা দৈবই ফল সাধন করে।

যাহা হউক, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

কংস ও অক্রূর নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

৩৮-৪০ অধ্যায়

অক্রূর, কৃষ্ণ-বলরাম, নন্দ, গোপীগণ, যমুনাস্নান

মহামতি অক্রূর পরদিন প্রাতে সুসজ্জিতরথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-দর্শনের এই সুযোগ পাইয়া হর্ষ ও উদ্বেগের আবেগে পথিমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি এমন কি করিলাম, যে অদ্য আমার এই পরম সৌভাগ্য উদিত হইল? কংস আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছে। অথবা, নদীবেগে নীত তৃণের ন্যায় কোন কোন জীব কোনক্রমে কখনও ভবাব্ধি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতে যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥ ১০।৩৮।৬

—অদ্য আমার সকল অমঙ্গল নষ্ট হইল, আমার জন্ম সফল হইল, যেহেতু আমি আজ যোগিগণ-ধ্যেয় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিব।

মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কুঞ্চিতকেশাবৃত অরুণকমলতুল্য সেই বদনমণ্ডল এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চনীয় গোপিগণের কুচকুঙ্কুমে অঙ্কিত যোগিগণসেবিত অখিলপাপনাশন সেই পদযুগল নিশ্চয় আমি দেখিতে পাইব। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রণত হইলে আমাকে কংসপ্রেরিত জানিয়াও কি তিনি তাঁহার করকমল আমার এই মস্তকে ন্যস্ত করিবেন না? সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁহার অমল চক্ষু দ্বারা জীবের অন্তর্বহিঃ সকল চেষ্টা দেখিতে পান। তিনি যখন আমাকে 'হে তাত', 'হে অক্রূর', বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে; আর যখন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন, তখন আমার দেহ পবিত্র ও সকল কর্মবন্ধন মুক্ত হইবে।

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ॥ ১০।৩৮।২২

—তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় শত্রু মিত্র বা উপেক্ষণীয় কেহ নাই। তথাপি কল্পতরু যেমন আশ্রিত ব্যক্তিকে প্রার্থনামত ফল দান করে, তিনিও ভক্তগণকে তাহাদের প্রার্থনামতই ভজনা করেন।

যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম নিশ্চয় আসিয়া আমার অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ধরিয়া আমাকে গৃহে লইয়া যাইবেন।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্বফল্কনন্দনের রথ নন্দব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। সূর্যদেবও তখন অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। অক্রূর রথ হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া 'এই ত প্রভুর পাদরজঃ' বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পর পুনঃ রথারোহণে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই ব্রজমধ্যে গোদোহনস্থানে রত্নালঙ্কৃত গন্ধানুলিপ্ত নীল ও পীতবসন এবং বনমালাধারী রাম ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। দ্রুত অবতরণ করিয়া তাঁহাদের চরণোপরি পতিত হইলেন, অতিপুলকে কণ্ঠাবরোধজন্য নিজ পরিচয়ও দিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর বলিয়া জানিয়া করস্পর্শ ও পরে

আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলদেব তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় গ্রহণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নিয়া কুশলজিজ্ঞাসা পাদপ্রক্ষালন ও মধুপর্কের দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিলেন ; পরে বহুগুণযুক্ত পবিত্র অন্ন পরিবেশন করিলেন। নন্দ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানিত করিয়া বলিলেন, অক্রূর, দুরাত্মা কংস তাহার ভগিনীর সমস্ত পুত্র বিনষ্ট করিয়াছে, তোমাদের ত জীবনধারণই দুষ্কর, কুশলের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিব ?

অক্রূর এইরূপে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া সুখে পর্যঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সকল মনোরথ সফল হইল।

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ১০।৩৯।২

—রাজন্, শ্রীনিবাস ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকিতে পারে ? তথাপি, ভগবৎপরায়ণগণ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ তখন আসিয়া যদুকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, অহো, আমাদের জন্য পিতা-মাতা কত ক্লেশ সহ্য করিতেছেন! মাতুল কংসের কথা আর কি বলিব ? তাত, তোমার আগমনের কারণ বল। নারদের সহিত কংসের সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কংস যাহা যাহা করিয়াছে, এবং রাম ও কৃষ্ণকে নিধন করার জন্য যেসকল আয়োজন করিয়াছে, অক্রূর তাহা সমস্তই জানাইলেন এবং কংস যে ধনুর্যজ্ঞে নন্দ, বলরাম ও কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহা সমস্তই যথাযথ বিবৃত করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া পিতা নন্দকে সকল কথা বলিলেন। নন্দ গোপগণকে নানা উপঢৌকন প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়া পরদিনই রাম, কৃষ্ণ ও কতিপয় গোপসহ মথুরাযাত্রার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

এই নিদারুণ বার্তা শুনিয়া ব্রজস্ত্রীগণের কেহ বা স্খলিতবসনা ও বিস্রস্তকবরী হইল, কাহারও বা সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া দেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর! দেহীদিগকে পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ করিয়া সেই প্রণয় ভোগ করিতে দাও না, বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় তুমি অকালেই তাহা ভাঙ্গিয়া

দাও। ধিক্ তোমাকে! চোখ দান করিয়া সেই চোখ তখনই একেবারে হরণ করিয়া লইলে, সে মুখ আর দেখিতে দিলে না? তুমি অতি ক্রুর, 'অক্রুর' নাম ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছ। অথবা, তোমাকেই বা কি বলিব? এ নন্দনন্দনের প্রণয়ও ত দেখিতেছি একেবারেই ক্ষণভঙ্গুর, সে কেবল নিত্য-নূতন প্রণয়ের প্রয়াসী। আমরা যে একান্ত অবশ হইয়া সকল ছাড়িয়া তাহারই বশ হইলাম, সে কি একবার ফিরিয়াও দেখিল না? মধুপুরের রমণীগণ ধন্যা। তিনি স্বতন্ত্র-স্বভাব জানি, কিন্তু আর কি তিনি পুররমণীগণের বিলাস-বিভ্রম ছাড়িয়া এই হীনা গ্রাম্য-স্ত্রীগণের নিকট ফিরিয়া আসিবেন? সাত্বতকুলও ধন্য, তাহাদের নয়নের কি মহান্ উৎসব সমাগত হইল! হায়, হায়, ঐ দেখ সখি, অই তিনি রথে আরোহণ করিতেছেন, দুর্মদ গোপকুলও শকট লইয়া তাঁহার পশ্চাতে ত্বরা করিতেছে। কই, বৃদ্ধগণ তো কাহাকেও যাইতে বারণ করিতেছেন না। দৈব কি তবে সত্যই আমাদের প্রতি একেবারে বিমুখ হইল? চল, চল, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করি, এই কুলবৃদ্ধগণ আমাদের কি করিবেন? মৃত্যু? তাহা ত অবধারিত। রাসগোষ্ঠীতে যে হাস্য-আলিঙ্গনাদিতে সমস্ত রজনী ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া কি করিয়া আজ আমরা বাঁচিব? গো-ধুলি-ধূসরিত চূর্ণকুন্তল ও মাল্যে শোভিত হইয়া, বলরামসহ গোপবালক ও ধেনুগণে পরিবৃত হইয়া, বেণু বাদন করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশকালে যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন, তাঁহাকে না দেখিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া কি করিব?—বারংবার এইরূপ বলিতে বলিতে সেই স্ত্রীগণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া 'হে গোবিন্দ', 'হে মাধব', 'হে দামোদর', বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সূর্য উদিত হইলে অক্রূর সকলকে সমুচিত সম্ভাষণাদি করিয়া এবং গোপীগণের সমস্ত রোদন উপেক্ষা করিয়া রথ চালনা করিয়া দিলেন। নন্দাদি গোপগণ নানা উপঢৌকন লইয়া শকটারোহণে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। তিনি দূতমুখে সপ্রেমে বলিলেন, 'আমি আবার আসিব।' সেই রথের কেতু ও ধূলি যতক্ষণ পর্যন্ত নয়নগোচর হইল, গোপীগণ ততক্ষণ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারপর তিনি কিছুতেই ফিরিলেন না দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া কৃষ্ণকথা গান করিতে করিতে দিবা অতিবাহিত করিলেন।

রথ অক্রূরসহ কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া কালিন্দীতীরে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জল স্পর্শ ও পান করিয়া তীরস্থ বৃক্ষসমূহমধ্যে ক্ষণকাল ভ্রমণ করিয়া বলরাম সহ রথে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অক্রুর স্নানজন্য যমুনায় নিমগ্ন হইয়া জপ করিতে করিতে সেই জলমধ্যে রাম ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। অক্রুর ভাবিলেন, আমি ত এইমাত্র ইঁহাদিগকে রথে রাখিয়া আসিলাম, তবে কি ইঁহারা রথে নাই? রথ দেখিয়া আসিলেন, দুইজনেই সেখানে বসিয়া আছেন। আবার আসিয়া জলে নামিলেন। তখন দেখিলেন, অনন্তদেবের ক্রোড়ে পীত-কৌষেয়-বসন-পরিহিত নানা চিহ্ন ও শস্ত্রাভরণে ভূষিত পরম মনোরম এক অপূর্ব মূর্তি—ব্রহ্মাদি মহেশ্বরগণ, সুনন্দ সনক মরীচি· প্রহ্লাদ নারদাদি অমলাত্মগণ পৃথক পৃথক ভাবে ও বাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। অক্রুর পুলক ও রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ হইয়া অশ্রুসিক্তনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদবাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন।

৪১-৪৪ অধ্যায়

মথুরায় রজক, তন্তুবায়, মালাকার, কুব্জা, কুবলয়াপীড়, চাণূর, মুষ্টিক, কংস, উগ্রসেন

অক্রুরকে জলমধ্যে ক্ষণকাল নিজ মূর্তি দেখাইয়া শ্রীভগবান্ অমনি উহা প্রত্যাহার করিলেন। অক্রূর রথে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? তুমি কি অদ্ভুত কিছু দর্শন করিয়াছ? অক্রূর বলিলেন, সকল অদ্ভুতই তোমাতে, তোমাকেই ত দেখিতেছি, আর কি অদ্ভুত দেখিব?—অক্রূর রথ চালাইয়া দিবাবসানে রাম ও কৃষ্ণ সহ মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে যে যেখানে তাঁহাদিগকে দেখিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ ফিরাইতে পারিল না। নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ কিঞ্চিৎ পূর্বেই আসিয়া এক উপবন-গৃহে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাম ও কৃষ্ণ তথায় নামিলেন এবং অক্রূরকে রথ লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে বলিলেন। অক্রুর বলিলেন, আপনাদিগকে না লইয়া

আমি কি করিয়া পুরী প্রবেশ করিব? হে ভক্তবৎসল, আমাকে ত্যাগ করিবেন না, পদধুলি দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদুকুলদ্রোহীকে নিধন করিয়া পরে বলদেবের সহিত আমি তোমার গৃহে যাইব। অক্রূর বিমনা হইয়া চলিয়া গেলেন এবং কংসকে কৃষ্ণ-বলরামের আগমনসংবাদ জানাইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

অপরাহ্ণে রাম-কৃষ্ণ গোপগণপরিবৃত হইয়া পুরীদর্শনবাসনায় মথুরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা স্ফটিক-নির্মিত উচ্চ গোপুর, সুবর্ণ-কবাট ও তোরণযুক্ত তাম্রনির্মিত শস্যাগার ও পরিখাবেষ্টিত রম্য-উপবনশোভিতা ঐ পুরী দর্শন করিলেন। স্বর্ণচূড় হর্ম্য, বিভিন্ন শিল্পীশ্রেণীর বিভিন্ন আবাসপল্লী, বিশ্রামস্থান, অলঙ্কৃত উপবন, জলসিক্ত যব-লাজ-তণ্ডুল-সমাকীর্ণ রাজপথ ও পুষ্প-পল্লব-সমন্বিত কুম্ভযুক্ত পুরদ্বারাদি দেখিতে পাইলেন। পুরনারীগণ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া যে যেখানে যাহা করিতেছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। তাহারা বলিল, গোপনারীগণ এমন কি তপস্যা করিয়াছিল যে এরূপ নয়নলোভন রূপ সর্বদা দেখিতে পায়?

এইরূপে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে উত্তম ধৌতবস্ত্রসহ এক রজককে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, আমাকে বস্ত্র দিলে তোমার মঙ্গল হইবে। দুর্মদ রজক বলিল, এ রাজবস্ত্র, বনচর গোপদের আবার রাজ-বসনে লোভ! শ্রীকৃষ্ণ তখনই সেই দাম্ভিকের দেহ হইতে তাহার মস্তক পৃথক করিয়া দিলেন, এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্রসকলের কিছু লইয়া নিজে পরিলেন, কিছু অন্য গোপগণকে দিলে ন, কিছু ভূমিতে ছড়াইয়া ফেলিলেন। একটি তন্তুবায় প্রীত হইয়া বিচিত্র বসনভূষণে তাঁহাদিগের বেশ সাধন করিয়া দিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ইহলোকে শ্রী ও পরলোকে সারূপ্য প্রদান করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ তখন সুদামা নামক মালাকারের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহাদিগকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের আদেশ যাচ্ঞা করিল এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বহু বর দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজপথে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, এক বক্রদেহা সুন্দরী যুবতী অঙ্গবিলেপনপাত্র হস্তে লইয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নাম জিজ্ঞাসা

করিলেন ও বলিলেন, এই বিলেপন আমাদিগকে দাও, অচিরে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে। সেই রমণী বলিল, আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের প্রধানা অঙ্গলেপন-দাসী। এ রাজার অতি প্রিয় লেপন, কিন্তু তোমাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে তোমাদের অপেক্ষা ইহার যোগ্য অধিকারী আর কেহ নাই।—এই বলিয়া সেই কুব্জা তাঁহাদের রূপমাধুর্য হাস্যালাপ ও দৃষ্টি দ্বারা একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সেই সমস্ত অবলেপনই দান করিল। তাঁহারা সেই অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া ঐ কুব্জা যুবতীকে সরলাঙ্গী করিতে ইচ্ছা করিয়া তখনই তাহার দুই পায়ের উপর নিজ পদদ্বয় স্থাপন করিয়া, দুই অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে উন্নত ও ঋজু করিয়া দিলেন। সে তখন মুকুন্দস্পর্শে গরীয়সী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়াঞ্চল আকর্ষণ করিয়া বলিল,—হে বীর, এস, এস, আমার গৃহে চল, তুমি আমার চিত্ত মথিত করিয়াছ, তোমাকে এখন আর আমি কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সুভ্রু, আমি লোকদুঃখমোচনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া গৃহশূন্য পথিকদের আশ্রয়স্বরূপ তোমার গৃহে আসিব।

এই বলিয়া তিনি চলিতে চলিতে স্ত্রীগণের বিভ্রান্ত দৃষ্টি ও বণিকগণপ্রদত্ত মাল্যতাম্বুলাদি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া, পৌরগণ-প্রদর্শিত কংসের ধনুর্যজ্ঞ-শালায় উপনীত হইলেন। গৃহমধ্যে ইন্দ্রধনুর ন্যায় পুজিত এবং বহু রক্ষি-পুরুষের দ্বারা রক্ষিত মহা-ঐশ্বর্যশালী এক ধনু দেখিতে পাইলেন। ঐ রক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও তিনি ঐ ধনু সবলে গ্রহণ করিলেন। বামহস্তে অবলীলাক্রমে উহাকে তুলিয়া জ্যারোপণ করতঃ স্বর্গমর্ত্যব্যাপী এক ভীষণ শব্দে কংসের ত্রাস জন্মাইয়া উহাকে দুই খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 'ধর' 'মার' শব্দ করিয়া রক্ষিগণ আসিয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়কে বেষ্টন করিল। তাঁহারাও দুইজনে ঐ ভগ্ন ধনুর এক এক খণ্ড লইয়া ধনুরক্ষিগণকে একে একে নিহত করিলেন।

যজ্ঞশালা হইতে বাহিরে আসিয়া যখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পুরবাসিগণ তখন তাঁহাদের রূপ ও অদ্ভুত বীর্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিল। গৃহে আসিয়া কংসের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারা সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

কংস ধনুর্ভঙ্গ ও নিজ সৈন্যনাশের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'ইহা ত খেলা মাত্র', কিন্তু মনে মনে মহাভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও দুঃস্বপ্নে কাটাইল। প্রত্যুষে উঠিয়া মল্লক্রীড়া-মহোৎসবের আদেশ করিল। তূরী-ভেরী বাজিয়া উঠিল, মল্লমঞ্চসকল মাল্যপতাকালঙ্কৃত হইল। পুর-জনপদবাসী দর্শকগণ সমবেত হইল, কংস বিমনা হইয়া রাজমঞ্চে আসিয়া উপবেশন করিল। চাণূর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ তুমুল বাদ্যনাদে হৃষ্ট হইয়া রঙ্গভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। নন্দাদি গোপগণ তাঁহাদের আনীত উপহার রাজাকে নিবেদন করিয়া একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ সেই তুমুল নিনাদ শুনিয়া রঙ্গ-দ্বারে উপস্থিত হইলে কুবলয়াপীড় নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী মাহুত-তাড়িত হইয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া হস্তিপককে বলিলেন, ওরে, দ্বার ছাড়িয়া দে, নতুবা এখনই হস্তিসহ যমসদনে যাইবি। হস্তিপক ক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু অচিরকালমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত ও তাহার উভয় দন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন এবং ঐ হস্তী ও হস্তিপক উভয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ঐ দন্ত স্কন্ধে লইয়াই—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ১০।৪৩।১৭

—যিনি মল্লদিগের বজ্রস্বরূপ, নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের নিকট মূর্তিমান্ কাম, গোপীদিগের স্বজন, দুষ্ট রাজগণের শাস্তিদাতা, নিজ পিতামাতার নিকট শিশু, ভোজরাজ কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বানের নিকট বিরাট স্বরূপ মাত্র, যোগিগণের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের দেবতা, তিনি অগ্রজ বলরামসহ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

কংস অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। মঞ্চস্থ দর্শকগণের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই উত্তম পুরুষদ্বয়কে দেখিবামাত্র তাহারা হর্ষাবেগে স্থিরনেত্রে তাঁহাদের বদনসুধা পান করিতে লাগিল। পূর্বে-শ্রুত উভয়ের সকল কীর্তিকথা

কীর্তন করিতে করিতে তাহারা বলিল, ইহারা সাক্ষাৎ নারায়ণ, বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। নিশ্চয় ইহারা যদুবংশকে সুবহু যশ ও শ্রী দ্বারা মণ্ডিত করিবেন।

রণতূর্যনিনাদে মত্ত হইয়া তখন চাণূর নামক কংসের প্রধান মল্ল বলিল, হে নন্দ-গোপপুত্রগণ, মল্লযুদ্ধে তোমাদের কুশলতা শুনিয়া রাজা তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছেন। শুনিয়াছি, গোপেরা বনে বনে গোচারণ করিতে করিতে মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া করে। রাজাজ্ঞা প্রজাগণের অবশ্য পালনীয়। অতএব এস, আমরা এখন সর্বভূতময় রাজার প্রিয়কার্য সাধন করি, সমস্ত প্রাণী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমরাও ভোজপতির প্রজা, যদিও বনচর ও বালক। কিন্তু বাহুযুদ্ধ সমান বলশালীদের ভিতর হইলেই সঙ্গত হয়। চাণূর বলিল, তোমরা বালক বা কিশোরও নও, সহস্র হস্তীর সমান বলশালী এক হস্তীকে নিহত করিয়াছ, অতএব তোমরা বলীদের শ্রেষ্ঠ। হে কৃষ্ণ, তুমি আমার সঙ্গে ও বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া তোমাদের স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ কর।

উভয় পক্ষে তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মঞ্চস্থা রমণীগণ বলিলেন, অহো, রাজসভায় এ কি মহা অধর্ম, এই দুই মহাবলীর সঙ্গে এই দুইটি অল্পবলী সুকুমার বালকের অসম-যুদ্ধ রাজা স্বয়ং বসিয়া সকৌতুকে দেখিতেছেন!

> ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
> যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ॥
> ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্।
> অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে॥ ১০।৪৪।৯,১০

—নিশ্চয়ই ইহা সমাজের ধর্মবিরুদ্ধ কার্য হইল। যেখানে অধর্ম হয়, সেখানে কখনই থাকা উচিত নয়। যেখানে কেহ বা জানিয়াও কিছু বলে না, কেহ বা অজ্ঞতাবশতঃ 'জানি না' বলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সভায় প্রবেশ করিবেন না, করিলে পাপভাগী হন।

অপরা এক রমণী বলিল, তোমরা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রুদ্ধ অথচ হাস্যদীপ্ত বলভদ্রের মনোজ্ঞ বদনমণ্ডল দেখিতে পাইতেছ না? আবার কেহ কেহ বলিল, এই বালক-কৃষ্ণ তো নরদেহধারী সেই পুরাণ পুরুষ। গোপীগণ ধন্যা,

না জানি কি তপস্যা করিয়াই উঁহাকে ব্রজভূমিতে পাইয়াছে। মঞ্চোপরি অন্যত্র অবস্থিত রাম-কৃষ্ণবলানভিজ্ঞ পিতামাতাও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের পর চাণূর কর্তৃক বক্ষস্থলে আহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে বহুবার ঘূর্ণিত করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, চাণূর গতাসু হইল। মুষ্টিকও বলরাম কর্তৃক প্রহৃত ও পীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। কূট প্রভৃতি দানবতুল্য মল্লেরাও আসিয়া অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল। কংসপক্ষীয় অন্যান্য মল্লেরা তখন ভয়ে পলায়ন করিল। রাম ও কৃষ্ণ বয়স্য গোপদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তূর্যধ্বনির সহিত সেই রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্র ও প্রধানগণ 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কংস বাদ্য ও তূর্যধ্বনি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, বসুদেবের এই পুত্রদ্বয়কে এখনই পুরী হইতে বাহির করিয়া দাও, দুর্মতি নন্দকে বন্ধন কর, বসুদেবকে বধ কর; আমার পিতা উগ্রসেন শত্রুপক্ষের অনুরাগী, তাহাকেও অনুচরসহ নিধন কর।

কংস এইরূপ বলিলে, অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া লম্ফ দ্বারা কংসের উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিলেন। আপন মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া কংস সহসা উঠিয়া অসিচর্ম গ্রহণ করিল এবং একবার দক্ষিণে একবার বামে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে কংসকে কেশে ধরিয়া মঞ্চ হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত করিয়া লম্ফ দিয়া তাহার উপর পড়িলেন। গতপ্রাণ কংসকে তিনি সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থলে তুমুল হাহাকার ও কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজন্,

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ১০।৪৪।৩৯

—কংস পান ভোজন ভ্রমণ শয়ন শ্বাস প্রশ্বাস সকল সময়েই চক্রধারীকে নিজ সম্মুখে দেখিতেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার সেই দুষ্প্রাপ্য রূপই প্রাপ্ত হইলেন।

কংসের ভ্রাতারা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে বলদেব তাহাদিগকে অক্লেশে নিহত করিলেন। আকাশে পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি-নিনাদ হইল।

কংস ও আহার ভ্রাতার স্ত্রীগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া বলিল, হায়, আমরা সকল সহ নিহত হইলাম! হা নাথ, তুমি নিরপরাধ প্রাণিসকলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলে, তাই এই দশা প্রাপ্ত হইলে—'ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্' —জীবের প্রতি দ্বেষ করিয়া কে কল্যাণ লাভ করিতে পারে ?

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥ ১০।৪৪।৪৮

—তাঁহা হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই লয়। তিনি সকলের পালনকর্তা। যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে প্রবোধ দিয়া কংসাদি সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইলেন। পিতামাতার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ইঁহাদিগকে ঈশ্বরবোধে শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গনও করিতে পারিলেন না।

৪৫ অধ্যায়

কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, সান্দীপনি, মৃতপুত্র

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ, হে মাতঃ, আমাদের জন্য আপনারা সর্বদা কেবল উৎকণ্ঠাই ভোগ করিয়াছেন, কখনও কোন সুখ হয় নাই। দুর্ভাগ্য আমরাও পিতৃগৃহে লালিত হওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা॥
যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্প্যোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ॥ ১০।৪৫।৫,৬,৭

—যে দেহ দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে সেই দেহ যাহাদের

দ্বারা জাত ও পুষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য শতবর্ষ পরমায়ু পাইলেও সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। যে পুত্র সমর্থ হইয়াও দেহ এবং ধন দ্বারা পিতামাতাকে ভরণপোষণ করে না, মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাহাকে নিজের মাংসই খাওয়ায়। বৃদ্ধ পিতামাতা, সতী ভার্যা, শিশু সন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং আশ্রিতকে যে পোষণ করে না, সে মৃততুল্য।

আমরাও পরতন্ত্র, দুরাত্মা কংসের দ্বারা পীড়িত হইয়া এতদিন যে আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করুন।—বসুদেব ও দেবকী তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া ও আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি যদুকুলের অধিপতি, আমি আপনার সমীপেই থাকিব, তাহা হইলে অন্য নরপতিগণ এবং দেবগণও আপনাকে কর প্রদান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসভয়ে পলায়িত যদুগণকে নানা স্থান হইতে আনাইয়া বিত্তাদি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে স্থাপন করিলেন। নন্দের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদিগকে স্নেহপূর্বক পালন করিয়াছেন, অসমর্থ আত্মীয়কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁহারা পালন করেন, তাঁহারাই তাহার পিতামাতা। আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরা এখানকার সুহৃদ্‌গণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে ব্রজে যাইব।

বসনভূষণপাত্রাদি বহু উপকরণ ও সান্ত্বনা দ্বারা পুজিত হইয়া নন্দ প্রণয়বশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং পরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে গোপগণসহ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বসুদেব, গর্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া পুত্রদ্বয়ের উপনয়নসংস্কার ও ব্রহ্মচর্য পালন করাইলেন। সর্ববিদ্যার মূল হইলেও সেই গূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় গুরুকুলে বাসজন্য কাশী-দেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট গিয়া তাঁহার সেবা করিয়া চতুঃষষ্টি দিনেই উপনিষৎসহ অখিল বেদ-বেদাঙ্গ দর্শন তর্ক মন্বাদি শাস্ত্র, ছয় প্রকার রাজনীতি প্রভৃতি চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মুনি নিজ পত্নীসহ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের এক পুত্র পূর্বে যে প্রভাসতীর্থে সমুদ্রগর্ভে বিনষ্ট হইয়াছিল, শিষ্যদ্বয়ের অতিমানুষ প্রভাব বুঝিয়া সেই পুত্রপ্রাপ্তির অভিপ্রায়

জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে গিয়া সমুদ্রের নিকট বালক চাহিলেন। সমুদ্র বলিল, আমি তাহাকে লই নাই, পঞ্চজন দৈত্য লইয়া থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজনের নিকট গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু শিশু পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই শঙ্খাসুরের দেহোৎপন্ন বিচিত্র শঙ্খ লইয়া রথে আসিলেন। সংযমন নামক যমপুরীতে গেলেন। যম বহু স্তব-স্তুতি করিয়া তখনই বালক আনিয়া দিল। মুনিকে গুরুদক্ষিণা দিলে গুরু বলিলেন—

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্ত্তির্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তিহ পরত্র চ॥ ১০।৪৫।৪৮

—হে বীরদ্বয়, স্বগৃহে যাও, তোমরা পবিত্র কীর্তি লাভ কর, তোমাদের অধীত বিদ্যা ইহপরকালে কার্য্যকরী হউক।

এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা রথারোহণে স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ যেন বিনষ্ট ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

৪৬-৪৭ অধ্যায়

ব্রজে উদ্ধব, গোপীগণ, ভ্রমর গীতা

শ্রীভগবান্ একদিন বৃষ্ণিকুলের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বৃহস্পতির শিষ্য অতিবুদ্ধিমান্ প্রিয় সুহৃদ্ উদ্ধবের হাত ধরিয়া নির্জনে বলিলেন, সখে, তুমি ব্রজে গমন করিয়া নন্দ-যশোদার প্রীতিবর্ধন কর এবং আমার বিরহজনিত গোপীদিগের সন্তাপ দূর কর।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥ ১০।৪৬।৪

—তাহারা আমাগতমনপ্রাণ, আমার জন্যই সমস্ত দেহ-স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রিয়তম আত্মা, তাহারা মন দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা আমার জন্য লোকধর্ম বিসর্জন দিয়াছে, আমি তাহাদিগকে পালন করি।

আহা, আমি যে আবার আসিব বলিয়াছিলাম, তাহারা নিশ্চয়ই সেই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছে।

উদ্ধব নিজ প্রভুর এই বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া রথারোহণে সূর্যাস্তকালে নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন। গোদোহনরতা গোপীগণ তখন রাম ও কৃষ্ণের গুণগাথা গাহিতেছিলেন। তাঁহাদিগের গৃহসকল ধুপ-দীপ-মাল্যে মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

নন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিয়-সখাকে কৃষ্ণতুল্য অর্চনা করিলেন। উত্তম অন্ন ও শয়নে গতশ্রম হইলে উদ্ধবকে বসুদেবাদি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—উদ্ধব, গোবিন্দ কি আমাদের স্মরণ করেন? আর একবার কি আমরা এই ব্রজে তাঁহার সুন্দর মুখখানা দেখিতে পাইব? ব্রজধামে ও মথুরায় তাঁহার কীর্তিসকল কীর্তন করিয়া নন্দ ও যশোদা অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

উদ্ধব বলিলেন, নন্দ, তোমরা ধন্য যে সেই পরমপুরুষ নারায়ণে পরমা-ভক্তি লাভ করিয়াছ। তিনি শীঘ্রই ব্রজে আসিবেন। তবে, দেখ, ইহাও মনে রাখিও যে, কাষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় তিনি সকল দেহীর অন্তরেই নিহিত আছেন।

> ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽবাস্ত্যমানিনঃ।
> নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোপি বা॥
> ন মাতা ন পিতা ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।
> নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥
> ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
> ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ ১০ ৪৬।৩৭-৩৯

—তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় উত্তম অধম সমান অসমান মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পর দেহ জন্ম কর্ম কিছুই নাই। ক্রীড়ার জন্য এবং সাধুগণের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তিনি সকল যোনিতেই দেহ ধারণ করেন।

কুম্ভকারের ঘূর্ণ্যমান চক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে যেমন মনে হয় সমস্ত ভূমিই

ঘুরিতেছে, সেইরূপ অহংদৃষ্টিনিবদ্ধ মানব মনে করে—'আমিই কর্তা'। তিনি ত যেমন তোমাদের, তেমন সর্বজীবেরই পুত্র পিতা মাতা সখা সুহৃদ্ সকলই।

এইরূপ কথোপকথনে রজনী অতিবাহিত হইলে গোপীগণ দীপ জ্বালিত করিয়া সকল-মঙ্গলকারী কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হইলেন। অরুণোদয়ে গোপ ও গোপীগণ ব্রজদ্বারে আসিয়া বিস্মিতনেত্রে একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথ দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কি, আবার সেই কৃষ্ণাপহারী অক্রুর আসিল নাকি? আমাদের দেহদ্বারা এবার কি তবে অক্রুর তাহার মৃত প্রভু কংসের পিণ্ডদান করিবে? এমন সময়ে, কৃতাহ্নিক উদ্ধব আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষাধারী অনিন্দ্যসুন্দরমূর্ত্তি সেই পুরুষকে দেখিয়া গোপীগণ পরস্পর বলিলেন, ইনি কে? তারপর, সুখাসনে উপবিষ্ট উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ জানিয়া সমুচিত সংবর্ধনাসহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সলজ্জ হাস্যাবলোকনে বলিলেন, বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সখা, পিতামাতার প্রিয়কাম হইয়া তিনি তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আমরা জানিতাম,

স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ। ১০।৪৭।৫

—বন্ধুগণের প্রতি স্নেহবন্ধন মুনিরাও সহজে ছিন্ন করিতে পারেন না।

কিন্তু দেখিতেছি, ব্রজে আর কিছুই তাঁহার স্মরণীয় নাই। স্ত্রীগণের প্রতি পুরুষের মৈত্রী কার্যনিমিত্ত মাত্র, যেমন পুষ্পগণের প্রতি অলিকুলের—

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্॥
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্॥ ১০।৪৭।৭,৮

—বেশ্যারা নির্ধন পুরুষকে, প্রজাগণ পালন করিতে অক্ষম রাজাকে, বিদ্যালাভ সমাপ্ত হইলে শিষ্য আচার্য্যকে, ঋত্বিকেরা দক্ষিণা দেওয়া হইয়া গেলে যজমানকে, পক্ষিগণ ফলশূন্য বৃক্ষকে, অতিথিগণ ভোজনান্তে গৃহস্থের গৃহকে, মৃগগণ দগ্ধ অরণ্যকে, এবং উপপতিগণ ভোগান্তে ভুক্তা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে।

রাজন্, গোপীগণের বাক্য কায়া ও মন যে একেবারে গোবিন্দগত ছিল,

তাই উদ্ধবদর্শনে গোবিন্দ-স্মৃতি-সন্তপ্তা সেই গোপীগণ লোক-ব্যবহার বিসর্জন দিয়া নির্লজ্জার ন্যায় নানা জনে নানা বাক্য বলিতে লাগিল। কৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে কোন গোপী একটি ভ্রমরকে দেখিয়া তাহাকে প্রিয়প্রেরিত দূত মনে করিয়া বলিল—হে ধূর্তের বন্ধু, তুমি আমার চরণ স্পর্শ করিও না। আমাদের যেসকল প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীগণের মাল্যের কুচ-কুঙ্কুম-স্পর্শে তোমার শ্মশ্রু পীতবর্ণ হইয়াছে, মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই মানিনীদিগকেই প্রসন্ন করুন, নতুবা তিনি যদু-সভায় লাঞ্ছিত হইবেন। ভ্রমর, তুমি যেমন মধু-নিঃশেষিত পুষ্পকে ত্যাগ কর, মধুপতিও তেমন তাঁহার অধর-সুধা একবার মাত্র পান করাইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আপাত-মধুর বাক্যে ভুলিয়াই লক্ষ্মী আজও তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। আমাদের কাছে তুমি কেন সেই পুরাতন বন্ধুর গুণ গাহিতেছ? তিনি এখন যাহাদের প্রণয়-পীড়ার উপশম করিতেছেন, তাহাদের কাছে যাও, তাহারাই তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবে। স্বর্গে মর্ত্যে কোন্ স্ত্রী সেই কপটসুন্দর হাস্যযুক্ত মুখের দুষ্প্রাপ্য? স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার পদরজের কামনা করেন, তাঁহার নিকট আমরা কি? তথাপি বলি, দীনজনের জন্যই তাঁর উত্তমঃশ্লোক নাম। ষট্‌পদ, তোমার মাথায় যে আমার পা দিয়াছ, তাহা ছাড়; সেই কপটীর নিকট তুমি অনেক চাটুবাক্য শিখিয়াছ, আমরা জানি। গৃহ, পতি, পুত্র, এমন কি পরকাল পর্যন্ত আমরা তাহার জন্য বিসর্জন করিয়াছি—যে অকৃতজ্ঞ এই কথাও ভুলিতে পারে, তাহার সঙ্গে আবার সন্ধি কি? মধুকর, তিনি ব্যাধের ন্যায় কপিরাজকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহারই রূপে মুগ্ধা এক নারীকে বিকৃতাঙ্গী করিয়াছিলেন, বলির বলি গ্রহণ করিয়াও কাকের ন্যায় তাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই অসিতের সহিত আবার সখ্য কি?—কিন্তু হায়, তাঁহার প্রসঙ্গ যে দুস্ত্যজ! কত যোগী তাঁর চরিতকথা একবার মাত্র শুনিয়া সকল দ্বন্দ্বভাব ও দীন কুটুম্বগণকে ত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী পক্ষীর ন্যায় ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কি করিব? তাঁর লীলাকথা যে অমৃতবর্ষী, নতুবা ব্যাধশর-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নিজ বুকের ক্ষত দেখিয়াও আবার আমরা সেই কঠিনের সেইসকল প্রণয়কথাই স্মরণ করিয়া কাম-মুগ্ধা হইতেছি কেন? হে দুষ্টের মন্ত্রী মধুকর, তুমি অন্য কথাই বল, ও কথা আর বলিও না।—প্রিয়ের বন্ধু, তুমি কি আবার আসিলে? প্রিয় কি তোমাকে

আবার পাঠাইলেন ? তুমি প্রিয়প্রেরিত, সুতরাং আমাদের আদরণীয়। কি পাইতে চাও, বল। লক্ষ্মী ত সতত তাঁহার বক্ষস্থলে লগ্ন হইয়া আছেন, তথাপি তিনি অন্য সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না—এমন লোকের কাছে আমাদের আবার কেন লইয়া যাইবে ?

এইসকল কথা বলিয়া সেই গোপী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া সমীপোপবিষ্ট উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সৌম্য, আর্যপুত্র কি এখন মধুপুরে আছেন ? তিনি পিতৃগৃহ ও গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন ? এই দাসীদের কথা কি কখনও বলেন ? তাঁহার অগুরুসুগন্ধি হস্ত কবে আসিয়া আবার আমাদের মস্তকে ন্যস্ত করিবেন ?

উদ্ধব বলিলেন, অহো, তোমরা সিদ্ধকাম, কারণ, তোমাদের মন এমন ভাবে ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিত হইয়াছে। দান-ব্রত হোমাদি তাঁহার প্রতি ভক্তিসাধনেরই পথ। তোমাদের কি সৌভাগ্য যে, তোমরা সেই উত্তমঃ-শ্লোকের প্রতি মুনিগণদুর্লভ অতি শ্রেষ্ঠা যে ভক্তি, তাহাই লাভ করিয়াছ, গৃহ পতিপুত্র স্বজন ও দেহ পর্যন্ত দিয়া কৃষ্ণনামা সেই পরম পুরুষকেই বরণ করিয়াছ। হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমাদের এই কৃষ্ণবিরহ আমার প্রতিই তাঁর অনুগ্রহের দান। ভদ্রাগণ, তোমাদের ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের গোপ্য কর্মসকল আমিই করি, এক্ষণে আমার নিকট তোমাদের প্রিয়ের প্রেরিত সুখকর বার্তা শোন।

শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে বলিয়াছেন, 'তোমাদের সহিত আমার বিয়োগ কখনও নাই, আমি ত সর্বাত্মক। আকাশাদি পঞ্চমহাভূত যেমন সকল ভূতেরই আশ্রয়, আমিও তেমন জীবের সকল মনোবৃত্তির আশ্রয়স্থল। মনই মিথ্যা স্বপ্নের ন্যায় বিষয়ের আরাধনা করে, মনের নিরোধই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য-বাক্য। আমার ধ্যানকাম হইয়া সর্বদা তোমাদের মন আমার কাছে থাকিবে, সেই জন্যই আমি দূরে রহিয়াছি। প্রিয়তম দূরে থাকিলেই স্ত্রীগণের মন তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, সর্বদা নিকটে থাকিলে তেমন হয় না। মনকে সমস্ত বিষয়বৃত্তি হইতে নিরস্ত এবং আমাতে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া অনুক্ষণ আমাকে স্মরণ কর, অচিরে আমাকে পাইবে। হে কল্যাণীগণ, রাসরজনীতে ব্রজের দূরবনে থাকিয়া আমি যখন ক্রীড়া করিতেছিলাম, তখন যেসকল ব্রজস্ত্রীগণ সেই রাস-ক্রীড়ায় আসিতে পারিল না, তাহারা

আমার লীলার চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।'

রাজন্, প্রিয়তমের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজাঙ্গনাগণ চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলেন, ভাগ্যে যদুকুলদ্বেষী কংস অনুচরগণ সহ নিহত হইয়াছে, ভাগ্যে অচ্যুত এখন সিদ্ধকাম আত্মগণের সহিত কুশলে আছেন। সৌম্য, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে প্রীতি করিতেন, মধুপুরীর স্ত্রীগণের প্রতিও কি সেইরূপ প্রীতি করেন? তাঁহারাও কি স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও অবলোকনাদি দ্বারা আমাদের মত তাঁহার অর্চনা করেন? তিনি ত রতিজ্ঞ, পুরনারীদের প্রিয়, তবে কেনই বা তাঁহাদের বাক্য ও বিলাসাদি দ্বারা অনুরক্ত হইবেন না? হে সাধু, সেই পুরস্ত্রীগণমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে কখনও কি তিনি এই গ্রাম্যাগণকে স্মরণ করেন? সেইসকল রাত্রি কি তিনি কখনও স্মরণ করেন, যখন কুমুদ-কুন্দপুষ্প ও শশাঙ্ক-শোভিত এই বৃন্দাবনে নূপুর-শব্দিত রাসচক্রে মনোমুগ্ধকর কথা বলিতে বলিতে তিনি এই প্রিয়াদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন? ইন্দ্র যেমন নিদাঘ-তপ্ত বনকে বারিবর্ষণ দ্বারা সঞ্জীবিত করেন, সেই দাশার্হ কি তেমন তন্নিমিত্তশোক-সন্তপ্তা আমাদিগকে গাত্রস্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত করিতে এখানে আসিবেন? কিন্তু, কেনই বা আসিবেন? তিনি এখন শত্রু বিনাশ করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছেন, সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সুখে আছেন, বহু রাজকন্যাও বিবাহ করিয়াছেন। বনচারিণী আমাদের দ্বারা বা অন্যা রমণীদ্বারা সর্বসিদ্ধ তাঁহার কোন্ অসিদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল, নৈরাশ্যই সুখ। তাহা ত জানি, তথাপি আশা যে আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না, কি করিব? স্বয়ং লক্ষ্মীরও ঐ অবস্থা। কৃষ্ণবলরামসেবিত এই নদী, পর্বত, বনদেশ, গো, বেণুরব—এই সকলই যে পুনঃপুনঃ আমাদিগকে সেই নন্দগোপসুতকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই শ্রীনিকেতন বৃন্দাবনে তাঁহার পদ-চিহ্ন বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁহার মধুর বাক্য ও ললিত হাস্যাবলোকনাদির দ্বারা মুগ্ধচিত্তা আমরা তাঁহাকে কিছুতেই যে ভুলিতে পারিতেছি না। হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে গোপীগণের সকল আর্তিহারিন্, দুঃখসাগরে মগ্ন এই গোকুলকে উদ্ধার কর!

রাজন্, তৎপর উদ্ধব-দত্ত শ্রীকৃষ্ণের বার্তায় সকল বিরহ-দুঃখ পরিত্যাগ

করিয়া ব্রজ-স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমাত্মা জানিয়া শ্রীউদ্ধবের পূজা করিলেন। হরি-দাস উদ্ধব কয়েক মাস ব্রজে বাস ও অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা গান করিয়া গোকুলবাসীসকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। পরম প্রীত হইয়া ও গোপীদের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া তিনি বলিলেন, সেই বিশ্বাত্মায় পরম প্রেমবতী এই গোপীগণের জন্ম সফল। ইহারা ভদ্রাচারানভিজ্ঞা বনচরী, কিন্তু ঈশ্বর ত ভজনশীল অজ্ঞজনেরও সকল মঙ্গলই বিধান করেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং
য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে
কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

১০।৪৭।৬০, ৬১, ৬৩

—নিজ অঙ্গে একান্তসংলগ্না লক্ষ্মীর প্রতি বা পদ্মগন্ধা পদ্মবর্ণা স্বর্গবাসী অপ্সরাগণের প্রতিও এ অনুগ্রহ হয় নাই—অন্য স্ত্রী ত দূরের কথা—যে অনুগ্রহ রাসোৎসবে বাহু দ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠা তাঁর আশিস-লব্ধা স্ত্রীগণ লাভ করিয়াছিল। আহা, আমি যেন ইঁহাদের পদরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা ওষধিগণমধ্যে যে কোন একটি হই, যেহেতু ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজনগণ, এমন কি সদাচারের রীতি পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয় মুকুন্দের পদ ভজনা করিয়াছেন। আমি নন্দ-ব্রজস্ত্রীগণের পদরেণু নিয়ত ভজন করি, যাঁহাদের হরিকথাগীত লোকত্রয় পবিত্র করে।

নন্দ যশোদা ও অন্যান্য গোপ-গোপীগণের নিকট অনুমতি লইয়া উদ্ধব গোপগণ ও নানা উপহার সহ রথারোহণে ব্রজ-দ্বারে উপস্থিত হইলে গোপগণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন,—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ১০।৪৭।৬৬-৬৭

—আমাদের মনোবৃত্তিসকল কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করুক, বাণীসকল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করুক। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বকর্মবশে আমরা যেখানেই ভ্রমণ করি, আমাদের মঙ্গলাচরণ ও দানের দ্বারা ঈশ্বর কৃষ্ণে রতি হউক।

উদ্ধব এইরূপে সম্মানিত হইয়া কৃষ্ণপালিতা মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গোপগণের প্রদত্ত উপহারসকল উগ্রসেন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, এবং তাঁহার নিকট গোপীদের ঐকান্তিক প্রেমের কথা নিবেদন করিলেন।

৪৮-৪৯ অধ্যায়

কুব্জাগৃহ, অক্রূর, হস্তিনায় কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র

একদিন শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতে সৈরিন্ধ্রী কুব্জার প্রীতিসম্পাদন-জন্য উদ্ধবসহ তাহার গৃহে আসিলেন। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সখা-সমেত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া উৎকৃষ্ট আসনাদি দ্বারা উভয়ের পূজা করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার মনোরঞ্জন করিলেন। অবলেপনদান-মাত্র সামান্য পুণ্যবলে কুব্জা এই অসামান্য অনুগ্রহ লাভ করিল। সে বলিল, প্রিয়তম, এখানে আমার সহিত কিছু দিন বাস ও ক্রীড়া কর। তোমাকে ছাড়িয়া আমি আর থাকিতে পারিব না। রাজন্‌, ঐ রমণী কি দুর্ভাগ্য, তুচ্ছ অঙ্গরাগ অর্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে কাছে পাইয়াও সে এই ক্ষুদ্র দৈহিক প্রার্থনা করিল।

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্‌।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥ ১০।৪৮।১১

—সকল শক্তির অধীশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যে তাঁহার নিকট দৈহিক ভোগ প্রার্থনা করে, সে নিতান্ত কুবুদ্ধি।

শ্রীভগবান্ কুব্জাকে যথোচিত সম্মান ও বরদান করিয়া তথা হইতে উদ্ধবসহ অক্রূরগৃহে গমন করিলেন। অক্রূর বহু বসনভূষণ আসন ও পাদপ্রক্ষালনজল ধারণ দ্বারা তাঁহাদের পূজা, এবং প্রণত হইয়া উভয়ের স্তব করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, মহাত্মন্, আপনাদের ন্যায় মহাভাগগণ মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের নিত্য সেব্য।

'দেবাঃ স্বার্থাঃ ন সাধবঃ'। ১০।৪৮।৩০

—দেবতারা স্বার্থপর, সাধুগণ তদ্রূপ নহেন।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবতা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৪৮।৩১

—তীর্থসকল কেবল জলময় বা দেবতাসকল কেবল মৃত্তিকাপ্রস্তরময় নহেন ; তাঁহারা বিলম্বে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই, পবিত্র করেন।

অক্রূর, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্। পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইবার জন্য তুমি হস্তিনাপুর গমন কর। শুনিলাম, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা দুঃখিনী মাতাসহ ধৃতরাষ্ট্রগৃহে বাস করিতেছেন, কিন্তু অন্ধরাজ তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছেন না। তুমি সকল বিষয় জানিয়া আসিলে সমুচিত বিধান করিব। এইরূপ আদেশ করিয়া ভগবান্ বলভদ্র ও উদ্ধবসহ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

অক্রূর পৌরবরাজগণের যশ, নানা দেবায়তন ও বহু ব্রাহ্মণাবাসভূষিত হস্তিনাপুরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদি সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের কুশলবার্তা বিনিময়ান্তে শ্রীকৃষ্ণকথিত সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করিয়া কুন্তী ও বিদুরের নিকট জানিতে পারিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র খল ও মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের পরামর্শে পাণ্ডবগণের শস্ত্রনৈপুণ্য, প্রজানুরাগ ও অন্যান্য সদ্গুণাদি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। রোরুদ্যমানা কুন্তী ভ্রাতা অক্রূরকে বলিলেন, আমার পিতৃকুল এবং শ্রীকৃষ্ণ কি আমাকে স্মরণ করেন? পৃথা শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তুতি করিয়া নানা আর্তি প্রকাশ করিলেন, অক্রূর ও বিদুর তাঁহার পুত্রগণের জন্মহেতু বর্ণনা করিয়া সময়োচিত সান্ত্বনা দিলেন। অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, মহারাজ, ধর্মানুসারে পৃথিবীপালন, প্রজারঞ্জন ও জ্ঞাতিগণের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই আপনার কীর্তি ও কল্যাণ লাভ হইবে।

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ॥
একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ১০।৪৯।২০,২১

—রাজন্, কোনও ব্যক্তিরই কাহারও সহিত নিত্যকালের জন্য একত্র বাস হয় না। স্ত্রীপুত্রাদি কেন, আপন দেহের সহিতও নয়। জীব একাকীই আসে, একাকীই যায়, এককই আপন আপন সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, অক্রূর, তোমার অমৃতময় বাক্য ত আরও শুনিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পুত্রগণের প্রতি অনুরাগবশে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত। এই মোহ ত তাঁহারই বিধান, যিনি এক্ষণে ভূভার-হরণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই দুর্বোধশীল শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

অক্রূর এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া যদুপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন।

৫০-৫২ অধ্যায় (প্রথমাংশ)

জরাসন্ধ, কালযবন, মুচুকুন্দ, দ্বারকা

অস্তি ও প্রাপ্তি নামে কংসের মহিষীদ্বয় মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। তাহারা পিতাকে পতিবধবৃত্তান্ত জানাইল। ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়া মথুরা অবরোধ করিল। দিব্য অস্ত্রাদিপূর্ণ দুইখানা রথ তখন আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল। রাম ও কৃষ্ণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া ঐ রথে আরোহণ করিয়া অল্প সৈন্য লইয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, তুমি বালক ও বন্ধুঘাতী, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না, বলরামের ইচ্ছা হয়, আসুক। ভীষণ যুদ্ধে মগধসৈন্য ও হস্তী-অশ্বাদির রক্তের নদী বহিল। বলরাম বিরথ জরাসন্ধকে মহাবলে পাশবদ্ধ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়া পরে বলিলেন, এই দুরাত্মা আরও সৈন্য আনুক, ভূভারহরণ হউক, এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণ বলরাম মহোৎসবে সম্বর্ধিত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিলেন। সপ্তদশ বার জরাসন্ধ এইরূপে মথুরা আক্রমণ

করিয়া প্রতিবারই পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেল। অষ্টাদশ বার আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে, নারদপ্রেরিত মহাবীর কালযবন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিন কোটী সৈন্যসহ মথুরা অবরোধ করিল। রাম ও কৃষ্ণ ভাবিলেন, তাঁহারা উভয়ে ইহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জরাসন্ধ পুনরায় আসিয়া সেই অবসরে মথুরা আক্রমণ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তখন সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক সর্বাশ্চর্যময় নগর প্রস্তুত করিলেন। স্বর্ণচূড় অট্টালিকা, স্ফটিক গোপুর, সুবিস্তৃত রাজমার্গ, অশ্বশালা, অন্নশালা, ইন্দ্রপ্রেরিত সুধর্মানামক দেবসভা ও পারিজাত বৃক্ষ, বরুণপ্রেরিত অশ্ব, কুবের-প্রেরিত অষ্টনিধি সেই নগর শোভিত করিল। যোগ-প্রভাবে শ্রীহরি প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত যদুগণকে সেই নগরে লইয়া গেলেন। পরে বলভদ্রসহ পুনরায় মথুরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি নগর রক্ষা করুন। এই বলিয়া একাকী নিরস্ত্র হইয়া পদ্মমালা মাত্র কণ্ঠে পরিধান করিয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কালযবন নারদের বর্ণনামত শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে যখন নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে যাইতে দেখিল, তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য নিজেও কোন অস্ত্র না লইয়াই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য শ্রীভগবান্‌ও এমনভাবে কাছে কাছে চলিতে লাগিলেন, যেন হাত বাড়াইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়—এইরূপে চলিয়া সেই যবনরাজকে দূরবর্তী এক পর্বত-গহ্বরে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন, যবনও তৎপশ্চাৎ গহ্বরে ঢুকিল।

যবন সেখানে একটি লোক শুইয়া আছে, দেখিতে পাইল। কৃষ্ণই সাধুর ভাণ করিয়া শুইয়া রহিয়াছে ভাবিয়া সে পদদ্বারা ঐ শায়িত ব্যক্তিকে আঘাত করিল। সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া সেই পুরুষ নয়ন উন্মীলন করিয়া সরোষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র যবন তাহার নিজ-দেহোৎপন্ন বহ্নিদ্বারা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। রাজন্, ইনি ইক্ষাকুবংশজ মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। বহুকাল দেবতাদের পক্ষে অসুরগণসহ যুদ্ধ করেন, পরে কার্তিকেয়কে সেনাপতিরূপে পাইয়া দেবগণ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনামত বর দিলেন যে তিনি শ্রান্তি দূর করার জন্য যতদিন নিদ্রিত থাকিবেন, ততদিন কেহ তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ করিলে তখনই ভস্মীভূত হইবে। দেবতাদের

সেই বরে যবন এইরূপে ভস্ম হইলে মুচুকুন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সহসা স্ব-রূপে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ভগবন্. আমি মান্ধাতা-পুত্র মুচুকুন্দ। আপনি সাক্ষাৎ তেজ, সূর্য্য বা চন্দ্র, অথবা স্বয়ং বিষ্ণু? যদি ইচ্ছা হয়, আপনার জন্ম-কর্ম-নামাদি বলুন।

ভগবান্ বলিলেন, আমার জন্ম কর্ম নাম অসংখ্য, সম্প্রতি ভূভার-হরণ জন্য বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমার পূর্বজন্মের প্রার্থনামত তোমাকে অনুগ্রহ করিতে এখানে আসিয়াছি, বর প্রার্থনা কর।

মুচুকুন্দ ভগবানের স্তব করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনার পদসেবা ছাড়া আমি কোন বর বা আর কিছুই চাই না। আপনার আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিষয়বন্ধনমূলক বর চাহিবে? আপনার শরণ লইলাম, আমাকে রক্ষা করুন।

ভগবান্ বলিলেন, মুচুকুন্দ, তোমার চিত্ত স্থির করার জন্যই তোমাকে বরের প্রলোভন দেখাইয়াছিলাম। আমার একান্ত ভক্তগণ কখনও কামনায় আসক্ত হয় না। তুমি এখন—

বিচরস্ব মহীং কামং মষ্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী॥ ১০।৫১।৬১

—আমাতে মন আবিষ্ট রাখিয়া ইচ্ছামত পৃথিবী পর্যটন কর। তোমার এই ভক্তি চিরস্থায়ী হউক।

তুমি মৃগয়ায় যে পশু বধ করিয়াছ, তপস্যাদ্বারা এক্ষণে সেই পাপ ক্ষয় কর, জন্মান্তরে সর্বজীবের সুহৃৎ ব্রাহ্মণ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেই গুহা হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, কলির আবির্ভাবে মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষাদি খর্বাকার হইয়াছে। তিনি উত্তরদিকে গমন করিয়া চিত্ত সমাধান করত গন্ধমাদন-পর্বতস্থ বদরিকাশ্রমে গভীর তপস্যায় রত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া যবনসৈন্যগণকে বধ করিলেন। তিনি যখন তাহাদের সমস্ত ধনরত্নাদি লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জরাসন্ধ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম ও কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া প্রচুর ধনরত্ন ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অভয় হইয়াও ভীতবৎ বহুদূরে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

প্রবর্ষণ নামক এক উচ্চ পর্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে না পাইয়া বহু কাষ্ঠাদি দ্বারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া সেই পর্বত দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা বেগে তথা হইতে নির্গত হইয়া একেবারে সমুদ্রবেষ্টিত নবনির্মিত পুরীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। মগধরাজও তাঁহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ মনে করিয়া সসৈন্যে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৫২ অধ্যায় (শেষাংশ)—৫৫ অধ্যায়

রুক্মিণী, রুক্মী, সম্বরাসুর

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের রুক্মিণী নামে বরাননা এক কন্যা ও পাঁচপুত্র মধ্যে রুক্মী নামে এক পুত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী উভয়ে উভয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রুক্মী দমঘোষ-পুত্র চেদিরাজ শিশুপালকে ভগিনীর বররূপে স্থির করিল।

রুক্মিণী তাহা শুনিয়া এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া সমুচিতরূপে অভ্যর্থিত হইয়া ঐ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—'হে ভুবনসুন্দর, তোমার রূপগুণ শুনিয়া আমার আত্মা তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি। হে বিভো, চৈদ্যরূপ শৃগাল যেন সিংহের বস্তু গ্রহণ না করে। কল্যই বিবাহের দিন, সেনাপতিগণ সহ আসিয়া চেদি ও মগধরাজ জরাসন্ধাদিকে নিপীড়িত করিয়া রাক্ষসমতে আমাকে বিবাহ কর। বিবাহের পূর্বদিন দেবযাত্রা উপলক্ষ্যে নববধূ অম্বিকার মন্দিরে গমন করে। তোমার প্রসাদ লাভ করিতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিব, শতজন্মেও যদি তোমাকে লাভ করিতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দারুক তৎক্ষণাৎ রথ যোজনা করিল, এক রাত্রিতেই তিনি বিদর্ভ দেশের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে উপনীত হইলেন।

বলদেব শুনিলেন, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, চেদিপতি দমঘোষ ইত্যাদি যদুবিদ্বেষী রাজগণ বহু সৈন্যসহ কুণ্ডিনপুরে সমবেত হইয়াছে, অথচ শ্রীকৃষ্ণ একক সেখানে চলিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃস্নেহপরবশ হইয়া তখন

তিনি গজাশ্বরথপদাতিকাদি বহু বল লইয়া কুণ্ডিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিদর্ভাধিপতি উভয়পক্ষীয় রাজগণকে সমুচিত সম্বর্ধনা ও সুরম্য বাসস্থান দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। ভীষ্মক ও দমঘোষ উভয়ে নিজ নিজ কুলোচিত বিবাহের অভ্যুদয়-কার্যাদি নির্বাহ করিলেন।

এদিকে রুক্মিণী ব্রাহ্মণের বিলম্ব দেখিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ গোপনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তাসহ তিনি যাহা যাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তাহা রুক্মিণীকে জানাইলেন। রুক্মিণী কৃষ্ণপদ ধ্যান করিতে করিতে মাতৃগণ, সখীগণ ও উদ্যতাস্ত্র সৈন্যগণ কর্তৃক বেষ্টিতা হইয়া পদব্রজেই অম্বিকামন্দিরে গমন করিয়া পূজাদি সমাপ্ত করিলেন। তথা হইতে তিনি সখীগণের হাত ধরিয়া রথের দিকে আসিতে লাগিলেন। সমাগত রাজগণ তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তিনিও বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নয়নোপরি পতিত চূর্ণকুন্তলসমূহ অপসারিত করিয়া রাজগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। সেই কন্যা যেমন রথে উঠিবার উপক্রম করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ সহসা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নিজ রথে তুলিয়া মুহূর্তমধ্যে চলিয়া গেলেন। শত্রুগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিল।

জরাসন্ধাদি বলিল, অহো ধিক, সামান্য গোপগণ দ্বারা আমাদের সকলের যশ অপহৃত হইল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলদেব কর্তৃক বিপক্ষের সৈন্যকুল বিধ্বস্ত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল।

তখন জরাসন্ধ শিশুপালকে বলিল, রাজন্, দুঃখিত হইও না, দেহিগণের প্রিয়-অপ্রিয়ের কোন স্থিরতা নাই।

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ॥ ১০।৫৪।১২

—যেমন নর্তয়িতার ইচ্ছায় কাঠের নির্মিত স্ত্রী নৃত্য করে, মানুষও তেমন সুখ-দুঃখ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন।

দেখ আমি ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী নিয়া অষ্টাদশ বার ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, একবার মাত্র জয়লাভ করিয়াছি। তাহাতে হর্ষ বা দুঃখ কিছুই করি নাই। কাল অনুকূল হইলে আমাদের আবার জয়লাভ হইবে।

তখন সেই রাজগণ স্ব স্ব পুরে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু রুক্মী ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী রোদন করিতে করিতে ভ্রাতার প্রাণরক্ষা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বন্ধন করিয়া তাহার শ্মশ্রু ও কেশ উৎপাটন করিয়া দিলেন। বলদেব আসিয়া তাহা দেখিয়া রুক্মীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্॥ ১০।৫৪।৩৭
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥ ১০।৫৪।৩৮
বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ॥ ১০।৫৪।৩৯

—কৃষ্ণ, তুমি আমাদের পক্ষে নিন্দিত ও অসাধু কার্য করিয়াছ। সুখ-দুঃখ অপর কেহ দেয় না, পুরুষ নিজের কর্মেরই ফল ভোগ করে। বন্ধুব্যক্তি বধযোগ্য দোষ করিলেও বন্ধু দ্বারা হত হইতে পারে না, ত্যাজ্য হয় মাত্র। নিজ দোষে যে হত, তাহাকে কি পুনরায় বধ করিতে হয়?

রুক্মিণীকেও শোকার্ত দেখিয়া বলিলেন,—

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥
জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব॥
তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে॥ ১০।৫৪।৪৪,৪৭,৪৯

—দেহিগণের সকলেরই এক আত্মা, মূর্খলোকেরা পৃথক মনে করে, যেমন জলে চন্দ্র বা সূর্য্যকে ও ঘটাদিতে আকাশকে নানারূপে দেখা যায়। জন্মাদি বিকার দেহের, আত্মার নহে, যেমন কলার হ্রাসবৃদ্ধি চন্দ্রের নহে, অথচ লোকে অমাবস্যাকে চন্দ্রের ক্ষয় বলিয়া মনে করে। অতএব হে হাস্যময়ি, এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেহশোষণ ও মনোবিকারজনক শোককে বিনষ্ট করিয়া তুমি সুস্থা হও।

রুক্মী মুক্ত হইয়াও লজ্জায় কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ না করিয়া ভোজকট নামক

স্থানে এক পুরী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ মহোৎসবে দ্বারকাবাসিগণ দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া সকলসহ পুরপ্রবেশ করিলেন।

রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যরূপগুণবিশিষ্ট প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে। সম্বর নামে এক অসুর ষষ্ঠ দিনে তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। তথায় এক মৎস্য তাহাকে গ্রাস করে। সেই মৎস্য ধৃত হইয়া সম্বরাসুরের গৃহে নীত হয়। তাহার পাচিকা ঐ শিশুকে মৎস্যের উদর হইতে জীবিতাবস্থায় বাহির করিয়া প্রতিপালন করিতে থাকে। পূর্বজন্মে ঐ শিশু কামদেব ও ঐ পাচিকা তাহার পত্নী রতি ছিল, নারদের নিকট ইহা জানিয়া পাচিকা তাহাকে মায়া-অস্ত্র প্রদান করে। ঐ অস্ত্রের সাহায্যে সম্বরাসুরকে বধ করিয়া প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে রুক্মিণী ও পুরনারীগণ চিনিতে পারিয়া হর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন।

৫৬-৫৭ অধ্যায়

স্যমন্তকমণি, জাম্ববতী, সত্যভামা, শতধন্বা

একদা সূর্যদেব সত্রাজিৎ নামক নিজ ভক্তকে স্যমন্তক নামে এক নানাগুণ-সম্পন্ন অত্যুজ্জ্বল মণি দিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ উহাকে নিজ দেবগৃহে স্থাপন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট যদুরাজের নিমিত্ত ঐ মণিটি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ দিল না। একদিন তাহার ভ্রাতা প্রসেন ঐ মণি পরিয়া মৃগয়া করিতে গেলে সেখানে এক সিংহ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মণি লইয়া গেল। পথিমধ্যে জাম্ববান্ নামে এক ভল্লুক সিংহকে নিহত করিয়া ঐ মণি নিজ গহ্বরে নিয়া শিশুপুত্রের খেলার জন্য উহা ধাত্রীর হস্তে দিল। এদিকে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে মণিহরণের সন্দেহ করিতেছে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় নাগরিকসহ বনে অন্বেষণ করিয়া নিহত অশ্বসহ প্রসেনের দেহ দেখিতে পাইলেন। আরও অনুসন্ধানে ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিয়া জাম্ববানের গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তথায় অষ্টাদশ দিন তুমুল যুদ্ধে জাম্ববান্ পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া বহু স্তবে তুষ্ট করিয়া নিজ কন্যা জাম্ববতীসহ মণিটি তাঁহাকে অর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া সত্রাজিৎকে ঐ মণি দিলেন। সত্রাজিৎ

নিজ কন্যা সত্যভামাকে মণিসহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মণি ফিরাইয়া দিলেন।

ইহার পর তিনি পাণ্ডবগণের সংবাদ লইতে পত্নী সত্যভামাসহ কুরুদেশে গেলে সেই অবসরে অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে বলিল, সত্রাজিতের নিকট হইতে মণি কাড়িয়া লও। শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করিয়া মণি লইয়া আসিল। সত্যভামা পিতার নিধনসংবাদ পাইয়া নিতান্ত শোকার্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সস্ত্রীক দ্বারকায় ফিবিয়া শতধন্বাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সে তাহা শুনিয়া কৃতবর্মা ও অক্রূরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। উভয়ে বলিল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার সহিত বিরোধ অসম্ভব। তখন শতধন্বা ঐ মণি অক্রূরেব নিকট গচ্ছিত বাখিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে দ্বারকা হইতে পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু মণি পাইলেন না। পরে পলায়িত অক্রূরের নিকট সন্ধান পাইয়া তাহাকে দ্বারকায় আনিয়া বলিলেন, মণি তোমার নিকট আছে, তোমারই এখন থাকিবে, কিন্তু সকলকে উহা দেখাইয়া আমার প্রতি তাহাদের যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দূর কর। অক্রূর তাহাই করিলেন, মণি তাহারই রহিল।

৫৮-৫৯ অধ্যায়

কালিন্দী, সত্যা, ভদ্রা, নরকাসুর, মুর, রাজকুমারীগণ, অদিতি

একদা শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের নিকট গেলেন। পৃথা যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদী উভয়কে যথোচিত পূজাদি করিলেন। কুন্তী বলিলেন,—

> ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
> তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ॥ ১০।৫৮।১০

—তুমি বিশ্বের সুহৃদ্, তোমার স্ব-পর ভেদ নাই। তথাপি যে তোমাকে নিয়ত স্মরণ করে, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া তাহার ক্লেশ হরণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ তথায় কয়েকমাস বাস করিলেন। তিনি সশস্ত্র অর্জুনকে লইয়া

একদিন বিহারার্থ মহাবিপিনে প্রবেশ করিয়া বহু পশু বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অর্জুন শ্রান্ত হইয়া জল পান করিতে যমুনায় আসিয়া কালিন্দী নাম্নী এক অপূর্বসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। কালিন্দী বলিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়া বহুকাল জলমধ্যে বাস করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রথে তুলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আনিলেন। সেই সময়ে খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন অগ্নিকে দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়া সেই বন দগ্ধ করেন ও ময়দানবকে অগ্নির আক্রমণ হইতে মুক্ত করেন। অগ্নি অর্জুনকে ধনু, শ্বেত অশ্ব, বানরধ্বজ রথ, দুইটি অক্ষয় তূণীর ও অভেদ্য বর্ম উপহার দেন এবং ময়দানব এক অত্যাশ্চর্য সভা নির্মাণ করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সাতটি দুর্ধর্ষ বৃষকে বধ করিয়া পণস্বরূপ অযোধ্যাপতি নগ্নজিতের কন্যা সত্যাকে লইয়া দ্বারকায় আসেন। পরে কেকয়দেশীয় স্বীয় পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ ও মদ্রদেশাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরে হরণ করেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভূমিপুত্র নরক ইন্দ্রের মাতা অদিতির কুণ্ডলাদি হরণ করায় ইন্দ্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গেলেন। ঐ নগরী বহু অভেদ্য পর্বত ও দুর্গ দ্বারা এবং মুর নামক এক দৈত্য দ্বারা রক্ষিত ছিল। গুরুতর পদাঘাতে প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত ও শঙ্খনাদে রক্ষিগণের হৃদয়সমূহ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন মুর দানব জল হইতে উঠিয়া সসৈন্যে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ক্রমে নরকের পুত্র ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সকলেই নিহত হইলে নরক আসিয়া গরুড়কে আক্রমণ করিল ও গরুড় দ্বারা ধ্বস্ত হইয়া পরিশেষে এক মহাশক্তি নিক্ষেপ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তব করিয়া অদিতির কুণ্ডল ও নরক দ্বারা অপহৃত অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিলেন এবং নরকপুত্র ভগদত্তের প্রতি তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। নরকের পুরীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বহু দেব সিদ্ধ অসুর রাজগণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাতে অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বহু উপহারসহ সেই কন্যাগণকে দ্বারকায় আনিয়া

বিবাহ করিলেন। স্বর্গে গিয়া অদিতির কুণ্ডলাদি তাঁহাকে দিলেন এবং ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর দ্বারা পূজিত হইয়া সত্যভামার প্রার্থনামত পারিজাতবৃক্ষ আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন।

৬০ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী

একদা রাত্রিকালে মণিময় দীপশোভিত পারিজাত-হিন্দোলে আমোদিত অন্তঃপুরগৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীদেবী রত্নদণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বলিলেন, রাজপুত্রি, মহাবলশালী মহানুভব রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিশেষ তোমার পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে অন্যের নিকট সঙ্কল্পিতা করিয়াছিলেন*, তথাপি ঐসকল রাজগণের হেয়, জরাসন্ধভয়ে সমুদ্রাশ্রিত অজ্ঞাতচরিত্র আমাকে বরণ করিলে কেন ?

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥
উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥

১০।৬০।১৪,২০

—আমি অকিঞ্চন, সুতরাং চিরকাল নিষ্কিঞ্চন লোকদিগেরই প্রিয়। অতএব হে সুমধ্যমে, ধনশালী ব্যক্তিরা আমাকে প্রায়ই ভজনা করে না। আমি স্ত্রী-পুত্র ও অর্থের কামনা করি না, দেহ ও গেহে উদাসীন, আত্মলাভে পূর্ণ এবং প্রদীপের মত নিষ্ক্রিয়।

কয়েকজন ভিক্ষুক মাত্র আমার কথা তোমাকে বলিয়াছিল। উত্তম ও অধমের মৈত্রী কদাচ প্রশস্ত নহে। সুতরাং তুমি এখন কোনও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে ভজনা কর, তাহাতে ইহ-পর উভয় কালে সুখী হইতে পারিবে। রুক্মিণী

* ৫২ অধ্যায় (শেষাংশ) দ্রষ্টব্য।

নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্রী মনে করিতেন। ভগবান্ এইসকল কথা বলিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়া বিরত হইলেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া হতবাক্ ও অধোমুখী হইয়া পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হর্ম্যতল বিলেখন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তস্থিত বীজন সহসা স্খলিত হইল, তিনি বিকীর্ণ-কেশা বাতাহতা কদলীর ন্যায় সহসা ভূপতিতা হইলেন। তখন সত্বর পর্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া পরিহাস বুঝিতে অক্ষম সেই প্রিয়তমাকে উঠাইয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া আলিঙ্গনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, বৈদর্ভি, তুমি যে আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তা, তাহা আমি জানি। তোমার ভ্রুকুটিকুটিল কম্পিত-অধরযুক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত পরিহাসচ্ছলে আমি এইসকল কথা বলিয়াছিলাম। দেখ, গৃহে আসিয়া প্রিয়ার সহিত নর্মক্রিয়ায় ক্ষণকাল অতিবাহিত করা গৃহস্থদিগের পরম লাভ।

রুক্মিণী আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন, আপনি যে অসম মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ ত্রিগুণাধীশ্বর আপনি কোথায়, আর গুণময়ী প্রকৃতি আমিই বা কোথায়? বলবানের সহিত দ্বেষ ও শত্রুভয়ে সমুদ্রে শরণ লইয়াছেন তাহাও ঠিক; বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ হইতে যেন ভীত হইয়াই আপনি অগাধ অন্তর্হৃদয়ে অচলরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি নিশ্চয় নিষ্কিঞ্চন—নির্ধন বলিয়া নহে, আপনি ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই, সে জন্য। ভিক্ষুরা আমাকে আপনার কথা বলিয়াছিল তাহাও ঠিক, কারণ সর্বত্যাগী মুনিগণই সর্বত্র আপনার কথা বলিয়া থাকেন। আপনাকে ভজনা করিলে অবসন্ন হইতে হয়, বলিয়াছেন; তবে, অঙ্গ পৃথু ভরত যযাতি গয় প্রভৃতি রাজগণ যে সমস্ত বসুন্ধরার আধিপত্য তুচ্ছ করিয়া আপনার পদাশ্রয় জন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা কি অবসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? বিভো, আপনি আমাকে অন্য কোন ক্ষত্রিয়ের ভজনা করিতে বলিলেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও কোন্ নারী মরণধর্মশীল সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আপনার কথা যে কখনও শোনে নাই, সে-ই অন্তরাজরূপ জীবন্ত শবের ভজনা করে। আপনি উদাসীন যে বলিয়াছেন তাহা ঠিক, কারণ আপনি নিরপেক্ষ। তথাপি আপনার প্রতি আমার অনুরাগ স্থির থাকুক, আপনার অনুগ্রহদৃষ্টিপাতই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অনঘে, তুমি ত আপ্তকাম, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ নিষ্কাম। যাহারা ব্রত-তপস্যাদির দ্বারা আমার নিকট বিষয় কামনা করে, তাহারা ত মায়া-মুগ্ধ মন্দভাগ্য। তুমি যে তোমার প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তারপর তোমার ভ্রাতাকে আমি বিরূপ করিয়া দিলাম তাহা, এবং শেষে অক্ষসভায় তাহার বধ পর্যন্ত যে তুমি আমার জন্য সহ্য করিয়াছ,*

তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ॥ ১০।৬০।৫৭

—এইসকল তোমাতেই থাকুক; আমি কেবল তোমাকে অভিনন্দিত করি।

লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে রুক্মিণী ও অন্যান্য মহিষীগণের সহিত গৃহস্থোচিত ধর্ম অবলম্বন করিয়া সময় সময় ক্রীড়া করিতেন।

৬১-৬৩ অধ্যায়

মহিষীগণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম, রুক্মী, বাণ, উষা

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে নিয়ত অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেকেই মনে করিতেন, আমিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী, কারণ তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিতেন না। নানা বিলাসবিভ্রমাদি দ্বারাও তাঁহারা সেই আত্মারাম বিভুর কখনও কোনপ্রকার বিক্ষেপ জন্মাইতে পারেন নাই। বহু দাসী থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের ব্যজন-পাদপ্রক্ষালনাদি মহিষীরা স্বয়ংই করিতেন। তাঁহার আটটি প্রধানা মহিষীর প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। এইসকল পুত্র দ্বারা তাঁহার বহু পৌত্র জন্মে।

রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অবমানিত হইয়াও ভগিনীর প্রীত্যর্থে নিজ কন্যা রুক্মবতীকে নিজ ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে বরণ করিতে অনুমতি দেন, পরে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ নিকট নিজ পৌত্রী রোচনার বিবাহ দেন, যদিও এইসকল সম্বন্ধ ধর্মানুমোদিত নহে জানিতেন। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বলরাম

* পরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ রুক্মিণী শাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকটপুরে গেলেন। সেখানে বলরাম রুক্মীর সহিত অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলে প্রথমে বলরাম পরাজিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে কলিঙ্গরাজ দন্তবিকাশ করিয়া বলরামকে উপহাস করিলেন। পরে যখন বলরামের জয় হইতে লাগিল, তখন রুক্মী চতুরতা করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে থাকিল, তাহারই জয় হইয়াছে। দৈববাণী দ্বারা বলরামের জয় ঘোষিত হইল, তথাপি রুক্মী বলরামকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলিতে লাগিল। তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া রুক্মীর মস্তক ছেদন ও কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহভঙ্গভয়ে কিছুই বলিলেন না, নবোঢ়া বধূ সহ সকলকে লইয়া কুশস্থলীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শোণিতপুরের রাজা বলিপুত্র সহস্রবাহু বাণ মহাদেবের বরে অজেয় ও অতিশয় দৃপ্ত হইয়া উঠিল। একদিন উষা নামে তাহার এক অবিবাহিতা যুবতী কন্যা স্বপ্নযোগে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিতা হইয়া স্বপ্নভঙ্গে 'হা নাথ, তুমি কোথায় গেলে' বলিয়া উঠিল। বাণের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা তাহার প্রধানা সখী ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, সখি, তুমি কাহাকে দেখিয়া এরূপ আর্তি করিলে? তোমার ভর্তা কোন রাজপুত্রকে ত আমি কখনও দেখি নাই। উষা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের আকৃতিবর্ণনাকরিল। চিত্রলেখা নানা চিত্র অঙ্কিত করিয়া যখন উষাকে দেখাইল, তখন অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিবামাত্র উষা 'এই সেই' বলিয়া চমকিতা হইয়া উঠিল। চিত্রলেখা যোগবিদ্যাবলে আকাশপথে দ্বারকায় গিয়া নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া শোণিতপুরে উষার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। অনিরুদ্ধ উষাকে দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গুপ্তভাবে উষার গৃহে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে উষার কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া ভৃত্যগণ রাজাকে ঐ সংবাদ জানাইল। বাণরাজ ব্যথিত হৃদয়ে স্বয়ং সৈন্যপরিবৃত হইয়া সত্বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হইল এবং তথায় উষার সহিত অক্ষক্রীড়া-রত অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইল। অনিরুদ্ধ একটি লৌহনির্মিত গদা পাইয়া তাহার প্রহারে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিলে বাণ সবলে তাহাকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিল।

এদিকে অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া, নারদমুখে তাহার বন্ধনবার্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণসহ শোণিতপুর গমন করিলেন। উভয়পক্ষে

লোমহর্ষণকর তুমুল যুদ্ধ হইল। বাণের সেনাপতিগণ অনেকে নিহত ও অবশিষ্ট পলায়িত হইল। ক্রোধ-প্রদীপ্ত বাণ তখন আসিয়া চক্রহস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার সহস্র বাহু দ্বারা অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা সমস্ত প্রতিহত করিয়া চারিখানা বাহু রাখিয়া বাণের অন্য সমস্ত বাহু চক্র দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিলেন, ভগবন্, বাণ আমার প্রিয়ভক্ত। তুমি প্রহ্লাদের প্রতি যেমন প্রসন্ন হইয়াছিলে, তদ্রূপ ইহার প্রতিও হও, আমি ইহাকে অভয় দিয়াছি। আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্য সম্পন্ন করিব।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, ভগবন্, বলি আমার ভক্ত, তাহার পুত্র এই বাণাসুর আমার অবধ্য। বলিকে আমি বর দিয়াছিলাম যে তাহার বংশ আমার অবধ্য হইবে। ইহার দর্প নাশ করার জন্যই চারিটি ছাড়া ইহার অপর বাহুগুলি আমি ছেদন করিয়াছি এবং পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য ইহার সৈন্যসকল ধ্বংস করিয়াছি। বাণ এই চারি বাহু লইয়াই অমর হইয়া আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ হইবে, আমি ইহাকে অভয় দিলাম।

বাণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ঊষা ও অনিরুদ্ধকে রথে করিয়া সেখানে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৈন্যাদিসহ তাহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। পৌরগণ ও সুহৃদ্‌বর্গ প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া শঙ্খ-দুন্দুভিসহ ধ্বজ ও তোরণালঙ্কৃত সেই নগরীতে তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

৬৪ অধ্যায়

কাকলাস, নৃগ

একদিন সাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুকুমারগণ উপবনবিহারে পিপাসার্ত হইয়া এক জলশূন্য কূপে গিয়া দেখিল, তন্মধ্যে প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত একটি কাকলাস পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা রজ্জুদ্বারা জন্তুটিকে উপরে তুলিতে অক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বামবাহু দ্বারা অনায়াসে তাহাকে

সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। কৃষ্ণস্পর্শ লাভমাত্র কাকলাস সুবর্ণবর্ণ ও মাল্য-চন্দনবস্ত্রালঙ্কারশোভিত একটি উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এবং কিরূপে কাকলাস-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?

সেই দিব্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশমত বলিতেছি, আমি ইক্ষাকুবংশীয় নৃগ নামে নরপতি ছিলাম। অগণ্য অন্ন গো হস্তী অশ্ব ভূমি হিরণ্যাদি দান ও বাপী-তড়াগাদি খনন করিয়াছিলাম। একদা এক ব্রাহ্মণ আমার প্রদত্ত গোধনসমূহ লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় অন্য এক ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে আসিয়া ঐ গো-সমূহের একটি গাভী তাহার বলিয়া দাবী করিল। উভয় ব্রাহ্মণ যখন কলহ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল, তখন জানিতে পারিলাম যে ঐ গাভী আমার নহে, নিজ যূথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমার গোগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, কেহই জানিতে পারে নাই। গো-স্বামীকে বলিলাম, তোমাকে লক্ষ-সংখ্যক এরূপ গো দান করিব, তুমি ইহার দাবী ত্যাগ কর। সেই ব্রাহ্মণ দানগ্রাহী ছিল না, সুতরাং সে 'রাজা ব্রহ্মস্বাপহারী', এই বলিয়া চলিয়া গেল। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, যমরাজার নিকট নীত হইলাম। যম বলিলেন, তোমার অসংখ্য পুণ্য, প্রথমে পাপের ফল, কি পুণ্যের ফল লইবে ? আমি বলিলাম, পাপের ফল আগে লইব। তৎক্ষণাৎ কাকলাস হইলাম, আপনার কৃপায় আজ মুক্ত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও বহু প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসিগণকে ব্রহ্মস্বাপহরণ ও ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা বুঝাইয়া উপদেশ দিলেন।

৬৫ অধ্যায়

বলরাম, যমুনা

একদা বলদেব সুহৃদ্‌গণকে দেখিবার নিমিত্ত রথারোহণে নন্দব্রজে আসিলেন। নন্দ যশোদা ও বৃদ্ধ গোপগোপীগণ তাঁহাকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করিলেন।

বয়স্যগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাম, আমাদের বান্ধবসকলের কুশল ত ? তোমরা এখন স্ত্রী-পুত্র লাভ করিয়া আমাদের কি স্মরণ কর ? গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি মাতাকে দেখিতে একবার আসিবেন ? আমাদের সেবা কি তিনি স্মরণ করেন ? তাঁহার কথা আমরা কেনই বা বলি ? তিনি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন, তবে আমরাও পারিব।

বলদেব তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সংবাদ দিয়া শান্ত করিলেন। তিনি পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনার উপবনে সেই স্ত্রীগণসহ বিহার করিলেন। বরুণপ্রেরিত মধুধারা পান করিয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন, গোপীগণ তাঁহার কীর্তি গান করিতে লাগিল। জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু যমুনা আসিল না দেখিয়া তিনি কুপিত হইয়া হলদ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। যমুনা তখন আসিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিয়া মুক্তি লাভ করিল। বলদেব স্ত্রীগণসহ যমুনায় ক্রীড়া করিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে নীলবস্ত্রদ্বয় ও নানা অলঙ্কার উপহার দিলেন। বলদেব মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) এই দুই মাস সেখানে থাকিলেন।

৬৬-৬৮ অধ্যায়

পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ, দ্বিবিদ, লক্ষ্মণা, সাম্ব, বলরাম

করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করিয়া আপনাকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল, এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে এক দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল, ‘আমিই প্রকৃত বাসুদেব, তুমি আমার বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আমার শরণ লও, নতুবা যুদ্ধ কর’।

শ্রীকৃষ্ণ সেই দূতমুখেই বলিয়া পাঠাইলেন, ‘মূঢ়, আমি আসিয়া তোমার নাম ও বেশভূষাদি দূর করিয়া তোমাকে সত্বর গৃধ্রকুক্কুরাদির আশ্রয়ে প্রেরণ করিব।’

পৌণ্ড্রক কাশীরাজের মিত্রস্বরূপে কাশীতে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে কাশীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রক ও কাশীপতি উভয়ে বহু

সৈন্য নিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন এবং বহু শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে জর্জরিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের হস্তী অশ্ব রথ ও সৈন্য সকলকে, পরে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কাশীরাজের মস্তকও দেহচ্যুত করিয়া তাহার পুরীর দ্বারে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃহন্তাকে নিধন করার জন্য শিবের আরাধনা করিলেন। শিব বলিলেন, দক্ষিণা নামক যজ্ঞাগ্নির অভিচারবিধানে পূজা কর, অব্রহ্মণ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সেই অগ্নি তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবে। সুদক্ষিণ তাহাই করিল। সেই অগ্নি তখন ভীষণ লেলিহান শিখা লইয়া দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইল। দ্বারকাবাসিগণ ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কোটীসূর্যসম সুদর্শনচক্র ধাবিত হইয়া সেই অগ্নিকে উৎপীড়িত করিল, অগ্নি পলাইয়া কাশী ফিরিয়া আসিয়া ঋত্বিক্‌গণসহ সুদক্ষিণকেই ধ্বংস করিল। সুদর্শনচক্রও সৈন্য ও রথাদি সহ সমুদয় কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল।

দ্বিবিদ নামে এক বানর নরকাসুরের সখা ছিল। সে পূর্বে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিল। নরকাসুরবধের প্রতিশোধ লওয়ার মানসে সে আনর্তদেশের নানা স্থানে অগ্নি, পর্বত-উৎপাটন, জলপ্লাবন, ঋষিগণের আশ্রম কলুষিত করা, ইত্যাদি নানা উৎপাত আরম্ভ করিল। রৈবতক পর্বতে বারুণীপানরত বলরামসমীপে আসিয়া এক বৃক্ষে উঠিয়া কিলকিল শব্দ ও পরে মধুকলসসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। বলদেব মুষল ও হল ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে সেই বানর প্রকাণ্ড মহীরুহসকল অক্লেশে উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন বলদেব ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া দুই বাহু দ্বারা তাহাকে প্রহাব কবিলেন। দ্বিবিদ রক্ত বমন করিতে করিতে বন ও পর্বত কম্পিত করিয়া ভূপতিত হইল ও প্রাণ ত্যাগ করিল। বলদেব সকলেব দ্বারা স্তুত হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

একদা জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব স্বয়ম্বরসভা হইতে দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিলেন। কৌরবগণ বলিলেন, এই যাদবগণ আমাদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত কিঞ্চিৎ রাজ্য ভোগ করিতেছে, এই দুর্বিনীত বালককে এখনই আক্রমণ করিয়া বন্ধন কর। সাম্ব কুরুসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত

হইয়া তাহাদিগকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে বিরথ ও পরাজিত হইয়া বদ্ধাবস্থায় দুর্যোধনের পুরীতে নীত হইলেন।

নারদমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্বারকায় বৃষ্ণিগণ কুরুদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বলদেব বলিলেন, ক্ষান্ত হও, উহাদের সহিত কলহ করিব না, আমি শান্তিস্থাপনের জন্য এখনই হস্তিনায় চলিলাম। হস্তিনা নগরের নিকট এক উপবনগৃহে আসিলে বলদেব উপায়নহস্ত কুরুদিগের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া পরস্পর কুশলবার্তা বিনিময়ের পর বলিলেন, তোমরা বহুলোক একত্র হইয়া এই একাকী-যুধ্যমান বালককে অধর্মযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্ধন করিয়াছ। যদুপতি উগ্রসেনের আদেশ, উঁহাকে উঁহার ন্যায্যাধিকৃত বধূসহ সত্বর আনিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর।

কুরুপতিরা বলিলেন, কি বিড়ম্বনা, আমাদের প্রসাদলাভে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে ইহারা এইরূপ গর্বিত বাক্যে আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে! বলদেবকে তাঁহারা এইরূপ দুর্বাক্য বলিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বলদেব বলিলেন, কি আশ্চর্য, ইহারা দেখিতেছি মন্দবুদ্ধি ও কলহপ্রিয়, আমি শান্তিকামী হইয়া আসিয়াছিলাম। যিনি সুধর্মা সভায় উপবেশন করেন, যিনি স্বর্গ হইতে পারিজাততরু ভূতলে আনিয়াছেন, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার পদসেবা করেন, তিনি সামান্য রাজচিহ্ন ধারণের যোগ্য হইলেন না? বলদেব কুপিত হইয়া হস্তিনানগরকে হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কৌরবগণ ভীত হইয়া সেই অনন্তদেবের বহু স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন।

অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমম্।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে॥ ১০।৬৮।৫৪

—আজও এই পুরী বলরামের বিক্রমের পরিচয় দিতেছে, গঙ্গাতীরে ইহার দক্ষিণ ভাগ সমুন্নত দেখা যায়।

বলদেব সাম্বকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বহু মূল্যবান্ উপায়ন ও লক্ষ্মণা সহ দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরবাসিগণদ্বারা বহু সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

৬৯ অধ্যায়

নারদ, শ্রীকৃষ্ণ, মহিষী-ভবন

ষোড়শ-সহস্র পত্নী লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বাস করেন, তাহা দেখিবার জন্য নারদ একদিন দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরমধ্যে বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এক সুমহৎ ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, রুক্মিণী রত্নদণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা সাত্বতপতিকে ব্যজন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখিয়া সহসা উঠিয়া তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন, এবং তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, প্রভু, আমি আপনার কোন্ কার্য সাধন করিব, বলুন। নারদ বলিলেন, আপনার পদযুগল দর্শন করিলাম, এমত অনুগ্রহ করুন যেন এই চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত স্থির থাকে।

এই কথা বলিয়াই নারদ সেই যোগেশ্বরের যোগমায়া জানিবার নিমিত্ত অন্য এক মহিষীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্নীর সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সেখানেও তিনি নারদকে দেখিয়া সহসা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন আসিয়াছেন, আপনার কি প্রিয় সাধন করিব ?

এইরূপ পর পর এক এক গৃহে গিয়া নারদ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোথাও শিশুসন্তান পালন করিতেছেন, কোথাও স্নানের উপক্রম করিতেছেন, কোথাও হোম, কোথাও সন্ধ্যাবন্দনাদি, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস, কোথাও অশ্ব বা হস্তী বা রথে বিচরণ করিতেছেন, কোথাও পর্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন, কোথাও মন্ত্রীগণসহ মন্ত্রণা করিতেছেন, কোথাও ব্রাহ্মণগণকে গাভী দান করিতেছেন, কোথাও প্রিয়ার সহিত হাস্যালাপ, কোথাও বা পুত্রকন্যাদির বিবাহের আয়োজন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে নানাভাবে অবস্থিত ও নানা ক্রীড়ায় নিযুক্ত দেখিয়া নারদ বলিলেন, হে যোগেশ্বর, অদ্য আপনার যোগমায়ার প্রভাব দেখিলাম—

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্।
পর্যটামি তবোদ্‌গায়ন লীলা ভুবন-পাবনীঃ॥ ১০।৬৯।৩৯

—হে দেব, আমাকে যাইতে অনুমতি করুন, আমি আপনার যশোব্যাপ্ত সকল লোকে আপনার ভুবনপবিত্রকারী লীলা গান করিতে করিতে পর্যটন করিব।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, পুত্র, তুমি মোহগ্রস্ত হইও না। আমি লোকশিক্ষার জন্য এইরূপ করিয়া থাকি। শ্রীভগবানের এই আশ্চর্য লীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাই স্মরণ করিতে করিতে নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৭০-৭৫ অধ্যায়

কৃষ্ণ, দূত, নারদ, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ, বন্দী রাজগণ, রাজসূয়, শিশুপাল, দুর্যোধন

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া জলস্পর্শপূর্বক প্রসন্নচিত্তে অন্ধকারের পরপারস্থ পরমাত্মার ধ্যান করিতেন।

একং স্বয়ং জ্যোতিরনন্যমব্যয়ং স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্॥
১০।৭০।৫

—এক, অদ্বিতীয়, অব্যয়, স্বয়ং-প্রতিভাত, নিজ মহিমায় নিত্য অ-পাপবিদ্ধ, বিশ্বের উৎপত্তি-বিনাশের হেতুভূত শক্তিসমূহ হইতেই যাঁহার সত্তার ও আনন্দ-স্বরূপত্বের উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মনামা পুরুষকে ধ্যান করিতেন।

তৎপর স্নান করিয়া এবং বস্ত্রদ্বয় পরিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং হোম করিয়া যতবাক্ হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। সূর্যোদয়ে সূর্যের উপাসনা, পিতৃলোকের তর্পণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিয়া তিনি স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত দুগ্ধবতী বহু গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। অন্তঃপুরবাসীদিগকে এবং প্রজাগণকে অভিলষিত অর্থাদি দান করিতেন। তারপর মাল্য-অনুলেপনাদি-চর্চিত হইয়া রথারোহণে সুধর্মা নামক সভাগৃহে আসিতেন। সেখানে সূত

মাগধ বন্দিগণ স্তুতিপাঠ, ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ বা পূর্ব রাজাদিগের যশোগান এবং নর্তক ও নর্তকীগণ নৃত্যাদি করিত।

সেই সময় একদিন এক পুরুষ সেই সভায় আসিয়া প্রবেশ করিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া জরাসন্ধ কর্তৃক গিরিব্রজ-দুর্গে আবদ্ধ বিংশ সহস্র রাজার দুর্দশার কথা এবং শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের শরণাগতি নিবেদন করিয়া তাহাদের কল্যাণবিধানের প্রার্থনা জানাইল।

এমন সময় দেবর্ষি নারদও সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিহিত পূজা করিয়া ও আসনাদি দিয়া, পাণ্ডবরা এক্ষণে কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, ভগবন্, পাণ্ডবনরপতি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা আপনার পূজা করিবেন, আপনি তাহা অনুমোদন করুন। তথায় দেবগণ ও রাজগণ আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবেন। আপনার যশ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ও সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, তুমি আমাদের চক্ষুঃস্বরূপ, মন্ত্রণাকুশল। এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য উপদেশ কর।

উদ্ধব বলিলেন, পিতৃস্বসেয় রাজার যজ্ঞে সাহায্য করা এবং শরণার্থী রাজগণের উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য। জরাসন্ধের জয় দ্বারা এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। একমাত্র মহাবীর ভীমসেনই জরাসন্ধের সমকক্ষ। বহু সৈন্য নিহত না করিয়া, ভীম ব্রাহ্মণবেশে আপনার সমক্ষে তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করুক, তাহা হইলে সে প্রত্যাখ্যান করিবে না। আপনার সন্নিধিই তাহার বধের কারণ হইবে, ভীম নিমিত্তমাত্র। জরাসন্ধ নিহত হইলে আবদ্ধ রাজগণের মহিষীসকল আপনার যশ কীর্তন করিবে এবং আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে।

উদ্ধবের এই বাক্য যদুবৃদ্ধগণ সকলেই আদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূতকে বলিলেন, জরাসন্ধকে বধ করাইব, কোন ভয় করিও না, তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও যদুরাজের অনুমতি লইয়া মহিষী ও পুত্রগণসহ বহু আত্মসৈন্যপরিবৃত হইয়া এবং বাদ্যনিনাদে দিক্‌সকল কম্পিত করিয়া, গরুড়ধ্বজ রথ আরোহণে পুরী হইতে নির্গত হইলেন। আনর্ত সৌবীর মরু

কুরুক্ষেত্র বহু গিরি নদী ব্রজ গ্রাম এবং তৎপর দৃষদ্বতী সরস্বতী নদীদ্বয় পঞ্চাল মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণসহ মঙ্গলগীতি ও বেদধ্বনি সহকারে আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া নিয়া গেলেন। পরস্পর অভিবাদন-আলিঙ্গনাদির পর, রাজপথে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রধানগণ ও স্ত্রীগণ দ্বারা পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পৃথা সুভদ্রা দ্রৌপদী তাঁহাকে ও তাঁহার মহিষীগণকে নানা উপহার দ্বারা পূজা করিলেন। জনার্দন প্রীত হইয়া মণিমুক্তাখচিত ময়দানবনির্মিত বিচিত্র সভা দর্শন করিয়া সখা অর্জুন সহ রথারোহণে বিচরণ করিয়া কিছুদিন সেখানে রহিলেন।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ ভ্রাতৃবর্গ সুহৃদ্‌ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি সহ সভাসীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, গোবিন্দ, আমি রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা তোমার বিভূতিসকলের অর্চনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, তুমি এই কার্য সম্পন্ন কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাজন্‌, আপনার এই সঙ্কল্প সাধু, এই কল্যাণকর যজ্ঞ দ্বারা আপনার কীর্তি সর্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে। ইহা সর্বভূতের প্রার্থনীয়। আপনি সকল রাজগণকে জয় করিয়া, যজ্ঞের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া, এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির দিগ্বিজয়ার্থ সৃঞ্জয়গণসহ সহদেবকে দক্ষিণ দিক্‌, মৎস্যগণসহ নকুলকে পশ্চিম দিক্‌, কেকয়গণসহ অর্জুনকে উত্তর দিক্‌ এবং মদ্রকগণসহ ভীমসেনকে পূর্ব দিক্‌ জয় করিতে নিযুক্ত করিলেন।

সেই বীরগণ সকল রাজগণকে জয় করিয়া প্রচুর ধন আনিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে দিল, কিন্তু জরাসন্ধ পরাজিত হন নাই শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধব-কথিত জরাসন্ধবধের উপায় বলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞামতে, স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে অতিথিবেলায় জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করিয়া জরাসন্ধের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। জরাসন্ধ আসিলে তাঁহারা বলিলেন, রাজন্‌, বহুদূর হইতে আসিয়াছি, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে—

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥
যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥
হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেন ধ্রুবং গতাঃ ॥

১০।৭২।১৯,২০,২১

—ত্যাগীর দুঃসহ, অসাধুর অকরণীয়, বদান্যের অদেয়, কি আছে? সমদর্শীর পর কে? যে সমর্থ হইয়াও এই অনিত্য শরীর দ্বারা সজ্জন-প্রশংসিত নিত্য যশ সঞ্চয় করে না, সে-ই নিন্দনীয় ও কৃপাপাত্র। হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি, শিবি, ব্যাধ, কপোত এবং অন্য অনেকে এই অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জরাসন্ধ তাঁহাদের আকৃতি ও জ্যাঘাতচিহ্নিত প্রকোষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্দেহ করিয়াও ভাবিলেন, বলি বিপ্ররূপী বিষ্ণুকে জানিয়াও এবং বারিত হইয়াও সর্বস্ব দান করিয়া চতুর্দিগ্‌ব্যাপী যশ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমিও ইহাদের প্রার্থনা পূরণ করিব। তিনি বলিলেন, আপনারা কি প্রার্থনা করেন বলুন, আমার মস্তক চাহিলেও দিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাজন্, তোমার অভিমত হইলে আমরা তোমার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রার্থনা করি। আমরা ক্ষত্রিয়—ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন আর আমি ইঁহাদের মাতুলপুত্র তোমার শত্রু কৃষ্ণ।

জরাসন্ধ বলিলেন, কৃষ্ণ, তুমি ভীরু, মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রের আশ্রয় লইয়াছ, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। অর্জুন বয়সে আমার তুল্য নহে, সুতরাং ভীমের সহিতই আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। এই বলিয়া দুইটি গদা আনিয়া একটি ভীমকে দিলেন, ও একটি নিজে লইলেন। তখন চট্‌চটাশব্দে তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের শরীরস্পর্শে গদাদ্বয় শীঘ্রই চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়ে ভীষণ মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শত্রুবধের উপায় চিন্তা করিয়া ভীমকে সঙ্কেতপ্রদর্শনার্থ একটি বৃক্ষশাখা লইয়া তাহা মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত দ্বিখণ্ড করিয়া দেখাইলেন। ভীম সেই সঙ্কেত বুঝিয়া

জরাসন্ধের পদদ্বয়গ্রহণে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহাকে গুহ্যদেশ হইতে দুইখণ্ডে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। প্রজাগণ চমৎকৃত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে আলিঙ্গন ও পাদবন্দনাদি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অবরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

রাজন্, সেই অবরুদ্ধ বিশ হাজার আটশত রাজগণ মলিন বস্ত্রে সেই গিরিদ্রোণী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চক্ষু দ্বারা পান, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ, বাহুদ্বারা আলিঙ্গন ও মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মধুসূদন, আমরা জরাসন্ধের নিন্দা করি না, রাজ্যচ্যুতি রাজাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ মাত্র। ঐশ্বর্যমত্ত হইয়া তাহারা অনিত্য সম্পদকে নিত্য মনে করে!—

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে॥ ১০।৭৩।১১

—অজ্ঞেরা মৃগতৃষ্ণিকাকে যেমন জলাশয় মনে করে, অবিবেকী লোকেরা তেমনি মায়াবিকারকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া মনে করে।

আমরাও ঐরূপ করিয়াছি। এক্ষণে আর আমরা রাজ্যের উপাসনা করিতে চাহি না। এমন কোন উপায় নির্দেশ করুন, যাহাতে সংসারে থাকিয়াও আমরা আপনার চরণকমল কখনও ভুলিয়া না যাই।—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১০।৭৩।১৬

—কৃষ্ণ বাসুদেব হরি পরমাত্মা প্রণতের ক্লেশনাশকারী গোবিন্দকে বারংবার নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ভূপগণ, অদ্য হইতে আমাতে তোমাদের মতি দৃঢ় হইয়া থাকুক।

শ্রিয়ৈশ্বর্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্॥ ১০।৭৩।১৯

—শ্রী ঐশ্বর্য্য মদ ও বৈষয়িক উন্নতিকেই মানুষের উন্মাদক মনে করি।

কার্তবীর্য, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর প্রভৃতি রাজগণ ঐশ্বর্যগর্বেই স্ব স্ব

স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তোমরা এই দেহকে মরণশীল জানিয়া আমার সেবা করিয়া ধর্মানুসারে প্রজা পালন কর।

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তঞ্চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ॥
উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্ মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ॥ ১০।৭৩।২২, ২৩

—তোমরা সন্ততি উৎপাদন করিয়া সুখ-দুঃখ-মঙ্গল-অমঙ্গল সমভাবে সেবা করিবে এবং মদ্‌গতচিত্তে গৃহস্থাচার পালন করিবে। দেহাদিতে উদাসীন আত্মারাম ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাতে মনকে সম্যক্ স্থির রাখিয়া অন্তে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

এই বলিয়া সেই মায়াধীশ, সহদেব রাজা দ্বারা বন্দী রাজগণকে বসন ভূষণ মাল্য অনুলেপন দান এবং উত্তম পানভোজন করাইয়া, নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা অম্লানচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনসহ খাণ্ডবপ্রস্থে আসিলেন। যুধিষ্ঠির প্রেমে গদগদ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ, হে বিভো, তোমার ভক্তগণেরই দেহবিষয়ে অহংমমাভিমান থাকে না, তোমাকে আর কি বলিব?

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
কর্মভির্বর্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ॥ ১০।৭৪।৪

—সূর্যের তেজের যেমন বস্তুতঃ কখনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্ম তোমার মহিমারও তেমন কোন কর্মের দ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।

যজ্ঞকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্রহ্মবাদী মুনিগণকে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিলেন, যথা—দ্বৈপায়ন ভরদ্বাজ সুমন্তু গৌতম অসিত বশিষ্ঠ চ্যবন কণ্ব মৈত্রেয় কবষ ত্রিত বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনি সুমতি ক্রতু পৈল পরাশর গর্গ বৈশম্পায়ন অথর্বা কশ্যপ ধৌম্য ভার্গব রাম আসুরি বীতিহোত্র মধুচ্ছন্দা বীরসেন অকৃতব্রণ প্রভৃতি। দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং রাজা ও রাজ্ঞীগণ আহূত হইয়া

যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণনির্মিত হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিয়া বেদবিধানানুযায়ী রাজা যুধিষ্ঠিরকে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সগণ ব্রহ্মা মহাদেব গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সুসমাহিত হইয়া যাজক ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে পূজা করিলেন। বহু যোগ্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকায় কে অগ্রপূজার যোগ্য, এই বিষয় কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন সহদেব বলিলেন, যিনি অদ্বিতীয়, বিশ্বাত্মক, সকলই যাঁহার অধীন, সেই শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজার যোগ্য। ইঁহার পূজাই সর্বভূতের পূজা। সভাস্থ সজ্জনগণ সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজগণের সাধুবাদ শুনিয়া সভাসদ্‌গণের অনুমতি বুঝিতে পারিয়া প্রীত ও প্রণয়বিহ্বল হইয়া হৃষীকেশেরই পূজা করিলেন এবং তাঁহার লোকপাবন পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই পাদোদক স্ত্রী ভ্রাতা ও কুটুম্বসহ আনন্দে মস্তকে ধারণ করিলেন। পীত কৌষেয় বস্ত্র ও মহামূল্য ভূষণ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইতেও পারিলেন না। পুষ্পসকল বর্ষিত হইল, 'নমঃ' ও 'জয়' শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকিল।

তখন দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া ক্রোধে বাহু উত্তোলনপূর্বক বলিতে লাগিল, 'কালই সর্বাপেক্ষা প্রবল'—এই বাক্য সত্য হইল, কারণ বৃদ্ধগণের বুদ্ধিও আজ বালকের বাক্য দ্বারা ছিন্ন হইল। জ্ঞানবলে যাঁহাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই লোকপাল-পূজিত ব্রহ্মনিষ্ঠ সভ্যগণকে অতিক্রম করিয়া এই কুলাধম গো-পালক কৃষ্ণ কিরূপে অগ্রপূজার যোগ্য হইল? এ ত গুণহীন, সর্বধর্মবর্জিত, স্বেচ্ছাচারী। যযাতি দ্বারা ইহাদের কুল অভিশপ্ত। ইহারা ব্রহ্মর্ষি-সেবিত দেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয়ে দস্যুর ন্যায় প্রজাপীড়ন করিতেছে। এরূপ ব্যক্তি অগ্রপূজার যোগ্য হইল?

শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলিলেন না, সভাসদ্‌গণ দুঃসহ ভগবন্নিন্দাবাক্য শুনিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রোষে চেদিপতিকে অভিশাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ও মৎস্যকেকয়সৃঞ্জয়গণ শিশুপালকে বধ

করিবার জন্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া উঠিল। শিশুপালও কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে ভৎ র্সনা করিতে করিতে খড়্গ ও চর্ম গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল।

শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া স্বীয় পক্ষীয় রাজগণকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং চক্র দ্বারা আক্রমণোদ্যত শিশুপালের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহা-কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল, শিশুপালের অনুচর রাজগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। তখন,

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥ ১০।৭৪।৪৫

—আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালের দেহ হইতে উত্থিত জ্যোতি সর্বজনসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে প্রবেশ করিল।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞশেষে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া অবভৃথ-স্নানাদি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন, পরে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুমতি লইয়া ভার্যা ও অমাত্যগণ সহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

রাজন্, বিপ্রশাপে সেই বৈকুণ্ঠবাসিদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম।* পাণ্ডুসুতগণের প্রতি অসূয়া-পরবশ কুরুকুলের ব্যাধিস্বরূপ দুর্যোধন ছাড়া অপর সকলেই সুখী হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই হৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলিলেন। রাজা দুর্যোধন কেন দুঃখিত হইলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্, তোমার পিতামহের ঐ মহাযজ্ঞে সকল বান্ধব, এমন কি দুর্যোধনাদিও প্রেমে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞের সকল কার্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। ভীম রন্ধনশালায়, সহদেব সমাগত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনায়, নকুল দ্রব্যসামগ্রী আয়োজনে, অর্জুন সকলের শুশ্রূষায়, শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রৌপদী অন্ন পরিবেশনে, দুর্যোধন ধনাধ্যক্ষতায় এবং কর্ণ দানকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদুর যুযুধান বিকর্ণ ভূরিশ্রবা বিভিন্ন কার্যের ভার লইয়াছিলেন।

* ৩৭-৩৮ ও ৮৩-৮৪ পৃঃ দেখুন।

চেদিরাজ শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন গীত, বাদ্য, সৈন্য, রাজগণ, ঋষি, ঋত্বিক্ এবং অন্যান্য দ্বিজ ও স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণে দ্রৌপদীসহ আচমনান্তর গঙ্গায় স্নান করিলেন। বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও স্ত্রী তৈল হরিদ্রা আর্দ্রকুঙ্কুমাদি দ্বারা পরস্পরকে অভিষিক্ত করিলেন। আর্দ্রবসন-পরিহিতা স্খলিত-কবরী কুলস্ত্রীগণ দেবর ও সখিগণকে জলক্ষেপ করিতে লাগিল, বারাঙ্গনাগণও অনুলিপ্ত হইয়া এবং পুরুষগণকে অনুলিপ্ত করিয়া বিহার করিয়াছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন।

ইতিমধ্যে একদিন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজসূয়লব্ধ তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়া নিতান্ত পরিতপ্ত হইল। দুর্যোধন ময়দানব-রচিত সভামণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণ ও অনুজবান্ধবগণ পরিবৃত, বন্দিগণ কর্তৃক স্তূয়মান, সার্বভৌমসম্পদে সেবিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইল। ভ্রাতৃগণ সহ অভিমানদৃপ্ত দুর্যোধন তখন রোষে অসিক্ষেপ করিতে করিতে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া মায়া-বিমোহিত হইয়া জলভ্রমে অধোবস্ত্র উত্তোলন করিল, কিন্তু সহসা স্থলে পতিত হইল। পুনরায় স্থলভ্রান্তিতে জলে পতিত হইল। দুর্যোধনের এই দুর্দশা দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিবারিত হইয়াও, কৃষ্ণের অনুমোদনে, ভীমসেন ও উপস্থিত অপর নৃপতিগণ এবং স্ত্রীগণও হাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্যোধন লজ্জিত এবং রোষে প্রজ্বলিত হইয়া রাজসভা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বগণসহ হস্তিনাপুর প্রস্থান করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিমনা হইয়া রহিলেন। রাজন্, দুর্যোধনের দুঃখের কারণ তোমাকে বলিলাম।

৭৬-৭৭ অধ্যায়

কৃষ্ণ, শাল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ

শিশুপালসখা শাল্ব রুক্মিণীর বিবাহকালে যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিব। সে এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ একমুষ্টি ধূলিমাত্র খাইয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহার বরে ময়নির্মিত সৌভনামে এক মায়াময় বিমানপুরী লাভ করিল। শাল্ব ঐ বিমান লইয়া দ্বারকা অবরোধ এবং শস্ত্রবৃষ্টি করিয়া উদ্যান

অট্টালিকা ইত্যাদি ভগ্ন করিতে লাগিল। অশনি শিলা কঙ্কর বৃক্ষ সর্প ও চক্রাকার বায়ুদ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যাদি লইয়া শাল্বের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। শাল্বের বিমান কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও আকাশে, কখনও পর্বতের উপরে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। শাল্বের সেনাপতি দ্যুমানের গদাঘাতে মূর্ছিত প্রদ্যুম্ন মূর্ছা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় সজ্জিত হইয়া রণস্থলে আসিয়া দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিল। এইরূপে সাতাশ দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া তিনি সত্বর দ্বারকায় আসিয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিলেন এবং বলদেবকে পুরীরক্ষার ভার দিয়া রথ লইয়া দারুক সহ শাল্বের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শাল্বকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন; শাল্বও শ্রীকৃষ্ণের বাহু শরবিদ্ধ করিয়া তাঁহার শার্ঙ্গধনু ভূপাতিত করিল। হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। শাল্ব বলিল—তুমি আমার সখা তোমার ভ্রাতা শিশুপালের ভার্যাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছ;* পরে অপ্রস্তুত অবস্থায় শিশুপালকে বধ করিয়াছ, আমি এখনই সেই সকল দুষ্কার্যের প্রতিশোধ লইব। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে এক গদা প্রহার করিলেন, শাল্ব রক্ত বমন করিতে করিতে কম্পিতদেহে অন্তর্হিত হইল। মুহূর্ত পরে এক পুরুষ আসিয়া বলিল—দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন ও বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ, শাল্ব তোমার পিতাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মত একটু বিমনা হইলেন। তখনই শাল্ব বাসুদেবের ন্যায় একটি মূর্তিকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিল, মূর্খ, তোমার এই পিতাকে এখনই বধ করিতেছি, পার ত রক্ষা কর। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্তির মস্তক ছেদন করিয়া আকাশস্থ ঐ বিমানে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া শাল্বের ঐ মায়া বুঝিতে পারিয়া তাহার বর্ম ধনু কিরীট ভগ্ন করিয়া সৌভ বিমানকে ভূতলে পাতিত করিলেন। শাল্ব গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি তখনই চক্র দ্বারা শাল্বের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।—এমন সময় শাল্বের সখা দন্তবক্র ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

---

* ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দন্তবক্র, বলরাম, রোমহর্ষণবধ, বল্বলাসুর, ভীম, দুর্যোধন

পৌণ্ড্রক, শিশুপাল ও শাল্ব নিহত হইলে তাহাদের সখ্য করিবার নিমিত্ত করুষদেশীয় দুর্মদ মহাবলবান্ দন্তবক্র একাকী গদাহস্তে ভূমি কম্পিত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতুলপুত্র কিন্তু মিত্রদ্রোহী, অদ্য তোমাকে বধ করিয়া মিত্রগণের নিকট অঋণী হইব। এই বলিয়া সে কৃষ্ণের মস্তকে গদা দ্বারা ভীষণ প্রহার করিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌমোদকী গদা দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, দন্তবক্র রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। শিশুপালের ন্যায় দন্তবক্রের শরীর হইতেও এক সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। দন্তবক্রের ভ্রাতা আসিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহারও মস্তক ছেদন করিলেন।

বলরাম কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া ঐ যুদ্ধের উপক্রমেই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভাস সরস্বতী পৃথূদক বিন্দুসরোবর ত্রিতকূপ সুদর্শন বিশালা চক্রতীর্থ ব্রহ্মতীর্থ এবং গঙ্গা ও যমুনার সকল তীর্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে যজ্ঞরতঋষিগণসেবিত নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ কর্তৃক অভ্যুত্থানপ্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দিত বলদেব বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ সূতকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেখিলেন; কিন্তু সে তাঁহাকে কোনওরূপ অভ্যর্থনাদি করিল না। তিনি কুপিত হইয়া বলিলেন—এই বহুশাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্মধ্বজী দুর্বিনীত সূত বধযোগ্য, এই বলিয়া হস্তস্থিত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ঋষিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—প্রভো, তুমি এ কি করিলে? আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ইহাকে ব্রহ্মাসন, শারীরিক অক্লান্তি ও আয়ু দান করিয়াছিলাম। তুমি যোগেশ্বর, কোন নিয়মের অধীন নও, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া তোমার এই ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করা সঙ্গত। বলদেব বলিলেন—আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা করিব, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মুখ্য কর্তব্য কি, বলুন। ঋষিগণ বলিলেন—যাহাতে আপনার ও আমাদের উভয়ের বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়,

তাহাই করুন। বলদেব বলিলেন ইহার পুত্র উগ্রশ্রবা ইহাব সমস্ত আয়ু ও ইন্দ্রিয়বল লাভ করিয়া পুরাণ-বক্তা হইবেন। আমি কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব এবং আপনাদের জন্য আর কি করিব, বলুন। ঋষিগণ বলিলেন—ইল্বলপুত্র দুরাত্মা বল্বল শোণিত-পুরীষাদি বর্ষণ করিয়া আমাদের যজ্ঞবিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহাকে বধ করুন ও দ্বাদশ মাস সমাহিতচিত্তে ভারতবর্ষ পরিক্রম করিয়া তীর্থস্নান করুন।

পর্বদিন উপস্থিত হইলে শূলধারী বল্বল আসিয়া যজ্ঞস্থলে নানা অপবিত্র দ্রব্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বলদেব হল ও মুষলকে স্মরণ করিলে তাহারা আসিল ও তিনি তদ্দ্বারা সেই দৈত্যের প্রাণনাশ করিলেন।

বলদেব তথা হইতে কৌশিকী সরযূ প্রয়াগ পুলহাশ্রম গোমতী গণ্ডকী বিপাশা শোণ সাগরসঙ্গম মহেন্দ্রপর্বত সপ্তগোদাবরী বেণা পম্পা ভীমরথী শ্রীশৈল দ্রাবিড়ে বেঙ্কটপর্বত কামকোষ্ণী কাঞ্চীপুরী রঙ্গনাথ ঋষভপর্বত দক্ষিণ-মথুরা দর্শন করিয়া, সেতুবন্ধ হইয়া কৃতমালা তাম্রপর্ণী মলয়পর্বতে অগস্ত্য দর্শন ও তাঁহার আদেশে দক্ষিণ সমুদ্রে কন্যাকুমারিকায় দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া ফাল্গুন তীর্থ পঞ্চাপ্‌সরস কেরল ত্রিগর্ত গোকর্ণ শৃঙ্গারক বেরা ধন-তীর্থ হইয়া প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে সমস্ত রাজগণের নিধনবার্তা শুনিয়া কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়কে গদা হস্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। পরে দ্বারকায় আসিয়া তিনি পত্নী রেবতী-সহ নৈমিষারণ্যে গিয়া নানা যজ্ঞ করিয়া সমবেত ঋষিগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।

৮০-৮১ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, সহপাঠী দরিদ্র ব্রাহ্মণ

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবান্ অনন্তবীর্য মুকুন্দের অন্যান্য বীর্যবান্ কার্যসকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥
১০।৮০।৩,৪

—সেই বাক্যই বাক্য, যাহা দ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণিত হয়। সেই হস্তই হস্ত, যাহা দ্বারা তাঁহারই কর্ম করা হয়। সেই মনই মন, যাহা দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমে অবস্থিত তাঁহাকে স্মরণ করা হয়। সেই কর্ণই কর্ণ, যে তাঁহার পুণ্যকথাই শোনে। সেই মস্তকই মস্তক, যাহা তাঁহার (ঐ স্থাবরজঙ্গমরূপ) উভয় লিঙ্গকেই প্রণাম করে। সেই চক্ষুই চক্ষু, যাহা তাঁহাকেই (সর্বত্র) দর্শন করে। সেই অঙ্গই অঙ্গ, যাহা বিষ্ণুর এবং তাঁহার ভক্তগণের পাদোদক সর্বদা সেবা করে।

শুকদেব বলিলেন—রাজন, এক ব্রহ্মবিদ্ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া যদৃচ্ছাগত অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার ভার্যাও ঐ ভাবে থাকিয়া প্রায় ক্ষুধিতাবস্থায় দিনাতিপাত করিতেন। একদিন তাঁহার ভার্যা নিতান্ত ম্লানবদনে দরিদ্র স্বামীকে বলিলেন, হে মহাভাগ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা, তিনি শরণাগতবৎসল—তাঁহার নিকট গেলে তিনি নিশ্চয় আপনাকে কুটুম্বপোষণ-জন্য বহু দান করিবেন। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—অতি উত্তম কথা, এই উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবে। পত্নীকে বলিলেন—কিঞ্চিৎ উপহার সংগ্রহ কর। ব্রাহ্মণী কিছু চিড়ার ক্ষুদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ঐ ব্রাহ্মণের বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাত্রা করিলেন। পথে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কৃষ্ণদর্শন হইবে? পুরপ্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া মহিষীদিগের গৃহসকলের মধ্যে অতিশয় শ্রীশালী একটি গৃহ দর্শনে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া তিনি সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ার পর্যঙ্কে উপবিষ্ট শ্রীঅচ্যুত দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং নিকটে আসিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া নিয়া তাঁহাকে পর্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া সেই পাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন ও নানা পূজোপকরণ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বয়ং রুক্মিণী দেবী আসিয়া ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—বিদ্বন্, সমাবর্ত্তনের পর উপযুক্ত ভার্যা লাভ করিয়াছ ত? আমি জানি, গৃহাশ্রমে তোমার চিত্ত বিকৃত বা ধনলিপ্সু হইবে না। গুরুকুলে বাস করার কথা তোমার মনে পড়ে ত?—সেই যে একদিন গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠ আনিবার জন্য আমরা এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে সূর্যাস্তে কি মহা ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল, গভীর অন্ধকারে বনভূমি আবৃত হইল, উচ্চ-নীচ সকল স্থান জলমগ্ন হইল, আমরা দিগ্ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া সমস্ত রাত্রি ইতস্ততঃ ঘুরিলাম। গুরু সান্দীপনি জানিতে পারিয়া রাত্রি শেষ না হইতেই সেই বনে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—অহো পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য কি কষ্টই না পাইয়াছ! তোমরা আমার কার্যের নিমিত্ত প্রিয়তম আত্মসুখকেও বিসর্জন দিয়াছ। গুরুর কার্যে আত্মসমর্পণ করা সচ্ছিষ্যের কর্তব্য। অতএব,

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ॥ ১০।৮০।৪২

—হে ব্রাহ্মণগণ, আমি তুষ্ট হইলাম, তোমাদের মনোরথ সফল হউক, তোমাদের বেদজ্ঞান ইহপরকালে অবিকৃত হইয়া থাকুক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দেখ, জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু, বেদাধ্যাপক দ্বিতীয় গুরু এবং আমি তৃতীয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—দেব, তুমি জগদ্গুরু, আমার ন্যায় তোমার সহিত যে একত্র গুরুকুলে বাস করিয়াছে, তাহার অপ্রাপ্ত কি থাকিতে পারে? যিনি স্বয়ং বেদময় ব্রহ্ম, তাঁহার গুরুকুলে বাস ত বিড়ম্বনা মাত্র।

তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার জন্য গৃহ হইতে কি আনিয়াছ, দাও।

অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না ভূর্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ১০।৮১।৩,৪

—ভক্তগণ প্রেমের সহিত আমার জন্য অণুমাত্র আনিলেও আমি তাহা

অধিক মনে করি, অভক্তেরা অধিক আনিলেও আমি তাহাতে তুষ্ট হই না। পত্র পুষ্প ফল জল যে যাহা আমাকে ভক্তি করিয়া দেয়, সংযতাত্মা ব্যক্তি দ্বারা ভক্তির সহিত সংগৃহীত সেই দ্রব্য আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মণ তথাপি সেই তণ্ডুলখণ্ড দিতে বা তাহার কথা বলিতেও সাহস করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ দ্রব্যটি ধরিয়া—ইহা কি, ইহা ত পরম প্রীতিকর—এই বলিয়া উহা হইতে একমুষ্টি লইয়া তৎক্ষণাৎ মুখে দিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি মুখে দিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী দেবী বাধা দিয়া তাঁহার মুষ্টি টানিয়া লইয়া বলিলেন—হে বিশ্বাত্মন্‌, ইহপরকালে পুরুষের প্রতি প্রীতি দেখাইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট, আর ভোজনের প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ কখনও ঐশ্বর্য কামনা করেন নাই, মাত্র পত্নীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছেন। ইঁহাকে দুর্লভ সম্পত্তি দান করিব।

ব্রাহ্মণ অতি উপাদেয় ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সেই রাত্রি তথায় বাস করিলেন। ধন না পাইয়াও কিছুই যাচ্‌ঞা করিলেন না, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দ্বারাই তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং প্রত্যুষে গৃহে যাত্রা করিলেন। পথে ভাবিলেন—

> ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্‌ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
> ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥
> অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
> ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ॥ ১০।৮১।১৬,২০

—কোথায় আমি পাপী দরিদ্র, আর কোথায় লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠানস্থল শ্রীকৃষ্ণ? আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি বলিয়াই আমাকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যক্তি নির্ধন, ধন পাইলে মত্ত হইয়া আমাকে আর স্মরণ করিবে না, ইহা ভাবিয়া সেই করুণাময় আমাকে ধন দিলেন না।

ব্রাহ্মণ নিজ গৃহসমীপে আসিয়া বিমান উপবন ও সরোবরে সমৃদ্ধ এক বিচিত্র পুরী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এ কি? আমার সেই পর্ণ-কুটির ত এইখানেই ছিল, উহা কোথায় গেল? নানাভরণভূষিতা দাসদাসী-সমন্বিতা পত্নী আসিয়া তাঁহাকে সেই পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ তখন

বিচার করিয়া বুঝিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। মেঘ যেমন কিছু না বলিয়া জল দান করে, তিনিও তেমন যাহাকে যাহা ইচ্ছা দেন, আর যাহা ইচ্ছা নেন। নতুবা, আমার বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ তণ্ডুলকণা আপনি খুলিয়া লইয়া খাইলেন কেন? জন্মে জন্মে আমার যেন তাঁহার সহিত সখ্য ও দাস্য সম্বন্ধ হয়। তারপর ভাবিলেন, তিনি ত তাঁহার ভক্তকে কখনও ঐশ্বর্য দেন না, তাহাতে যে পতন ঘটে।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী ত্যাগ অভ্যাস করিয়া অনাসক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতির দানস্বরূপ সেই বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অ-জিত, কিন্তু নিজ ভৃত্যের নিকট সর্বদা পরাজিত। প্রভু ও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মার বন্ধন ধ্যানযোগে দৃঢ় করিয়া সেই ব্রাহ্মণ অচিরকালমধ্যে সাধুদিগের পরমগতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

৮২-৮৪ অধ্যায়

যাদবগণ, কুরুপাণ্ডবগণ, অন্য রাজগণ, গোপগোপীগণ, কৃষ্ণ-বলরাম

একদা সুমহৎ সূর্যগ্রহণ উপস্থিত হইল। সেই উপলক্ষ্যে সকলে নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় স্যমন্তপঞ্চক নামক কুরুক্ষেত্রতীর্থে সমবেত হইলেন। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রাজন্যগণের রুধিরে পূর্ণ এক মহাহ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কর্মদ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও লোকব্যবহারমতে পাপক্ষালনজন্য এক সুমহান্ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বসুদেব অক্রূর প্রদ্যুম্ন সাম্ব প্রভৃতি বীরগণ পুত্রকলত্রাদি সহ সেখানে আসিলেন, অনিরুদ্ধ ও কৃতবর্মা দ্বারকারক্ষার্থ তথায় রহিলেন। তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে ভোজনান্তে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তথায় মৎস্য অবন্তী কোশল বিদর্ভ কেকয় কুরু মদ্র আনর্ত কেরলাদিদেশীয় নৃপগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণসহ মিলিত হইয়া পরম হর্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথা বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতৃপত্নীকে দেখিয়া বসুদেবকে বলিলেন— ভ্রাতঃ, দৈব প্রতিকূল, তাই তোমরা এতকাল আমাকে স্মরণও কর নাই। বসুদেব বলিলেন—ভগিনী, আমাদিগকে দোষ দিও না,

আমরা সকলে কংসদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। আর দেখ—

ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্যতেঽথবা ॥ ১০।৮২।২০

—ঈশ্বরের অধীন হইয়াই লোকে কার্য করে বা কার্যে প্রবৃত্তি লাভ করে।

ভীষ্ম দ্রোণ সপুত্রা গান্ধারী কুন্তী পত্নীসহ পাণ্ডবগণ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন ও বৃষ্ণিগণকে অভিনন্দিত করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে অভিনন্দন করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা আলিঙ্গিত ও প্রেমে অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল কিছু বলিতে পারিলেন না। রোহিণী ও দেবকী বাষ্পাকুলিতনয়নে যশোদাকে বলিলেন—ব্রজেশ্বরী, এই দুই বালক জন্মিবামাত্র তোমাদের নিকট ন্যস্ত হয়, তোমরাই উহাদের পিতামাতা। পক্ষদ্বয় যেমন চক্ষুকে রক্ষা করে, সেইরূপে রক্ষিত হইয়া ইহারা নির্ভয়ে তোমাদের ক্রোড়ে বাস করিয়া লালিত হইয়াছে, তোমাদের মৈত্রী কে বিস্মৃত হইতে পারে? গোপীগণ বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া অনিমেষ-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার আলিঙ্গন-সুখে তন্ময়া হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগকে নিভৃতে নিয়া আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যে বলিলেন—সখিগণ, স্বগণের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত শত্রুদমনে ব্যস্ত থাকিয়া আমি বহুকাল তোমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি। কিন্তু দেখ—

নূনং ভূতানি ভগবান যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥
বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তুলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

১০।৮২।৪২,৪৩,৪৪

—ভগবান্ জীবগণকে একবার যুক্ত করেন, আবার বিযুক্ত করেন। বায়ু যেমন মেঘ তৃণ ধূলি সকলকে একবার সংযুক্ত করিয়া আবার উড়াইয়া নেয়, স্রষ্টাও জীবগণকে সেইরূপ করেন। আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্ব লাভের কারণ। আমার প্রতি তোমাদের যে মৎপ্রাপক স্নেহ আছে, ইহা সৌভাগ্য বলিতে হয়।

আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ১০।৮২।৪৮

গোপীগণ বলিলেন—অগাধবুদ্ধি যোগিশ্বরগণ যে পাদপদ্ম সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করেন, সংসারকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তোমার সেই পাদপদ্ম গৃহাবলম্বী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে মিলিত ও স্তুত হইলেন। যাদব ও কৌরব স্ত্রীবর্গ পরস্পর মিলিত হইলে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী ভদ্রা মিত্রবিন্দা সত্যা ও লক্ষ্মণার নিকট তাহাদের বিবাহবৃত্তান্তসকল শুনিলেন। তাঁহারা বলিলেন—

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥

১০।৮৩।৮২।৮৩,৮৪

—হে সাধ্বি, আমরা সাম্রাজ্য সার্বভৌমত্ব ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ বা অণিমাদি সিদ্ধি বা সালোক্যাদি মুক্তি কিছুই চাই না, কেবল লক্ষ্মীদেবীর কুচকুঙ্কুম-শোভিত গদাধরের সেই পাদপদ্মই আমরা মস্তকে বহন করিতে কামনা করি—ব্রজস্ত্রীগণ পুলিন্দরমণীগণ ব্রজের তৃণলতাগণও সেই গোচারণকারী মহাত্মার যে পদের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীপুরুষগণ যখন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও রামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া বেদব্যাস নারদ চ্যবন দেবল অসিত বিশ্বামিত্র শতানন্দ ভরদ্বাজ গৌতম রাম সশিষ্য বশিষ্ঠ গালব ভৃগু পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মার্কণ্ডেয় বৃহস্পতি অঙ্গিরা অগস্ত্য যাজ্ঞবল্ক্য বামদেব প্রভৃতি

মহর্ষিগণ সেখানে আসিলেন। রাম কৃষ্ণ পাণ্ডব ও অন্যান্য সকল রাজগণ গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অহো, আমরা দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য এই যোগেশ্বরদিগের দর্শন পাইলাম, আমাদের জন্ম আজ সফল হইল।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৪৮।৯১

—তীর্থসকল কেবল জলময় বা দেবতাসকল কেবল মৃত্তিকা-প্রস্তরময় নহেন। তাঁহারা বিলম্বে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন।

ঋষিগণ কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া বলিলেন—অহো, আমরা যাঁহার সৃষ্ট মায়ায় মোহিত, সেই ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ অনীশ্বরের ন্যায় জন্মকর্মাদি আচরণ করিতেছেন, বিচিত্র তাঁহার এই লীলা। আমাদের বিদ্যা তপস্যা ও নয়ন সার্থক হইল। হে বিভু, তোমাকে নমস্কার। প্রবৃদ্ধ ভক্তিযোগদ্বারা জীবকোশকে বিনাশ করিয়া পূর্বঋষিগণ তোমার যে গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অনুগ্রহ প্রদান কর।

এই বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গমনোদ্যোগী হইলে, বসুদেব তাঁহাদের অনুগমন ও নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋষিগণ, কর্মের দ্বারা কিরূপে কর্মের নিরাস হয়?

নারদ বলিলেন —ঋষিগণ, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র বালক মনে করিয়া আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা বিচিত্র নহে।

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥ ১০।৮৪।৩১

—নৈকট্য মানুষের মধ্যে অনাদরের কারণ হয়, যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছাড়িয়া বিশুদ্ধির জন্য অন্য তীর্থ-জলে গমন করে।

হে মহামতে, তুমি পরম ভক্তির সহিত অর্চনা করিয়া শ্রীহরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছ। তাহাতে ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ। এখন যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হও।

তখন বসুদেব সেখানে এক মহাযজ্ঞ করিলেন। তাহাতে মানুষের কথা

কি, কুকুরগণও বহু অন্নের দ্বারা অর্চিত হইলেন। ঋষিগণ পূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। নন্দ, বসুদেব দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তিন মাস তথায় রহিলেন। বর্ষা আগত দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামও দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৮৫ অধ্যায়

রাম, কৃষ্ণ, বসুদেব, দেবকীর মৃতপুত্র

একদিন দ্বারকায় রাম ও কৃষ্ণ আসিয়া বসুদেবের পাদসেবা করিলে তিনি বলিলেন—আমি শুনিয়াছি, তোমরা দুই জন আমার পুত্র নহ, ভূভারহরণ-জন্য আমার গৃহে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাত, আমরা আপনারই পুত্র। আমাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা বলদেবের, আমার, দ্বারকাবাসিগণের ও অপর সকলেরই অনুকরণীয়।

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপোভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি॥ ১০।৮৫।২৪,২৫

—আত্মা এক স্বপ্রকাশ, স্বরূপতঃ নির্গুণ। তিনি স্বসৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপন্ন দেহসকলে বহুরূপে প্রতীত হন এবং স্বয়ং আবিকৃত থাকিয়া আকাশ বায়ু জ্যোতি জল পৃথিবী এবং ইহাদের বিকারসমূহের আবির্ভাব তিরোভাব অল্পত্ব বহুত্ব একত্ব নানাত্ব প্রভৃতি ভাব ধারণ করেন।

দেবকী বলিলেন—হে রাম, হে কৃষ্ণ, তোমরা আদিপুরুষ জানিয়া আমি তোমাদের শরণাগতা হইলাম। শুনিয়াছি, তোমরা গুরুর মৃতপুত্রকে যমের নিকট হইতে আনিয়া পুনর্জীবিত করিয়া গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহাকে দিয়াছিলে। আমিও কংসনিহত নিজ পুত্রগণকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

ইহা শুনিয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যোগমায়া আশ্রয়ে পাতালে প্রবেশ

করিলেন। দৈত্যরাজ বলি সবংশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম, আসনদান ও তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবান্ধবে সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহাভাগ বলি, পূর্বে ব্রহ্মাপুত্র মরীচির ছয় পুত্র শাপ-গ্রস্ত হইয়া প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে, পরে যোগমায়া দ্বারা দেবকীগর্ভে আনীত হইয়া, তাঁহার পুত্ররূপে জন্মেন এবং কংস কর্তৃক নিহত হন।* দেবকী তাঁহাদিগকে আত্মজ মনে করিয়া শোক করিতেছেন। তাঁহারা তোমার নিকট আছেন। আমি মাতৃশোক দূর করিবার জন্য এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া পরে দেবলোকে গমন করিবেন। তাঁহাদের নাম—স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণী।

বলি কর্তৃক পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদিগকে দ্বারকায় আনিয়া মাতাকে অর্পণ করিলেন। দেবকী পুনঃ পুনঃ মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে স্তন্যপান করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে ও তাঁহার পীতাবশিষ্ট অমৃততুল্য স্তন্যপানে ঐ শিশুগণ আত্মজ্ঞান ও দেবত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিয়া সর্বলোকসমক্ষে দিব্যধামে গমন করিলেন। দেবকী মৃতপুত্রগণের এই বিস্ময়কর আগমন ও নির্গমন দেখিয়া সেই সমুদয় ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণের মায়া-রচিত স্থির করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

৮৬ অধ্যায়

অর্জ্জুন, সুভদ্রা, বলরাম, কৃষ্ণ, শ্রুতদেব, বহুলাশ্ব, মিথিলা

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট নিজ পিতামহী সুভদ্রার বিবাহবৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলেন। শুকদেব বলিলেন—রাজন্, অর্জুন তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, বলদেব তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে দুর্যোধনের নিকট সম্প্রদান করিবেন। সেই কন্যাকে পাইবার ইচ্ছায় তিনি যতিবেশে দ্বারকায় গিয়া বর্ষার চারিমাস বাস করিলেন। বলদেব অর্জুনকে চিনিতে না পারিয়া যতি মনে করিয়াই একদিন আমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে

* বসুমতী সংস্করণ ১০।১।৫৭ শ্লোকের পাদটীকা দেখুন।

আনিলেন। সেখানে অর্জুন ও সুভদ্রা পরস্পরকে দেখিয়া মুগ্ধ ও প্রণয়াবদ্ধ হইলেন; পরে একদিন দেবযাত্রাকালে বসুদেব দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে অর্জুন রথস্থা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া ও সুহৃদ্‌গণ নানা সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পরিশেষে তিনি অর্জুন ও সুভদ্রাকে নানা যৌতুক প্রদান করেন।

শ্রুতদেব নামে ভগবন্নিষ্ঠ ও বিষয়ে অনাসক্ত বিদেহ দেশের মিথিলা-নগরবাসী শ্রীকৃষ্ণের এক সখা ছিলেন। বহুলাশ্ব নামে মিথিলার রাজা নিরভিমান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শ্রীকৃষ্ণ একদা মিথিলায় আসিলেন। বেদব্যাস পরশুরাম অসিত আরুণি বৃহস্পতি কণ্ব মৈত্রেয় চ্যবন সহ আমি তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। আনর্ত মরুভূমি কুরুজাঙ্গল কঙ্ক মৎস্য পঞ্চাল কুন্তি মধু কেকয় দশার্ণ ও অন্যান্য দেশীয় নরনারীগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তিনি মঙ্গল-বাণী ও তত্ত্বোপদেশ দান করিতে করিতে মিথিলায় উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে নানা পূজোপকরণ লইয়া বহু স্তব করিলেন, তাঁহারা আমন্ত্রিত হইয়া উভয়ের গৃহে গেলেন। মিথিলায় কিছুদিন বাস করিয়া তাঁহারা দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৮৭ অধ্যায়

[শ্রুতিগণ কর্তৃক নারায়ণের স্তব]

৮৮ অধ্যায়

শিব, বিষ্ণু, বৃকাসুর

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্—শিব তো নির্ধন ভোগবিলাস-বর্জিত, তবে ভোগীরা তাঁহার উপাসনা করে কেন? আর বিষ্ণুভক্তেরা প্রায়শঃ নির্ধন কেন?

শুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনো দুঃখদুঃখিতম্॥
স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনৈহয়া।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥ ১০।৮৮।৮,৯,১০

—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার সকল ধন ক্রমশঃ হরণ করিয়া লই। স্বজনগণ তখন সেই নির্ধন দুঃখিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে। সে যখন ধনলাভের উদ্যোগে বিফল হয় ও নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভক্তগণের সঙ্গে মৈত্রী করে; তখন আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সে তখন সূক্ষ্ম সৎ ও চিৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে জানিয়া আত্মনিবিষ্ট ও ধীর হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

এজন্য লোকে আশুতোষ ও বরদাতা অন্যান্য দেবতাগণকে আরাধনা করিয়া ধনাদি প্রাপ্ত হইয়া মর্যাদা লঙ্ঘন করে ও গর্বিত হয়, পরে ঐ দেবতাগণকেও বিস্মৃত হয়। ব্রহ্মা ও শিব সদ্যই শাপ বা বর দান করেন, কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ করেন না। মহাদেব বৃকাসুরকে বরদান করিয়া কিরূপে স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন, শোন।

ঐ অসুর একদা নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, ইঁহাদের মধ্যে কাহার উপাসনা আশু ফলপ্রদ? নারদ তাহাকে মহাদেবের উপাসনা করিতে বলিলেন। বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গিয়া নিজ শরীরের মাংস দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিল। ইহাতেও মহাদেবের দর্শন না পাইয়া সে এক খড়্গ লইয়া নিজ শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন উমাপতি সহসা উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। বৃকাসুর এই বর চাহিল যে, সে যাহার মাথায় হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ মরিবে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বরই দিলেন। তখন সেই অসুর গৌরীকে লাভ করার ইচ্ছায় মহাদেবের মাথায়ই হস্ত অর্পণ করিতে উদ্যত হইল। মহাদেব ভীত হইয়া উত্তরমুখে ধাবিত হইতে হইতে বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকুণ্ঠপতি দূর হইতে দেখিয়া এবং সকল কথা জানিতে পারিয়া, এক ব্রাহ্মণবালকের বেশে পশ্চাদ্ধাবনে শ্রান্ত ঐ অসুরের নিকট আসিয়া বলিলেন—তুমি কিঞ্চিৎ

বিশ্রাম করিয়া আমাকে সকল কথা বল। অসুরের নিকট শুনিয়া বালক বলিলেন—এ কথা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য। তুমি নিজের মাথায় হাত দিলে ত এখনই তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন আমরা উভয়ে মিলিয়া সেই কদাচারী শ্মশানবাসী মহাদেবের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। অসুর বিষ্ণুমায়ায় বালকের সুমধুর বাক্যে মোহিত হইয়া তাহাই করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শিব সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

৮৯ অধ্যায়

ঋষিগণ, ভৃগু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র

একদা সরস্বতীতীরে যজ্ঞরত ঋষিগণের মধ্যে এই বিচার উপস্থিত হইল যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তাঁহারা ইহা নির্ধারণ করার জন্য ব্রহ্মাপুত্র ভৃগুকেই নিযুক্ত করিলেন।

ভৃগু প্রথমে নিজ পিতা ব্রহ্মার সভায় গিয়া তাঁহাকে স্তুতি বা প্রণাম কিছুই করিলেন না। ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কোনক্রমে নিজেকে সংযত করিলেন। ভৃগু সেখান হইতে কৈলাসে শিবের নিকট গেলেন। শিব তাঁহাকে দেখিয়া যেমন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভৃগু বলিলেন, তুমি উৎপথগামী, তোমাকে আলিঙ্গন করিব না। শিব ক্রোধে ত্রিশূল দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পার্বতী স্বামীর পায়ে পড়িয়া ভৃগুকে কোনক্রমে রক্ষা করিলেন। ভৃগু সেখান হইতে বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর সহিত দেখিয়া সহসা তাঁহার বুকে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। বিষ্ণু সত্বর শয্যা হইতে নামিয়া ভৃগুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবন্, আপনি কখন আসিয়াছেন আমি জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনার পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠসহিত আমাকে পবিত্র করুন। আপনার পদাঘাতচিহ্ন অদ্যাবধি আমার বক্ষের ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।—ভৃগু সাশ্রুলোচনে ঋষিগণের নিকট আসিয়া এই সকল কথা বলিলে তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন, বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এক সময় দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে আটটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া গেল। রাজার পাপে এরূপ হইতেছে মনে করিয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজদ্বারেই ঐ মৃত পুত্রগুলিকে রাখিয়া চলিয়া যাইত। নবম পুত্র জন্মিবার পূর্বে সে একদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া ঘোর বিলাপ করিতে লাগিল। অর্জুন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন—সূতিকাগৃহে তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব, না পারি ত অগ্নিপ্রবেশ করিব। অর্জুনের যত্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের নবম পুত্রটি জন্মিবামাত্র মরিয়া গেল। অর্জুন যমপুরী ইন্দ্রভবন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অন্বেষণ করিয়াও ঐ মৃতপুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া অগ্নি-প্রবেশে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণে পশ্চিমমুখে চলিলেন। বহুদূর গিয়া গভীর অন্ধকার পার হইয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত পুরী মধ্যে অনন্তদেবের মূর্তি দর্শন করিলেন। উভয়ে প্রণত হইয়া বন্দনা করিলে তিনি বলিলেন—তোমরা নরনারায়ণ ঋষি, আমার অংশাবতার, তোমাদিগকে এখানে আনার জন্যই ব্রাহ্মণের ঐ মৃত পুত্রদিগকে আমি এখানে আনিয়াছি। তোমরা ভূমিভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। উভয়ে 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই ভূমাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের সকল পুত্রগণসহ দ্বারকায় আসিয়া তাহাকে পুত্র প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অনেক বীর্য প্রদর্শন করিয়া গ্রাম্য বিষয়সকল ভোগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যেমন পৃথিবীর হিতের জন্য বারিবর্ষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমন প্রজাদের অভিলষিত বিষয়সকল প্রদান করিতেন। তিনি অধর্মরত রাজগণকে অর্জুনাদি দ্বারা বধ করাইয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা যথার্থ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

৯০ অধ্যায়

দ্বারকা, মহিষীগণ, যদুবংশ

শুকদেব বলিলেন—রাজন্, দ্বারকাপুরী সকলপ্রকার সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। সুন্দরী রমণীগণ অট্টালিকাসমূহে কন্দুকাদি দ্বারা পরম সুখে ক্রীড়া করিত। সুসজ্জিত সৈন্য মাতঙ্গ অশ্বরথসকল রাজপথ পূর্ণ করিয়া রাখিত। উদ্যান উপবন পুষ্পিত বৃক্ষ ভৃঙ্গ ও পক্ষিগণ দ্বারা নগর সর্বতঃ ব্যাপ্ত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র পত্নীসহ সুসমৃদ্ধ গৃহসকলে বাস ও তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়াদি করিতেন। কৃষ্ণগতচিত্তা সেই মহিষীগণ উন্মত্তাবৎ নানা দৃশ্য দেখিয়া এইরূপ জল্পোক্তি করিতেন—হে কুররি, কেন শুইয়া শুইয়া বৃথা বিলাপ করিতেছ? আমাদের পতি এখন নিদ্রিত, আমরাও তাঁহার তত্ত্ব জানি না। তুমি কি আমাদের মতই তাঁহার কোমল নয়ন হাসি ও দৃষ্টি দেখিয়া কামবিদ্ধ হইয়াছ? হে চক্রবাকি, তুমি কি বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়া আমাদের মতই রাত্রিকালে নিদ্রা যাও না? রোদন কর কেন? শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবিত মাল্য পাইবার জন্য? হে জলনিধি, তুমি কেবলই করুণ শব্দ করিতেছ। তিনি যেমন আমাদের কুচকুঙ্কুম অপহরণ করিয়াছেন, তেমন তোমারও কৌস্তভমণি নিয়া উহাকে নিজ ভূষণ করিয়াছেন, সেই জন্যই কি তোমার এই আর্তনাদ? হে ইন্দু, তুমি আমাদের মতই যেন স্তব্ধ হইয়া আছ; যক্ষ্মারোগে ক্ষীণ হইয়া আর অন্ধকার নাশ করিতে পারিতেছ না, সেই জন্য, না আমাদের ন্যায় প্রিয়ের মধুর বাক্যসকল স্মরণ করিতে না পারিয়া? হে মলয়ানিল, গোবিন্দের কটাক্ষে ত আমাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে, আমরা তোমার এমন কি অপ্রিয় করিয়াছি যে তাহার উপর তুমি আবার কন্দর্পদেবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ? শ্রীমন্ মেঘ, তুমি শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত যাদবেন্দ্রের প্রিয় সখা, তুমি নিশ্চয় আমাদেরই ন্যায় প্রেম-বদ্ধ হইয়া তাঁহারই ধ্যান করিতেছ, এবং আমাদের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া সেই প্রিয়তমের স্মরণে বারংবার বাষ্পধারা মোচন করিতেছ—হায়, তাঁহার প্রসঙ্গ কি দুঃখপ্রদ! হে কলকণ্ঠ কোকিল, তুমি বারংবার তোমার মৃত-সঞ্জীবনী কাকলী দ্বারা আমাদের কাছে সেই প্রিয়ের কথাই বলিতেছ, আমরা তোমার কি কি প্রিয় করিব, বল। হে ভূধর, তুমি স্তব্ধ হইয়া আছ, কিছু বলিতেছ না, চলিতেছ না, তুমি নিশ্চয় কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা যেমন সেই বসুদেবনন্দনের পাদপদ্ম স্তনোপরি ধারণ জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তুমিও কি সেইরূপ তাঁহার সেই চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে উৎসুক আছ? হে নদীগণ, গ্রীষ্মপ্রযুক্ত তোমরা শুষ্ক ও কৃশ হইয়া আছ, তোমাদের বক্ষে সে কমলের শোভা আর নাই। আমাদেরই মত মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া কি তোমাদের এই দশা? হে হংস, এস, এস, তোমার শুভাগমন হউক। তুমি এখানে বসো, তুমি এই দুগ্ধ পান কর। তুমি সেই প্রিয়ের দূত, আমরা জানি; তুমি তাঁর কথা বল। সেই অজিত সুখে আছেন ত? আমাদিগকে পূর্বে তিনি যেসকল মধুর কথা

বলিয়াছেন, তাহা কি এখন স্মরণ করেন? তাঁহার প্রেম যে সদাই চঞ্চল। তবে আমরাই বা কেন তাঁহার ভজনা করিব? হে ক্ষুদ্রের দূত, তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আন, স্ত্রীজাতি-মধ্যে লক্ষ্মী ব্যতীত একনিষ্ঠা সেবিকা যে আরও আছে, আমরা তাঁহাকে দেখাইব।—মহিষীগণ এই প্রকারে পূর্ণ বৈষ্ণব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার কথা আর কি বলিব? সাধুদিগের পরমগতি শ্রীকৃষ্ণও বেদবিহিত কর্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া সর্বদা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পথ শিক্ষা দিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণমধ্যে ৮ জন প্রধানা। প্রত্যেকের দশটি পুত্র হয়। তন্মধ্যে আঠার জন প্রধান, তাহাদের নাম—প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দীপ্তিমান্ ভানু সাম্ব মধু বৃহদ্‌ভানু ভানুবৃন্দ বৃক অরুণ পুষ্কর বেদবাহু শ্রুতদেব সুনন্দন চিত্রবর্হি বরুথ কবি ও ন্যগ্রোধ। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি রুক্মীর কন্যাকে ও তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রই একমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুবাহু, তৎপুত্র ভদ্রসেন। যদুবংশীয়গণ অসংখ্য, তাঁহারা ১০১ কুলে বিভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হইয়াই ইহারা সকলে বৃদ্ধি পাইয়াছেন। শয়ন ভোজন উপবেশন গমন আলাপ স্নান ক্রীড়া, কোন বিষয়েই বৃষ্ণিগণের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব ছিল না।

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো।
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্॥
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ১০।৯০।৪৮

—দেবকীর উদরে যাঁহার জন্মগ্রহণ একটা কথা মাত্র, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের দুঃখনাশন, যাদবগণ যাঁহার একান্ত সেবক, নিজ এবং অন্যের (যথা অর্জুনাদির) হস্ত দ্বারা যিনি সমস্ত অধর্ম নিরস্ত করিয়াছেন, যিনি সুমধুর হাস্যমণ্ডিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজবনিতাগণের প্রণয়বর্ধন করিয়াছেন, সেইসকল জনগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

———

একাদশ স্কন্ধ

১ অধ্যায়

ঋষিগণ, যদুকুমার, মুষল

দুর্যোধনাদি যখন পাণ্ডবগণকে বিষদান জতুগৃহদাহ কপটদ্যূতক্রীড়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুপিত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া উভয় পক্ষের রাজগণকে বধ করত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন। তারপর ভাবিলেন—দুঃসহ যাদবকুল এখনও বর্তমান, পৃথিবীর ভার ত সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই, আত্মকলহ উৎপাদন করিয়া এখন ইহাদিগকে ধ্বংস করিব।

বিভ্রদ্‌বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ
সংহর্তুমৈচ্ছত কুলংস্থিতকৃত্যশেষঃ॥

১১।১।১০

—সকল সুন্দরের একত্র সমাবেশরূপ দেহ ধারণ করিয়া, পৃথিবীর মঙ্গলকর কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া, সফলকাম হইয়া, গৃহীরূপে বিহার করিয়া, সেই কীর্তিমান পুরুষ এখন স্বকুলসংহাররূপ শেষ কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—কৃষ্ণগতচিত্ত যদুকুলের উপর ব্রহ্মশাপ এবং তাহাদের আত্মকলহই বা কিরূপে হইল?

শুকদেব বলিলেন—একদা বিশ্বামিত্র অসিত কণ্ব দুর্বাসা ভৃগু অঙ্গিরা কশ্যপ বামদেব অত্রি বশিষ্ঠ ও নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করার নিমিত্ত যদুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এমন সময় কতকগুলি দুর্বিনীত যদুকুমার ক্রীড়াচ্ছলে জাম্ববতীপুত্র সাম্বকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করিয়া ঐ মুনিগণের সমীপে আনিয়া বলিল—ঋষিগণ, আপনারা ভবিষ্যদ্দর্শী, এই স্ত্রী গর্ভবতী, ইনি পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন, বলুন। ঋষিগণ কুপিত

হইয়া বলিলেন—রে দুর্বুদ্ধি বালকগণ, ইনি তোমাদের কুলনাশন এক মুষল প্রসব করিবেন। তখন সাম্বের উদরাবরণ-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে তাহারা সত্যই এক মুষল পাইল। ভীত ও সন্তপ্ত হইয়া ঐ বালকেরা রাজা উগ্রসেনের নিকট ঐ মুষলটি লইয়া গেল ও তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিল। দ্বারকাবাসিগণ ঐ মুষল দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া রাজাদেশে উহা চূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট একখণ্ড লৌহ সহ ঐ চূর্ণগুলি সমস্তই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঐ লৌহখণ্ড একটী মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল, চূর্ণগুলি তীরে সংলগ্ন হইয়া এরকা নামক তৃণে পরিণত হইল ॥ ধীবরেরা মৎস্যটি ধরিল, জরা নামক এক ব্যাধ উহার উদরস্থ লৌহখণ্ডটী তাহার একটী শরের অগ্রভাবে সংযুক্ত করিয়া রাখিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়াও কিছুই বলিলেন না।

২-৫ অধ্যায়

নারদ, বসুদেব, নবযোগীন্দ্র

দেবর্ষি নারদ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিতে ইচ্ছা করিয়া প্রায়ই দ্বারকায় বাস করিতেন। একদা তিনি বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে অর্চনা করিয়া বলিলেন—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্॥ ১১।২।৪
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ১১।২।৬

—ভগবন্, আপনার আগমন সকল দেহিগণের কল্যাণের নিমিত্ত। দেবগণকে যে যেভাবে ভজনা করে, কর্মনির্বাহক দেবগণ ছায়ার ন্যায় তাহাকে তেমনই ভজনা করেন। কিন্তু সাধুগণ সর্বদা দীনবৎসল।

আমি পুত্রকামনায় শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলাম, মুক্তির জন্য করি নাই, আপনি আমাকে মুক্তির উপায় উপদেশ করুন।

নারদ বলিলেন—তুমি যে ভাগবত-ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ১১।২।১২

—শ্রবণ পাঠ ধ্যান আদর বা অনুধাবন করিলে দেবদ্রোহী, এমন কি, বিশ্বদ্রোহীও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়।

মহাত্মা জনকরাজার নিকট ঋষভনন্দন নবযোগীন্দ্রগণ এই ভাগবত-ধর্ম প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তন করিব।

এই ঋষভপুত্রগণের নাম—কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। তাঁহারা একদিন নিমিরাজার অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও ঋত্বিক্‌গণ সকলে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের অর্চনা করিলেন। বিদেহরাজ বলিলেন—ভগবন্, আপনারা লোকপাবননিমিত্ত সর্বত্র বিচরণ করেন। মানুষ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু দুর্লভ; আর,

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ ১১।২।৩০

—ক্ষণার্ধকালের সাধুসঙ্গও এ সংসারে মনুষ্যগণের পক্ষে পরম নিধি।

আমার যদি শুনিবার অধিকার থাকে, তবে জীবের পরমমঙ্গলকর ভাগবত-ধর্ম আমাকে বলুন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে আত্মদান করেন। তখন ঋষিগণ একে একে প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন। প্রথমে শ্রীকবি বলিলেন,—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ॥ ১১।২।৩৩

—সর্বদা অচ্যুতের পাদপদ্মের সেবাই অভয়লাভের একমাত্র উপায় মনে করি। অনিত্যবস্তুসকলকে আপন ভাবিয়া চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়; সেই বিশ্বাত্মাই ঐসকল ভয়-ভাবনার নিবৃত্তি করেন।

রাজন্, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবিবে, বুদ্ধি দ্বারা যাহা নিশ্চয় করিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দ্বারা স্বভাববশে যে কোন কর্ম তুমি করিবে, তাহা সমস্তই পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ করিবে। নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃই দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় এবং ভয়ের উৎপত্তি হয়, বস্তুতঃ উহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। সঙ্কল্পবিকল্পকারী মনকে নিরোধ করিয়া ভক্তি-পূর্বক ভজনা করিলেই অভয় লাভ হয়।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

১১।২।৩৯-৪৩

—চক্রপাণির মঙ্গলময় জন্ম ও কর্মসকল যাহা পৃথিবীতে প্রচারিত আছে তাহা শুনিয়া ও সেইরূপ নামসকল গান করিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করিবে। স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তন দ্বারা এইপ্রকার নিষ্ঠাবান্ ভক্তের অনুরাগ উৎপন্ন হইলে তাহার চিত্ত বিগলিত হয়, সে বিবশ হইয়া কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে। সে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জোতিষ্ক-মণ্ডলী, জীব, দিক্, বৃক্ষাদি, সরোবর, সমুদ্র ইত্যাদি যেখানে যে সৃষ্ট পদার্থ আছে, সকলকে শ্রীহরির শরীর জানিয়া অনন্যমনে প্রণাম করে। ভোজন-কারীর যেমন প্রতি গ্রাসে এক সঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, শ্রীহরির ভজনকারীরও তেমন ভজনার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এই তিন একসঙ্গেই আসিতে থাকে। হে রাজন্, অচ্যুতের পাদপদ্মসেবী এইরূপ আচরণ দ্বারা ঐ তিনই লাভ করিয়া সাক্ষাৎ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবদ্ভক্তের বাক্য ও আচরণ কিরূপ হয় এবং কিরূপ চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে ভগবৎপ্রিয় বলিয়া জানা যায়?

হবি বলিলেন—যিনি সর্বভূতে ভগবান্কে ও ভগবানে সর্বভূতকে অবস্থিত দেখেন, তিনি উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক

প্রতিমাদিতে হরির পূজা করেন, তাঁহার ভক্ত বা অন্য কাহাকেও করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। উত্তম ভক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সকল গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হর্ষও হয় না, দ্বেষও জন্মে না, সমস্তই বিষ্ণুর মায়া স্বরূপে দেখেন। তিনি জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা ক্লেশ ইত্যাদিকে এবং দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির কার্যকে সংসারধর্ম মাত্র জানিয়া কিছুতেই মুগ্ধ হন না, তাঁহার হৃদয়ে কোন বাসনার উদ্ভবই হয় না, বাসুদেবই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জাতিবর্ণাদিজনিত দৈহিক অভিমান তাঁহার মনে কখনই উদিত হয় না। স্ব বা পর—এরূপ ভেদ-বুদ্ধি তাঁহার কখনও হয় না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাইলেও মুহূর্তের জন্য তাঁহার মন ভগবৎপদ হইতে বিচলিত হয় না।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

১১।২।৫৫

—অবশে উচ্চারিত হইলেও যাঁহার নাম সমস্ত পাপ বিনাশ করে, সেই হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন, কখনও তাহা ত্যাগ করেন না, তিনি ভাগবতপ্রধান।

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, মায়ার স্বরূপ কি?

অন্তরিক্ষ বলিলেন—সর্বভূতাত্মা আদিপুরুষ যে শক্তি দ্বারা ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই তাঁহার মায়া। তিনি স্বয়ং ঐ ভূতসমূহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অংশভূত জীবাত্মাকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ করাইতেছেন। কিন্তু জীব বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত কেবলই নানা জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকে। মহাপ্রলয়ে, মহাকাল ব্যক্তকে অব্যক্তে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করে; তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টিজনিত উত্তাপে বিশ্ব দগ্ধ হয়, তৎপর শতবর্ষকাল অবিরামবৃষ্টিজনিত প্লাবনে এই বিশ্ব বিলীন হয়। জ্যোতির রূপ অন্ধকার দ্বারা হৃত হইয়া বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তামস অহঙ্কারে, ইন্দ্রিয়সকল সাত্ত্বিক অহঙ্কারে এবং সমস্ত অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। ইহাই মায়ার স্বরূপ।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, স্থূল বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ কি প্রকারে এই মায়া হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে ?

প্রবুদ্ধ বলিলেন—দুঃখপ্রতিকার ও সুখলাভ জন্য মিথুনধর্মা মানুষ যেসকল কর্ম করে, তাহার বিপরীত ফল হয়, তাহা দেখিতে হইবে—

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ ১১।৩।১৯

—নিত্য-পীড়াজনক আত্মার মৃত্যুস্বরূপ দুর্লভ বিত্তের দ্বারা বা চঞ্চল গৃহ অপত্য বন্ধু পশু দ্বারা কি তৃপ্তি সাধিত হয় ?

অতএব শ্রেয়ার্থী ব্যক্তি বেদজ্ঞ শান্ত আচার্যের আশ্রয় লইবেন এবং আত্মপ্রদ হরি যাহাতে তুষ্ট হন, এরূপ সেবা দ্বারা ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা করিবেন। অনাসক্তি দয়া মৈত্রী বিনয় শৌচ তপঃ ক্ষমা মৌন বেদপাঠ সরলতা ব্রহ্মচর্য অহিংসা, সুখদুঃখে সমভাব, সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, গৃহাদির প্রতি উপেক্ষা, জীর্ণ-বস্ত্রখণ্ড পরিধান, 'সন্তোষঃ যেন কেনচিৎ' যাহা কিছু পাইবে তাহাতেই সন্তোষ, ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য সকল শাস্ত্রে অনিন্দার ভাব, মন বাক্য ও কর্মের সংযম এবং শম-দম শিক্ষা করিবে। শ্রীহরির জন্ম কর্ম ও গুণের শ্রবণ কীর্তন এবং ধ্যান করিবে। সকল কর্ম এবং সমস্ত সদাচার ও সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি ও দ্রব্য তাঁহাকেই নিবেদন করিবে। ভক্তগণের সহিত সৌহার্দ্য এবং স্থাবর জঙ্গম বিশেষতঃ সাধুগণের পরিচর্যা করিবে। ভক্তসঙ্গে কথোপ-কথন দ্বারা সন্তোষ, দুঃখনিবৃত্তি এবং পরস্পর হরিস্মরণ দ্বারা প্রেম লাভ করিয়া শরীর পুলকিত হইবে। এই ভাগবতধর্মার্জিত শক্তি দ্বারাই মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋষিগণ, পরমাত্মার স্বরূপ কি বলুন।

পিপ্পলায়ন বলিলেন—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু—কিন্তু স্বয়ং হেতু-বিবর্জিত, যিনি স্বপ্ন-জাগরণ-সুষুপ্তি ও সমাধিতে নিত্যরূপে বিদ্যমান, দেহ-প্রাণ-মন আদি তাবৎ ইন্দ্রিয় যাঁহা দ্বারা সঞ্জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, অথচ ইহারা কেহই যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহার জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই, তিনিই পরব্রহ্ম। তিনি স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং প্রমাণ-

নিরপেক্ষ। ভক্তি দ্বারা চিত্তমল ক্ষালিত হইলে চক্ষুর সম্মুখে সূর্যের ন্যায় আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ কর্ম্মদ্বারা পুরুষ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি ও নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে ?

আবির্হোত্র বলিলেন—বেদের ফলশ্রুতি কর্মে রুচি উৎপাদন জন্য। বেদোক্ত কর্ম আসক্তিশূন্য হইয়া ও ঈশ্বরে ফলার্পণ করিয়া করিলে তাহা দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়। বেদের বিধান ও তন্ত্রের বিধিমত কেশবের অর্চনা করিলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। আচার্যের উপদেশ অনুসারে নিজ অভিমত মহাপুরুষের মূর্তিবিশেষকে পূজা করিবে। আরাধ্য মূর্তির সম্মুখে শুচির সহিত উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহকে শোধন ও অঙ্গন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চনা করিবে। নিজ আত্মা দেহ ও আসনকে পবিত্র করিয়া যথালব্ধ উপচারাদি দ্বারা মূলমন্ত্রাবলম্বনে সেই প্রতিমার অর্চনা করিবে। তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে করিতে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে।

রাজা নিমি বলিলেন—শ্রীহরি জন্ম স্বীকার করিয়া যে জন্মে যে কার্য করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা বলুন।

শ্রীদ্রুমিল বলিলেন—শ্রীভগবানের গুণ অনন্ত। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরী নির্মাণ করিয়া তিনি তাহাতে অংশরূপে প্রবেশ করেন, তাই তিনি 'পুরুষ'। সৃষ্টিনিমিত্ত রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা, পালন নিমিত্ত সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণু ও নাশ নিমিত্ত তমোগুণ হইতে রুদ্রের আবির্ভাব। ধর্মের ভার্যা দক্ষকন্যা মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র নিজ পদের জন্য ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে কামদেবকে পাঠান। কামদেব ও তাঁহার অনুচরবর্গ ব্যর্থ ও লজ্জিত হইয়া নারায়ণের স্তবস্তুতি করিয়া চলিয়া আসেন।—বিষ্ণু হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়কে আত্মযোগ উপদেশ করেন। দত্তাত্রেয় সনৎকুমারকে, সনৎকুমার আমার পিতা ঋষভদেবকে তাহা বলেন। তিনি হয়গ্রীবাবতারে বেদসকলের উদ্ধার, মৎস্যাবতারে সত্যব্রত মনু দ্বারা পৃথিবী ও ওষধিসকলকে রক্ষা, বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষবধ, কূর্মাবতারে সমুদ্রমন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ধারণ, কুম্ভীরবদন হইতে গজেন্দ্রকে

রক্ষা, নৃসিংহাবতারে গোষ্পদজলে নিমগ্ন বালখিল্যগণকে রক্ষা, বৃত্রাসুরবধ করিয়া ইন্দ্রকে উদ্ধার এবং অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার, বামনাবতারে বলির নিকট হইতে পৃথিবী লইয়া দেবগণকে দান, পরশুরামাবতারে হৈহয়কুল ও একুশবার সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল নাশ এবং শ্রীরামচন্দ্র অবতারে রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার প্রভৃতি কার্য করেন। তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর কার্যসকল করিবেন, পরে অযোগ্য যজ্ঞকারীগণকে অহিংসাবাদে বিমোহিত করিবেন, এবং কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শূদ্ররাজগণকে নিহত করিবেন।

শ্রীরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋষিগণ, প্রায়শঃ লোকেরা শ্রীহরিকে ভজনা করে না, সেই অশান্ত পুরুষগণের কি গতি হইবে?

চমস বলিলেন—যাহারা না জানিয়া ভজনা করে না, বা জানিয়াও ঈশ্বরের অবজ্ঞা করে, তাহারা গুণানুসারে নিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম হইতে পতিত হয়। যেসকল স্ত্রী-শূদ্র হরিকথা-শ্রবণে বিমুখ, তাহারা কৃপাপাত্র। উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা হরি-পদের নিকটবর্তী হইয়াও কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদ-বাদে বিমূঢ় হইয়া কর্মফলে আসক্ত হয়। কি-প্রকার কর্ম করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা না জানিয়া মনে করে—সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি, চাতুর্মাস্য যোগ করিলেই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া তথায় অপ্সরোগণসহ বিহার করিব। তাহারা অভিচারাদি করিয়া দাম্ভিক হয়, সাধুগণকে উপহাস করে, স্ত্রীসুখই পরম সুখ মনে করে, বিধিপূর্বক যজ্ঞাদি করে না, প্রকৃত বেদার্থ বোঝে না, কখনও ঈশ্বরকে স্মরণও করে না, সর্বদা নিজ নিজ বাসনা পূরণে মত্ত থাকে। বেদে যে স্ত্রীসঙ্গ আমিষ-ভোজন ও মদ্যসেবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রাণিগণের ইচ্ছাধীনমাত্র, বেদ ঐসকল কার্যে কোন বিধি দেন না, সুতরাং নিবৃত্তিই শ্রেয়স্কর। ধন ধর্মের জন্য, কিন্তু অবোধ লোকেরা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া ধন কেবল দেহভোগের নিমিত্ত ব্যয় করে। বেদবিহিত স্ত্রীসঙ্গ সন্তানোৎপাদন জন্য মাত্র, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে। ভক্ষণের জন্য পশুবধই হিংসা, মদ্যের আঘ্রাণ দ্বারাই পান হয়। অজ্ঞ লোকেরা ঐসকল কথা বা কার্যের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সেবার্থ ঐ সকল কার্য করে।—'দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্'—যাহারা পরের শরীরের প্রতি দ্বেষ

করে, তাহারা নিজ আত্মাস্বরূপ হরিকেই দ্বেষ করে। তাহারা আত্মঘাতী, অকৃতার্থ, স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইলেও মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায়।

শ্রীরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, কোন্ কালে কোন্ বর্ণ, এবং কি আকারে, কোন্ নামে, কি বিধানে তাঁহার পূজা হয়?

শ্রীকরভাজন বলিলেন—সত্যযুগে তিনি শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ বল্কলবসন দণ্ডকমণ্ডলুযজ্ঞোপবীতাদিধারী ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন। ঐ যুগে মানবগণ শান্ত ও সমদর্শী হইয়া হংস পরমাত্মা ইত্যাদি নামে তাঁহার আরাধনা করেন। ত্রেতায় রক্তবর্ণ যজ্ঞমূর্তিরূপে বেদত্রয়োক্ত কর্মদ্বারা পৃশ্নিগর্ভ ইত্যাদি নামে পূজিত হন। দ্বাপরে শ্যামবর্ণ পীতবসন চক্রশ্রীবৎসকৌস্তুভাদিধারী বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ নারায়ণ ঋষি ইত্যাদি নামে নানা তন্ত্র-বিধানে অর্চিত হন। কলিযুগে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১।৫।৩২

কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীলজ্যোতিষ্মান্ (হৃদয়াদি) অঙ্গ, (কৌস্তুভাদি) উপাঙ্গ, (সুদর্শন চক্রাদি) অস্ত্র, (সুনন্দাদি) পার্ষদ সহিত তাঁহাকে সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ সঙ্কীর্তন-রূপ যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করেন। (স্বামীটীকা দেখুন)।

এইরূপে যুগানুরূপ নাম দ্বারা যুগানুবর্তী লোকেরা সর্বকল্যাণময় ঈশ্বরের পূজা করেন। গুণিগণ কলিযুগকে অভিনন্দন করেন, কারণ এই যুগে কেবল নামসঙ্কীর্তন দ্বারাই পরম শান্তি এবং শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া জন্মমরণ হইতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সত্যযুগে উৎপন্ন ব্যক্তিগণও কলিযুগে পুনরায় জন্মগ্রহণ বাঞ্ছা করেন। কলিযুগে কোন কোন স্থানে লোকসকল বিশেষভাবে নারায়ণপর হইবেন। দ্রাবিড় দেশে তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী কাবেরী ও মহানদীর জল যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন। মুকুন্দ-স্মরণে দেবঋণাদি সকল ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, নিষিদ্ধ কর্মদ্বারা পতিত হইলেও সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

নারদ বলিলেন, নব-যোগীন্দ্রগণ এই বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাজা নিমি তাঁহাদের কথিত এই ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া যথাকালে পরমা গতি লাভ করিলেন।

হে বসুদেব, শ্রীহরি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিয়ত দর্শন ভোজন উপবেশন আলিঙ্গনাদি দ্বারা পুত্রস্নেহে তোমাদের আত্মা পবিত্র হইয়াছে, তোমাদের যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। শিশুপাল, পৌণ্ড্রকবাসুদেব, শাল্বাদি নৃপগণ শত্রুভাবে তন্ময় হইয়া সর্বদা তাঁহাকে ভাবিয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদের আর কথা কি? বসুদেব, যে সর্বাত্মা পরমেশ্বর নিজ ঐশ্বর্য গুপ্ত রাখিয়া মনুষ্যভাব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পুত্র জ্ঞান করিও না, নিঃসঙ্গ হইয়া ভাগবত-ধর্ম আশ্রয় করিলে তুমিও পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।

বসুদেব ও ভাগ্যবতী দেবকী এইসকল কথা শুনিয়া সর্বমোহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

৬-৯ অধ্যায়

ব্রহ্মাদি, উদ্ধব, যদু, অবধূত, চব্বিশ গুরু

অনন্তর একদা ব্রহ্মাসহ প্রধান প্রধান দেব ঋষি গন্ধর্ব কিন্নর নাগ সিদ্ধ চারণ ও বিদ্যাধরগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে দ্বারকায় আসিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিয়া স্বর্গের উদ্যানজাত পুষ্পের বহু মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার বহু স্তব করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—আমরা ভূভারহরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া এক্ষণে ধর্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, আপনারও এই পৃথিবীতে একশত পঁচিশ বৎসর অতীত হইল। দেবকার্য অবশিষ্ট নাই, যদুকুল নষ্টপ্রায়। অতএব এখন স্বধামে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।

ভগবান্ বলিলেন—ব্রহ্মন্, তুমি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু আমি এই উদ্ধত বিপুল যাদবকুলকে সংহার না করিয়া গেলে ইহারা সমুদায় লোক নষ্ট করিবে। ব্রহ্মশাপে ইহার নাশ আরম্ভ হইয়াছে, এই কার্য শেষ করিয়া আমি তোমার ভবনে যাইব।

ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবাদি সকলসহ প্রস্থান করিলেন। এদিকে দ্বারকায় মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধদিগকে বলিলেন—একে ত এই সকল উৎপাত, তার উপর দুর্নিবার ব্রহ্মশাপ, অতএব চল, আমরা সকলে অদ্যই পুণ্যতীর্থ প্রভাসে যাই, আর অপেক্ষা করিব না। আমরা সেই তীর্থে স্নান ও অন্নাদি দান করিয়া সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব। যাদবগণ রথাদি সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের চিরানুগত উদ্ধব তাঁহার বাক্য শুনিয়া এইসকল উদ্যোগ এবং অশুভ চিহ্ন দেখিয়া নির্জনে আসিয়া শ্রীভগবানের পদে মস্তক অর্পণ করিয়া বলিলেন—হে যোগেশ, দেবদেবেশ, আপনি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপের প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিলেন না, তখনই বুঝিলাম, যদুকুল সংহার করিয়া আপনি এক্ষণে এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। হে কেশব, হে নাথ, আমি ত ক্ষণার্ধকালও আপনার পদকমল ছাড়িয়া এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে আপনার ধামে লইয়া চলুন। অমৃতস্বরূপ আপনার ক্রীড়াসকল আস্বাদন করিলে লোকের আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আপনার ন্যায় প্রিয়কে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে শয়ন উপবেশন গমন ক্রীড়া স্নান ও ভোজনাদি করিব? আপনার ভুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া ও আপনার ত্যক্ত প্রসাদ খাইয়াই আমরা যে জীবন অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে কিরূপে সেই মায়া জয় করিব?

> বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ।
> ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
> বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
> ত্বদ্‌বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
> স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
> গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥ ১১।৬।৪৭-৪৯

—বসনহীন ঊর্ধ্বরেতা ঋষি সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণ শান্ত ও নির্মলচিত্ত হইয়া আপনার ব্রহ্ম নামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্, এ সংসারে কর্মপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা আপনার গতি হাস্য দর্শন ও পরিহাস, যাহা

মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিয়া আপনি দেখাইতেছেন, তাহাই স্মরণ ও কীর্তন করিয়া এই দুস্তর অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইব।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্, ভগবান্ দেবকীনন্দন এইরূপে নিবেদিত হইয়া তাঁহার একান্ত প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন:

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাভাগ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় যে উদ্দেশ্যে আমি অংশাবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ এখন আমার প্রত্যাগমন ইচ্ছা করেন। শাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর কলহ করিয়া বিনষ্ট হইবে, তৎপর সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই পুরী প্লাবিত করিবে। আমি এই লোক ত্যাগ করিয়া গেলেই ইহা মঙ্গলহীন হইবে এবং কলিও আসিয়া অচিরেই ইহাকে গ্রাস করিবে। কলিযুগে লোকদের অধর্মেই রুচি হইবে। সুতরাং তুমি এখানে আর বাস করিও না।

ত্বন্তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্ ॥ ১১।৭।৬

—তুমি স্বজন ও বন্ধুগণের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, আমাতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিয়া, সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ কর।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলই নশ্বর ও মায়াময়। চিত্তের বিক্ষেপই ভেদবুদ্ধির কারণ। অতএব সংযতচিত্ত হইয়া জগৎকে আত্মাতে এবং আত্মাকে অধীশ্বররূপে আমাতে দর্শন কর। কোন বিঘ্ন যেন তোমাকে প্রতিহত করিতে না পারে। বালক যেমন দোষগুণবুদ্ধি নিয়া কোন কর্ম করে না, তুমিও সেইরূপ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া কর্ম করিও।

সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১১।৭।১২

—যে সকলভূতের সুহৃৎ ও শান্ত, শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, সে বিশ্বকে আমাদ্বারা অনুস্যূত দর্শন করে এবং আর কখনও তাহাকে এই সংসারে আসিতে হয় না। (স্বামিটীকা দেখুন)।

উদ্ধব ইহা শুনিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বলিলেন—হে যোগাত্মন্, যোগসম্ভব, আপনি যে ত্যাগের কথা আমাকে বলিলেন, হে ভূমন্,

বিষয়মুখীগণের এইরূপ সকল কামনা-ত্যাগ যে বড়ই দুষ্কর। আপনারই মায়ায় আমরা সর্বদা যে 'আমি' 'আমার' এই মোহেই ডুবিয়া আছি। আপনার এই ভৃত্যকে এইরূপে অনুশাসন করুন, যেন আপনার বাক্য সহজে পালন করিতে পারি। আমি আর কাহার কাছে এই বিষয়ে জানিতে যাইব? স্বয়ং ব্রহ্মাও আপনার মায়াধীন। নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া এবং নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নরসখা নারায়ণ সর্বাধীশ আপনার শরণ লইলাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

> প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
> সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥
> আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
> যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ১।৭।২৯, ২০

—পৃথিবীতে যাঁহারা লোকতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা আত্মজ্ঞানদ্বারা অশুভ কামনা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখেন। আত্মাই গুরু, বিশেষতঃ মানুষের; কারণ, সে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ জ্ঞানদ্বারা শ্রেয়ের পথ বুঝিয়া লইতে পারে।

উদ্ধব, প্রাণিমধ্যে মানুষই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জ্ঞানভক্তিতে বিচক্ষণ ও অপ্রমত্ত হইলে এই মানুষ-দেহেই আমি দর্শন দিই। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যদু ও অবধূতের এক প্রাচীন কাহিনী তোমাকে বলিতেছি:

একদা ধর্মবিদ্ যদু যথেচ্ছবিচরণকারী এক তরুণ পণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোন কর্মও করিতেছেন না, বা আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই, গঙ্গাসলিলমধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় কামলোভাদিতেও উত্তপ্ত হইতেছেন না, আত্মাতেই রমণ করিতেছেন। আপনার এ আনন্দের কারণ কি? এ বুদ্ধিই বা কোথা হইতে আসিল?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রাজন্, আমি বহু গুরুর নিকট এই বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। পৃথিবী নানা উৎপাতে আক্রান্ত হইয়াও সর্বদা অবিচলিত থাকে; তাহার নিকট শিখিলাম, আপন ব্রতে অচল থাকিবে। পর্বত ও বৃক্ষকে লোকে আপন প্রয়োজনে কাটিয়া নিলেও তাহারা কিছুই বলে না; তাহাদের নিকট শিখিলাম, পরার্থে জীবনধারণ করিবে। বায়ু গন্ধ বহন করে মাত্র, নিজে

তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না ; তাহার নিকট শিখিলাম, বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়াও বাক্য ও বুদ্ধি অবিকৃত রাখিয়া সর্বদা অনাসক্ত থাকিবে। আকাশ যখন ঘটের ভিতর থাকে, তখন সে কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তখনও সে অনন্ত বহিরাকাশের সঙ্গে যুক্ত ; আর বহিরাকাশ বায়ুচালিত মেঘে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ঐ মেঘের দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না ; তাহার নিকট শিখিলাম, আত্মাকে দেহের সহিত অ-সঙ্গ, গুণাদি দ্বারা অ-স্পৃষ্ট, এবং স্থাবর-জঙ্গমে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরিব্যাপ্ত জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা করিবে। জলের নিকট শিখিলাম, উহার ন্যায় সর্বদা স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও মধুর থাকিয়া মুনিগণের মত দর্শন স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবে। অগ্নি অদৃশ্যভাবে কাষ্ঠের প্রতি কণায় অনুপ্রবিষ্ট, কখনও প্রচ্ছন্ন থাকেন, কখনও প্রদীপ্ত হইয়া ওঠেন, সকল ময়লা দগ্ধ করেন, যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন, অথচ কোন কিছু দ্বারাই কলুষিত হন না। অগ্নির নিজের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নাই ; উৎপত্তি-বিনাশ শিখার, অগ্নির নহে। সুতরাং অগ্নির নিকট শিখিয়াছি, শ্রীভগবান্ সমগ্র বিশ্বে গুপ্তভাবে অনুস্যূত ; তপস্যা ও তেজে সর্বদা প্রদীপ্ত থাকিবে, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও শ্রেয়স্কামিগণ দ্বারা প্রকাশ্যে সেবিত হইয়াও পাপমলে লিপ্ত হইবে না ; আমরা যেসকল উৎপত্তি ও বিনাশ দেখি, তাহা ভূত-সকলের, আত্মার নহে। চন্দ্রের নিকট শিখিয়াছি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যেসকল বিকার নানাভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা দেহের, আত্মার নহে ; যেমন চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি কাল-প্রভাবে হয়, উহা চন্দ্রের নিজের হ্রাসবৃদ্ধি নহে। সূর্য হইতে শিখিয়াছি, আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্থূলবুদ্ধিবশতঃ লোকে নানা উপাধিগত একই আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা মনে করে, যেমন সূর্যরশ্মি জলপাত্রের আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য বলিয়া প্রতীত হন ; আর, সূর্য যেমন পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া প্রাণিগণের উপকারার্থে উহা পৃথিবীকেই পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন, মানুষও তেমন ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা যথাকালে অর্থিগণকে প্রত্যর্পণ করিবে। কপোতের নিকট শিখিয়াছি, কাহারও প্রতি অতিস্নেহ বা আসক্তি করিবে না, তাহাতে পরিণামে সন্তাপ ভোগ করিতে হয়—কিরূপে, শুনুন।

এক কপোত এক কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষচূড়ে নীড় প্রস্তুত করিয়া সর্বদা একত্র বনে বিচরণ করিত ও কপোতী যখন যাহা চাহিত

যেরূপে হউক, সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। কপোতী কয়েকটী সন্তান প্রসব করিল। দম্পতী তাহাদের সুখস্পর্শ মধুর কূজন ও অঙ্গচেষ্টা দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করিত। একদিন আহার-অন্বেষণে উভয়ে বনে বিচরণ করিতেছে, ইত্যবসরে এক দুরন্ত ব্যাধ আসিয়া ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিচরমাণ ঐ শাবকগুলিকে অনায়াসে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। মায়ামুগ্ধা কপোতী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে শাবকগুলির নিকটস্থ হইয়া নিজেও ঐ জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। কপোত আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। 'আমি এই স্নেহের পুত্তলীগুলিকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া কেনই বা এই শূন্য নীড়ে একাকী বাস করিব?'—এই ভাবিয়া ঐ কপোতও ইচ্ছাপূর্বক গিয়া ঐ ব্যাধের জালে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাধ আসিয়া অক্লেশে এতগুলি খাদ্য পাইয়া সিদ্ধকাম হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।—মানবজন্ম মুক্তির দ্বারস্বরূপ, যে ব্যক্তি অত্যাসক্তিবশতঃ এই কপোতের দশা প্রাপ্ত হয়, সে নিতান্তই লক্ষ্যভ্রষ্ট।

রাজন্, স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়ত্র ইন্দ্রিয়জনিত সুখ-দুঃখ একই রকম; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুখভোগের জন্য লালায়িত হইবে না, অজগরের ন্যায় যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীর মাত্র নির্বাহ করিবে, কিছু না পাইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধৈর্য ধরিয়া থাকিবে। সমুদ্র যেমন গভীর ও অপার, বর্ষায় নদীজলে স্ফীত বা গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না, নারায়ণপর মুনিও সেইরূপ হইবেন। পতঙ্গ যেমন বহ্নির উজ্জ্বল রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পড়িয়া মরে, মূর্খ ব্যক্তি তেমন বস্ত্রাভরণভূষিত স্ত্রীরূপে মুগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। মধুকর যেমন ছোট বড় সকল ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তেমন ছোট বড় সকল হইতে সার সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু মধুকর যে মধু সঞ্চয় করে, তাহা অপরে আসিয়া লইয়া যায়; লুব্ধ ব্যক্তি তেমন অতি কষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করে, তাহা অপরে আসিয়া ভোগ করে; আবার মধুকর কখনও কখনও নিজ আহার্যের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। গজ করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্য গর্ত মধ্যে পড়িয়া আবদ্ধ হয়, অতএব ভিক্ষু কাষ্ঠময়ী যুবতী মূর্তিকেও পদদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। হরিণের নিকট শিখিবে যে, সে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহা দ্বারা আবদ্ধ হয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীগণের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং কখনও গ্রাম্য নৃত্যগীতাদি শুনিবে না। মৎস্যের নিকট শিখিবে যে, রসনা জয় না করিতে পারিলে বিনাশ নিশ্চিত।

বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল, তাহা হইতে আমি একটি বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি। সে এক রজনীতে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া শুল্কদ প্রণয়ীর আগমনপ্রতীক্ষায় গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। 'এই ব্যক্তি আসিল না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় আসিবে' —সর্বক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া গৃহের বাহিরে যায়, আর সেখান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে —এইভাবে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অতিবাহিত করিল। তখন তাহার মনে হঠাৎ নির্বেদ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল—অহো, আমি কি মূর্খ, কি মোহগ্রস্ত, নিজ দেহ বিক্রয় করিয়া অন্য একটা দেহ হইতে রতি ও বিত্ত পাইতে ইচ্ছা করিতেছি! সে ভাবিল—

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা॥
সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥ ১১।৮।৩১,৩৫

—যিনি সর্বদা নিকটে আছেন, পরম মনোহর, সকল সুখের আকর, নিত্যসম্পদ্‌দাতা, তাঁহাকে ছাড়িয়া, আমি মূর্খ, যে কোন প্রকৃত সুখ দেয় না, কেবল দুঃখ ভয় শোক মোহই দেয়, তাহার ভজনা করিতেছিলাম। শরীরীদিগের যিনি সুহৃৎ প্রিয়তম নাথ ও আত্মা, তাঁহার নিকট এই দেহ বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহারই সহিত আমি রমণ করিব।

ভগবান্ বিষ্ণু নিশ্চয় আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু আমার এক্ষণে কামনাভঙ্গজনিত এই সুখপ্রদ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অতএব আমি—

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ১১।৮।৩৯

—শ্রীবিষ্ণুপ্রদত্ত বৈরাগ্যরূপ উপহার মস্তকে ধারণ করিয়া, বিষয়সঙ্গজাত সর্বপ্রকার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া, সেই অধীশ্বরের শরণ লইলাম।

পিঙ্গলা এইরূপে উপশম লাভ করিয়া শয্যায় গিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিতা হইল। রাজন্, আশাই দুঃখের কারণ, আশাত্যাগেই সুখ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রাজন্, আসক্তই প্রকৃত দুঃখী, যাহার কিছু নাই, সে-ই

সুখী। যে দুর্বল কুরর পক্ষীর মুখে মাংসখণ্ড আছে, অন্য কুরর সেই মাংস-খণ্ডের জন্য তাহাকে বধ করিতে যাইবে, মাংসের খণ্ডটী ফেলিয়া দিলে আর তাহার দিকে যাইবে না। কুরর পক্ষীর কাছে আমি অকিঞ্চনতা শিখিলাম। অজ্ঞ বালকের কোন মান-অপমান বা গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তা-ভাবনা নাই, যে ব্যক্তি গুণাতীত হইতে পারে, তাহারও তদ্রূপ। বালকের কাছে আমি আত্মক্রীড়তা শিখিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারে বিচরণ করি। এক কুমারীর হাতে একাধিক কঙ্কণ থাকায় সে নিঃশব্দে গৃহকার্য করিতে পারিল না, তখন একটী মাত্র রাখিয়া অন্য কঙ্কণগুলি সব ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার নিকট শিখিলাম, সাধন-কামী একাকী বাস করিবেন। শরনির্মাতা তদ্গতচিত্তে শর নির্মাণ করিতেছে, স্বয়ং রাজা মহা কোলাহল করিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, সে কিছুই জানিতে পারিল না—তাহার কাছে শিখিলাম, চঞ্চল মনকে শ্বাস-আসনাদি দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া এক বস্তুতে যুক্ত করিবে। সর্পের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই, পরকৃত গর্তে প্রবেশ করিয়া সুখে কিছুক্ষণ তাহাতেই থাকে, একা বিচরণ করে, তাহার যে বিষ আছে, তাহার গতি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবে না। সর্পের নিকট শিখিলাম, অনিকেতনতাই সুখ, গৃহপরিবারই দুঃখের কারণ। ঊর্ণনাভ যেমন নিজ হৃদয় হইতে মুখের দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র বিস্তার করিয়া তাহা দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া থাকে, আবার তাহাই গ্রাস করে, মহেশ্বর তেমন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহার স্থিতি সাধন করিয়া, অবশেষে স্বয়ং ইহার সংহার করেন-- ঊর্ণনাভের নিকট এই শিক্ষা পাইলাম।

কীটঃ পেশস্কৃতঃ ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্॥ ১১।৯।২৩

—রাজন্, কোন কোন কীট অন্য কীট কর্তৃক ধৃত ও তাহার গর্তমধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে ধ্যান করিতে করিতে নিজ দেহ পরিত্যাগ না করিয়াই ঐ কীটের রূপ প্রাপ্ত হয়।

ইহার নিকট শিখিলাম, তন্ময় হইয়া ধ্যান করিলে ভগবৎসারূপ্য লাভ হয়। এই সকল গুরু ছাড়াও আমার আর একটী গুরু আছে, তাহা আমার নিজ দেহ। ইহার সাহায্যেই তত্ত্বসকল নির্ণয় করিয়া অসঙ্গরূপে বিচরণ করিতেছি। এই দেহ কত কষ্ট স্বীকার করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার বিস্তার

করে, তাহাদের জন্য আবার কত কষ্টে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু অন্তিমে বৃক্ষের ন্যায় দেহান্তরের বীজ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিনাশ করে।

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ ১১।৯।২৭,২৯

—জিহ্বা তৃষ্ণা শিশ্ন ত্বক্ উদর শ্রোত্র ঘ্রাণ চক্ষু কর্মশক্তি—ইহারা প্রত্যেকে এক এক দিক হইতে এই দেহকে, বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানে, সেইরূপ টানিতেছে। বহু জন্মের পর অনিত্য কিন্তু সকল অর্থের সাধক এই মানুষদেহ লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি সত্বর এইরূপ যত্ন করিবে—যেন ইহার আর অধোগতি না হয়, এবং সর্বতোভাবে মুক্তিলাভ হয়।

এইসকল শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আমি বৈরাগ্যপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ ও নিরহঙ্কার হইয়া হইয়া এই পৃথিবী পর্যটন করিতেছি।

নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ। ১১।৯।৩১

—একজন গুরুর নিকট হইতে প্রচুর ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না, কারণ, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা তাঁহাকে নানাভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিলেন—সেই গভীরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়া যদুরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ও নিজে তৎকর্তৃক অর্চিত হইয়া যেমন আসিয়াছিলেন, প্রীতমনে তেমনই চলিয়া গেলেন। হে উদ্ধব, আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদিপুরুষ যদু সেই অবধূতের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন।

১০ অধ্যায় ১-৩৪ শ্লোক

শ্রীভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব, আমিই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আমার কথিতমত স্বধর্মে অবহিত হইয়া নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ও কুলাচার আচরণ করিবে। প্রবৃত্তির পথ পরিহার করিয়া নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিবে। আত্মতত্ত্বান্বেষী কর্মপ্ররোচনার আদর করেন না। আমাকে জানে এবং মদ্গতচিত্ত, এরূপ শান্ত গুরুর উপাসনা করিবে। যম-নিয়ম অনুষ্ঠান করিবে; অসূয়া অভিমান মমতা ত্যাগ করিয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টি অভ্যাস করিবে। আত্মা এক, দেহ হইতে ভিন্ন, দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার গুণ ধারণ করে মাত্র। জ্ঞানের দ্বারাই জীবের দেহাত্মবোধ নিরস্ত হয়। আচার্য নিম্নস্থ ও শিষ্য উপরিস্থ অরণি, বেদশিক্ষা উভয় অরণির মধ্যস্থ অগ্ন্যুৎপাদনের মন্থনকাষ্ঠ এবং আত্মজ্ঞান অরণি-মন্থন-জাত বহ্নিস্বরূপ। ইহা সকল মায়ামোহকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় স্বয়ংই শমতা লাভ করে। আত্মা সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে, মৃত্যুর অধীন নহে, সে স্ব-তন্ত্র। সুখ-দুঃখ এখানে যেমন, স্বর্গেও তেমন, উহা পরাধীনতা ও ভয়ের কারণ।

১০ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক—১১ অধ্যায় ২৫ শ্লোক

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন—বদ্ধ ও মুক্তের স্বরূপ প্রভেদ ও লক্ষণ কি?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—বন্ধন বা মুক্তি আত্মার স্বরূপ নহে, উহা সত্ত্বাদি গুণ-জনিত। গুণ আমার মায়ারচিত। এক বৃক্ষে তুল্যস্বরূপ দুইটি পক্ষী; একটি ফল খায়, অপরটি দেখে মাত্র। প্রথমটি গুণের বশ হইল, দ্বিতীয়টি মুক্ত রহিল। বদ্ধের আসক্তি ও 'আমি নিজেই কর্তা'—এই ভাব, আর মুক্ত নিঃসঙ্গ প্রিয়াপ্রিয়ভাব-শূন্য, অকর্তা। আসক্তি ও অভিমান অবিদ্যা, আমাতে একান্ত নিষ্ঠা বা ভক্তিই বিদ্যা। বিদ্যা অভ্যাসে হয়; শ্রবণ-কীর্তনাদি এই অভ্যাস। অভ্যাস দ্বারা মন স্থির হইলে সকল কর্ম আমার জন্য করিতেছ এই ভাব আসিবে, ইহাই কর্মার্পণ। বদ্ধ এইরূপে ক্রমে মুক্ত হয়।

১১ অধ্যায় ২৬ শ্লোক—১২ অধ্যায় ১৫ শ্লোক

উদ্ধব—উত্তম ভক্ত কে? উত্তম ভক্ত কিরূপে হয়?

শ্রীভগবান্—যে ব্যক্তি ভক্তিই সর্বার্থসাধক জানিয়া আমার সাধনায় তন্ময়

ও আমার পূজার সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানে সর্বদা নিযুক্ত থাকে, আমাকে নিবেদিত অন্নমাত্র ভোজন করে, সর্বভূতে আমাকে পূজা করে, সে-ই উত্তম সাধু। এই উত্তম ভক্তি সৎসঙ্গ দ্বারা যেমন জন্মে, বেদাধ্যয়ন ও ব্রত-তপস্যাদি দ্বারা তেমন জন্মে না। বৃত্রাসুর প্রহ্লাদ বৃষপর্বা বলি বাণ ময় বিভীষণ সুগ্রীব হনুমান্ জাম্ববান্ গজেন্দ্র জটায়ু তুলাধার ব্যাধ কুব্জা ব্রজাঙ্গনাগণ ও যাজ্ঞিক পত্নীগণ, ইহারা সকলেই আমার নিজ সঙ্গ দ্বারা ভক্তি লাভ করিয়াছিল। আমার ভক্তের সঙ্গও আমারই সঙ্গ। দেখ, ব্রজাঙ্গনাগণ আমাদের সঙ্গকালে এক রাত্রিকে ক্ষণার্ধ মনে করিত; আর, অক্রূর আসিয়া যখন আমাকে মথুরায় লইয়া গেল, তখন আমার বিরহে তাহারা এক রাত্রিকে এক কল্পবৎ মনে করিয়াছিল। আমার চিন্তায় তখন তাহারা নিজ দেহকেও জানিতে পারে নাই। নদীসকল যেমন সমুদ্রে পড়িয়া নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব হারায়, তাহারাও সেইরূপ আমাতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আমার স্বরূপ বা তত্ত্ব বুঝিত না, একমাত্র আমাকেই জানিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই পাইয়াছিল। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকল ছাড়িয়া একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারা আমারই শরণ লও, অকুতোভয় হইবে।

১২ অধ্যায় ১৬ শ্লোক—১৩ অধ্যায় ১৪ শ্লোক

উদ্ধব—আমার মনে একটি সংশয় জন্মিতেছে, কর্তা কে—আত্মা, না জীবের কর্ম?*

শ্রীভগবান্—সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর মনোময় সূক্ষ্মরূপ, স্বর বা বেদবাণী আকারে স্থূলরূপ ধারণ করেন, যেমন কাষ্ঠ-ঘর্ষণ দ্বারা বায়ু সাহায্যে উত্থিত অনল ঘৃত পাইয়া বর্ধিত হয়। আদিতে তিনি এক অব্যক্ত ছিলেন, মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন বীজসকল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু রূপ ধারণ করে। কর্মমাত্রই এই বিকাশের রূপ। সকল কর্তাই তিনি, কর্ম তাঁহারই মায়াশক্তি হইতে উৎপন্ন, তিনি পটতন্তুর ন্যায় এই বিশ্বে ওতপ্রোত। সংসারবৃক্ষে ভোগ ও মোক্ষ, বা দুঃখ ও সুখ, এই দুইটি ফল—আসক্ত দুঃখ-ফলের ও অনাসক্ত সুখ-ফলের ভোক্তা। উদ্ধব,

* স্বামীটীকা দেখুন।

তুমি একান্ত ভক্তি দ্বারা অর্জিত বিদ্যারূপ কুঠারের সাহায্যে এই জীবোপাধি লিঙ্গদেহকে ছেদন করিয়া পরমাত্মায় লীন হও, পরে কুঠারও বর্জন কর।

উদ্ধব—মানবগণ বিষয়কে বিপদের আধার জানিয়াও তাহা ভোগ করে। ইহার প্রতিকার কি?

শ্রীভগবান্—ইহার প্রতিকার—সমুদয় বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে নিবিষ্ট করা। ইহাই আমার সঙ্গে যোগ। অপ্রমত্ত জিত-শ্বাস ও জিতাসন হইয়া ধীরে ধীরে আমাতে মনকে সমাহিত করিবে।

১৩ অধ্যায় ১৫ শ্লোক—১৩ অধ্যায় শেষ

উদ্ধব—সনকাদি ঋষিগণকে আপনি যে কালে ও যেরূপে যে যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্—সনকাদি ঋষিগণ একদা ব্রহ্মার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, চিত্ত ও বিষয়—ইহাদের একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ ত স্বাভাবিক, তবে কিরূপে ইহা অতিক্রম করা যায়? ব্রহ্মা ইহার কোনও সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া আমাকে স্মরণ করায় আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া ঐ ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি বলিলাম—যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইসকলই আমি। চিত্ত ও বিষয় বা গুণ পরস্পরসম্বদ্ধ, জীব স্বশক্তি দ্বারা ঐ সম্বন্ধ অতিক্রম করিতে পারে না। দেহ জীবের প্রকৃত স্বরূপ নহে, উপাধিমাত্র, আমার স্বরূপই তাহার প্রকৃত স্বরূপ—এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেই চিত্ত ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত বাসনাসমূহের একান্তনিবৃত্তি হয়। গুণাধীন মনের অবস্থা আমারই মায়া দ্বারা কল্পিত, আমার ভজনা দ্বারাই ঐ মায়া নিরস্ত হয়।—এইরূপ বলিয়া আমি স্বধামে প্রস্থান করিলাম।

১৪ অধ্যায়—১-৩০ শ্লোক

উদ্ধব—ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেয়োলাভের বহু পথ উপদেশ করেন। সকল পথই কি সমান, না ভক্তিযোগই প্রধান?

শ্রীভগবান্—পূর্ব কল্পে সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি ব্রহ্মাকে যে বেদবাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা পরম্পরাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের

উপদেশ দ্বারা বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রিয়া যশ কাম ঐশ্বর্য শম দম যজ্ঞ তপস্যা দান ইত্যাদি পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকলই অনিত্য-ফল-ভোগাত্মক, সুতরাং শোকদুঃখপ্রদ। আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া যাহাদের মন তুষ্টিলাভ করে, তাহাদের সকলই সুখময় হয়। বিষয়ভোগীরা সে সুখ কোথায় পাইবে?

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥*

১১।১৪।১৪

—যিনি সমগ্র চিত্ত আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমা ছাড়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, যোগ-সিদ্ধি এমন কি পুনরায় জন্ম না হউক, এমন প্রার্থনাও করেন না।

এইরূপ ভক্তের পদরেণু দ্বারা পূত হইবার জন্য আমি নিয়ত তাঁহাদের অনুগমন করি। প্রকৃত ভক্ত কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না। ভক্তি সমস্ত পাপ দগ্ধ করে, চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ১১।১৪।২০

—হে উদ্ধব, তীব্র ভক্তিদ্বারা আমাকে যেমন পাওয়া যায়, যোগধর্ম, সাংখ্যধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ দ্বারাও তেমন পাওয়া যায় না।

রোমহর্ষ আনন্দাশ্রু ইত্যাদি চিত্তের দ্রবীভাবসূচক লক্ষণ দ্বারা এই ভক্তি প্রকাশিত হয়। অগ্নি-দগ্ধ স্বর্ণ যেমন আত্মমল পরিত্যাগ করে, ভক্তিপূত জীবও তেমন সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করে এবং সেই চিত্ত আমাতেই লীন করে। চিত্তশুদ্ধির জন্য স্ত্রী-সংসর্গ, এমন কি স্ত্রী-সঙ্গীদিগের সঙ্গও ত্যাগ করিবে। সমগ্র মনই আমাতে সমাহিত করিবে।

১৪ অধ্যায় ৩১ শ্লোক - ঐ অধ্যায় শেষ

উদ্ধব—আপনার ধ্যান কিরূপে করিতে হয়?

শ্রীভগবান্—ঋজুভাবে সম আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া, ক্রোড়দেশে এক

---

* তুঃ ৬।১১।২৫

হাতের উপর অন্য হাত রাখিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, রেচক কুম্ভক পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবে। তৎপর, অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদতুল্য হৃদয়স্থিত ওঙ্কারধ্বনিকে মূর্ধায় লইয়া গিয়া স্থির করিবে। প্রত্যহ ত্রি-সন্ধ্যায় দশবার করিয়া এইরূপ করিলে, এক মাসেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবে। তৎপব, হৃৎপদ্মে সূর্য চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে আমার সকল বিভূতি-সম্পন্ন চতুর্ভুজ মূর্তি ধ্যান করিবে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া, বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধারণ করিয়া, কেবল আমার সহাস্য মুখমণ্ডলই চিন্তা করিবে, অন্য কোন অঙ্গেরই চিন্তা করিবে না। এই ধারণা সুদৃঢ় হইলে তখন মনকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আকাশে ধারণ করিবে, তারপর, আকাশও ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মস্বরূপে আরূঢ় করিবে। তখন আর ধ্যাতৃ-ধ্যেয় ভাব থাকিবে না, জ্যোতিতে জ্যোতির ন্যায় মিশিয়া নির্বাণ লাভ করিবে।

১৫ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন—চিত্ত স্থির হইলে যোগীদিগের নিকট সিদ্ধিসকল আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

উদ্ধব—সিদ্ধি কত প্রকার? কোন্ ধারণা দ্বারা কোন্ সিদ্ধি আসে?

শ্রীভগবান্—সিদ্ধি ও ধারণা উভয়ই অষ্টাদশ প্রকার (ইহাদের নাম করিলেন)। যে যেরূপ ধারণা লইয়া আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমার সেই বিশেষ রূপের ধ্যান করে, সে সেই শক্তি লাভ করে। জিতেন্দ্রিয় দান্ত জিতশ্বাস জিতাত্মা যে মুনি এইভাবে ধারণা করেন, তাঁহার পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ নহে। কিন্তু,—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগযুক্তম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১১।১৫।৩৩,৩৫

—এইসকল সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে, কারণ ইহাতে মৎপরায়ণ উত্তম

যোগীদের সময় নষ্ট হয়। সকল সিদ্ধিরই, এবং যোগ সাংখ্য ও ব্রহ্মবাদীদের সকল ধর্মেরই, আমিই হেতু পতি ও প্রভু।

১৬ অধ্যায়

উদ্ধব—আপনার বিভূতিসকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্—কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অর্জুনকে ইহা বলিয়াছিলাম।* আমি সকল ভূতের অন্তরাত্মা ও অধিষ্ঠান, আমার বিভূতির কেহ সংখ্যা করিতে পারে না।

(আত্মিক ও ভৌতিক সকল শ্রেষ্ঠ গুণ ও বস্তুর নাম করিয়া বলিলেন।)—

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে কচিৎ॥ ১১।১৬।৩৮

—ঈশ্বর ও জীব, গুণ ও গুণী, এই যে দ্বিবিধ ভাব, ইহা সকলই সর্বাত্মা আমি ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড আমি সৃষ্টি করিয়াছি ও করিতেছি, আমার বিভূতিসমূহের সংখ্যা কে করিবে? হে উদ্ধব,—

যো বৈ বাঙ্‌মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥
তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ১১।১৬।৪৩,৪৪

—যে যতি বুদ্ধিদ্বারা বাক্য মন ও প্রাণকে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার ব্রত তপ ও দান কাঁচা ঘট হইতে সমস্ত জল চুয়াইয়া পড়িবার মত নিষ্ফল হয়। অতএব, আমাতে ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি ও আমা-পরায়ণ হইয়া মন বাক্য ও প্রাণকে সংযত কর, তাহাতেই কৃতকৃত্য হইবে।

* গীতা ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭ অধ্যায়

উদ্ধব—স্বধর্ম যেরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আপনাতে মানবগণের ভক্তি হয়, তাহা বলুন।

শ্রীভগবান্—বিভিন্ন যুগে আমি বিভিন্নভাবে উপাসিত হইয়াছি। এক এক জাতিরও এক এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি আছে। কিন্তু অহিংসা, সত্য, অ-চৌর্য, কামক্রোধলোভহীনতা, সর্বভূতের প্রিয় ও হিত চেষ্টা, সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য ও অসম্ভাব্য বর্জন, সর্বভূতে সদ্ভাব এবং মন বাক্য ও কায়ার সংযম—এ সমুদয় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম।

(ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় কয়েকটী বিশেষ কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন)—

এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্‌ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্মাশয়োঽমলঃ ॥
গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥ ১১।১৭।৩৬,৩৮,৪২

—এইসকল নিয়মপালনরূপ মহাব্রত ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া, তীব্র তপস্যাদ্বারা বাসনাসকল দগ্ধ করিয়া আমাতে ভক্তি লাভ (করিয়া সমাবর্তন-স্নান) করিবেন। তৎপর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৃহাশ্রম, প্রব্রজ্যা বা বনবাসবৃত্তি, যাহা ইচ্ছা অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র কামভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা ক্লেশ স্বীকার পূর্বক তপস্যা ও অনন্তসুখ-লাভের জন্য হইয়াছে।

(ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া পরে সকল গৃহস্থের সাধারণ কর্তব্য বলিতেছেন)।—

কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, কুটুম্ববান্ হইলেও অপ্রমত্ত থাকিবে।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ১১।১৭।৫৩

—পুত্র স্ত্রী আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত মিলন, পান্থশালায় মিলনের ন্যায়। স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গে নষ্ট হয়, এইসকল সম্পর্কও তেমন দেহান্তে লোপ পায়।

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ১১।১৭।৫৪

—এইরূপ বিবেচনা করিয়া মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিবে, গৃহে আসক্ত হইবে না।

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ১১।১৭।৫৭

—অহো, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ভার্যা ও শিশুসন্তানগণ আমা ব্যতীত দীন অনাথ ও দুঃখিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ কবিবে?

যাহারা এরূপ ভাবে, তাহারা মৃত্যুর পর তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

১৮ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন—বানপ্রস্থী ভার্যাকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা তাহাকে লইয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনে বাস করিয়া নিজের আহৃত বনজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, বল্কল পত্র বা অজিন পরিধান, কেশ লোম নখ শ্মশ্রু ধারণ, তিনবার স্নান ও ভূমিতলে শয়ন, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি ও শীতে শীতল জলে তপস্যা করিবে। প্রব্রজিত ব্যক্তি, আপৎকালেও দণ্ডকমণ্ডলু ভিন্ন আর কিছুই ধারণ করিবেন না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্‌দেহচেতসাম্।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥ ১১।১৮।১৬, ১৭

—পবিত্র স্থান দেখিয়া পদক্ষেপ করিবেন, অপরিষ্কার জল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবেন, সত্য বাক্য বলিবেন, মনের দ্বারা বিচার করিয়া শুদ্ধ আচরণ করিবেন। মৌন বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম-পরিত্যাগ দেহের দণ্ড এবং

প্রাণায়াম অন্তঃকরণের দণ্ড—যাহার এই তিন দণ্ড নাই, সে কেবল বংশ-দণ্ড ধারণ করিয়া যতি হইতে পারে না।

অনির্দিষ্ট সাতটি মাত্র গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে, ও আহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ যাচককে দান করিবে, সঞ্চয়ার্থ আহরণ করিবে না। সুখ-দুঃখাদি মায়ামাত্র জানিয়া, আত্মরত ও সমদর্শন হইয়া, সর্বদা আমার কথা চিন্তা করিয়া পুণ্যস্থানে বিচরণ করিবে। পরমহংস ধর্ম—পরমহংস ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের বহির্ভূত মানাপমানশূন্য হইয়া বালক ও জড়েব ন্যায় বিচরণ করিবেন। বেদবাদে বা শুষ্ক বাদবিবাদে রত হইবেন না। কাহাবও উদ্বেগ জন্মাইবেন না, বা নিজে উদ্বিগ্ন হইবেন না। কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না, কারণ ভূতসকল একাত্মক। ভোজ্য দ্রব্যের জন্য চেষ্টা করিবেন, কারণ প্রাণ ধারণ দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান, এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভোজ্য পাইলে হৃষ্ট বা না পাইলে বিষণ্ণ হইবেন না। ভোজ্য বা শয্যা উত্তম অনুত্তম যেমন হউক, গ্রহণ করিবেন। ত্রিদণ্ডধারী, অথচ অজিতেন্দ্রিয় অত্যাসক্ত অপক্বযোগী প্রতারক। শম ও অহিংসা ভিক্ষুর, তপশ্চর্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বানপ্রস্থের, যজ্ঞ ভূতগণের রক্ষা ও ঋতুকালাভিগমন গৃহীর, আচার্যসেবা ব্রহ্মচাবীর, ও আমার উপাসনা সর্বলোকের ধর্ম। ইহাতেই ভক্তি এবং ভক্তিতেই মুক্তি।

১৯ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আত্মবান্ ব্যক্তি এই সংসাবকে মাযামাত্র বুঝিয়া আমাকে একমাত্র ইষ্ট বলিয়া জানেন, আমি ছাড়া স্বর্গ বা মুক্তিও তাঁহার প্রিয় নহে। এই দেহ আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, মধ্যকালে কিছু সময়ের জন্য আপতিত হয় মাত্র, ইহা দ্বারা কি উপকার সাধিত হইতে পারে ?

উদ্ধব—এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মহৎজনেব আকাঙ্ক্ষিত ভক্তিযোগ আমাকে বলুন।

শ্রীভগবান্—পরমধার্মিক ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে মোক্ষধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার সারাংশ এই—সমুদয় পদার্থই একাত্মক, যাহা

নিত্য তাহাই সৎ, দৃষ্ট অদৃষ্ট সকল কর্মফলই নশ্বর—ইহাই শুদ্ধ জ্ঞান। ভক্তিযোগ তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে আবার বলি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকাম-বিবর্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যার্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

১১।১৯।২০-২৪

—আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার কীর্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, আমার স্তব, আমার সেবায় আদর, সকল অঙ্গ দ্বারা আমার অভিবাদন, আমা হইতেও আমার ভক্তের অধিক পূজা, সর্বভূতে আমার অস্তিত্ববোধ, আমার উদ্দেশে সকল কার্য করা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ উচ্চারণ করা, আমাতে মন অর্পণ, সকল কামনা ত্যাগ, আমার জন্য অর্থ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ, যজ্ঞ দান জপ ব্রত তপস্যা—হে উদ্ধব, এই সমস্ত ধর্ম দ্বারা আত্মনিবেদনকারী যেসকল মনুষ্যের আমাতে ভক্তি জন্মে, তাহাদের আর কোন্ প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে?

[উদ্ধবের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বারটি যম ও নিয়ম উল্লেখ করিয়া পরে বলিলেন—]

আমাতে যে বুদ্ধির নিষ্ঠা তাহাই শম, ইন্দ্রিয়সংযম দম, দুঃখসহন তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি। ভূতসকলের প্রতি সর্বপ্রকার বিরোধের ভাব পরিত্যাগই প্রকৃত দান, ভোগের প্রতি উপেক্ষাই তপস্যা, বাসনাজয়ই শূরত্ব, সমদর্শনই সত্য, প্রিয় ও সত্য বাক্যই ঋত, অধর্মে অনাসক্তিই শৌচ,

ত্যাগই সন্ন্যাস। ধর্মই ইষ্ট ও ধন, আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানের উপদেশই দক্ষিণা, মনের দমনই বল, সুখ-দুঃখ অনুসন্ধান না করার নামই সুখ, আকাঙ্ক্ষার নামই দুঃখ। সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, অনাসক্তই প্রভু, আসক্তই দাস। গুণদোষ দর্শনই দোষ, আর গুণদোষদর্শনবর্জিত যে স্বভাব, তাহাই গুণ।

[২০ অধ্যায়ে গুণদোষ-ভেদ-দর্শন-বিচার, ২১ অধ্যায়ে দ্রব্যদেশাদির গুণ-দোষ বিচার, ২২ অধ্যায়ে তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ-ভঞ্জন বিচার, ইত্যাদি তত্ত্বসকল বিবৃত হইয়াছে।]

২৩ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, কৃপণ ব্রাহ্মণ

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন*—অসৎ ব্যক্তির দুর্ব্যবহার কিরূপে সহ্য করা যায়?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এ বিষয়ে তোমাকে একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি। অবন্তীদেশে কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে অতি কৃপণ, লোভী ও কোপনস্বভাব, বাক্য দ্বারাও কাহাকেও তুষ্ট করিত না। নিজেকেও ভোগ দ্বারা তৃপ্ত করিত না, ধন কেবল সঞ্চয়ই করিত, স্ত্রী পুত্র বান্ধব ভৃত্য সকলের সঙ্গেই অসদ্ব্যবহার করিত; সুতরাং তাহারাও তাহার প্রতি সর্বদা অপ্রিয় আচরণ করিত। কালে তাহার সমস্ত অর্থ কিছু জ্ঞাতিগণ দ্বারা, কিছু দৈব উৎপাতে, কিছু দস্যুগণের লুণ্ঠনে, কিছু রাজদণ্ডে, নষ্ট হইল। তখন তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সে ভাবিল—অহো, আমি কি করিয়াছি? ধর্ম বা কাম, কোনটারই সেবা করি নাই; ব্যর্থ অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টায়ই প্রমত্ত রহিয়াছি। অর্থলোভ যশ ও গুণকে নষ্ট করে, চিন্তা ত্রাস ভ্রম আত্মীয়-ভেদ চৌর্য হিংসাদি জন্মায়। ধর্মানুসারে যাহারা বিত্তভাগী, সেই দেবতা ঋষি পিতৃগণ জ্ঞাতি বন্ধু ভূতগণ ও আত্মাকে না দিয়া যে কেবল সঞ্চয় করে, সে ইহলোকে অনুতাপ ও পরলোকে নরক ভোগ করে।

---

* ২২ অঃ শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

আমি এখন বৃদ্ধ, মৃত্যু কর্তৃক গ্রস্ত-প্রায়, অর্থ এখন আমার কোন্ উপকার করিবে? সর্বদেবময় শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাকে এই অনর্থপূর্ণ অর্থ হইতে মুক্ত করিয়া আমার উদ্ধারের উপায়স্বরূপ এই বৈরাগ্যরূপ ভেলা আমাকে দিয়াছেন। দেবতাদের অনুগ্রহে রাজা খট্বাঙ্গ মুহূর্ত মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্মসাধন দ্বারা নিজ অঙ্গ শোষণ করিব।

সেই ব্রাহ্মণ তখন সকল মায়া মোহ ছিন্ন করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন-বেশী ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য অনাসক্ত হইয়া অলক্ষিতভাবে গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিতেন। লোকেরা তাঁহার প্রতি নানা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার কন্থা কমণ্ডলু আসন ভিক্ষাপাত্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড একবার কাড়িয়া নিত, আবার কখনও বা কিছু ফিরাইয়া দিত। নদীতীরে যখন তিনি ভিক্ষায় বসিতেন, তখন তাঁহার মস্তকের উপর কেহ বা মূত্র, কেহ বা নিষ্ঠীবন, কেহ বা তাঁহার কাছে আসিয়া অধোবায়ু ত্যাগ করিত; কথা না বলিলে প্রহার করিত, চোর বলিয়া বাঁধিত বা অরণ্যচর পক্ষীর ন্যায় অবরুদ্ধ করিত। তিনি মনে করিতেন, নিজ দৈব ভোগ করিতেই হয়। তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্বক স্বধর্মে অব্যাহত থাকিয়া এই গাথা গাহিয়াছিলেন—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েৎ যৎ॥

১১।২৩।৪২

—এইসকল লোক বা দেবতা বা আত্মা বা গ্রহ কর্ম কাল—ইহারা আমার সুখ-দুঃখের কারণ নহে, মনই ইহার একমাত্র কারণ। মনের দ্বারাই সংসারচক্র আবর্তিত হয়।

মনকে বশে আনাই পরমযোগ। এক অঙ্গের দ্বারা অপর অঙ্গ আহত হইলে—যেমন জিহ্বার দংশনে—যে বেদনা হয়, তাহা যেমন নিজ অবশ অঙ্গেরই দোষ, অপরকে শত্রুমিত্র-বোধ বা অপরের প্রহারে বেদনা-বোধও তেমন অ-জিত মনেরই দোষ। সুখ দ্বারা আত্মাকে শীতল বা দুঃখ দ্বারা

---

* ১২৬-১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আত্মাকে উত্তপ্ত করা যায় না, যেমন হিমে বরফ শীতল হয় না, বা আগুনে আগুন উত্তপ্ত হয় না। অহংবোধরূপ অজ্ঞান হইতেই ভীতি। প্রবুদ্ধের ভয় কি, বা কাহা হইতে হইবে ?—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতনৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

১১।২৩।৫৭

—তিনি এরূপ স্থির করিলেন যে, পূর্বতন মহর্ষিদিগের দ্বারা উপদিষ্ট পরমাত্মায় নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া আমি মুকুন্দের চরণসেবা দ্বারা এই দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—নষ্টধন নির্বৃত্ত গতক্লেশ সেই ব্রাহ্মণ অসজ্জন-কর্তৃক পীড়িত হইয়াও এইরূপে স্বধর্মে অবিচল ছিলেন।

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ১১।২৩।৫৯,৬০

—আত্ম-বিভ্রমই জীবের সুখদুঃখের কারণ, অন্য কিছুই সুখদুঃখের কারণ নহে। অতএব, হে তাত, সর্বপ্রকার যত্নে আমাতে আবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত কর, ইহাই যোগের সার কথা।

[২৪ অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ ও ২৫ অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণসমূহের বৃত্তিনিরূপণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।]

২৬ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, পুরূরবা, উর্বশী

শ্রীভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব, শিশ্নোদরতৃপ্তিকারী অসৎ লোকের সংসর্গ করিলে এক অন্ধের অনুগমনকারী অপর অন্ধ যেমন পড়িয়া যায়, তেমনি

অন্ধকূপে পতিত হইতে হয়। ঐলরাজ পুরূরবা উর্বশীকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া* বহু বৎসর কখন দিন কখন রাত্রি আসিল কিছুই জানিতে পারে নাই। উর্বশী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কামভোগে অতৃপ্তচিত্ত সেই রাজা, 'হা জায়া, হা নিষ্ঠুরা, তুমি যাইও না', এই বলিয়া নগ্নবেশে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। সেই স্ত্রী যখন ফিরিয়া আসিল না, সেই বিশ্রুতকীর্তি সম্রাট তখন শোক সংবরণ করিয়া নির্বেদ লাভ করিলেন। তিনি এইসকল কথা বলিয়াছিলেন—'হায়, কামাভিভূতচিত্ত হইয়া আমার কি মোহ জন্মিয়াছিল! একটি নারী দ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া আমি এতদিন সূর্যের উদয়াস্তও জানিতে পারি নাই; নৃপতিকুলে শ্রেষ্ঠ হইয়াও একটি স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া এই দুর্লভ আয়ু অতিবাহিত করিলাম! সে তৃণের মত আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল, আর আমি কিনা পাদ-তাড়িত গর্দভের ন্যায় তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইলাম! কিন্তু উর্বশীরই কি দোষ? সে ত প্রবোধ-বাক্য বলিয়াছিল, আমিই তাহা বুঝিলাম না। রজ্জুতে যদি সর্পের ভ্রম হয়, রজ্জুর কি অপরাধ? দেহের স্বত্ব কাহার? পিতামাতার, কি ভার্যার, কি প্রভুর, কি বহ্নির, কি শৃগাল-কুক্কুরের?—এইরূপ ভাবিয়া সেই ঐলরাজ আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া আত্মারাম মুক্তসঙ্গ হইয়া উপরত হইলেন।—

> যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
> শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
> ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
> ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ১১।২৬।৩০,৩১

—অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেমন শীতভয় বা অন্ধকারের ভয় থাকে না, সাধুগণের সেবা করিলেও তেমন জড়তা, সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হয়। যে সাধু অনন্তগুণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট থাকে?

[২৭ অধ্যায়ে ক্রিয়াযোগ ও ২৮ অধ্যায়ে পরমার্থনিরূপণ-তত্ত্ব]

---

* ১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২৯ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, উদ্ধবের উপরতি

উদ্ধব বলিলেন, হে অচ্যুত, আপনি যে যোগচর্যা এক্ষণে উপদেশ করিলেন, তাহা অতি দুশ্চর মনে হয়। মানুষ যাহাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এরূপ উপায় বলুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিমিত্ত সকল কর্ম করা ক্রমশঃ অভ্যাস করিবে। সাধুগণের অনুষ্ঠিতমত আচরণ করিবে, আমার মহোৎসবাদি দর্শন করিবে, সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে আমাকে দেখিবে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, সাধু ও চোর, সূর্য ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, ক্রূর ও অক্রূর—সকলকে যিনি সমান দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। কুক্কুর, চণ্ডাল, গো-গর্দভ সকলকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্বভূতে যে মদ্ভাব অনুভব করা, তাহাই আমাকে লাভ করার সকল উপায় মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আত্ম-নিবেদনই মোক্ষলাভের পথ। ব্রহ্মবাদের সার কথা তোমাকে বলিলাম, ইহা জানিলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণমধ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, তাঁহাকে আমি আত্মদান করিয়া থাকি। দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ বা দুর্বিনীত অভক্তকে ইহা দিবে না। সখে উদ্ধব, তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছ ত? তোমরা সমস্ত মোহ ও শোক অপগত হইয়াছে ত?

শুকদেব বলিলেন—উদ্ধব তখন কৃতাঞ্জলি অবরুদ্ধকণ্ঠ ও অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। প্রণয়বশে ক্ষুব্ধ চিত্তকে ধৈর্যদ্বারা সংযত করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন—হে অজ, হে আদ্য, আপনার সন্নিধানগুণেই আমার সকল মোহ দূর হইয়াছে। নিজ-সৃষ্ট মায়া দ্বারা দাশার্হ-বৃষ্ণি-অন্ধক-সাত্বত কুলের প্রতি আমার যে স্নেহ-পাশ আপনিই বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আপনি স্বয়ংই আজ তাহা ছিন্ন করিয়া দিলেন।

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ১১।২৯।৪০

—হে মহাযোগী, আপনাকে নমস্কার। আপনাতে প্রপন্ন আমাকে এরূপ অনুশাসন করুন, যেন আপনার চরণ-পদ্মে আমার অক্ষয় রতি থাকে।'

শ্রীভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব, এক্ষণে তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় গমন কর, সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন দ্বারা শুচি হও। অলকানন্দা-দর্শনে সকল পাপ বিধুত করিয়া, হে অঙ্গ, বল্কল পরিধান ও বন্যফল ভোজন করিয়া, সকল দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ করিয়া, আমার প্রদত্ত জ্ঞান শান্ত ও সমাহিত চিত্তে নির্জনে সর্বদা স্মরণ করিও। এইরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

উদ্ধব তখন পুনরায় শ্রীভগবানের পদদ্বয় অশ্রুজলে নিষিক্ত করিয়া, তাঁহার পাদুকাদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া, বারংবার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, স্নেহকাতর ও নিতান্ত আতুর হৃদয়ে মহাশ্রম বদরিকায় চলিয়া গেলেন। সেখানে যথোপদিষ্টভাবে তপস্যা করিয়া শ্রীহরির সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥ ১১।২৯।৪৯

—যে বেদকর্তা জীবের ভবভয় দূর করার জন্য মধুকরের ন্যায় সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমস্ত বেদের সার আহরণ করিয়া সাগরমন্থনোত্থিত অমৃতের মত নিজ ভৃত্যদিগকে পান করাইয়াছিলেন, কৃষ্ণনামা সেই আদি পরমপুরুষকে নমস্কার করি।

৩০ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, যদুগণ, প্রভাস, বলরাম, ব্যাধ, দারুক

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাভাগবত উদ্ধব বনে চলিয়া গেলে ভূতভাবন শ্রীভগবান্ কি করিলেন? স্ত্রীগণ যাঁহাকে একবার দেখিলে চোখ আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই, যাঁহার চরিতকথা কবিদিগের রতি ও

সাধুদিগের তন্ময়তা জন্মায়, কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে শত্রুসৈন্যগণও যাঁহাকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়াই তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল, তিনি কিরূপে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন ?

শুকদেব বলিলেন—সর্বত্র মহোৎপাতসকল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধর্মা-সভায় সমবেত যাদবমণ্ডলীকে বলিলেন—আর মুহূর্তমাত্রও আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে। স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণ শঙ্খোদ্ধারতীর্থে গমন করুন ; আমরা সকলে পশ্চিমবাহিনী সরস্বতীর তীরে প্রভাসে গিয়া অরিষ্টনাশকারী পূজা-দানাদি মঙ্গলকার্য করিব। সকলে 'তথাস্তু' বলিয়া নৌকা দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথারোহণে প্রভাসে চলিয়া গেল। তাহারা সেখানে পূজা-দানাদি সকলই করিল, কিন্তু দৈববশে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া প্রচুরপরিমাণে মৈরেয় নামক মদ্য পান করিল এবং মত্ত হইয়া পরস্পর মহাকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পরস্পরকে প্রহার ও নিধন করিতে লাগিল। দাশার্হ বৃষ্ণি অন্ধক ভোজ সাত্বত মধু অর্বুদ মাথুর শূরসেন বিসর্জন কুকুর ও কুন্তিবংশীয়গণ এবং প্রদ্যুম্ন সাম্ব অক্রূর ভোজ অনিরুদ্ধ সাত্যকি সুভদ্র সংগ্রামজিৎ গদদ্বয় সুমিত্র সুরথ প্রভৃতি মহাবীরগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, বান্ধব বান্ধবকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। অস্ত্রসকল নিঃশেষ বা ক্ষয়িত হইলে তাহারা মুষ্টি দ্বারা এরকাতৃণসকল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারাই একে অন্যকে আঘাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণ-বলরামকেও তাহারা ঐরূপে আঘাত করিল। রাজন্‌, তখন রাম ও কৃষ্ণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এরকামুষ্টিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করিলেন। তারপর—

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্‌।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥
রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্‌॥
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্‌ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ১১।৩০।২৬,২৭,২৮

—বলরাম পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মাকে

আত্মাতে যুক্ত করিয়া মানুষলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন বলরামের তিরোভাব দেখিয়া, একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপগত হইয়া, নিজ প্রভায় উজ্জ্বল চতুর্ভুজ মূর্তি দ্বারা দিক্‌সকল আলোকিত করিয়া, তুষ্ণীভূত হইয়া, ধূমহীন বহ্নির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার শ্রীবৎস-চিহ্নিত তপ্তকাঞ্চনপ্রভ জলদশ্যামল দেহ পীত কৌষেয়-বস্ত্রদ্বয়ে আবৃত, সুন্দর বদন নীলকুন্তল ও মঙ্গলময় হাস্যে মণ্ডিত, নয়নদ্বয় পুণ্ডরীকের ন্যায় মনোহর, কর্ণদ্বয় মকরকুণ্ডলশোভিত। কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র কিরীট কটক অঙ্গদ হার নূপুর মুদ্রা কৌস্তুভ বনমালা ও নিজ অস্ত্রসকল দ্বারা বিভূষিত হইয়া তিনি দক্ষিণ উরুর উপর কোকনদতুল্য রক্তবর্ণ নিজ বামচরণ স্থাপন করিলেন। তখন জরা নামক ব্যাধ মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডযোগে যে তীর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিল তদ্দ্বারা, মৃগ মনে করিয়া, মৃগাকার তাঁহার চরণতল বিদ্ধ করিল। নিকটে আসিয়া চতুর্ভুজ সেই পুরুষকে দেখিয়া মহাপরাধ-ভয়ে ভীত হইয়া সেই ব্যাধ তাঁহার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া ধরাতলে পতিত হইল—

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ॥ ১১।৩০।৩৫

—হে অনঘ, হে উত্তমঃশ্লোক, হে মধুসূদন, আমি পাপিষ্ঠ, না জানিয়া এই কার্য করিয়াছি, আমার এই পাপ ক্ষমা করুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—ব্যাধ, তুমি ভীত হইও না, তুমি আমার অভিলষিত কার্যই সাধন করিয়াছ, সুকৃতিগণের পদস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ কর। জরা ব্যাধ শ্রীভগবান্‌কে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে নীত হইল।

কৃষ্ণসারথি দারুক রথ লইয়া আসিয়া প্রভুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে তাঁহার পদমূলে পতিত হইল। সে বলিল—

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং যথা নিশায়ামুডুপে প্রণষ্টে॥
১১।৩০।৪৩

—হে প্রভো, নিশাকালে চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে অন্ধকারে প্রবিষ্ট দৃষ্টি

যেমন নষ্ট হয়, আপনার পাদপদ্ম না দেখিতে পাইয়া আমারও তেমন দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে, দিগ্‌জ্ঞান হারাইয়াছি, শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

দারুক এইপ্রকার বলিলে, সেই গরুড়ধ্বজ রথ অশ্ব ও ধ্বজসহ স্বয়ং আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইল। বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্রসকলও তৎপশ্চাৎ চলিয়া গেল।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—দারুক, তুমি সত্বর দ্বারকায় গিয়া সকলকে এই যদুকুল ধ্বংস এবং বলরাম ও আমার তিরোভাব-বৃত্তান্ত বল। আর বলিও, আমার পরিত্যক্ত সেই পুরীকে সমুদ্র শীঘ্রই গ্রাস করিবে, সকলে অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। আর—

> ত্বন্তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
> মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ ১১।৩০।৪৯

—তুমি আমার ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া, সর্বত্র উপেক্ষাশীল ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, এসকল আমার মায়ারচিত ইহা জানিয়া, বৃথা শোক পরিত্যাগ কর।

দারুক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া নিতান্ত দুর্মনা হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

৩১ অধ্যায়

শুকদেব, বসুদেব প্রভৃতি, অর্জুন, বজ্র, পরীক্ষিৎ, মহাপ্রস্থান

অনন্তর ব্রহ্মা ও প্রধান প্রধান সমস্ত দেবগণ পিতৃগণ সিদ্ধ গন্ধর্ব বিদ্যাধর চারণ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর অপ্‌সরা ও দ্বিজগণসহ শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম ও স্তব গান করিতে করিতে আকাশপথ বিমানসঙ্কুল করিয়া তাঁহার নির্যাণ দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ তখন পদ্মনেত্রদ্বয় একবার নিমীলিত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল স্বীয় তনু সহ স্বধামে প্রবেশ করিলেন। আকাশ হইতে পুনঃ পুনঃ পুষ্প বর্ষিত হইল ও দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইয়া উঠিল।

সত্য ধর্ম ধৃতি কীর্তি ও শ্রী তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। দেবাদি সকলে স্বলোকে প্রস্থান করিলেন।

রাজন্‌, সেই পরমপুরুষের দেহধারিরূপে জন্ম কর্ম ও অন্তর্ধানকে নটের ন্যায় মায়ার কার্য বলিয়া জানিবে। তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানা কার্যরূপে ইহাকে বিস্তারিত করিয়া, অন্তে ইহার সংহার করিয়া, নিজ মহিমায় অবস্থান করেন। যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করিলেন, যিনি দেবাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে সঞ্জীবিত করিলেন, যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন, তিনি কি স্বদেহরক্ষায় অক্ষম ছিলেন? সকল উৎপত্তি ও সংহারের একমাত্র কারণ সুতরাং অশেষ শক্তির আধার হইয়াও, যদুকুল সংহার করিয়া, নিজ শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না; মর্ত্য শরীর দ্বারাই যে দিব্যগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখাইলেন।

দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত হইয়া অশ্রু দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন, এবং বৃষ্ণিবীরগণের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলে মৃত বান্ধবগণকে দেখিতে গিয়া মুখে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবকী রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে কাতর হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতিগণের দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণময়প্রাণ মহিষীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

অর্জুন বিরহকাতর হইয়াও কোনক্রমে নিজকে সান্ত্বনা দিয়া সকলের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেন। সমুদ্র শ্রীভগবানের আলয় ভিন্ন সমগ্র দ্বারকাপুরীতে প্লাবিত করিল। অর্জুন হতাবশিষ্ট স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন এবং অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে তথায় অভিষিক্ত করিলেন।

রাজন্‌, তখন তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট সুহৃদ্‌বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তোমাকে বংশধর রাখিয়া, সকলে মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন।

দ্বাদশ স্কন্ধ

১ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ চন্দ্রবংশ

শ্রীশুক বলিলেন—চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথের শেষ বংশধর পুরঞ্জয় নিজ অমাত্য শুনক কর্তৃক নিহত হইবেন। শুনকের বংশীয় পাঁচজন রাজা মোট ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপর শিশুনাগবংশীয় দশজন ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করিলে মহানন্দের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র নন্দ বা মহাপদ্ম প্রভৃত ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হইয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন। রাজন্, তোমার জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত ১১১৫ বৎসর হইবে। নন্দ ও তাহার পুত্রগণ ১০০ বছর রাজত্ব করার পর এক ব্রাহ্মণ মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তাহার পুত্র বারিসার, তৎপুত্র অশোকবর্ধন এবং তাহার শেষ বংশধর বৃহদ্রথ ৩৩৭ বৎসর রাজত্ব করিলে বৃহদ্রথ তাঁহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্তৃক নিহত হইবেন। শুঙ্গবংশ নামে পরিচিত হইয়া পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ ১১২ বৎসর রাজত্ব করার পর শেষ রাজা দেবভূতি তাঁহার অমাত্য কণ্ববংশীয় বসুদেব কর্তৃক নিহত হইবেন। কণ্ববংশীয়গণ সুশর্মা পর্যন্ত ৩৪৫ বৎসর এবং সুশর্মা অন্ধ্রদেশীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা নিহত হইলে সেই অন্ধ্রবংশীয়গণ ৪৫৬ বৎসর, তৎপর আভীর গর্দভী কঙ্ক যবন তুরুষ্ক গুরুণ্ড ও মৌল বংশীয়গণ ১৩৯৯ বছর, তৎপর কিলকিলা পুরীতে ভূতনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন ১০৬০ বছর, তৎপর বাহ্লীকবংশীয়গণ খণ্ড খণ্ড মণ্ডলের অধিপতিস্বরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিবে। তারপর মগধরাজ বিশ্বস্ফূর্জি গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত অধিকার করিয়া সকলকে ম্লেচ্ছপ্রায় করিবেন। সৌরাষ্ট্র অবন্তী শূর অর্বুদ মালব দেশবাসী জনাধিপতিগণও উপনয়নবর্জিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। সিন্ধুনদের তীরে ম্লেচ্ছাচারিগণ চন্দ্রভাগা কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবে। ইহারা অল্পায়ু অল্পবল রজঃ ও তমোগুণী এবং প্রজাপীড়ক হইবে, এবং অন্যান্য দেশের রাজগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

২ অধ্যায়

কলি

রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠগমন হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইবে। এই যুগে সকলপ্রকার ধর্মাচার নষ্ট হইতে থাকিবে, ধন ও বলই প্রবল হইবে। অভিরুচিমত স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়বিক্রয়, রতিকৌশল দ্বারা স্ত্রীপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুল বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য এবং দম্ভ দ্বারা সাধুত্ব নিরূপিত হইবে। উদরপূরণই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা এবং যশোলাভের জন্যই ধর্ম, এইরূপ বিবেচিত হইবে। বলবান্ই রাজা হইবে। করভারপীড়িত ও রাজা দ্বারা অপহৃতধন ও হৃতদার প্রজাগণ পর্বত-কাননে আশ্রয় লইবে, অনেকে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিবে। হিম-রৌদ্র-বিবাদ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধিসন্তপ্ত লোক বিশ বা ত্রিশ বৎসর মাত্র বাঁচিবে। পরিশেষে ধর্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু শম্ভলগ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি নামে আবির্ভূত হইবেন। তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজচিহ্নধারী দস্যুগণকে বধ করিবেন। চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও ইক্ষাকুবংশীয় মরু এক্ষণে কলাপগ্রামে আছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম বিস্তার করিবেন। বাসুদেব কল্কির অঙ্গধ্যানে ও করস্পর্শে প্রজাদিগের মন নির্মল হইলে ক্রমে সাত্ত্বিক প্রজা প্রসূত হইবে। চন্দ্র সূর্য বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে একযোগে এক রাশিতে প্রবেশ করিলে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ক্রমানুসারে প্রবর্তিত হয়।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্, তোমাকে যেসকল রাজগণ ও অপরাপর ব্যক্তির কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই পৃথিবীর প্রতি মমত্ব বোধ করিতেন, কিন্তু সকলকেই এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ দেহের জন্য যাহারা অপর জীবের প্রতি দ্রোহ করে, তাহারা কি নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারে? তাহারা ভাবে, এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষগণের ছিল, এক্ষণে আমার আছে, এবং চিরকাল আমার বংশীয়গণেরই থাকিবে। তেজ বল ও অন্ন-ময় এই শরীরকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া ও এই ভূমিকে 'আমার ভূমি' মনে করিয়া ঐ অবোধগণ এক্ষণে অদর্শন হইয়াছেন।—

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ ॥ ১২।২।৪৪

—রাজন্, যেসকল ভূপতি স্বীয় প্রতাপের বলে পৃথিবী ভোগ করেন, কালে তাঁহারা কথামাত্রে পর্যবসিত হইয়া থাকেন।

৩ অধ্যায়

যুগ

রাজন্, রাজ্যজয়েচ্ছু রাজগণকে পরস্পর স্পর্ধা ও প্রহার করিতে দেখিয়া এবং পিতা পুত্র ভ্রাতার পরস্পর দ্রোহ দেখিয়া পৃথিবী তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলেন—হায়, এই মৃত্যুর ক্রীড়নকেরা কি একবারও মনে করে না যে, মনু ও তৎপুত্রগণ সকলেই ত এখানে ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন? পৃথু পুরূরবা গাধি ভরত নহুষ কার্তবীর্যার্জুন মান্ধাতা সগর রাম খট্বাঙ্গ ধুন্ধুমার রঘু তৃণবিন্দু যযাতি শান্তনু গয় ভগীরথ কুবলয়াশ্ব ককুৎস্থ নৈষধ নৃগ হিরণ্যকশিপু বৃত্র রাবণ নমুচি শম্বর নরক হিরণ্যাক্ষ তারক, সকলেই মহাবীর ও যুদ্ধে অজেয় ছিলেন; কিন্তু—'কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো'—কালে তাঁহারা কথাবশেষমাত্র ও অকৃতার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। রাজন্, তোমার জ্ঞান ও বৈরাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্তই ঐসকল রাজাদের কথা বিস্তারিতভাবে তোমাকে বলিলাম।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, কলির যুগধর্ম, এবং কি প্রকারে ইহার দোষ হইতে লোকসমূহ রক্ষা পাইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন।

শুকদেব বলিলেন—সত্যযুগে সত্য দয়া তপস্যা ও দান নামে ধর্মের চারিপাদ থাকে। ত্রেতায় এক পাদ নষ্ট হইয়া মিথ্যা-হিংসা-অসন্তোষ-বিরোধরূপ অধর্মের এক পাদ তাহাতে যুক্ত হয়। দ্বাপরে আর একটি পাদ হ্রাস পায় এবং অধর্মের আর একটি পাদ যুক্ত হইয়া কলিতে ধর্মের একটি পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণবশতঃ জ্ঞান ও তপস্যায়, ত্রেতায় রজোগুণবশে কাম্যকর্ম ও যশোলাভে, দ্বাপরে রজস্তমো-মিশ্রিত গুণবশতঃ মান-দম্ভাদিতে এবং কলিতে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া-মিথ্যা-তন্দ্রা-

শোক-মোহ-ভয়াদিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। পুরুষগণ কামী, বহু-আহারকারী, স্ত্রীগণ বহুপুত্রা নির্লজ্জা কটুভাষিণী স্বেচ্ছাচারিণী, জনপদসকল দস্যুপ্রধান, রাজগণ প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদরপরায়ণ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ তপস্বী ও যতিগণ নিজ নিজ ধর্মত্যাগী, বণিকগণ কপটতা করিয়া ক্রয়বিক্রয়কারী, প্রভুভৃত্য পরস্পরপরিত্যাগী, পিতা প্রভৃতি অপেক্ষা লোকে ননান্দ-শ্যালকাদির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট, শূদ্রগণ ধর্মবক্তা, প্রজাগণ দুর্ভিক্ষকরভারপীড়িত এবং একটি কপর্দকের জন্যও পরস্পরের প্রাণহন্তা হইবে। তাহারা পাষণ্ডগণ কর্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীভগবানের পূজা করিবে না। তিনি কলিকৃত সকল দোষ সকল অশুভ নাশ করেন. তিনি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, বিদ্যা-তপস্যাদি দ্বারা তেমন হয় না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা এবং কলিতে কেবল শ্রীহরির কীর্তন দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্॥ ১২।৩।৪৯

—অতএব, হে রাজন্, সর্বপ্রকারে অবহিত হইয়া কেশবকে হৃদয়স্থ কর, তাহাতেই মৃত্যুর পর পরমা গতি লাভ করিবে।

[৪ অধ্যায়ে পরমার্থনির্ণয়তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে]

৫ অধ্যায়

শুক, পরীক্ষিৎ

শুকদেব বলিলেন—

ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্‌ক্ষ্যসি॥ ১২।৫।২

—রাজন্, 'আমি মরিব' এরূপ পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর। তোমার দেহ যেমন পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অতঃপর নষ্ট হইবে, তুমি (আত্মা) তেমন নও।

কাষ্ঠে যেমন বহ্নি থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ বহ্নি নহে, সেইরূপ আত্মা দেহে থাকেন, কিন্তু তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র। ঘট ভাঙ্গিলে ঘটস্থ আকাশ যেমন বহিরাকাশ প্রাপ্ত হয়, দেহ নষ্ট হইলে জীব তেমন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তৈল সলিতা ও অগ্নি—ইহাদের সংযোগকে প্রদীপ বলে, দেহের সহিত আত্মার সংযোগকে তেমন জন্ম বলে। সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, দেহের আধার, তথাপি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। রাজন্‌, তুমি অনুমানাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে ইহা বুঝিয়া বাসুদেবের চিন্তা দ্বারা আত্মস্থ আত্মার বিষয়ে এইরূপ বিচার কর। তাহা হইলে—

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্‌॥
অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্‌।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২।৫।১০-১২

—ব্রাহ্মণবাক্যে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে না, সকল মৃত্যুর অধীশ্বরস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী তোমাকে কোন মৃত্যুই দংশন করিতে পারিবে না। 'আমি সেই পরমধাম পরমপদ ব্রহ্ম', এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে নিষ্কল ব্রহ্মে সমাহিত কর—দেখিবে, তোমার পদে বিষমুখ দ্বারা দংশনকারী লেলিহান তক্ষক, তোমার নিজ দেহ, বা এই সমগ্র বিশ্ব, কিছুই তোমার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।

৬ অধ্যায় ১—৩৫ শ্লোক

শুক, পরীক্ষিৎ, কশ্যপ, তক্ষক, জনমেজয়, বৃহস্পতি

সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন—নিখিলাত্মদ্রষ্টা সমদর্শী ব্যাসনন্দন শুকদেবকথিত এই ভাগবতবৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ তখন শুকদেবের পাদমূলে মস্তক স্থাপন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—অহো, আপনার কি করুণা! আপনি আমাকে অনাদি অনন্ত শ্রীহরির কথা শুনাইলেন, আমি

কৃতকৃত্য হইলাম। ভগবন্, তক্ষক বা অপর যাহা হইতে যে প্রকারের মৃত্যুই আসুক না কেন, আর আমি ভয় করি না, আমার সকল অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, আপনি আমাকে পরম মঙ্গলময় ভগবৎপদ দেখাইয়াছেন, আমাকে অভয় ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অনুমতি করুন, এক্ষণে আমি বাক্য ও সমস্ত বাসনামুক্ত চিত্তকে সমাহিত করিয়া প্রাণত্যাগ করি।

শ্রীশুকদেব তখন রাজাকে দেহত্যাগে অনুমতি দিয়া রাজা কর্তৃক স্তুত হইয়া ভিক্ষুগণসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তর-মুখে উপবিষ্ট হইয়া, নিঃসংশয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া—

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥ ১২।৬।৯

—পরীক্ষিৎও বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে আত্মায় সমাহিত করিয়া বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে তক্ষক রাজাকে দংশন করিতে আসিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, বিষবৈদ্য কশ্যপও পরীক্ষিৎ-সভায় যাইতেছেন। তক্ষক কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়া রাজাকে দংশন করিল। ব্রহ্মভূত সেই রাজর্ষির দেহ উপস্থিত সকলের সাক্ষাতে বিষোত্থিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্বত্র হাহাকারধ্বনি উঠিল, দেব মানব অসুর সকলেই বিস্মিত হইল। দেবগণ সাধুবাদ পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদ এবং গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নরগণ গান করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক সুমহৎ সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সর্পসমূহকে একে একে সেই মন্ত্রপূত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণ লইলেন। ঋত্বিক্‌গণ জনমেজয়ের নির্দেশে স্বয়ং ইন্দ্রসহ তক্ষকের নামে আহুতি প্রদান করিলে ইন্দ্র নিজ বিমানে তক্ষকসহ আকাশ হইতে দ্রুত পতিত হইতেছেন দেখিয়া অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি রাজা জনমেজয়কে বলিলেন—রাজন্, তক্ষক অমৃত পান করিয়া অজর ও অমর হইয়াছে, সে বধযোগ্য নহে। আর দেখ—

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মনা।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ১২।৬।২৫

—রাজন্, জীবের জীবনমরণ নিজ কর্মদ্বারাই হয়, সুখদুঃখদাতা অন্য কেহ নহে। অতএব এই আভিচারিক যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হও। রাজা জনমেজয় মহর্ষির বাক্যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন।

সূত বলিলেন—ঋষিগণ, আত্মবিদ্‌গণ দম্ভ অহঙ্কার ও দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া সমাধিদ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্ত্বকেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥ ১২।৬।৩৪

—মিথ্যোক্তি সহ্য করিবে, কাহারও অপমান করিবে না, এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না।

৬ অঃ ৩৬ শ্লোক—৭ অঃ শেষ

বেদ

শৌনক বলিলেন—হে সৌম্য, বেদসকল কিরূপে কত ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা আমাদিগকে বল।

সূত বলিলেন—ব্রহ্মন্, সিসৃক্ষু ব্রহ্মার হৃদয়-আকাশ হইতে প্রথমে একটি নাদ ও পরে ঐ নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। ঐ ওঙ্কার পরব্রহ্মের প্রতীক এবং সকল মন্ত্রোপনিষদের সনাতন বীজস্বরূপ। তাহা হইতে ব্রহ্মা চতুর্মুখে চারি বেদ সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় পুত্র মরীচ্যাদি ঋষিগণকে এবং তাঁহারা নিজ নিজ পুত্রদিগকে ঐ বেদ শিক্ষা দেন। দ্বাপরান্তে মহর্ষিগণ বেদসকলকে ক্রমশঃ বিভাগ করেন। পরাশরপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উহাকে চারিটি ভাগ করিয়া বহ্বৃচ্ নামক ঋগ্‌বেদ-সংহিতা পৈল নামক শিষ্যকে, নিগদ নামক যজুর্বেদ বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সামবেদ জৈমিনিকে এবং আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ববেদ সুমন্তুকে উপদেশ করেন। এই চারি বেদ ঐ মূল ঋষিগণের পুত্রাদি বা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হয়।

ঋগ্বেদের এক ভাগ পৈল নিজ শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে ও অপর ভাগ শিষ্য বাষ্কলকে বলেন। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার ভাগ শিষ্য মাণ্ডুকেয়কে,

মাণ্ডুকেয় শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে এবং পুত্র সাকল্যকে, সাকল্য নিজ অংশ পাঁচ ভাগ করিয়া বাৎস্য মুদ্গল শালীয় গোখল্য ও শিশিরকে, সাকল্যের অপর শিষ্য জাতুকর্ণ্য নিজ অধীত সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নিরুক্ত ব্যাখ্যাসহ বলাক পৈল জাবাল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দেন। বাস্কলের পুত্র বাস্কলি সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া বালখিল্য নামে একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া বালায়নি ভস্ম ও কাসারকে অধ্যয়ন করান। বাস্কলের ভাগ তাঁহার চারি শিষ্য বোধ্য যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর ও অগ্নিমিত্র প্রাপ্ত হন।

যজুর্বেদের একভাগ বৈশম্পায়ন শিষ্য চরক নামে অভিহিত অধ্বর্যুগণকে ও অপরভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে দেন। চরকগণ বৈশম্পায়নের ব্রহ্মহত্যা জন্য এক যজ্ঞ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য উহার নিন্দা করায় বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীত বিদ্যা ত্যাগ করিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উহা উদ্গীর্ণ করিয়া দেন, কয়েকজন ঋষি তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া উহা গ্রহণ করেন। তজ্জন্য ঐ শাখায় নাম 'তৈত্তিরীয়'। তৎপর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়া বাজি বা অশ্বরূপধারী সূর্য্যের 'সন' বা কেশর হইতে ত্যক্ত ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত যজুর্বিদ্যা লাভ করেন। সেইজন্য ইঁহার প্রবর্তিত বেদশাখার নাম 'বাজসনেয়'। ইহা তিনি ১৫টি শাখায় বিভক্ত করেন। ইহাদের প্রধান দুইটি শাখা তাঁহার প্রধান দুই শিষ্যের নামে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন বলিয়া পরিচিত হয়।

সামবেদ জৈমিনি পুত্র সুমন্তুকে দেন। তিনি উহার একটি সংহিতা করেন, তৎপুত্র সুত্বান্ অপর একটি সংহিতা করেন এবং তৎশিষ্য সুকর্ম্মা ঐ সংহিতাটিকে এক হাজার শাখায় ভাগ করেন। সুকর্ম্মার পাঁচ শিষ্য—কৌশল্য হিরণ্যনাভ পৌষ্যঞ্জি ব্রহ্মজিৎ ও আবন্ত্য। হিরণ্যনাভ ও পৌষ্যঞ্জির উত্তরদেশীয় ৫০০ শিষ্য ৫০০ শাখা অধ্যয়ন করেন। ইহারা উদীচ্য ও প্রাচ্য সামগ নামে কথিত। পৌষ্যঞ্জির অপর পাঁচ জন শিষ্য প্রত্যেকে শতসংখ্যক সংহিতা কণ্ঠস্থ করেন। আবন্ত্য অবশিষ্ট শাখা নিজ শিষ্যগণকে দেন।

অথর্ববেদ সুমন্তু তৎশিষ্য কবন্ধকে, কবন্ধ তৎশিষ্য পথ্য ও বেদদর্শকে, পথ্য তৎশিষ্য বজ কুমুদ শুনক ও জাজলিকে, শুনক বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে, সৈন্ধবায়ন সাবর্ণিকে, শেখান। বেদদর্শ শৌক্লায়নি মোদোষ ও পিপ্পলায়নিকে শিক্ষা করান। নক্ষত্রকল্প শান্তি কাশ্যপ আঙ্গিরস ঐ বেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

[অতঃপর মহাপুরাণ ও উপপুরাণসমূহের আচার্যগণের নাম বিবৃত হইয়াছে।]

৮-১০ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়, শিব, পার্বতী

শৌনক বলিলেন—মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়কে চিরজীবী বলে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, বল।

সূত বলিলেন—মার্কণ্ডেয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীহরির অর্চনা করিতেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুকে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশ হইলে একবার মাত্র ভোজন করিতেন; আদেশ না পাইলে উপবাসী থাকিতেন। অযুতাযুত বর্ষকাল এইরূপে তপস্যা করিয়া মার্কণ্ডেয় মৃত্যুকে জয় করেন। তপস্যায় ছয় মন্বন্তর অতীত হইল। ইন্দ্র স্বীয় পদ হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া নিশামুখে উদিত চন্দ্র, বসন্ত, মলয়বায়ু, নৃত্যগীতকুশল অপ্সরোগণ ও পঞ্চশর কামদেবকে লইয়া হিমাচলের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হইলেন। অবসর বুঝিয়া কামদেব স্বীয় ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন; কিন্তু অচিরাৎ সেই মুনির তেজপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। তখন নরনারায়ণের রূপ ধারণ করিয়া শ্রীহরি তথায় উপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া রোমাঞ্চিতদেহে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে ক্ষণকাল কিছুই বলিতে পারিলেন না; পরে গদ্গদ বাক্যে 'নমো নমঃ' এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চিত ও সুখাসনে উপবিষ্ট তাঁহাদিগের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ঋষি তাঁহাদের স্তব করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আমরা তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। ঋষি বলিলেন—আপনাদের দর্শনেই কৃতার্থ হইয়াছি, বর চাহি না; তবে, আপনাদের মায়া দর্শন করিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। নরনারায়ণ 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর একদা সন্ধ্যাকালে ঐ ঋষি পুষ্পভদ্রা নদীতীরে উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় এক মহা-ঝটিকা উত্থিত হইল। বিদ্যুৎযুক্ত মেঘসকল বিপুল বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, সমুদ্রসকল পৃথিবীকে গ্রাস করিল, সমস্ত

জীবজন্তু অদৃশ্য হইল, কেবল ঐ ঋষি জড় ও অন্ধের ন্যায় স্বীয় জটা বিক্ষেপ করিতে করিতে ঐ জলরাশির উপর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশ দিক্ পৃথিবী কিছুই জানিতে পারিলেন না, নিজেকে অপার অন্ধকারে পতিত, বায়ুতরঙ্গ ও জলজন্তুতাড়িত, কখনও শোক, কখনও মোহ, কখনও ভয়-দুঃখ কখনও বা মৃত্যুকর্তৃক গ্রস্তপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, তিনি এক উচ্চস্থানে একটি বটবৃক্ষ দেখিলেন। তাহার একটি শাখায় একটি পত্রপুটে শয়ান মহাপ্রভাবান্বিত এক শিশু হস্তদ্বারা নিজ চরণ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহা পান করিতেছে—এইরূপ দেখিয়া ঐ শিশুর নিকট গেলেন। ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর শ্বাসপবনে তাড়িত হইয়া তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন এবং সেখানে নানা অদ্ভুত দৃশ্য ও নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। বালকের শ্বাসবেগে তাহার দেহমধ্য হইতে নিঃসারিত হইয়া ঋষি পুনর্বার সেই ঘোর অর্ণবে নিপতিত হইলেন। শিশু, বটবৃক্ষ, নরনারায়ণ, জলপ্লাবন এবং অন্যান্য সমস্ত উপদ্রব মুহূর্তের মধ্যে তিরোহিত হইল; মার্কণ্ডেয় পূর্ব্ববৎ নিজেকে স্বীয় আশ্রমেই উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শ্রীহরির রচিত মায়াবৈভব অনুভব করিয়া তিনি সমাহিতচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। এমন সময় ভগবান্ রুদ্র পার্ব্বতীসহ বৃষভারোহণে আকাশে বিচরণ করিতে করিতে সেই যোগীকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইলেন। পার্ব্বতী বলিলেন—প্রভু, নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থিত এই মহাযোগীর সিদ্ধি বিধান করুন। শঙ্কর বলিলেন—

> নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
> ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ১২।১০।৬

—এই ব্রহ্মর্ষি কোন আশিস্, এমন কি মোক্ষও লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, ইনি অব্যয় পুরুষ শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

তথাপি, ইঁহার সম্ভাষণ করিব, কারণ—

> অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥ ১২।১০।৭

—লোকের সাধুসঙ্গই পরম লাভ।

তাঁহারা নিকটে আসিলেও, সেই ঋষি—

> ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥ ১২।১০।৯

—সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি রুদ্ধ থাকায় আত্মাকে এবং বিশ্বকেও জানিতে পারিলেন না।

মহাদেব তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঋষি চমকিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—হে বিভু, আপনি ত আত্মভাবে পূর্ণকাম, আপনার কি এমন প্রিয়কার্য আছে, যাহা আমি করিতে পারি? শঙ্কর বলিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি এক, তোমার ন্যায় সাধুদিগকে লোকপালগণ এবং আমরাও বন্দনা করি।—

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ॥ ১২।১০।২৪,২৫

—যেসকল ব্রাহ্মণ আত্মসমাধি, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও সংযম দ্বারা বেদময় আমাদের রূপ ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তোমাদিগের শ্রবণে ও দর্শনেই মহাপাতকীগণ এবং নিকৃষ্টজাতীয়গণও শুদ্ধ হয়, সম্ভাষণাদি দ্বারা যে হয়, তাহার আর কথা কি!

তুমি বর প্রার্থনা কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অহো, ঈশ্বরলীলা দুরধিগম্য, যাহাতে তাঁহারা অধীন ব্যক্তিদিগেরও স্তব করেন। হে ভূমন্, সকলানন্দ-স্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়াই পূর্ণকাম হইলাম, তথাপি একটি বর প্রার্থনা করি—শ্রীভগবানে ও ভগবৎভক্তবৃন্দে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে। শঙ্কর 'তাহাই হউক', বলিয়া দেবীর নিকট ঐ ঋষির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

১১ অধ্যায়

বিভূতি

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সূত, শ্রীপতি নারায়ণ তো চৈতন্য মাত্র, কিন্তু তান্ত্রিকগণ উপাসনাকালে তাঁহার যে যে অঙ্গ ভূষণ অস্ত্রাদির কল্পনা করেন, আমরা সেই ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছা করি।

সূত বলিলেন—গুরুগণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভগবানের বিভূতি

আপনাদের নিকট বর্ণন করিব।—মায়ানির্মিত চেতনে অধিষ্ঠিত বিরাট মূর্তিতে এই ভুবনত্রয় দৃষ্ট হয়। স্বর্গলোক ইহার মস্তক, সূর্য ইহার চক্ষু, যম ইহার ভ্রূদ্বয়, লজ্জা ও লোভ ইহার অধর, জ্যোছনা ইহার দন্ত, বায়ু ইহার নাসা, দিক্ ইহার কর্ণ, লোকপালগণ ইহার বাহু, আকাশ ইহার নাভি, প্রজাপতি ইহার মেঢ্র, পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়, ভ্রম ইহার হাস্য, বৃক্ষসকল রোম, মেঘগণ কেশ, চন্দ্র ইহার মন। ইনি কৌস্তভরূপে আত্মজ্যোতি, তাহার প্রভারূপে বক্ষস্থলে শ্রীবৎস, বনমালারূপে নানা গুণময়ী মায়া এবং পীতবসনদ্বয় ও ব্রহ্মসূত্ররূপে তিনমাত্রাবিশিষ্ট প্রণব ধারণ করেন। অনন্ত ইহার আসন, সত্ত্বগুণ ইহার পদ্ম, প্রাণ-তত্ত্ব ইহার গদা, জলতত্ত্ব ইহার শঙ্খ ও তেজস্তত্ত্ব ইহার সুদর্শন চক্র। নির্মল আকাশ-তত্ত্ব ইহার অসি, তমঃ ইহার চর্ম, কাল শার্ঙ্গধনু, কর্ম তূণ, ইন্দ্রিয়গণ শর, মন ইহার রথ। নানা মুদ্রাদ্বারা ইহার নানা অঙ্গাদির ক্রিয়াকারিতা ভাবনা করিতে হয়। সূর্যমণ্ডল এই দেবপূজার স্থান, গুরুদত্ত মন্ত্র-দীক্ষা এই পূজার যোগ্যতা। তাঁহার পূজায় আপনার পাপক্ষয় হয় বলিয়া মনে করিবে। ইনি যে লীলাকমল ধারণ করেন তাহা ইহার যড়ৈশ্বর্যের প্রতীক। ধর্ম ও যশ ইহার চামরব্যজন, বৈকুণ্ঠ ইহার ছত্র, কৈবল্য বা অভয় ইহার গৃহ, বেদত্রয় ইহার গরুড়রূপ বাহন, যজ্ঞ ইহার রূপ। ভগবতী শ্রী ইহার অক্ষয়া শক্তি, নন্দ সুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল ইহার অণিমালঘিমাদি গুণ, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ইহার চারিমূর্তি-ব্যূহ বলিয়া কথিত হন। এই ভগবান্ বিষ্ণুই বেদের কর্তা, সর্বস্রষ্টা পাতা, সংহর্তা, ইনি স্বীয় মহিমাতে পূর্ণ। ইনি ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে ব্যক্ত হন, ভক্তগণ আত্মরূপে ইহাকে লাভ করেন।—হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন-সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীদ্রোহী-রাজন্যবংশধ্বংসকারী, হে অক্ষীণবীর্য, হে গোবিন্দ, হে গোপবনিতা-ও-ভৃত্যগণকর্তৃকগীতকীর্তি, হে শ্রবণমঙ্গল, ভৃত্যগণকে রক্ষা কর!

[অতঃপর, মাসে মাসে সূর্যের যে যে পৃথক নানা মূর্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।]

১২ অধ্যায়

সূত

[এই অধ্যায়ে ১-৪৫ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহের আবৃত্তি করা হইয়াছে।]

সূত বলিলেন—ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসামত শ্রীভগবানের লীলাবতার কর্মসকলের কীর্তন করিলাম।

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥
সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥
১২।১২।৪৭-৫০

—পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধায় কাতর হইয়াও যদি কেহ 'হরয়ে নমঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। সূর্য যেমন অন্ধকারকে বা প্রবল বায়ু যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ শ্রীহরি চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবের সকল দুঃখ নিঃশেষে দূর করেন। যে কথায় শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ নাই, তাহা মিথ্যা ও অসৎ। সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই পুণ্য, যাহাতে ভগবদ্গুণসকলের প্রসঙ্গ আছে। তাহাই রমণীয় রুচির ও নিত্য নব, তাহাই মনের চিরন্তন মহোৎসব, তাহাই মানবের শোকসমূহ শোষণ করে, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশ গীত হয়।

যে বাক্য জগৎপবিত্রকারী শ্রীহরির যশ প্রচার করে না, তাহা মনোহর পদবিন্যাসযুক্ত হইলেও কাকতীর্থতুল্য, জ্ঞানীরা তাহা সেবা করেন না। অচ্যুত যেখানে, অমলচিত্ত সাধুগণও সেখানে। সেই বাক্যই বাক্য, যাহাতে জনগণের পাপ নাশ করে, যার প্রতি শ্লোকে সেই অনন্তের যশোঽঙ্কিত নামসকল অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। তাহাই সাধুরা শ্রবণ কীর্তন ও গান করেন। সন্ন্যাস বা অচ্যুতভাব কি নির্মল ভক্তিভাব-বিবর্জিত জ্ঞানযোগ বা সর্বোত্তম কর্মযোগও নিষ্ফল। বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচারসমূহ প্রতিপালনে বা তপস্যায় কি বেদাদি অধ্যয়নে যে পরিশ্রম, তাহা কেবল যশ ও সম্পদ লাভের নিমিত্ত, উহাতে পুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রীধরের ভাষ্যানুবাদ

শ্রবণ ও আদরাদি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে যে অচল স্মরণ-মনন ভাবের উদ্ভব হয়, তাহাই জীবের পরমপুরুষার্থ। উহা সকল অশুভ নাশ করে, সকল অমঙ্গল ধ্বংস করে, চিত্ত শুদ্ধ করে, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও পরমাত্মভক্তির উদ্রেক করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা পরম সৌভাগ্যবান্ যে অখিলের আত্মাস্বরূপ দেবদেব সর্বেশ্বর সেই নারায়ণে নিরন্তর আবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার ভজনা করিতেছেন।

নৃপতি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-সভায় ঋষিগণের সমক্ষে পরম ঋষি শুকদেবের মুখে যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম, আপনারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া ধন্য করিলেন। কলিমলহন্তা অখিলেশ শ্রীহরি এই ভাগবতগ্রন্থের প্রতিপদে স্পষ্টতঃ বা প্রসঙ্গক্রমে গীত হইয়াছেন। যে অচ্যুতের স্তব ব্রহ্মা শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণও গান করিয়া শেষ করিতে পারেন না, যিনি জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ, স্বীয় আত্মাতেই যাঁহার আলয়, উপলব্ধিমাত্র যাঁহার স্বরূপ, সেই সনাতন সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি আত্মসুখেই পূর্ণচিত্ত, অন্য কিছুতেই যাঁহার রতি নাই, যিনি স্ব-তন্ত্র, শ্রীভগবানের রুচির লীলায় আবিষ্টচিত্ত, যে ঋষি তত্ত্ব-প্রদীপস্বরূপ এই পুরাণসংহিতাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশন ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি।

১৩ অধ্যায়

সূত, পুরাণসমূহ

সূত বলিলেন—

> যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
> র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
> ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
> যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ১২।১৩।১

—ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে দিব্যস্তোত্র দ্বারা স্তব করেন, বেদ ও উপনিষদ যাঁহার গান করেন, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যানস্থ চিত্তে দর্শন করেন, যাঁহার অন্ত কেহই পান না, সেই পরম দেবকে নমস্কার করি।

শ্রীভগবানের নিঃশ্বসিত বায়ু আপনাদিগকে পালন করুন।

পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ। ব্রহ্ম ১০ হাজার, পদ্ম ৫৫ হাজার, বিষ্ণু ২৩ হাজার, শিব ২৪ হাজার, নারদ ২৫ হাজার, মার্কণ্ডেয় ৯ হাজার, অগ্নি ১৫৪০০, ভবিষ্য ১৪৫০০, ব্রহ্মবৈবর্ত ১৮ হাজার, লিঙ্গ ১১ হাজার, বরাহ ২৪ হাজার, স্কন্দ ৮১১০০, বামন ১০ হাজার, কূর্ম ১৭ হাজার, মৎস্য ১৪ হাজার, গরুড় ১৯ হাজার, ব্রহ্মাণ্ড ১২ হাজার, শ্রীমদ্ভাগবত ১৮ হাজার—মোট ৪ লক্ষ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ সর্ববেদান্তের সার, অমৃতের সাগর। এই অমৃত যিনি পান করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কিছুতেই আর মতি হয় না। ইহাতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম সকলই নিহিত আছে। যিনি এই অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ স্বীয় নাভিপদ্মশায়ী ব্রহ্মার নিকট প্রকাশিত করেন এবং পরে ব্রহ্মারূপে নারদের নিকট, নারদরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে রাজা পরীক্ষিতের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ নির্মল বিশোক অমৃতময় পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

> ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
> তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথ স্বং নো যতঃ প্রভো॥
> নামসঙ্কীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
> প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।১৩।২১

—হে দেবেশ, জন্মে জন্মে যাহাতে তোমার পদে ভক্তি জন্মে তাহা কর, তুমিই আমাদের নাথ। যাঁহার নামকীর্তন সকল পাপ নষ্ট করে, সেই দুঃখহারী পরম শ্রীহরিকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ হরি ওঁ ॥

পরিশিষ্ট ১

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার কয়েকটি প্রধান স্থান
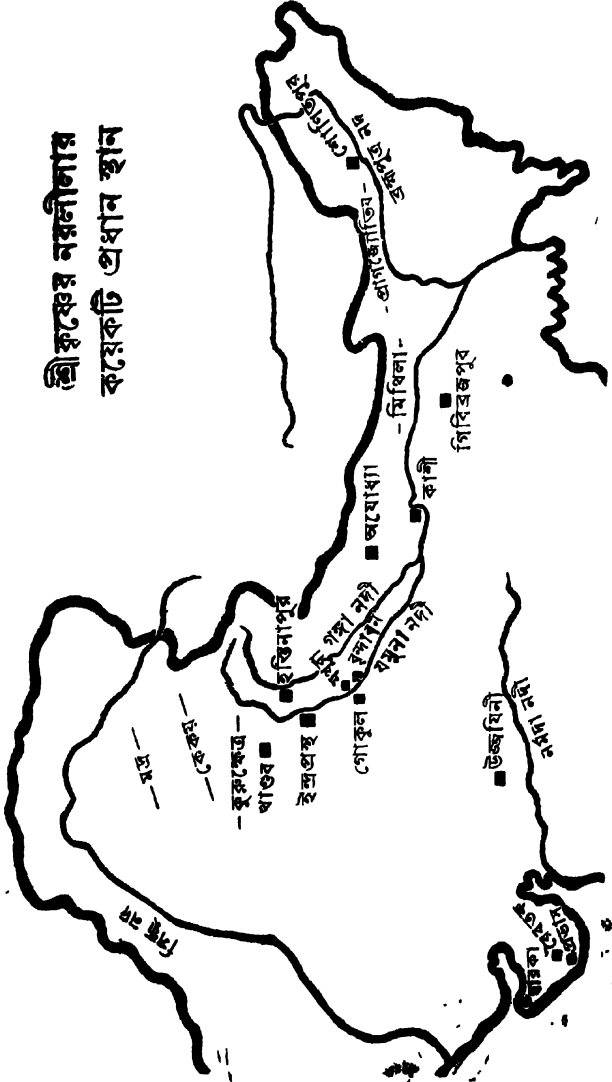
পরিশিষ্ট ২

২. শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বংশতালিকা

[এই দুইটি বংশতালিকা মূল গ্রন্থের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইল। কয়েকটি প্রধান প্রধান নাম মাত্র দেওয়া গেল। ××× এই চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উহার নীচের নামের ব্যক্তি উপরের নামীয় ব্যক্তির কতিপয় বা বহু বংশ পরের।]

১. মনুবংশ—পরে সূর্যবংশ নামে খ্যাত

('নিবেদন' নামক ভূমিকায় 'কাহিনীগুলির সম্বন্ধ' নামক দফাটি দেখুন)

(ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত)

স্বায়ম্ভুব মনু (১ম মনু)* = শতরূপা

পুত্র: প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ

কন্যা: আকূতি, দেবহূতি, প্রসূতি

ক. পুত্রগণ

১. প্রিয়ব্রত

প্রিয়ব্রত → আগ্নীধ্র = পূর্বচিত্তি, উত্তম (৩য় মনু), তামস (৪র্থ মনু), রৈবত (৫ম মনু), উর্জস্বতী = শুক্রাচার্য, অপর ৬ পুত্র

আগ্নীধ্র = পূর্বচিত্তি
|
নাভি = মেরু দেবী
|
ঋষভদেব = জয়ন্তী
|
১০০ পুত্র
↓
ভরত; ৯ পুত্র ভরতের অনুগত; ৯ পুত্র নবযোগীন্দ্র; ৮১ পুত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

ভরত
× × ×
গয়
× × ×
বিরজ
(শেষ রাজা

উর্জস্বতী = শুক্রাচার্য
|
দেবযানী = যযাতি
(চন্দ্রবংশ-তালিকা দেখুন)

---

* ২য় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ (১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২. উত্তানপাদ

=সুনীতি — =সুরুচি

সুনীতি → ধ্রুব
সুরুচি → উত্তম

ধ্রুব =ভ্রমি — =ইরা

ভ্রমি → সুবীথি=বৎসর
ইরা → উৎপল

× × ×

চাক্ষুষ (৬ষ্ঠ মনু)

× × ×

অঙ্গ

বেণ

|

পৃথু=অর্চ্চি

|

বিজিতাশ্ব বা অন্তর্ধান

|

হবির্ধান

|

প্রাচীনবর্হি (বর্হিষৎ)

|

১০ জন প্রচেতা=মারিষা

|

(২য়) দক্ষ = অসিক্নী

| হর্যশ্ব নামে অযুত পুত্র, সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র

(কন্যা) অদিতি=কশ্যপ (ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র, ৩০৬ পৃঃ দেখুন)

অদিতি=কশ্যপ → ত্বষ্টা, বামনদেব, বিবস্বান্=সংজ্ঞা

ত্বষ্টা → বিশ্বরূপ → বৃত্র

বিবস্বান্ → বৈবস্বত বা শ্রাদ্ধদেব (৭ম মনু)=শ্রদ্ধা

বৈবস্বত বা শ্রাদ্ধদেব (৭ম মনু)=শ্রদ্ধা
ইক্ষাকু
নভগ
(অন্য ৮ পুত্র)
ইলা=বুধ
নাভাগ
অম্বরীষ
বিকুক্ষি বা শশাদ
নিমি
(অন্য ৯৮ পুত্র)
পুরঞ্জয় বা ককুৎস্থ
বৈদেহ জনক (মিথিলা-নির্মাতা)
× × ×
× × ×
যুবনাশ্ব
সীরধ্বজ জনক
মান্ধাতা
(কন্যা) সীতা=শ্রীরামচন্দ্র (এই বংশতালিকা পৃঃ ৩০৫ দেখুন)
(৫০ কন্যা) =সৌভরি মুনি
(পুত্র)
মুচুকুন্দ (যোগী)
× × ×
ত্রিশঙ্কু (সত্যব্রত)
হরিশ্চন্দ্র
রোহিত
× × ×
সগর
অসমঞ্জস্
অংশুমান্
দিলীপ
ভগীরথ

ভগীরথ
× × ×
ঋতুপর্ণ (নলের সখা)
× × ×
সৌদাস বা কল্মাষপাদ = মদয়ন্তী
|
অশ্মক
|
বালিক (স্ত্রীবেশে পরশুরাম হইতে রক্ষা)
× × ×
খট্বাঙ্গ
× × ×
রঘু
|
অজ
|
দশরথ
|
শ্রীরামচন্দ্র | (অপর ৩ পুত্র) | (কন্যা) শান্তা = ঋষ্যশৃঙ্গ (পালক-পিতা রোমপাদ)

শ্রীরামচন্দ্র
|
কুশ
× × ×
প্রসেনজিৎ
|
বৃহদ্বল (অভিমন্যু কর্তৃক নিহত)

(কন্যা) শান্তা = ঋষ্যশৃঙ্গ
(পালক-পিতা রোমপাদ)
× × ×
অধিরথ
|
কর্ণ

খ. কন্যাগণ

১. আকূতি = রুচি
২. দেবহূতি = কর্দম
৩. প্রসূতি = ১ম দক্ষ
যজ্ঞপুরুষ = দক্ষিণা
সতী = মহাদেব
দিতি = কশ্যপ
অপর ১২ কন্যা
কপিলদেব
কলা = মরীচি
অনসূয়া = অত্রি
শ্রদ্ধা = অঙ্গিরা
হবির্ভূ = পুলস্ত্য
গতি = পুলহ
ক্রিয়া = ক্রতু
ঊর্জা = বশিষ্ঠ
খ্যাতি = ভৃগু
শান্তি বা চিত্তি = অথর্ব্বা
কশ্যপ = অদিতি = দিতি
দুর্বাসা
উতথ্য
বৃহস্পতি = তারা
৩ পুত্র
৬০০০০ বালখিল্য
৭ পুত্র চিত্রকেতু ইত্যাদি
দধীচি (অশ্বশিরা)
১. আদিত্যগণ (তন্মধ্যে একজন বামন)
২. দেবগণ
৩. বিবস্বান্
অগস্ত্য (জঠরাগ্নি)
বিশ্রবা (মহাতপস্বী) = ১ ইলবিলা = ২ কেশিনী
কবি
উশনা (শুক্রাচার্য)
ধাতা
মৃকণ্ডু
মার্কণ্ডেয়
বিধাতা
প্রাণ
বেদশিরা
শ্রী
হিরণ্যকশিপু
হিরণ্যাক্ষ
প্রহ্লাদ
বিরোচন
বলি
কুবের
রাবণ
কুম্ভকর্ণ
বিভীষণ
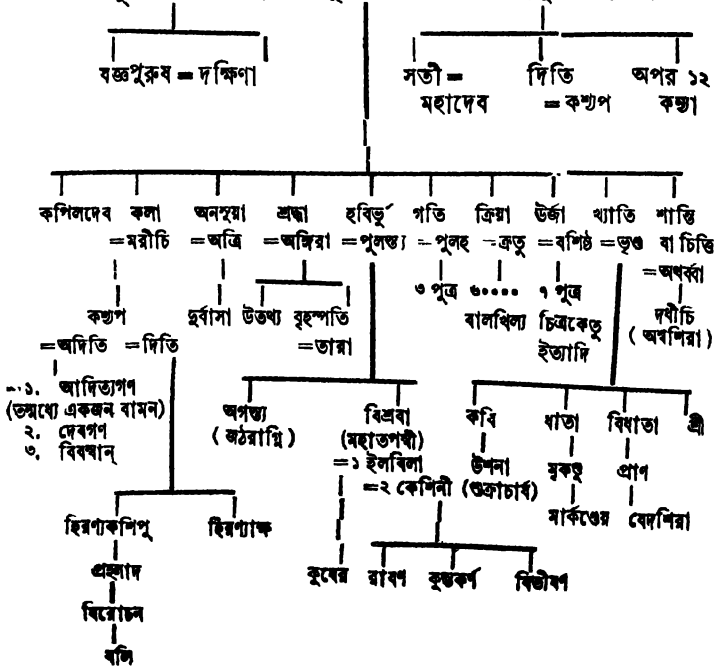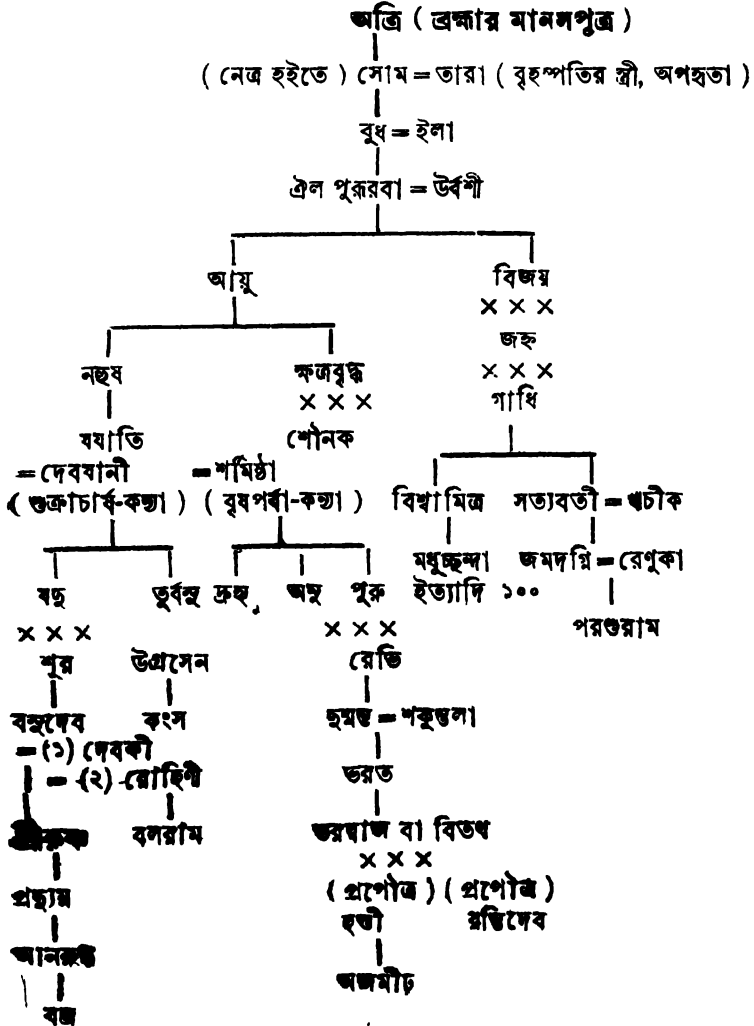
২. অত্রিবংশ—পরে চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত

('নিবেদন' নামক ভূমিকায় 'কাহিনীগুলির সম্বন্ধ' শীর্ষক দফাটি দেখুন)

অজমীঢ়
(পুত্র)
× × ×
মুদ্‌গল
দিবোদাস
× × ×
পৃষত
পৃষত
দ্রুপদ
ধৃষ্টদ্যুম্ন
দ্রৌপদী
অহল্যা
= গৌতম
শতানন্দ
শতানন্দ
সত্যধৃতি
শরদ্বান্‌
কৃপ
কৃপী
= দ্রোণাচার্য
ঋক্ষ
× × ×
সংবরণ = তপতী (সূর্যকন্যা)
কুরু
(পুত্র)
× × ×
(পুত্র)
× × ×
কুরুর বংশ
কৃতী
উপবিচর বসু
× × ×
বৃহদ্রথ
জরাসন্ধ
দিলীপ
প্রতীপ
গঙ্গা = শান্তনু = সত্যবতী (ইঁহার কন্যাবস্থার পুত্র)
দেবাপি (জ্যেষ্ঠ)
পরাশর
বেদব্যাস
শুকদেব (ভাগবত-বক্তা)

---

* ইঁহার কন্যাবস্থার পুত্র কর্ণ।

দ্রষ্টব্য : ১২শ স্কন্ধ।
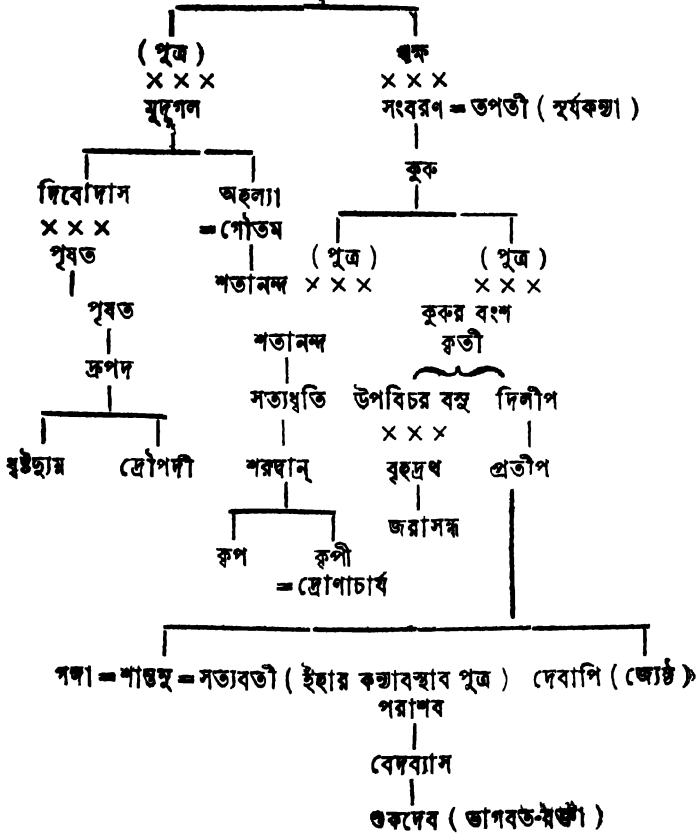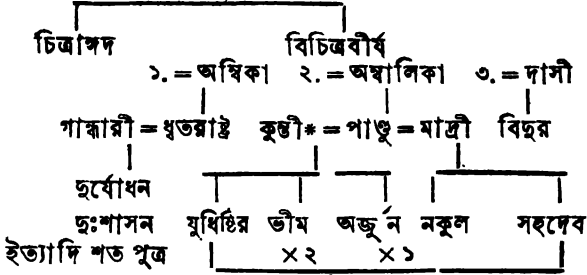
পরিশিষ্ট ৩

৩. টীকা, শব্দার্থ ও প্রাচীন স্থানের বর্তমান পরিচয়

অক্ষৌহিণী—২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ গজ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতিক সেনাবিশিষ্ট সেনাবাহিনী।

অঘ—পাপ।

অঙ্গন্যাস—দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রের সংস্থাপন।

অজগর-ব্রত—অজগরের মত জীবনধারণের জন্য অঙ্গচেষ্টা না করার ব্রত।

অণিমা-লঘিমাদি—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব—এই অষ্টসিদ্ধি।

অধ্বর্যু—বৈদিক যজ্ঞের চারি পুরোহিতের মধ্যে একজন, যিনি যজ্ঞস্থান মাপিয়া বেদী তৈয়ারি করেন, যজ্ঞপাত্রগুলি ঠিক করেন, যজ্ঞাগ্নি জ্বালেন, জল কাঠ এবং বলির পশু নিয়া আসেন, বলি দেন এবং এইসব কাজে যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

অনঘ—নিষ্পাপ।

অনপেক্ষ—উদাসীন।

অপান—দেহস্থ পঞ্চবায়ুর একতম, অধোবায়ু; প্রশ্বাস-বায়ু।

অপ্সরা—অন্তরিক্ষবাসিনী গন্ধর্বপত্নী, যাঁহারা রূপ পরিবর্তন ও অমানুষিক কাজ করিতে পারেন।

অবন্তী দেশ—নর্মদা নদীর উত্তরতীরস্থ দেশ, মালবের পশ্চিমাংশ।

অবভৃথ—প্রধান যজ্ঞের সমাপ্তি বা তাহার পর কৃত স্নান।

অভিচার—দুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

অভিমান—'আমিই এই' বা 'আমিই প্রধান' এইরূপ ভাবনা।

অর্বুদ দেশ—আরাবল্লী পর্বত সন্নিহিত স্থান।

অলকনন্দা—হিমালয়ে ভাগীরথীর একটি উপনদী।

অলাতচক্র—ঘূর্ণমান জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড।

অষ্টনিধি—যক্ষরাজ কুবেরের ভাণ্ডারের আটটি মহামূল্য দ্রব্য (মতান্তরে নয়টি—মহাপদ্ম পদ্ম শঙ্খ মকর কচ্ছপ মুকুন্দ কুন্দ নীল ও খর্ব)।

অষ্টাঙ্গযোগ—যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি—এই আট প্রক্রিয়া বিশিষ্ট যোগ।

অস্তেয়—পরদ্রব্য অপহরণ না করা।

অহংকার—সৃষ্টির পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের একটি (নিজকে পৃথক্ বলিয়া মনে করা)।

অহৈতুকী ভক্তি—উদ্দেশ্য বা কামনা-বিহীনা ভক্তি।

আঙ্গিরসগণ—বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরাঃ-র বংশধরগণ।

আচ্ছিন্ন—ছিঁড়িয়া আলাদা করা হইয়াছে এমন।

আত্মানাত্মবিবেক—আত্মা কী এবং কী নয় এই বিবেচনা।

আত্মারাম—অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট ; আত্মাই যাহার অবলম্বন।

আনর্তদেশ—সৌরাষ্ট্র, বর্তমান কাঠিয়াবাড়।

আপ্তকাম—বাসনাকামনামুক্ত ; অভীষ্টলাভ করিয়াছে এমন।

আস্তিক্য—ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ইন্দ্রসেন—ইন্দ্রের প্রভু, ইন্দ্রের রাজ্যবিজেতা, ইন্দ্রের দর্পহারী।

উত্তমঃশ্লোক—(তমোগুণবিহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক কীর্তিত, কিংবা, যাঁহার কীর্তি তমঃ অতিক্রম করিয়াছে) ভগবান্।

উপাধি—জাতি রূপ ক্রিয়া সংজ্ঞা—এই চারি বৈশিষ্ট্য।

উপায়ন—উপঢৌকন।

উরুগায়—মহৎ ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্তুত।

ঋত্বিক্—যজ্ঞের পুরোহিত (চারি শ্রেণী : হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্ম)।

ঋষভদেশ—(১) সরস্বতী নদীস্থিত দ্বীপ (২) পাণ্ড্যদেশীয় পর্বত (৩) কোশলদেশে।

ঐকাত্ম্য—আত্মার মিলন, একাত্মতা।

ঐলরাজ—ইলার পুত্র পুরূরবা রাজা।

ঔত্তরেয়—উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ।

কপিধ্বজ—(বানর-আঁকা নিশান যাঁহার) অর্জুন।

কব্য—যজ্ঞে পিতৃগণকে দেয় ঘৃত ('হব্য' দ্রষ্টব্য)।

করূষ—আধুনিক বিহারের শাহাবাদ জেলার অংশ।

কর্ণাটক—মহীশূর।

কর্মবাদী—যাগযজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়—এই মতে বিশ্বাসী।
কলিঙ্গ—বর্তমান দক্ষিণ উড়িষ্যা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ।
কল্প—জন্ম ; সৃষ্টি ; কালের বিভাগবিশেষ, ব্রহ্মার দিন।
কাঞ্চী—বর্তমান তামিলনাড়ুতে।
কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ।
কামদুঘা—সকল ইচ্ছা পূরণ করে এমন গাভী।
কালঞ্জর—আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে।
কাষ্ঠা—সীমা।
কিন্নর—ঘোড়ার মাথা ও মানুষের দেহ বিশিষ্ট প্রাণী।
কিম্পুরুষ—মানুষের মাথা ও ঘোড়ার দেহ বিশিষ্ট প্রাণী।
কুণ্ডিনপুর—বিদর্ভ দেশের রাজধানী।
কুম্ভক—নিশ্বাস লইয়া আঙুল দিয়া নাক চাপিয়া ধরার পর দমবন্ধ অবস্থা।
কুরু—আধুনিক দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশ।
কুরুক্ষেত্র—বর্তমান থানেশ্বরের দক্ষিণের স্থান।
কুরুজাঙ্গল—কুরুক্ষেত্র।
কুলাচল—সাতটি প্রধান পর্বত, যথা : মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য (মতান্তরে, হিমালয় সহ ৮টি)।
কুশস্থলী—দ্বারকা, আনর্তের রাজধানী।
কূটস্থ—শিখরস্থ ; সকলের উর্ধ্বে যিনি।
কৃতমালা—দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নদী বিশেষ।
কৃত্যা—মায়া, ভেল্‌কি ; ঐন্দ্রজালিক নারীমূর্তি।
কৃষ্ণাজিন—কাল লোমবিশিষ্ট চামড়া (বিশেষতঃ হরিণের)।
কেকয়—শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশ।
কৈবল্য-নির্বাণ—পাতঞ্জলমতে পরমাত্মায় আত্মার বিলীন হইবার অবস্থার নাম কৈবল্য, এবং বৌদ্ধমতে জীবের অস্তিত্বের চরম বিলোপের নাম নির্বাণ।
কোঙ্ক—সহ্যাদ্রি ও সাগরের মধ্যবর্তী দেশ, কোঙ্কন।
কৌশারব—মৈত্রেয় মুনি।
কৌশিকী—আধুনিক কোশী নদী (বিহারে)।

খাণ্ডবপ্রস্থ—কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ বনবিশেষ।

গণ্ডকী—বর্তমান গণ্ডক নদী, (শালগ্রামশিলার প্রাপ্তিস্থান)।

গন্ধর্ব—দেবগণের গায়ক উপদেবতা জাতিবিশেষ।

গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনু (ইহা সোম বরুণকে দেন, বরুণ অগ্নিকে দেন, অগ্নি অর্জুনকে দেন)।

গায়ত্রী—'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০)।

গান্ধর্ব—একপ্রকার বিবাহ যাহা শুধু নরনারীর পূর্বরাগের ফল।

গিরিব্রজ—আধুনিক রাজগীর (বিহারে)।

গুহ্যক—কুবেরের অনুচর উপদেবতা জাতিবিশেষ।

গোকর্ণ—দক্ষিণভারতের শৈব তীর্থবিশেষ।

গোপুর—নগরের বা মন্দিরের সিংহদ্বার।

গ্রাম্য বিষয়—মৈথুন ব্যাপার।

গ্রাহ—কুমীর হাঙ্গর ইত্যাদি।

চক্রায়ুধ—(সুদর্শন চক্র যাঁহার অস্ত্র) বিষ্ণু।

চতুরঙ্গিণী সেনা—রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতিক—এই চারি অঙ্গ বিশিষ্ট সেনা।

চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি বর্গ বা পুরুষার্থ।

চন্দ্রভাগা দেশ—দক্ষিণভারতে।

চাতুর্মাস্য—আষাঢ়, কার্তিক বা ফাল্গুন মাসে আরম্ভ করিয়া চারিমাস-ব্যাপী যজ্ঞ বা ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ।

চারণ—দেবগায়ক জাতিবিশেষ।

চেদি—বৎস ও অবন্তী রাজ্যের মধ্যে নর্মদাতীরস্থ দেশ।

চৈদ্য—চেদি দেশের রাজা শিশুপাল।

জগন্নিবাস—জগতের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্।

জীবোপাধি—জাগরণ স্বপ্ন ও নিদ্রা—এই তিন অবস্থা।

তাম্রপর্ণী—দক্ষিণ-ভারতের মলয় পর্বতে উদ্ভূত নদীবিশেষ।

তুম্বুরু—একপ্রকার বীণা।

তুরীয়—চতুর্থ ; বেদান্তে বর্ণিত আত্মার চতুর্থ অবস্থা, যখন উহা পরব্রহ্মে লীন হয়।

ত্রিকূট—যে পর্বতের উপর রাবণের লঙ্কা স্থাপিত ছিল তাহা।

ত্রিগর্ত—আধুনিক জলন্ধর (পাঞ্জাবে) বা লুধিয়ানা অঞ্চল।

ত্রিগুণজ—(বেদান্তমতে) মায়া হইতে উদ্ভূত।

ত্রিদণ্ড—একত্র বাঁধা তিনটি দণ্ড (সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য)।

ত্রুটিকাল—১/৪ ক্ষণ বা ১/২ লব পরিমিত অতি ক্ষুদ্র সময়বিভাগ, ১/৫ সেকেণ্ডের সমান।

দক্ষিণ মথুরা—আধুনিক মাদুরাই।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের কন্যা সতী।

দামবন্ধ—দড়িতে বাঁধা।

দায়যোগ্য সম্পত্তি—বিভাগযোগ্য সম্পত্তি।

দাশার্হ—যদুবংশীয় (বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ), দশার্হের বংশধর।

দিগ্‌গজ—আট দিক্ রক্ষাকারী আটটি হাতী (ঐরাবত বা ঐরাবণ, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক)।

দুন্দুভি—জয়ঢাক।

দুরিত—দুর্গতি, পাপ।

দৃষদ্বতী—অধুনালুপ্ত প্রাচীন নদী যাহা আর্যাবর্তের পূর্বসীমান্ত ছিল।

দেবযাত্রা—শকটে দেবমূর্তি লইয়া যাওয়ার উৎসব, রথযাত্রা।

দ্রবিড়, দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চল।

দ্বারকা—আধুনিক মধুপুরা (গুজরাটে)।

দ্বৈপায়ন—(দ্বীপে যাঁহার জন্ম) ব্যাসদেব।

নাভি প্রভৃতি ছয়টি—ষট্‌চক্রের ছয়টি স্থান, যথা—পায়ু, উপস্থ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠমূল ও ভ্রূমধ্য।

নিরয়—নরক।

নিরুপাধি স্বরূপ—('উপাধি' দ্রষ্টব্য) নাই এমন সত্তা।

নির্বৃতি—শান্তি ; মোক্ষ ; মুক্তি ; মরণ।

নিষ্কল—অখণ্ড, পূর্ণ।

নৈমিত্তিক প্রলয়—সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন বা কল্প হয়। কল্পের অবসানে ত্রৈলোক্যের বিনাশকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ইহাকে খণ্ড-প্রলয়ও বলা হয়। অন্য তিন প্রকার প্রলয়—নিত্য, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক।

নৈমিষারণ্য—আধুনিক নিমসার (উত্তরপ্রদেশে) লখনউ হইতে ৪৫ মাইল।
নৈষ্ঠিকী ভক্তি—চরম ভক্তি, দৃঢ় ভক্তি।
পক্ষ্ম—চোখের পাতার লোম।
পঞ্চাগ্নি—দক্ষিণ, আহবনীয়, গার্হপত্য, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চাগ্নি।
পঞ্চাপ্সরস্—ঋষি মন্দকর্ণি কর্তৃক সৃষ্ট হ্রদবিশেষ।
পঞ্চাল—গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী প্রাচীন দেশ।
পম্পা—দণ্ডকারণ্যস্থ হ্রদবিশেষ।
পরমহংস—সকল রিপুজয়ী শ্রেষ্ঠ স্তরের সন্ন্যাসী।
পরমেষ্ঠী—সর্বশ্রেষ্ঠ ; ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর।
পরা ভক্তি—চরম ভক্তি।
পাণ্ড্যদেশ—বর্তমান দক্ষিণভারতে তিনেবেল্লী জেলা।
পিণ্ডারক তীর্থ—দ্বারকার কাছে তীর্থবিশেষ।
পিতৃগণ—প্রজাপতির পুত্রদিগের কয়েকজন।
পিতৃপক্ষ—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ।
পুক্কশ—নিষাদ ও শূদ্রীর মিলনে জাত সঙ্করজাতি।
পুরুষ-প্রকৃতি—(সাংখ্যোক্ত) সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কারণ এবং সক্রিয় সত্ত্ব-রজস্তমোময় কারণ।
পুরুষসূক্ত—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০তম মন্ত্র, যথা—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমৌ বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥' ইত্যাদি।
পুষ্কর—আজমীরের নিকটস্থ তীর্থবিশেষ।
পূরক—ডান নাক টিপিয়া বাঁ নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ (প্রাণায়ামের অঙ্গ)।
পূর্বাশা—পূর্ব দিক।
প্রত্যুদ্গমন—(অভ্যর্থনার্থ) উঠিয়া (অতিথির দিকে) গমন।
প্রদক্ষিণ—কাহাকেও ডানপাশে রাখিয়া তাহার চারিদিকে হাঁটা।
প্রপঞ্চ—মায়া ; মায়াময় জগৎ।
প্রভাস—গুজরাতে ভেরাভলের কাছে।
প্রয়াগ—গঙ্গা-যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গম (আধুনিক এলাহাবাদ)।
প্রাগ্জ্যোতিষপুর—আধুনিক গৌহাটি।
প্রাণবায়ু—দেহস্থ পঞ্চবায়ুর প্রথম বায়ু।

প্রাণায়াম—প্রাণবায়ুকে সংযত করণ।
ফল্গু—গয়ার পার্শ্ববর্তিনী নদীবিশেষ, নৈরঞ্জনা।
বটু—বালক।
বদরিকাশ্রম, বদরীধাম—আধুনিক বদরীনাথ।
বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম।
বাদরায়ণি—বাদরায়ণ বা ব্যাসের পুত্র শুক।
বিদর্ভ—আধুনিক বেরার।
বিদেহ—মিথিলা।
বিদ্যাধর—উপদেবতা জাতিবিশেষ।
বিন্দুসরোবর—কৈলাসপর্বতের উত্তরে।
বিপাশা—আধুনিক বীয়াস নদ।
বিবিক্ত—নির্জন।
বিম্ব—মূল বস্তু।
বিলোমজ—নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চতর বর্ণের নারীর মিলনে জাত।
বিশালা—উজ্জয়িনী নগরী।
বিশ্বস্রষ্টাগণ—প্রজাসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট মরীচি আদি প্রজাপতিগণ।
বেণা—কৃষ্ণানদীর একটি উপনদী।
বৈজয়ন্তী মালা—বিষ্ণুর গলার মালা।
বৈতালিক—গায়ক।
ব্রহ্মতীর্থ—(তর্পণক্রিয়ায়) অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ। পুষ্করতীর্থ। হরিদ্বার।
ব্রহ্মসূত্র—(১) বাদরায়ণকৃত বেদান্ত-গ্রন্থ। (২) যজ্ঞোপবীত।
ব্রহ্মাবর্ত দেশ—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী দেশ (হস্তিনাপুরের উত্তর-পশ্চিমে)।
ভামিনী— (দীপ্তিময়ী) নারী।
ভীমরতি—জীবনের ৭৭-তম বর্ষের ৭ম মাসের ৭ম রাত্রি।
ভূমা—বহুত্ব ; পরিপূর্ণত্ব।
ভূরাদি লোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক।
ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক।

ভৃগুকচ্ছ—আধুনিক ব্রোচ বা ভরোচ (সুরাটের কাছে)।
মগধ—আধুনিক দক্ষিণ-বিহার।
মৎস্যদেশ—আধুনিক জয়পুর ও আলোয়ার (রাজস্থানে)।
মদ্রদেশ—ইরাবতী-চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দেশ।
মধুপর্ক—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, মধু ও চিনির মিশ্রণ যাহা অভ্যর্থনার্থে দেওয়া হয়।
মধুপুর—মথুরা (মধু দৈত্যের পুর)।
মধুবন—(মধু দৈত্যের বন) আধুনিক মথুরা।
মলয়—দক্ষিণ-ভারতের পর্বতমালা যাহার উত্তরাংশ শ্রীশৈল।
মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যোক্ত ২৫ তত্ত্বের দ্বিতীয় তত্ত্ব।
মহর্লোক—সপ্তলোকে ৪র্থ লোক (ভূরাদি দ্রষ্টব্য)।
মহানুভাব—অতি হৃদয়বান্।
মহেন্দ্রপর্বত—গোদাবরী হইতে মহানদী পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত।
মাতৃষসেয়—মাসতুত ভাই।
মালব—মধ্য-ভারতের দেশ (আধুনিক রাজস্থান-সংলগ্ন)।
মিথিলা—উত্তর বেহার।
মেখলা—কটিবন্ধ।
মৈরেয়—মদ্যবিশেষ, 'ধাতকীপুষ্পগুড়ধান্যাম্লসহিতম্''।
যক্ষ—কুবেরের অনুচর উপদেবতা জাতিবিশেষ।
রহস্য উপাসনা—গোপন উপাসনা।
রাক্ষস—যজ্ঞনাশকারী জাতিবিশেষ।
রাস—কোলাহল।
রেচক—প্রাণায়ামের (অঙ্গ), বাম নাক টিপিয়া ধরিয়া ডান নাক দিয়া শ্বাসত্যাগ।
রেবা—নর্মদা নদী।
রৈবতক—দ্বারকার নিকটবর্তী পর্বতবিশেষ।
লিঙ্গদেহ—(বেদান্তমতে) নশ্বর স্থূল দেহের কারণস্বরূপ অবিনাশী সূক্ষ্ম শরীর।
শম্যাপ্রাস—সরস্বতী নদীর তীরস্থ স্থানবিশেষ।

শরণাগতি—শরণ লওয়া।

শূরসেন—ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মৎস্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল।

শোণ—গঙ্গার উপনদীবিশেষ।

শোণিতপুর—আধুনিক তেজপুর (আসামে)।

শ্রীনিবাস—(লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়) বিষ্ণু।

শ্রীবৎস—বিষ্ণুর বুকে লোমের চিহ্নবিশেষ।

শ্রীশৈল—বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে পর্বতবিশেষ।

সত্তম—শ্রেষ্ঠ।

সনাথ—সহিত।

সমানশীল—একরূপ আচরণ সম্পন্ন।

সমাবর্তন—ব্রহ্মচর্য পালনের পর গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসা।

সরযূনদী—বর্তমান গোগরা বা ঘর্ঘরা নদী।

সরস্বতী নদী—(১) লুপ্ত নদীবিশেষ। (২) কাঠিয়াবাড়ের নদীবিশেষ।

সহ্যাদ্রি—আধুনিক পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একাংশ।

সাংখ্য—কপিল-প্রবর্তিত দার্শনিক মতবিশেষ।

সাযুজ্য—ঈশ্বরে লীন হওয়ার অবস্থা (মুক্তির চার অবস্থার এক)।

সারূপ্য—ঈশ্বরের সহিত একরূপ হওয়ার অবস্থা (মুক্তির ৪ অবস্থার একটি)।

সাবিত্রীমন্ত্র—গায়ত্রী মন্ত্র।

সিদ্ধ—অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন ধার্মিক উপদেবতা জাতিবিশেষ।

সুতল—সপ্ত অধোলোকের মধ্যে তৃতীয় (অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল)।

সুদর্শন—মেরু পর্বত।

সুযোধন—দুর্যোধনের অপর নাম (আদরের ডাক)।

সূক্ত—(উত্তম বাক্য) বেদের মন্ত্র।

সূত—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মিলনে জাত সঙ্কর জাতি।

সৈরিন্ধ্রী—অন্তঃপুরের পরিচারিকা (দস্যু ও আয়োগবীর মিলনে জাত সঙ্কর-জাতীয়া)।

সৌভ—ঐন্দ্রজালিক, মায়া-সৃষ্ট।

সৌরাষ্ট্র—আধুনিক গুজরাতের অংশ (সুরাট ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল)।

সৌবীর—আধুনিক রাজস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ।

সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানবিশেষ।

স্বাধ্যায়—(নিজের মনে মনে পড়া) বেদপাঠ বা শাস্ত্রপাঠ।

হব্য—দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞে দেয় দ্রব্য ('কব্য' দ্রষ্টব্য)।

হস্তিনা, হস্তিনাপুর—আধুনিক দিল্লী হইতে ৫৬ মাইল উত্তর-পূর্বে নগরবিশেষ (মীরাটের কাছে)।

হিরণ্যগর্ভ—(স্বর্ণডিম্বজাত) ব্রহ্মা।

হৈহয়—পশ্চিম-ভারতের দেশবিশেষ।

জিজ্ঞাসা প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক পুস্তক-তালিকা

গীতার সমাজ দর্শন ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী	৪ ০০
ধম্মপদ ॥ রামপ্রসাদ সেন-অনূদিত	৩·০০
ধ্যানস্তব্ধ হিমালয় ॥ সুধা সেন	৮·০০
বুদ্ধ পথ ॥ সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া	
ভক্তিরস-প্রসঙ্গ ॥ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী	২·৫০
ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ॥ সুধা সেন	
মধ্যযুগের সন্তকবি ॥ অতুল মুখোপাধ্যায়	১৮·০০
মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ সুধা সেন	১৮ ০০
রামায়ণী কথা ॥ দীনেশচন্দ্র সেন	
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ॥ বিল্বমঙ্গল ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার	১২ ০০
শ্রীরামকৃষ্ণায়ন ॥ মাখন গুপ্ত	৪·০০
সন্তবাণি যুগে যুগে ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী	৪·০০
জড় ভরত ॥ দীনেশচন্দ্র সেন	১·৫০
ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন	১·৫০
পৌরাণিকী ॥ দীনেশচন্দ্র সেন	
ফুল্লরা ॥	

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর
কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাঁচখানা বই

মুক্তা চুরি	২ ৫০
রাখালের রাজগি	২·৫০
রাসরঙ্গ	২·৫০
সুবল-সখার কাণ্ড	২·৫০
কানুপরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা	২·৫০